জাতীয় বিজ্ঞান।

সহধর্ম্মিণী ও স্বামী।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীবেণীমাধব দাস কর্ত্তৃক
বিরচিত।

১। "কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

২। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

৩। "সমানা ন আকুতিঃ সমানানি হৃদয়ানি নঃ।
সমানমস্তু নো মনো যথা নঃ সুসহাসতি॥"

বি, সি, সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়া প্রেস্, ১০০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২৯৬।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

সূচী-পত্র।

—*—

ভ্রম সংশোধন।

অনেক ভুলের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা		পংক্তি
সূক্ষ্ম	...	স্থূল	...	৮	...	৬
স্থূল	...	সূক্ষ্ম	...	৮	...	৭
হইলেই	...	হইলেও	...	৯	...	১২
কথায়	...	কাঠায়	...	১১১	...	২৭

২৩৯ পৃষ্ঠার প্রথম ৮ ছত্র একবারে বাদ।

গ্রন্থে দুই ভাগ জাতীয় বিজ্ঞানের এক এক ভাগ, এক এক হাজার ছাপান হইয়াছে; বিজ্ঞাপনাদির সমস্ত খরচ ধরিলে বোধ করি মোট খরচ কিছু কম বেশী ১০০০, হাজার টাকা পড়িবে। এই মোট খরচ উঠিয়া গিয়া যদি কিছু লাভ হয়, তাহার আমি কোনই অংশ লইব না; লাভের চতুর্থাংশ কলিকাতার "সখী-সমীতি"র ও অবশিষ্ট "Indian National Congress"এর ফণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

কৃষ্ণনগর গ্রন্থকর্ত্তার নিকট, কলিকাতার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পুস্তক প্রাপ্তব্য।

শ্রীবেণীমাধব দাস

জাতীয় বিজ্ঞান।

প্রথম ভাগ; দ্বিতীয় খণ্ড।

———:০:———

জাতীয় ঘটনা স্রোত, ও অনুধাবন।

"যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং; হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং।"

নি। কাল ত জন্মাষ্টমী, পাঠশালার গুরু মহাশয় চাঁদার জন্য আসিয়াছিলেন; আর বৎসর ত আমরা চারি আনা দিয়াছিলাম; তিনি কি ঐ চাঁদা বার্ষিক করিলেন? পাঠশালার সঙ্গে ত আমাদের কোনই সংশ্রব নাই।

বি। আমাদের নিজের, অথবা অন্য জ্ঞাতি কুটুম্বদের কোনই ছেলে পিলে ওখানে পড়ে না, সুতরাং নিকটতঃ যে উহার সঙ্গে আমাদের কোনই সংশ্রব নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু পাঠশালায় যদি জনসাধারণের, বিশেষতঃ সমাজের দরিদ্র লোকের পক্ষে কোন কার্য্যকারিতা ও আবশ্যকতা থাকে, তবে নিশ্চয়ই উহার সঙ্গে আমাদের দূরতঃও সম্বন্ধ আছেই। কারণ জনসাধারণের মধ্যেই আমরা; আমরা ছাড়া, জনসাধারণ নহে। সুতরাং উহার জন্য —

নি। আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি, আমি কিন্তু অত ভাবি নাই।

বি। তুমি যে না ভাবিয়াই ঐ কথাটি বলিয়াছিলে, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাই কেন বল না, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলাই

ভাল।—সে যাহাই হৌক পাঠশালা জিনিষটি যে কি? উহা উপকারক কি না? তাহা একটু দেখা যাউক না কেন?

নি। বেশত, সে ত ভালই।

বি। তুমি বুঝিয়া না থাকিলেও ক্রমশঃ ইহা বুঝিতে পারিবে যে, মনুষ্যের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের জ্ঞান, হৃদয় ও ভাষার উন্নতি হয়; এবং এই স্থানেই অমনি বলা উচিত যে, জ্ঞান ও হৃদয় মিলিত হইলেই, তাহাকে ধর্ম্ম বলে;—সুতরাং জ্ঞান বল, হৃদয় বল, অথবা ধর্ম্মই বল, শিক্ষাই সকলের মূল।

নি। তাহা বোধ করি কতক বুঝিয়াছি; একদিন বলিয়াছিলে যে, মানুষের শিক্ষাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্ম তাঁহার শিক্ষার মূল নহে।

বি। শিক্ষাই ধর্ম্মের মূল; জাতীয় শিক্ষা জাতীয় ধর্ম্মের মূল, আবার জাতীয় ধর্ম্মই, জাতীয় জীবনের মূল।—"মরা হাতী লাখ টাকা", একটি চলিত কথা আছে জান; হাতী মরিয়া গেলেও তাহা অতি মূল্যবান। আমাদের দেশে এ প্রকার একটি শিক্ষা প্রণালী ছিল, যাহা এখন ধ্বংশ প্রায় হইয়া গিয়াছে, সেই ধ্বংশাবশিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী এখনও স্থানে স্থানে পাঠশালাকারে চলিতেছে; এই পাঠশালা যে কি প্রকার মূল্যবান, তাহা আজ দেখাইব।

নি। বলি, পাঠশালা কি খুবই ভাল জিনিষ নাকি?

বি। পাঠশালা ভাল কি মন্দ, তাহা তুমি নিজেই এখনি দেখিতে পাইবে; পাঠশালা বা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে, অন্যান্য বিষয় একটু বিবেচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দেখ, এখন এই পৃথিবীতে যত গুলি সভ্যজাতি আছে, সেই জাতীয় ভাষায় নানা প্রকার পুস্তক আছে; সেই প্রত্যেক জাতীয় পুস্তকের মধ্যে, জাতীয় ধর্ম্ম পুস্তকই প্রাচীনতর, আবার সেই সর্ব্ব জাতীয় প্রাচীনতর ধর্ম্ম পুস্তক সমূহের মধ্যে, আমাদের ধর্ম্ম পুস্তক ঋগ্বেদ, প্রাচীনতম; পৃথিবীর মধ্যে, এই ঋগ্বেদ প্রাচীনতম পুস্তক। এই ঋগ্বেদের বয়স অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর, উহার অধিকও হইতে পারে।

নি। বটে! ঋগ্বেদ এত দিনের!

বি। হাঁ, উহা এত পুরাতন। এই একখানি ঋগ্বেদ মাত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ আরও কতকগুলি বেদ হয়, কিন্তু তাহার সংখ্যা স্থির করা কঠিন;—বেদকে "ত্রয়ীবিদ্যা" বলে, সুতরাং বেদের সংখ্যা তিন খানিও হইতে পারে; আবার "চতুর্ব্বেদ" শোনা যায়, পঞ্চবেদও শোনা যায়; যাহাই হউক আমরা চারিবেদই ধরিব; ঋগ্বেদ, ও যজু, শাম এবং অথর্ব্ব বেদ। তৎপরে বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ; ঐ চারি খানি বেদ এবং এই বেদান্তকে "শ্রুতি" বলে; কারণ সে সময়ে লেখা পড়ার চর্চ্চা বড় একটা না থাকিবারই কথা, তাই বেদ ও বেদান্ত রচিত বিষয় গুলি, একজন অপরের নিকট হইতে শুনিয়াই অভ্যাস করিতেন;—পুরুষ পরম্পরায় এই প্রকার চলিত, তাই উহাদের নাম "শ্রুতি"।

নি। বুঝিতে পারিয়াছি; ঐ গুলি শুনিয়া শুনিয়া মুখস্ত করিতে হইত।

বি। কিন্তু এক সম্প্রদায় হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রুতিতে যে সকল বিষয় আছে, তাহা স্বয়ং পরমেশ্বরের মুখ হইতে "শ্রুত" হইয়াছিল, পরমেশ্বর যত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এক জাতিকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, ও ভাল বাসিতেন; সে জাতিকে তিনি বিশেষ পছন্দ করিয়াছিলেন, তাই সেই জাতিকে কতকগুলি উপদেশ শুনাইয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশ পূর্ণ পুস্তকের নাম "শ্রুতি" উহা অভ্রান্ত। জাতি বিশেষকে পরমেশ্বর কেন ভাল বাসিবেন? কেন অনুগ্রহ করিবেন? কেন পছন্দ করিবেন?—একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নহে।

নি। তাই ত! ইহা ত বেশ সোজা কথা! পরমেশ্বর ত আর পক্ষপাতী নন।

বি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটী অতি গূঢ় কথা আছে; সেইটি বুঝাইবার জন্য, তোমাকে এক মাতা ও পুত্রের কথা বলি।—পুত্রটির বয়স চারি বৎসর, একদিন পিতা, পুত্রটির হাত ধরিয়া নিজের কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যান, পরে পুত্রকে একাকীই বাড়ী পাঠাইয়া দেন; পুত্র একগাছি ছড়ি হাতে করিয়া, একটি পুষ্করিণীর ধার দিয়া বাড়ী আসীতেছে, সেই

স্থানে একটি কচ্ছপ ডাঙ্গায় রৌদ্র পোহাইতেছে, বালকসুলভ কার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া বালক যেই হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা সেই কচ্ছপকে আঘাৎ করিবে, অমনি "ইহা অন্যায়," এই বাক্য যেন বালক শুনিতে পাইল। নির্জ্জন স্থান! বালকের বুক কাঁপিয়া উঠিল! কচ্ছপকে আঘাৎ করিতে পারিল না! বাড়ী আসিয়া মাতাকে সমস্ত ব্যপার খুলিয়া বলিলে, মাতা বলিলেন; "বাছা সেই নির্জ্জনস্থানে কোনই লোকে তোমাকে সেই কথা বলেন নাই; লোকে বলে, ওটি বিবেক বা আত্মার উক্তি, কিন্তু আমি বলি, ওটি ঈশ্বরের উক্তি; যাহারই উক্তি হউক না কেন, তুমি যদি বাছা, ঐ উক্তি অনুযায়ী কার্য্য কর, যদি কখনই উহা অবহেলা না কর, চিরকাল সুখে থাকিবে, কখনইকোন কষ্ট পাইবেনা। বালক ঠিক মাতার কথামতই কার্য্য করিতেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

নি। চারি বৎসরের ছেলের এমন বুদ্ধি? ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্য।—

বি। সৎমাতার সৎপুত্র! যেন সোনায় সোহাগা! যাক:—মনুষ্যের মত, জাতীরও বাল্য ও যৌবনাবস্থা প্রভৃতি অবস্থা আছে; আমাদের জাতীর বাল্যাবস্থায় "শ্রুতি" রচিত হয়; সুতরাং সেই বালক যেমন, বিবেক, বা আত্মা অথবা ঈশ্বরের উক্তি অনুভব করিয়া কার্য্য করিয়াছিল, বাল্যাবস্থায় জাতিও যে সেই প্রকার উক্তি অনুভব করিয়া কার্য্য করিয়াছিল, একথা বলা যায়। ব্যক্তিগত বালকের যাহা ঈশ্বরের উক্তি, জাতীয় বালকের তাহা ই"শ্রুতি"। এই ভাবে, "শ্রুতিকে" ঈশ্বরোক্তি বলা অসঙ্গতও নহে।

নি। বেশ বুঝিয়াছি, বড়ই সরল কথা বলিয়াছ।

বি। "হিন্দু"দের বিশ্বাস যে, "শ্রুতি" ঈশ্বরোক্তি; এই কথাই বলিয়াছি, তাহার অর্থ এই যে, যাঁহারা "শ্রুতি"কে "ঈশ্বরোক্তি" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই "হিন্দু" বলিয়া সচরাচর অভিহিত হন; ঐ "ঈশ্বরোক্তির" অর্থ বুঝিলে; কিন্তু এই "শ্রুতি" অভ্রান্ত" কি না, তাহা এখন বলিবার আবশ্যক নাই; পরে উহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে। কি বল?

নি। আচ্ছা, তাই ভাল।

বি। "শ্রুতির" পর "স্মৃতি"শাস্ত্র হয়; শ্রুতিতে যে সকল বিষয় আছে, তাহাই স্মরণ করিয়া, মনু, অত্রি প্রভৃতি মুণিগণ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল রাজনীতি, দণ্ডনীতি, ও গার্হস্থ্যনীতি, প্রনয়ন করেন, সেই গুলিকে "স্মৃতি" বলে। স্মৃতির সময়েও লেখা পড়ার চর্চ্চা তাদৃশ হয় নাই, পুস্তকাদি লেখা প্রচলিত হয় নাই; একজন যাহা রচনা বা সংগ্রহ করেন, তাহাই অপরে তাঁহারই নিকট হইতে শুনিয়া মনে রাখিয়া অভ্যাস করিতেন; লেখা পড়া শিখিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই লেখা পড়া শিক্ষা করা; এখন যে প্রকার একটি লজ্জাকর স্বতন্ত্র ও বহু বিস্তৃত ব্যবসায় হইয়াছে, আমাদের দেশে সে প্রকার প্রথা কখনই ছিল না।

নি। তাহা কি বড় ভাল ছিল?

বি। তাহা ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, সে কথায় এখন কাজ নাই; শিক্ষা বিষয়ে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহাই বলিতেছি মাত্র।—"শ্রুতি" ও "স্মৃতির" পর বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ, এবং জগদ্বিখ্যাত "ষড়দর্শন" বিজ্ঞান রচিত হয়;—এই সময়েই লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রকৃত রূপে আরম্ভ হয়; "শ্রুতি" ও "স্মৃতি" আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, "ষড়দর্শন" শাস্ত্র বটে, কিন্তু "ধর্ম্মশাস্ত্র" নহে; উহাকে "তর্ক শাস্ত্র" বা "বিচার শাস্ত্র" বলাই ভাল। ষড়-দর্শনের পর আঠার খানি "পুরাণ" এবং অবশেষে "তন্ত্রশাস্ত্র" রচিত হয়।

নি। রামায়ণ, মহাভারত, ঐ আঠার খানি পুরাণের মধ্যে বুঝি?

বি। না, তাহা নহে; মহাভারত ও রামায়ণকে অনেকেই পুরাণ বলেন বটে, কিন্তু আমার মতে উহাকে "ইতিহাস বলাই ভাল। এই মহাভারত ও রামায়ণ ঐ আঠার খানি পুরাণের পূর্ব্বে এবং ষড়দর্শনের সময়েই লিখিতে আরম্ভ হইয়া অনেক পরে শেষ হয়, ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ করি; এবং সর্ব্বশেষে, বোধ করি তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইবার সমকালেই শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ রচিত হয়। যতগুলি গ্রন্থের নাম করিলাম, সমস্ত গুলিই আমাদের জাতীয় গ্রন্থ এবং জাতীয় ভাষায় লিখিত। আমরা

আর্য্য জাতি সমুদ্ভুত বলিয়া পরিচিত; এই আর্য্যজাতির ভাষার নাম আর্য্য ভাষা;—

নি। আর্য্য ভাষাকেই তৃ সংস্কৃত ভাষা বলে?

বি। পরে উহার নাম "দেব ভাষা" ও "সংস্কৃত ভাষা" হয় বটে, কিন্তু কেন ঐ নাম হয়, তাহাও এখনি বুঝিতে পারিবে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যজাতি সর্ব্ব প্রথমে অন্য এক দেশে বাস করিতেন, পরে একদল পঞ্জাব দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন; পরে ক্রমশঃ স্থানীয় অধিবাসীগণকে পরাজয় করিয়া যে সকল স্থান অধিকার করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন, সেই স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে;—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যমার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।"

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণ, হিমালয় ও বিন্ধ্যাচল।

নি। বেশ কথা, তার পর।

বি। এখন দেখা যাউক. ঐ সকল পুস্তকে কি কি বিষয় আছে; অবশ্য এখন খুব মোটা মোটি বিবেচনাই করা যাইবে,—ঋকবেদে প্রধানত অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য; অর্থাৎ এই তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক ভৌতিক পদার্থের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য: যজুর্বেদে যজ্ঞ; শামবেদে ধর্ম্ম সঙ্গীত এবং অথর্ব্ব বেদে উক্ত সকল বিষয়ই আছে; পরিশেষে উপনিষদে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিষয়ই রচিত হইয়াছে; সুতরাং ভৌতিক বিষয় এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধেই "শ্রুতিতে" আছে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনে আছে যে, "স্মৃতিতে" রাজনীতি, দণ্ডনীতি ও গার্হস্থ্য নীতি আছে।

নি। বুঝিয়াছি, এইবার বুঝি তবে বিজ্ঞান?

বি। হাঁ, এইবার বিজ্ঞানই বটে। মনুষ্যের মনোবৃত্তি, প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ প্রভৃতি বিষয়ের মতামত, বাদানুবাদ সুতরাং বিশেষ জ্ঞানের কথা ঐ "বিজ্ঞানে" আছে; তার পর পুরাণ, যাহার সংখ্যা একখানি নহে, দুইখানি নহে,—আঠার খানি! ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু,

সংহার কর্ত্তা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের; এবং মনুষ্যাকারে, পশ্বাকারে ও মনুষ্য পশু বিকৃতাকারে, নানা প্রকার অবতার গণের বিষয় আছে; মহাভারতও রামায়ণের বিষয় তুমি কতক কতক জান, আর শ্রীমদ্ভাগবতে রাধাকৃষ্ণের বিষয় আছে।

নি। হাঁ, ও সকল একটু একটু জানি বটে।

বি। আর্য্য গ্রন্থগত বিষয়গুলি মোটামোটি দেখিলে; এখন কোন সময়ে ঐ সকল গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে এবং সেই গুলির উদ্দেশ্য ও ফলই বা কি, তাহাও একবার মোটামুটি দেখা যাইতে পারে। এইবার যাহা বলিব তাহা যে প্রকার আবশ্যকীয়, সেই প্রকার উপকারক এবং আমোদ ও কৌতুহলজনক; সুতরাং এই সকল শুনিতে তোমার খুব মন লাগিবে।

নি। আচ্ছা, কৈ বল ত শুনি।

বি। বলিয়াছি যে, আর্য্যগণ অন্য এক দেশ হইতে এখানে আসিয়া প্রথমতঃ উপনিবেশ স্থাপন করেন; সুতরাং তাঁহারা যে ক্রমশঃ দল ও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবেন, এবং ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও নগর গঠন করেন; একথাও বেশ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা সভ্যতা সোপানে উঠিতেছেন মাত্র, লেখা পড়ার চর্চ্চা তখন হয় নাই। ভারতবর্ষে অথবা আর্য্যাবর্ত্তে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে প্রকার সুবিস্তৃত, সুমহৎ ও চিত্তাকর্ষক; সে প্রকার অপর কোনই দেশে নাই বলিলে বিশেষ অতুক্তি হয় না, সুতরাং লেখা পড়ার চর্চ্চা না থাকিলেও, হৃদয়-শক্তি বিশেষে প্রনোদিত হইয়া, আর্য্যগণ যে সেই অতুল সৌন্দর্য্যশালী প্রকৃতির দিকেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্যকে ভক্তি করিয়াছিলেন ও দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত এবং সম্ভব। তাই আর্য্যগণ সর্ব্ব প্রথমে যে সকল বিষয় রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই কেবলমাত্র এই পরিদৃশ্যমান স্থূল ভৌতিক প্রকৃতি লইয়া; এবং সেই প্রকৃতির মধ্যে ঐ আকাশের সূর্য্য, অন্তরীক্ষের বায়ু, এবং পৃথিবীর অগ্নিই সর্ব্বথা আবশ্যক: সুতরাং স্বভাবতঃ ঐ সকলই ঋকবেদের বিষয় এবং প্রধানতঃ ঐ সকল বিষয়ই ঋকবেদের দেবতা।

ঋকবেদে, তোমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; বা কৃষ্ণ, বিষ্ণু; কিম্বা দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব দেবীর নাম গন্ধও নাই! তুমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, যে সর্ব্ব প্রথম রচনায় দেব দেবীর কথা থাকিতেই পারে না, কারণ উহা যেপ্রকার অসঙ্গত, সেই প্রকার অস্বাভাবিক! ব্যক্তিগত সরল বালকের মত, জাতিগত সরল বালকও সর্ব্ব প্রথম জাজ্জ্বল্যমান পরিদৃশ্যমান বস্তুই দেখে ও ভাবে, যাহা পরিদৃশ্যমান নহে, যাহা জাজ্জ্বল্যমান বা সূক্ষ্ম নহে, স্থূল; যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা লোক সর্ব্বাগ্রে ভাবিতেই পারে না, জানিতেও পারে না।

নি। ঠিক কথাইত! আচ্ছা, প্রাকৃতিক বিষয় ছাড়া, ঋকবেদে কি একটিও দেবতা নাই?

বি। না, একটিও নাই; একটিও থাকিতেই পারে না; সুতরাং যে গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং সর্ব্ব প্রথম মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত হয়, সেই ঋকবেদেও উহা নাই! যাঁহারা বলেন যে ঋকবেদ ঈশ্বর প্রেরিত, তাঁহাদের সে মিথ্যা কথা, সে কথায় কোনই সামান্য মাত্র জ্ঞান বিশিষ্ট লোকেরও বিশ্বাস করা উচিৎ নহে। ঋকবেদ মনুষ্য রচিত। ঋকবেদে তোমার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র; এই চারি জাতিভেদের কথাও নাই; সর্ব্ব প্রথম জাতিভেদ থাকিতেই পারেনা; সৃষ্টিকর্ত্তা যে চারিটি স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের যোগ্য; যাঁহার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে সামান্যমাত্রও শক্তি আছে, তিনিও একথা বিশ্বাস করিতে পারেন না; উহা বিশ্বাস করিলে, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে অপমানিত করা হয় মাত্র।

নি। তাহা যেন বুঝিলাম; আচ্ছা ঋকবেদে কি জাদিভেদের কোনই কথা নাই?

বি। ঋগ্বেদে স্থান বিশেষে দুইটি মাত্র স্বতন্ত্র জাতির কথাই আছে; আর্য্য ও অনার্য্য অর্থাৎ কৃষ্ণ; এবং তাহার বেশ কারণও আছে। বলিয়াছি যে, আর্য্যজাতি অন্য দেশ হইতে এই দেশে আইসেন; কিন্তু যখন তাঁহারা এখানে আইসেন, তখন যে এদেশে মনুষ্য শূন্য ছিল; তাহা ত নহে, এখানেও তখন অবশ্য মনুষ্য ছিল; এই দেশীয় লোকদিগকে আর্য্যেরা ক্রমশঃ পরাজয় করেন, এই পরাজিত জাতিই অনার্য্য, সেই অনার্য্য

জাতিরাই কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণজাতি নামে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং সেই জাতি-ভেদ, যুক্তি সিদ্ধ ও স্বাভাবিক। আবার স্থানবিশেষে যদিও;—

নি। বেশ বুঝিয়াছি; পরমেশ্বর কথনই আর্য্য ও অনার্য্য নাম দিয়া সেই জাতিদিগকে সৃষ্টি করেন নাই; সে নাম, আর্য্যদেরই দেওয়া।

বি। তাহাই নিশ্চয়। কিন্তু ঋগ্বেদের শেষভাগে যে,—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ;
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।"

শ্লোক আছে, তাহা সরলান্তঃকরণ ঋগ্বেদ রচয়িতাগণের রচিত নহে, উহা হিংসা পরায়ণ ক্রূর পণ্ডিত বিশেষের মস্তিষ্ক জাত ও অন্তর্নিবিষ্ট! ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় আর হইতেই পারে না!

নি। সত্য নাকি! উহা ত ভারি অন্যায়।

বি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেই যে পূজনীয় নহে, বরং অনেকেই ঘৃণার্হ, তাহা উহাতেই বেশ বোঝা যায়। যাক;—ঋকবেদের পর শাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদত্রয় রচিত হয়, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহাতেই কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য; এই তিন বর্ণেরই পরিচয় পাওয়া যায়, শূদ্রের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং শ্রুতিতে বুঝিলে, যে শূদ্রের কথাই নাই, কিন্তু স্মৃতিতেই ঐ পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং শূদ্রের পরিচয়ের সময় জানিতে হইলেই, "শ্রুতি" ও "স্মৃতি" রচনার সময় জানাই আবশ্যক; কিন্তু সেই সময় স্থির করা যে কি প্রকার কঠিন, তাহা একটু দেখাই; কিন্তু ইহা দেখাইতে হইলেই আর একটি বিষয় বলা আবশ্যক। এখনই বুঝিবে, যে, এক আর্য্য জাতিই, কাল সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; এই তিন জাতিতে বিভক্ত হইয়া, দ্বিজ নামে অভিহিত; সর্ব্ব প্রথম এই তিন জাতিই বেদপাঠ ও শ্রবণ এবং বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সমান অধিকারী ছিলেন; কিন্তু জেতা আর্য্যগণ, যখন স্বভাবতঃই জিত অনার্য্যগণ দ্বারা নানা প্রকারে উপদ্রুত হইতে থাকেন, তখন আর্য্য সমাজবন্ধন, আর্য্য নগর গঠন ও আর্য্যরাজ্য সংরক্ষণ, একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে; সুতরাং রাজা, মন্ত্রী, যাগ যজ্ঞ ও কৃষিকার্য্যাদি, ব্যাপার, লোক বা সম্প্রদায় বিশেষের উপর অর্পিত হওয়াই স্বাভাবিক

এবং যুক্তি সিদ্ধ ; এবং তাহাই কার্য্যেও ঘটিয়াছিল ; তাই যাঁহার "মস্তিষ্কের" ক্ষমতা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি অধিক ছিল, তিনিই মন্ত্রীত্ব ও যাগ যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহের ভার লইলেন, মস্তিষ্ক ক্ষমতাধিক্য বশতঃ তিনিই "ব্রাহ্মণ" হইলেন, তাই তিনি ব্রহ্মার "মস্তক" হইতে সৃষ্ট হইলেন! যাঁহার "বাহু" বলাধিক্য ছিল, তিনিই "ক্ষত্রিয়" হইয়া ব্রহ্মার "বাহু" হইতে সৃষ্ট হইলেন! যাঁহার কৃষিকার্য্যোপযোগী "উরুদেশের" বলাধিক্য ছিল, তিনি "বৈশ্য" হইয়া ব্রহ্মার "উরু" দেশ হইতে, এবং উক্ত জাতিত্রয়ের ভৃত্যের, অর্থাৎ পদ সেবার জন্য শূদ্র, ব্রহ্মার "পদ" হইতে হইলেন! জাতিভেদের ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব, উহাতে অন্য কোনই তত্ত্ব নাই ও অন্য কোন তত্ত্ব উহাতে থাকিতেই পারে না ; কেবল মাত্র কার্য্য কর্ম্মানুসারেই বর্ণভেদ হইয়াছে ; "ব্রহ্মার মস্তক বা মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম" ইত্যাদি কেবলমাত্র কুসংস্কার, অলীক গল্প মাত্র, নিরবচ্ছিন্ন অলঙ্কার ; এবং উহা অজ্ঞ লোকের নিকটই আদরণীয়। ঐ কুসংস্কার বা অলীক গল্প, লোকের মন হইতে দূরীভূত না করিয়া দৃঢ়াবদ্ধ করা, বা উহা দৃঢ়াবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাওয়া, জ্ঞানীলোকের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে ;—লজ্জারই কথা।

নি। বেশ বুঝিয়াছি, তাহাই ত সত্য বলিয়া বেশ বোধ হয়।

বি। বলিয়াছি যে শূদ্রের পরিচয়ের সময় স্থির করিতে হইলে শ্রুতি ও স্মৃতি রচনার সময় স্থির করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, কিন্তু তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তাহার তিনটি মাত্র প্রধান কারণই আপাততঃ দেখাই ;—প্রথমতঃ কোনই রচয়িতা স্বয়ং কোনই রচনার সময় লিখিয়া যান নাই ; ২য়তঃ যদিও সর্ব্ব প্রথম দ্বিজগণই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতিই বেদ পাঠে সমান অধিকারী ছিলেন ; তথাপি কালসহকারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই বেদপাঠের একমাত্র অধিকারী হইয়া পড়েন, এবং ক্ষত্রিয়গণ রাজকার্য্য এবং বৈশ্যগণ কৃষি কার্য্যেই মনোযোগী হইয়াছিলেন ; অর্থাৎ লেখাপড়ার ও জ্ঞান চর্চ্চার ভার ; কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই হাতে ছিল ; এবং তৃতীয়তঃ যখনই যে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে কোন পূর্ব্ব রচিত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন ; তখনই তিনি প্রায় সেই পুস্তকেই নিজের মত অন্তর্নিহিত করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

নি। তাহা ত বড়ই অন্যায়!

বি। তাহাতে কি আর কোনই সন্দেহ হইতে পারে? যাক;--অথর্ব্ব বেদের পর শূদ্র বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু অথর্ব্ব বেদের স্থান বিশেষে "অল্ল," "অল্লা," "আল্লা" "মহম্মদ" ইত্যাদি মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের এবং ঈশ্বরের নাম থাকায়, উহা বড় জোর তের শত বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইবার কথা; কারণ মহম্মদ ৫৭০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অথর্ব্ব বেদ যদিও ঋকবেদের অনেক পরেই লিখিত হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত অথর্ব্ববেদ অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরের, উহা কখনই তের শত বৎসরের হইতেই পারে না; সুতরাং তিনহাজার বৎসর হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতিভেদ হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্ব প্রথম "শূদ্র" কাহারা, তাহা জান? সেই জিত "অনার্য্য" বা "কৃষ্ণ" জাতি; এই শূদ্রগণের কার্য্য ছিল আর্য্যগণের কিঙ্কর কার্য্য করা, যাহা "পদ সেব" নামে কথিত! তাই শূদ্রেরা ব্রহ্মার "পা" হইতে সৃষ্ট হইয়াছে!

নি। তাহা ত বুঝিলাম; আচ্ছা অথর্ব্ব বেদে তবে মহম্মদের এবং আল্লার কথা আসিল কেন?

বি। উহা পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশেষের পাণ্ডিত্য প্রকাশ দ্বারাই আসিয়া থাকিবে! যাক;-- চারিবেদের বিষয় মোটামুটি ইহাই দেখা গেল যে, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋকবেদ অন্ততঃ চারি হাজার বৎসরের, উহাতে জাতিভেদ নাই, উহাতে দেব দেবতা নাই; অপর বেদত্রয় তিন-হাজার বৎসরের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে, উহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির কথাই আছে, শূদ্রের কথাই নাই; আর—

নি। আচ্ছা তাহা ত বুঝিলাম, ঐ শেষের তিন খানি বেদের মধ্যে, দেব দেবতার কোন কথা আছে কি?

নি। বলিয়াছি যে ঐ তিন খানি বেদ, ঋকবেদ হইতেই গৃহীত ও রচিত। কিন্তু যখন ঐ তিনখানি সম্পূর্ণ হইতে, অন্ততঃ এক হাজার বৎসর লাগিয়াছিল, তখন ঋকবেদের সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি উপাসনাই রূপান্তরিত, ও প্রসারিত হইয়া, সেই প্রকৃতির নিয়ন্তারই প্রতি ধাবিত হইয়া বাহ্য বস্তুতেই, ঋকবেদের সেই অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতির সংখ্যা বর্দ্ধিত

হইয়া, স্থির হইয়াছে বোধ করি, যে সমস্ত বেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশটী হয়। কিন্তু শেষে উপনিষদে ;—

"যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"

অর্থাৎ যিনি এই পুরুষে বা আত্মাতে, তিনিই আদিত্যে, তিনি একই মাত্র ; ইহা পাওয়া যায়। পরিদৃশ্যমান ও জাজ্বল্যমান প্রকৃতি আলোচনা হইতেই, ঈশ্বরালোচনা যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক ; ঋকবেদ হইতে উপনিষদ পর্য্যন্ত তাহাই হইয়াছিল ; বেদে বাহ্যবস্তুতে ঈশ্বর আরোপিত হওয়ায়, ঈশ্বর যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া উপাসিত হইয়াছেন, উপনিষদে আবার সেই খণ্ডিত ঈশ্বরাংশ সমূহ, সংযুক্ত বা একীকৃত হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" ঈশ্বর উপাসিত হইয়াছেন। শ্রুতির বিষয় এক প্রকার দেখা গেল, এখন স্মৃতির বিষয় একটু দেখা যাউক।

নি। আজিকার বিষয় শুনিয়া কিন্তু অনেক শিক্ষা করা যাইবে।

বি। শ্রুতি সম্পূর্ণ হইলেই, জাতিভেদ রূপ ভিত্তির উপর আর্য্যসমাজ সুদৃঢ়রূপে সংগঠিত হইল ; সে যেন আজ তিনহাজার বৎসরের কথা। সুতরাং সেই সমাজ, সেই সময় এবং তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে সংরক্ষিত করিবার জন্যই যে সকল রাজনীতি, দণ্ডনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি রচিত হইয়াছিল; তাহারই নাম "স্মৃতি," এই স্মৃতির অর্থ এখন মোটামুটি "আইন" ধরিয়াই লও। এই স্মৃতির সংখ্যা, পড়িয়াছি, অন্যূন একশত!

নি। এই এতগুলি! বড় ত কম নহে।

বি। মনু, অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ উহার রচয়িতা। ঐ শত সংখ্যক স্মৃতি রচনা করিতে, অন্ততঃ পাঁচ ছয় শতবৎসর লাগিলেও, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইল স্মৃতি এক প্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে ; ইহাই মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাক।—এখন এই স্থানই, একটী অতি সুমহৎ ঘটনার কথা বলিবার উপযুক্ত স্থল ; যাহার মত দ্বিতীয় ঘটনা আর পৃথিবীতে ঘটে নাই ; এবং যাহার আবশ্যকতা স্থির করা তোমার আমার সাধ্যাতীত ; সুতরাং এই বার আরও বেশী মনোযোগ দিতে হইবে।

নি। সত্য নাকি? এত বড় ঘটনা? কৈ বলত শুনি।

বি। এক অদ্বিতীয় ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "যদি কখনও

একই ব্যক্তিতে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের মহৎ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ও গবেষণা; এবং কবির মহতী কল্পনা বর্ত্তাইতে পারে; তবে তিনিই ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।" যদি কখনও কোন দেশে ও প্রকার লোক জন্মিয়া থাকেন, তবে এই ভারতবর্ষেই সেই প্রকার ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন। কাশীর অনুমান পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণে, নেপালের সন্নিহিত কপিলবস্তু নামক স্বাধীন দেশের রাজার ঔরসে, আড়াই হাজার বৎসর হইল, অর্থাৎ সেই স্মৃতি সম্পূর্ণ হইবার প্রায় সমকালেই যে মহামতি শাক্যমুনি জন্মিয়াছিলেন, তিনিই ঐ প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়;—

নি। শাক্যমুনির কথা দুই একবার ত বলিয়াছিলে! তা তিনি কি খুব বড় লোক ছিলেন?

বি। বলিলাম যে, বেদচতুষ্টয়ের পর জাতিভেদ রূপ ভিত্তির উপর আর্য্য সমাজ দৃঢ় সংগঠিত হইল; সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইল; জ্ঞান-চর্চ্চা এবং সমাজের উপর আধিপত্য ব্রাহ্মণগণেরই একচেটিয়া হইল; এবং সেই একাধিপত্য দৃঢ়তর করিবার জন্য বহুল স্মৃতি রচিত হইতে লাগিল; সুতরাং অনুমান করিয়া লও যে ব্রাহ্মণগণ কি প্রকার ক্ষমতা ও আধিপত্য ভোগ করিতেছিলেন। শাক্যমুনি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের এই ক্ষমতা ও আধিপত্য এপ্রকার আমূল প্রকম্পিত হইয়াছিল যে, সে প্রকার আর কখনই হয় নাই! বেদ "অভ্রান্ত" ও "ঈশ্বর প্রেরিত" নহে, স্বার্থমূলক জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত নহে, যাগযজ্ঞাদি অনাবশ্যক, স্ব স্ব জ্ঞান ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে যে, মনুষ্য প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারেন, মহামতি রাজকুমার সন্ন্যাসী শাক্যমুনি, তাহা সকলের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছিলেন, গভীর রজনীতে সুখশায়িত সুষুপ্ত ব্যক্তি, স্বগৃহে অগ্নিশিখা দেখিলে যে প্রকার চকিত, ভীত ও শশব্যস্ত হয়, ঋকবেদের সময় হইতে শাক্যমুনির সময় পর্য্যন্ত অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ব্যাপিয়া, বেদ ও জাতিভেদ মানিয়া, এবং যাগযজ্ঞাদি করিয়া যে আর্য্যগণ সুখশান্তি উপভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা আজ শাক্যমুনির উক্ত বাক্যে ও কার্য্যে সেই প্রকার চকিত

ভীত ও শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন! "চাচা, আপনি বাঁচা" বলিয়া যে এক অতি সামান্য চলিত কথা আছে জান, ব্রাহ্মণগণের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা ঘটল! বেদ, জাতিভেদ ও যাগ-যজ্ঞ সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণ এক দিকে; জ্ঞান ও হৃদয়-সর্ব্বস্ব শাক্যমুনি এক দিকে! তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, দুই পক্ষেই গোঁড়া জুটিয়া গেল! কতকগুলি ধীর ও শান্ত প্রকৃতি লোক নিরপেক্ষভাবে থাকিয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন; বিবেচনা কবিতে করিতে তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়া গেল, শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিল, স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হইয়া পড়িল; জগদ্বিখ্যাত "ষড়দর্শন" বিরচিত হইল। কেবলমাত্র জ্ঞানে প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না; তথাপি জ্ঞান মূলক উন্নতি অপেক্ষা, হৃদয় মূলক উন্নতিই বৃহৎ; কিন্তু জ্ঞানের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হইলে যে উন্নতি সাধিত হয়, তাহার অধিক উন্নতি মনুষ্যের সাধ্যাতীত! ব্রাহ্মণ জ্ঞানের সহিত যখন শাক্যমুনির জ্ঞান সংযুক্ত হৃদয়ের সংঘর্ষণ হয়; তখন চক্ষুষ্মান লোকে উহা স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন! শাক্যমুনির বৌদ্ধধর্ম্ম হাজার বৎসর ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ভারত হইতে এক প্রকার বিতাড়িত হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম যদি আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হইল, তবে সে ধর্ম্ম ভারতে থাকে না কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ; প্রকৃত জ্ঞান ও হৃদয়বান লোক, শাক্যমুনির পর ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কহিনুর একটি বৈ দুইটি কুত্রাপি এ পর্য্যন্ত মিলিল না।

নি। বুঝিয়াছি, শাক্যমুনি তবে কহিনুরের মত মূল্যবান!

নি। বাস্তব কহিনুরের মূল্য স্থির করা যায়; কিন্তু অবাস্তব হৃদয় অথবা জ্ঞানযুক্ত হৃদয়ের মূল্য স্থির করা যায় না। যাক;—বিজ্ঞানের বিকাশ, যে ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নীতি, দণ্ডনীতি ও গার্হস্থ্য নীতি চায়, ব্রাহ্মণগণ সে নীতি দিতে অক্ষম; বিজ্ঞান সমতা চায়, ব্রাহ্মণগণ বিষমতা দেয়; বিজ্ঞান নিঃস্বার্থ পরতা চায়, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতা দেয়; বিজ্ঞান জ্ঞান বিস্তার চায়, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান সঙ্কোচতা দেয় সুতরাং বিজ্ঞান যাহা চায়, ব্রাহ্মণ তাহা দেয় না; ব্রাহ্মণ যাহা দেয়, বিজ্ঞান তাহা চায় না। শাক্যমুনির নীতি, শ্রুতিস্মৃতি সম্মত নহে, বিজ্ঞান সম্মত; আর্য্যনীতি,

বিজ্ঞান সম্মত নহে, শ্রুতিস্মৃতি সম্মত, সুতরাং উপস্থিত তুমুল আন্দোলনে বিজ্ঞান, শাক্যমুনির; শ্রুতিস্মৃতি আর্য্যগণের পৃষ্ঠ পোষকতা করিতে লাগিল। এই ঘটনাটি খুব আবশ্যকীয়; সেই আন্দোলনটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ঐ ঘটনাটি সাধ্যানুসারে বুঝিয়া মনে রাখিতে চেষ্টা কর; এখন আর একটি ঐ প্রকারই আবশ্যকীয় ঘটনা বলিব।

নি। আন্দোলনটি একটু বুঝিতে পারিয়াছি; ঘটনাটিও বোধকরি কতক বুঝিয়াছি; আর যে সকল কথা আজ বলিতেছ, তাহা ত আর একবারেই বুঝিতে পারিব না; পরেও ত অবশ্য ও সকল কথা মধ্যে মধ্যে হইবে। এখন তবে ঐ আর একটি কি ঘটনা বলিবে বল।

বি। জীবিত মনুষ্যের মধ্যে যে, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী অজ্ঞানী;—

নি। দাঁড়াও ত, আর একটি কথা সুধাইয়া লই;—তুমি যে, "আর্য্যনীতি" ও "শাক্যমুনির নীতি" এই দুইটি কথা বলিলে, তাহার একটি কি অন্যটির বিপরীত?

বি। তুমি বেশ মন দিয়া শুনিতেছ বটে; খুব সুখের বিষয়। অতি উত্তম কথাটি ধরিয়াছ; আমিও ঐটি বলিব বলিব করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি। "আর্য্য নীতি" ও "শাক্যমুনির নীতি" কথা দুইটি পরস্পর বিরোধী নহে; কিন্তু দুইটির ভাব ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী বটে। "আর্য্য নীতির" বিপরীত, যদি "অনার্য্য নীতি" হয়, তবে তাহা "শাক্যমুনির নীতি" অর্থ বোধক নহে, "শাক্যমুনির নীতি," "অনার্য্য নীতি" নহে; "আর্য্যনীতি" মূলক ধর্ম্মের নাম, যদি "হিন্দু ধর্ম্ম" হয়; তবে সেই সময়ে "শাক্যমুনির নীতি" মূলক ধর্ম্মের নাম, "হিন্দু ধর্ম্ম" ছিলনা; কিন্তু পরে শাক্যমুনির ধর্ম্ম, যাহা বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এবং আজ যাহা পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ লোকের ধর্ম্ম, তাহাও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম যে ঘাৎ ও প্রতিঘাৎ সহিতে সক্ষম, ছিল ইহা যে বিস্তৃতি চায়, ইহা যে স্থিতিস্থাপক, তাহা বোধ করি দেখিতে পাইলে।

নি। বুঝিতে পারিয়াছি; এখন সেই আর একটি ঘটনা বল।

বি। এক মহা উদার পণ্ডিত, তাঁহার একমাত্রপুত্রকেও উদার পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন; পিতা বৃদ্ধ, পুত্র যুবা; পুত্র দেখিলেন যে, তাঁহার

উদার শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলে, কেহই তাহা করে না, সকলেই যেন তাহার বিপরীত কার্য্য করে; পুত্র ম্রিয়মান হইয়া একদিন পিতাকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা বলিলেন;—"দেখ, আমাদের বারান্দার সম্মুখের এই পথ অতি প্রকাশ্য, ইহা দিয়া ত বহুলোক সদা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে; তুমি স্বয়ং আজ সমস্ত দিনমান লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি, এই পথগামী বহুলোকের মধ্যে কয়জন তোমার মতে প্রকৃত জ্ঞানী।" পুত্র তথাস্তু বলিলেন; সন্ধ্যাকালে পুত্র পিতাকে বলিলেন যে, "সমস্ত দিনমানে অন্যূন ত্রিশহাজার লোক এই পথ দিয়া গমনাগমন করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি লোকও ত প্রকৃত জ্ঞানী দেখিলাম না!" যুবা পুরুষ তাঁহার প্রশ্নের প্রকৃত তথ্য বুঝিলেন। তাই বলি যে, লক্ষের মধ্যে একজনকেও প্রকৃত জ্ঞানীর মত কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না; কোটির মধ্যেও পাওয়া যায় না, কোটি কোটির মধ্যেও পাওয়া যায় না! সকলেই কমবেশী স্বার্থপর ও অজ্ঞ! ইহাই আর একটি ঘটনা, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ছাড়িল কেন? ইহাই তাহার আর একটি কারণ।

নি। তাহা ত সত্যই!

বি। "শাক্যমুনির নীতি" এত উচ্চ যে, ঠিক সেই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন, এপ্রকার একটি লোকও এপর্য্যন্ত দেখা গেল না। অথচ "আর্য্যনীতি" অনুযায়ী কার্য্য করিতে সকলেই সক্ষম! তাহাতে আবার জ্ঞান চর্চ্চা, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণেরই এক চেটিয়া; স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিত, বহুসংখ্যক অপর জাতিরা মূর্খ; আবার বিজ্ঞানানুমোদিত জ্ঞান চর্চ্চা, অজ্ঞ ও স্বার্থপর লোকের পক্ষে বড়ই নীরস ও শুষ্ক; আমরা সকলেই কমবেশী অজ্ঞ ও স্বার্থপর। এইবার অষ্টাদশ পুরাণের কথা;— এপ্রকার বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রবলতার সময় হইতে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নিষ্কাসিত হওয়ার পর পর্য্যন্ত, বেদের সেই তেত্রিশটি দেবদেবতার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, নানা প্রকার মত ও অদ্ভুৎ উপন্যাসে জড়িত হইয়া, এইবার তেত্রিশকোটি দেবদেবতা হইলেন! যাহা ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের পক্ষে বড়ই সরস ও আমোদ জনক বোধ হইল। এপ্রকার সরস ও আমোদ জনক

পুরাণ, যে ভারতবাসীকে মত্ত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য ও সন্দেহ কি! এপ্রকার আমোদ যে নিরামোদ জ্ঞান চর্চ্চাকে পরাজয় করিবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি! তাই বিজ্ঞানানুমোদিত ও বৃহত হৃদয় শক্তিতে উত্তেজিত বৌদ্ধধর্ম্ম যে আর্য্যভূমি হইতে বিদূরিত হইবে তাহাতেই বা বা আর আশ্চর্য্য কি! তাই বৌদ্ধধর্ম্ম একহাজার বৎসর ব্যাপিয়া এই আর্য্যভূমিতে থাকিয়াও অবশেষে বিদূরিত হইল!—কেহ কেহ বলেন যে পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ সর্ব্ব শেষে রচিত হয়; কিন্তু বিষ্ণু পুরাণ প্রকাশের সময় ১০৪৫ খৃঃ অব্দ; আর শাক্যমুনির আবির্ভাব ৫০০ বৎসর খৃঃ পূর্ব্ব; এবং শাক্যমুনির ধর্ম্ম ৫০০ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এখানে ছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম এখান হইতে বিতাড়িত হওয়ার পাঁচশত বৎসর পর পর্য্যন্তও পুরাণ রচিত হইয়াছিল; অনুমান এগার শত বৎসর হইল, অর্থাৎ বিষ্ণু পুরাণ প্রকাশিত হইবার অনুমান দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, মালবার দেশে শঙ্করাচার্য্য নামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া, পুরাজিত বৌদ্ধধর্ম্মের সমুলোচ্ছেদনে প্রয়াস পান; এই শঙ্করাচার্য্য, বৌদ্ধধর্ম্মের এক অতি প্রধান শত্রু; সুতরাং পুরাণ রচনা পক্ষে, শঙ্করাচার্য্যও বিশেষ সহায়তা করেন। যাক;—শাক্যমুনির আবির্ভাব হইতে বিষ্ণুপুরাণ রচনার সময় পর্য্যন্ত অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ব্যবধান; এই দেড় হাজার বৎসর ব্যাপিয়া যত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সমস্তই শাক্যমুনির আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল:—এই সময়েই বিজ্ঞান চর্চ্চা হয়; বেদের কর্ক্কশ ও জটিল ভাষা এই সময়েই ব্যাখ্যাসহ, প্রকাশিত হয়; জগতের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পানিনী দ্বারা ঐ ভাষা বোধগম্য হইবার উপায় হয়; মহাত্মা বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবে তাঁহার নবরত্ন প্রধান কবি কালিদাস ও সুবিখ্যাত অভিধান লেখক, অমর সিংহ দ্বারা সেই ভাষা শ্রুতি মধুর, সরল ও "সংশুদ্ধ" হয়, সেই জন্যই বোধ করি আর্য্যভাষার আর একটি নাম "সংস্কৃত" হইয়া থাকিবে এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যাবলি;—মহাত্মা শাক্যমুনির আবির্ভাবে অন্ততঃ এতগুলি মহৎ ব্যাপার সাধিত হয়, তাই বলিয়াছিলাম যে শাক্যমুনির আবির্ভাবে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়;

এ প্রকার ঘটনা কোনই দেশে কখনই ঘটে নাই; ইউরোপে "ফরাসি বিপ্লব" ও মহাত্মা লুথরের "ধর্ম্ম বিপ্লব" এক করিলে যে ঘটনা ঘটে, এক শাক্যমুনির আবির্ভাবে সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল!—আমি একটু উত্তেজিত হইয়াছি নির্ম্মলে, তাই তোমাকে এত কথা বলিয়া ফেলিলাম, যাহা তোমার পক্ষে এখন হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব; যাহার হয়ত বিন্দু বিসর্গও তুমি এখন জাননা। আর ওকথা এখন বলিব না, এখন অন্য কথা বলি।

নি। শাক্যমুনির কথা শুনিয়া আমিও কিন্তু অবাক হইয়াছি।

বি। যাক;—বৌদ্ধধর্ম্ম এখান হইতে তাড়িত হইল; জয় লাভোন্মত্ত ব্রাহ্মণগণ সমধিক উৎসাহের সহিত, পুরাণের পর পুরাণ লিখিয়া অষ্টাদশ পুরাণ শেষ করিলেন; জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণাধিপত্য ও প্রভাব স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ কিন্তু স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই "ধরি মাছ,না ছুই কাদা"র মত কি প্রকার বিচক্ষণতার সহিত ত্যাগ স্বীকার দেখান তাহা দেখ; সাংসারিক ঐশ্বর্য্য প্রধান রাজত্ব, ক্ষত্রিয়গণকে প্রদান করিয়া, তাঁহাদের নিজের জীবন কি প্রকারে অতিবাহিত করিতেন দেখ:—যাহা দেখাইব, তাহাই আমাদের জাতীয় শিক্ষার আদৌ সূত্রপাৎ; যাহা ক্রমশঃ নষ্ট ও বিকৃত হইয়া এখন টোল ও পাঠশালাকারে স্থানে স্থানে রহিয়াছে; ব্রাহ্মণদের জীবন চারিভাগে বিভক্ত ছিল; প্রথমাংশ ৪।৫ বৎসর বয়ঃক্রমেই বালকের উপনয়ন দিয়াই, অন্যূন ৩০।৩২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া এক গুরু মহাশয়ের নিকট গিয়া, তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সমস্ত কার্য্য কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ দ্বারা, অর্থাৎ "গুরু শুশ্রুষয়া বিদ্যা", গুরুর প্রকৃত শুশ্রুষা দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইত। ঐ বালককে "ব্রহ্মচারী" এবং তাঁহার ঐ অবস্থার নাম "ব্রহ্মচর্য্য"!

নি। বলি, ঐ প্রকার ছেলে বেলাতেই, মা বাপ, বাড়ী ঘর, সব ছাড়িয়া দিয়া একা গুরু গৃহে চাকরের মত থাকিতে হইত! সে ত বড় সহজ কথা নয়?

বি। সহজ না হইলেও ঠিক তাহাই করিতে হইত; গুরু, পিতা;

গুরুপত্নী, মাতা এবং ছাত্র পুত্রের মত। ধৃষ্টতা স্থানে শীলতা, বাবুগিরি স্থানে কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং পর নির্ভর স্থানে আত্মনির্ভর শিক্ষা হইত। পাঠাবস্থায় এখন যেমন সুগন্ধি দ্রব্য চাই, শিঁথিকাটা ও টেরি চাই; ষ্টকিং চাই জুতা চাই, চেয়ার চাই, টেবিল চাই; ৪।৫ রকমের ল্যাম্প চাই; হরেক রকম কাগজ কলম কালি চাই; ৫। ৭ রকম মীনিংবুক চাই; আর গৃহস্থের একটু কার্য্য করিতে বলিলেই নাসিকা কুঞ্চন চাই; আর—

নি। আর বলিতে হইবে না বুঝিয়াছি।

বি। গুরুগৃহে ৩০।৩২ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত থাকিয়া, বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন বালক কোন প্রকারেই বাড়ী যাইতে পারিতেন না; গুরু যখন বুঝিতেন যে, হাঁ, ছাত্রের বিদ্যা হইয়াছে, স্বভাব ও হৃদয় হইয়াছে, তখন ছাত্র বাড়ী আসিতেন, তখন অর্থাৎ ৩০।৩২ বৎসর বয়সের পর, অর্থাৎ ২০।২৫ বৎসর গুরু গৃহে কঠোর বাসের পর তিনি গৃহী হইতেন; এই অবস্থার নাম গার্হস্থ্যাশ্রম; ভুলিও না যে ৩০।৩২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কিছুতেই ব্রাহ্মণের বিবাহ হইত না।

নি। বুঝিয়াছি। তখন বালকের বিবাহ ছিল না।

বি। পরে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ ২০ বা ১৮ বৎসর মাত্র গার্হস্থ্য সুখভোগ করিয়া, বনে যাইতেন, "পঞ্চাশূর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" ও বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন এবং পরিশেষে সন্ন্যাসী হইতেন। দেখ নির্ম্মলে, যে গুরুর নিকট ব্রাহ্মণ কুমার বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেন, সেই গুরু, তোমার এখনকার মত "শিক্ষক" বা 'মাষ্টার" নহেন; তিনি "আচার্য্য"। জন্মদাতা পিতাকে যদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বল, কষ্ট ও শ্রম সহিষ্ণু মাতাকে যদি সর্ব্বংসহা পৃথিবী বল, তবে আচার্য্যকে পরমাত্মা বল।—

"আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্ত্তিঃ, পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা সো মূর্ত্তিঃরাত্মনঃ।"

দেখিলে যে বিদ্যা শিক্ষার সূত্রপাৎ কোথায় এবং কি প্রকার! যদি শূদ্রেরা কোনই বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে নিষিদ্ধ; যদিও ক্ষত্রিয় এব বৈশ্যেরাও ক্রমশঃ বিদ্যার্জ্জনে শিথিল যত্ন হইয়াছিলেন, তবু দেখ

আমাদের জাতীয় শিক্ষার আরম্ভ কোথায় এবং কি প্রকারে। কষ্ট সহিষ্ণু না হইলে কি আর বিদ্যালাভ করা যায়। জ্ঞান বৃক্ষ ত আর তোমার কলমে আমগাছ নয়!

নি। তাহা ত সত্যই; কষ্ট স্বীকার না করিলে কি আর বিদ্যা হয়।

বি। দ্বিজগণের যে সময়ে গুরু সমীপে প্রথম শিক্ষার কথা বলিলাম, সেই সময়ের নাম বৈদিক সময়; তৎপরে পৌরাণিক সময়। সেই বৈদিক সময় হইতে, এই পৌরাণিক সময়ের মধ্যেই বোধ করি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক রূপে জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরত হইয়া, রাজকার্য্যে এবং কৃষিকার্য্যেই সম্পূর্ণ রূপে লিপ্ত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ, সেই শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন এবং পৌরাণিক বিদ্যাই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই বৈদিক সময়ের শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন এবং পুরাণ; এই প্রধান শাস্ত্র চতুষ্টয় পঠিত হইত বলিয়াই, বোধ করি উহার নাম চতুষ্পাঠী হইয়া থাকিবে। বৈদিক সময়ের সেই "গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা" ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া, এই পৌরাণিক চতুষ্পাঠীতে, বোধ করি "পুষ্কলেন ধনেন" অর্থাৎ 'গুরুকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া, বিদ্যা উপার্জ্জন করা হইত; এই পৌরাণিক সময়ে যে সেই "গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা" এক বারেই লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলি না; এই সময়ে ঐ উভয় প্রথাই চলিতে ছিল। যাক;—ইতিমধ্যে মহাভারত ও রামায়ণ লিখিত হয়; আর্য্যগণ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে এবং ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেন; মহাভারতের সমস্ত বিষয়ই কেবল মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত লইয়া, কিন্তু রামায়ণের স্বল্প বিষয়ই আর্য্যা-বর্ত্ত ও অধিকাংশ বিষয়ই দাক্ষিণাত্য লইয়া, সুতরাং মহাভারতের ঘটনা রামায়ণের ঘটনার পূর্ব্বে। মহাভারতের ঘটনা, শাক্যমুনির ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে, রামায়ণের ঘটনা, তাঁহার ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, পণ্ডিতেরা ইহাই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু লিখন প্রণালী দেখিয়া পণ্ডিতেরা আরও স্থির করিয়াছেন, যে উভয় গ্রন্থই, শাক্যমুনির অনেক পরে লিখিত হয়। এই যে সকল বিষয় বলিতেছি, তাহা

তোমার মনে রাখা কঠিন, যাহা হউক সাধ্যানুসারে ঐ বিষয় গুলির অন্ততঃ কতক আভাসও মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

নি। দেখিব; আচ্ছা তার পর।

বি। জন্মাষ্টমীর সহিত পাঠশালার কেন সংস্রব হইল, সংক্ষেপতঃ এখন তাহাই দেখাইব।

নি। এটি বোধ করি আমি বলিতে পারি।

বি। সত্য না কি! কৈ বল দেখি?

নি। শ্রীকৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে গিয়াছিলেন; "গুরু দক্ষিণা"য় লেখা আছে।

বি। শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত অবন্তী নগরে সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান সত্য; কিন্তু সান্দীপনি মুনির পাঠশালা, তোমার আমাদের এ পাঠশালা নহে; আর তিনি যে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান, তাহা অন্য বিদ্যা নহে, কেবল মাত্র অস্ত্রবিদ্যা,—

"ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তী পুরবাসিনম্;
অস্ত্রার্থং জগ্মতু বীরৌ বলদেব জনার্দ্দনৌ।"

নি। বটে! তবে গুরুদক্ষিণার ওটা মিথ্যা!

বি। "সাত নকলে আসল খাস্তা" একটা কথা আছে জান? উহা তাহাই। যাক;—সান্দীপনি মুনি যে অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও যে অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও কিন্তু কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের আসল মুল বিষয় মহাভারতেই আছে; কুরু পাণ্ডবগণ সকলেই প্রায় অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, আর তাঁহারা অস্ত্রবিদ্যা শিখেন, উক্ত বিদ্যা বিশারদ দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতির নিকট হইতে।

নি! দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য এবং কুরু পাণ্ডবেরা ত খুব যোদ্ধাই ছিলেন সত্য!

বি। মহাভারত পাঠে কৃষ্ণের যে প্রকার বুদ্ধি, বিবেচনা, কৌশল ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানা যায়, তাহা অতি অসাধারণ। এখন শিক্ষাপ্রণালীর কথা ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণের কথাই না হয় একটু বিবেচনা করা যাক।

নি। সে ত ভাল কথাই; বল শুনি।

বি। কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথা বলা কঠিন কথা;—কারণ আমাদের দেশে কোনই বিষয়ের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না; যাহাও পাওয়া যায়, তাহা এরূপ সত্য মিথ্যায় জড়িত, অলঙ্কার পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত, যে সত্যটিকে বাছিয়া লওয়া এক প্রকার অসম্ভব; তাহাতে আবার আমার যে প্রকার বয়স, তাহাতে বিজ্ঞতা অপেক্ষা চপলতার ভাগই অধিক হইবার কথা। এ প্রকার অবস্থা সত্ত্বেও যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলি, তাহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ;—কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানিতে তোমার অনুসন্ধান বৃত্তিকে উত্তেজিত করা, এবং সাধ্যানুসারে উহার যাথার্থ্য নিরূপণ করা।

নি। আচ্ছা বল দেখি শুনি।

বি। কিন্তু দেখ নির্ম্মলে, আমরা যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিয়া থাকি, সাহেবরাও ঠিক সেই প্রকার যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিয়া থাকেন; এই শ্রীকৃষ্ণ ও যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য ও কৌতুহল জনক মিলনই আপাততঃ দেখাই;—এই দেখ উভয়েরই নামের উচ্চারণ ও বানান; বানানের যে সামান্য অমিল আছে, তাহা কিছুই নহে, ইচ্ছা করিলেই একই বানান করা যায়; তবে একই নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিলে, যে প্রকার বানানের যৎকিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে, উহা সেই প্রকারই অমিল।

নি। তাই ত! "কৃষ্ণ" ও "খ্রীষ্ট" উচ্চারণ ত দেখি প্রায়ই এক।

বি। কৃষ্ণের জন্ম, যে প্রকার কংস রাজার মহা ভয়ের কারণ, খ্রীষ্টেরও জন্ম সেই প্রকার এক রাজার মহা ভয়ের কারণ বলিয়া বর্ণিত। উভয়েরই জন্মতিথি ও জন্মস্থান, তৎসাময়িক পণ্ডিতেরা গ্রহ বিশেষ দেখিয়াই স্থির করেন এবং জন্মের পর উভয়েই উভয়েরই হত্যাশঙ্কায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। আবার—

নি। সত্য নাকি? ইহা ত বেশ মিল! তাঁহাদের জন্মে যাঁহাদের ভয় হইয়াছিল, তাঁহারাই বুঝি তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেন!

বি। হাঁ, ঠিক তাহাই। আবার দেখ;—খ্রীষ্টের মাতা অবিবাহিতা,

সুতরাং তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে কি যেন একটা গোলযোগ থাকিবার সম্ভাবনা; আমাদের শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ মাত্র করিয়া, নন্দ ও যশোদা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, যশোদা কৃষ্ণকে গর্ভে না ধরিয়াই তাঁহার মাতা হন, তাই কথায় বলে—

"না বিইয়ে কানাইএর মা"

কৃষ্ণেরই আর একটি নাম কানাই।

নি। বটে! "না বিইয়ে কানাইএর মা" কথা ত শুনিয়াছি! তাহার বুঝি ঐ মানে!

বি! খ্রীষ্ট সূত্রধর তনয়, কৃষ্ণও "গোপ" সন্তান, এই গোপরা ক্ষত্রিয় কি না, তাহা এখন থাক। উভয়েই সামাজিক বন্দোবস্ত অনুসারে, নীচ কুলোদ্ভব! কৃষ্ণের লীলার স্থান ব্রজ, যেখানে কালীয় হ্রদ, গিরি গোবর্দ্ধন, এবং যমুনা নদী প্রবাহিতা; সুতরাং যেখানে প্রকৃতির শোভা অতিশয় রমনীয় ও মনোহর, খ্রীষ্টেরও লীলার স্থান, গ্যালিলি প্রদেশ, যেখানে গ্যালিলি হ্রদ, পর্ব্বত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা, সুতরাং যেখানে প্রকৃতির শোভা অতিশয় রমণীয় ও মনোহর। লীলা স্থল উভয়েরই এক প্রকারের।—আবার গ্যালিলি হ্রদ এবং কালীয় হ্রদ এই দুইটির উচ্চারণও যেন একই প্রকার নয় কি?

নি। তাই ত! "কালিয়" ও "গ্যালিলি" যেন একই!

বি। আবারও দেখ;—কৃষ্ণের একটি নাম "যশোদা নন্দন" খ্রীষ্টেরও একটি নাম "যশুয়া নন্দন" হইতে পারে, কারণ "যিসস্" "যশুয়া"র রূপান্তর মাত্র!

নি। এ যে খুব মিল দেখছি!

বি। হ্রদ, পর্ব্বত ও নদী থাকাতে, গোচারণের জন্য ব্রজ যে প্রকার সুবিধা জনক ও ব্রজে যে প্রকার গোপগণেরই প্রাধান্য, আর সেই গোপাঙ্গনারাই কৃষ্ণের যে প্রকার প্রিয়তমা; গ্যালিলি প্রদেশও ঠিক সেই কারণেই ধীবরগণের সেই প্রকার সুবিধাজনক, গ্যালিলিতে ধীবর-গণেরও সেই প্রকার প্রাধান্য, আর সেই ধীবরাঙ্গনারাই খ্রীষ্টের সেই প্রকার প্রিয়তমা। সমাজে গোপগণ দরিদ্র ও নীচ, ধীবরগণও ঠিক

সেই প্রকার; সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে, যে উভয়েই সর্ব্বপ্রথমে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

নি। ইহাও ত বেশ কথা!

বি। বলিয়াছি, যে গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণের, এবং ধীবরাঙ্গনারা খ্রীষ্টের, প্রিয়তমা ছিলেন; উভয়েরই অতিশয় ভালবাসার পাত্রী ছিলেন; কিন্তু এই ভালবাসার পার্থক্য দেখাই; এবং এই পার্থক্য টুকু বেশ মনে করিয়া রাখিবে; গোপাঙ্গনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর; অথবা ভ্রষ্টা নারীর মত জ্ঞান করিতেন! ধীবরাঙ্গনাদিগকে যিশুখ্রীষ্ট সহোদরা ভগিনির মত জ্ঞান করিতেন। উভয়েরই, নীচতাই হউক আর উচ্চতাই হউক, তাহার সূত্রপাত এই স্থানে, আপাততঃ এই বিষয়ে আর কিছুই বলিব না; ফলে বিষয়টি ভুলিও না, মনে রাখিও।

নি। এতক্ষণ ত ভারি আশ্চর্য্য মিলন দেখাইলে, কিন্তু এইবার যে গোলে ফেলিলে!

বি। জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ঠিক যেখানে উভয়েই বিখ্যাত হইবার ভিত্তি স্থাপন করিলেন, সেই স্থানেই বৈসাদৃশ্য দেখা গেল; উভয়েই ভাল বাসিতেন, কিন্তু সেই ভালবাসা, দ্বিরূপই বল, বিরূপই বল, আর অপরূপই বল; এই এক "রূপে"তেই বিসদৃশ!—এই স্থান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আবার মিলন দেখ; উভয়েই নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিখ্যাত; উভয়েই—

নি। ভাল কথা মনে হইয়াছে, বলি খ্রীষ্ট নাকি একখানি রুটিতে কত শত লোকের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিলেন?

বি। ও সকল অলীক এবং আধিভৌতিক কার্য্যের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, খ্রীষ্টের মত কৃষ্ণেরও ঐ প্রকার অলীক কার্য্য আছে; কৃষ্ণের কৃপাতে দ্রৌপদী এক কণা মাত্র শাকান্ন দ্বারা দুর্ব্বাসা মুনির ষাট হাজার শিষ্যের একাদশীর পর পারণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন! কিন্তু ও কথায় কাজ নাই!—কৃষ্ণ চিন্তাকুল অবস্থায় ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণ বিদ্ধ হইয়া নিহত হন, খৃষ্টও ব্যাধ তুল্য নৃশংস ব্যক্তি দ্বারা প্রেক বিদ্ধ হইয়া বিগতপ্রাণ হন। এবং উভয়েই অতি মহা বলবান ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা।

নি। ইহাও ত অতি উত্তম মিলন!

বি। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব কখনই বংশ বা জন্ম সাপেক্ষ হইতেই পারে না, উহা কেবল মাত্র কার্য্য সাপেক্ষ;—

"সূতো বা, সূত পুত্রোবা, যোবা সৌবা ভবামাহং।
দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষং।"

—ইহাও এখন কতক বুঝিতে পারিলে।

নি। তাহা আমি কতক বুঝিয়াছি বোধ হয়।

বি। উভয়েই আবার দেখ উভয়েরই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব্বে অত্যন্ত চিন্তাকুল; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুকুল ধ্বংশ এবং পাণ্ডব গণেরও অনেকের মৃত্যু হয়, সে অতি অসীম অগননীয় মৃত্যু! এবং সেই মৃত্যুর মূলমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ বোধ করি তাহাই ভাবিতেছিলেন! আবার খ্রীষ্ট, স্বার্থান্ধ মনুষ্যের পাপের কথা ভাবিতেছিলেন। উভয়েই অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন!—কৃষ্ণের চিন্তা স্বীয় কৌশলে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু! খ্রীষ্টের চিন্তা, মনুষ্য মণ্ডলীর পাপ!

নি। এবারও ত মিলনটা উল্টা রকমের হইল!

বি। আবার দেখ;—কৃষ্ণের জন্ম তিথি উপলক্ষে, আমাদের যে প্রকার "জন্মাষ্টমী", খ্রীষ্টের জন্ম তিথিতে সাহেবদেরও ঠিক সেই প্রকার "বড়দিন"। সাহেবদের "বড়দিনের" ঠিক পূর্ব্ব দিনেই, রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট; কিন্তু ঠিক "বড়দিনের" দিনই, দিন যেমন একটু ২ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, রাত্রি তেমনি একটু ২ করিয়া কমিতে থাকে; দিন একটু ২ বাড়িতে থাকে বলিয়াই ঐ দিনের নাম "বড়দিন"।

নি। বটে, "বড়দিনের" এই মানে?

বি। কিন্তু আমাকে এক জন খ্রীষ্টান বলেন যে "বড়দিনের" ও অর্থ নয়, সে দিন পৃথিবীতে এক অতি "বড়" লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম "বড়দিন"।

নি। তা ও মানেও ত মন্দ নয়।

বি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের "অষ্টমী" তিথিতে কৃষ্ণের জন্ম হয়

বলিয়া, ঐ "অষ্টমী" তিথি অর্থসূচক "অষ্টমী" যেমন "জন্মাষ্টমী" বাক্যের সার্থকতা; "বড়দিনের" "বড়" ও "দিন" উভয় বাক্যই সেই প্রকার ঐ "বড়দিন" হইতেই হইয়াছে। ঐ দুই বিখ্যাত ব্যক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য্য ও কৌতুহলোদ্দীপক মিলন আছে এবং থাকিতে পারে; কিন্তু সে সকল কথায় আর এখন কাজ নাই; এখন অন্য একটি বিষয় দেখা যাউক;—

নি। কিন্তু ঐ রকম আরও মিলন শুনিতে ভাল লাগিতেছে!

বি। এখন দেখা যাউক, উভয়েই কি জন্য বিখ্যাত। খ্রীষ্ট পাপীকুলের উদ্ধার বাসনা এবং উচ্চ ও বৃহৎ ভালবাসার জন্য বিখ্যাত, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; তাঁহার বৃহৎ ত্যাগ স্বীকার ও সচ্চরিত্রতা সর্ব্ববাদীসম্মত এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা অলৌকিক; শত্রুগণ দ্বারা যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রেকবিদ্ধ হয়, যখন তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট, তখনও তিনি সেই অচিন্তণীয় কষ্ট সহ্য করিতে করিতে নিস্তব্ধ ভাবে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, সে ঘাতকগণেরই উদ্ধারার্থে মন খুলিয়া প্রার্থনা করেন;—

পিতঃ, ক্ষম অপরাধ; বিতরি করুণা;—
জানে না কি কাজে মত্ত;—অন্ধ পাপীজনা!

কষ্টসহিষ্ণুতা এবং বৃহৎ ভালবাসার, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ঐতিহাসিক বাক্য ও কার্য্য হইতে পারে কিনা, আমি তাহা ধারণাই করিতে পারি না; কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং বৃহৎ ভাল বাসার উহার মত ঐতিহাসিক বাক্য ও কার্য্য আছে কিনা, তাহাও বলিতে পারি না।

নি। তাইত! যেন গল্পের মত, সত্য বলিয়া যেন বোধ হয় না! সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও যেন ইচ্ছা হয় না। তা আমাদের যেমন মন; তেমনি ধারণা।

বি। খ্রীষ্টের এই কষ্ট সহিষ্ণুতা লইয়া দুই অতি মহাপণ্ডিতের মধ্যে কোন সময়ে একটি তর্ক উপস্থিত হয়, সেই তর্কটি তোমাকে বলি;—কোন এক অতি যথেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত প্রভুর এক ক্রীতদাস ছিল, তিনি মহাপণ্ডিত। প্রভু একদিন সেই পণ্ডিতকে ভয়ানক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, পণ্ডিত বলেন যে "প্রভো, ওপ্রকার করিয়া মারিলে যে

আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে!” এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া যখন প্রহারে-সত্য সত্যই পা ভাঙ্গিয়া যায়, তখনও সেই পণ্ডিত অম্লান বদনে প্রশান্ত, মূর্ত্তিতে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন যে, “দেখিলেন মহাশয়, তখনইত বলিয়াছিলাম, পা ভাঙ্গিয়া যাইবে!” খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিপক্ষ কোন পণ্ডিত অন্য এক খ্রীষ্টান পণ্ডিতকে বলেন যে, “খ্রীষ্টের উক্ত প্রকার অকাতর কষ্ট সহিষ্ণুতার কোন কার্য্য আছে কি?” “নিশ্চয়ই আছে, উহা অপেক্ষা মহত্তর কষ্ট সহিষ্ণুতার কার্য্য আছে; খ্রীষ্ট প্রেকবিদ্ধ হইয়া জীবিতা-বস্থায় নিহত হইতেছেন, অথচ সেই ঘাতক শত্রু দিগেরই প্রতি প্রকৃত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন!”

নি। ক্রীতদাস পণ্ডিতের ওটি গল্প না ঘটনা?

বি। উহা গল্প নহে, ঘটনা; “সহ্য কর এবং ক্ষমা কর” ইহাই সেই পণ্ডিতের বীজমন্ত্র ছিল; আমি একদিন কোন স্থানে খ্রীষ্টের এবং এই পণ্ডিতের অদ্বিতীয় সহিষ্ণুতার বিষয় বলিতেছি, এমন সময়ে সেই স্থানে এক প্রাচীন ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইয়া আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, “আমাদের প্রহ্লাদের কথা জান কি? প্রহ্লাদের প্রাণ লইবার জন্য, অস্ত্র, সর্প, হস্তী, অগ্নি, বিষ এবং শূল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে প্রযুক্ত হইয়াছিল, বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ তথাপি মরেন নাই; অথচ শত্রুর জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ও মঙ্গল প্রার্থনা করেন! ইহার কাছে কি ম্লেচ্ছের কথা লাগে?”

নি। তাহা ত ঠিক কথাই বটে; তিনি ত সত্য কথাই বলিয়াছেন।

বি। তিনি যাহা বলেন, তাহা নিশ্চয়ই সত্য, কিন্তু সেই সত্যের মূল সন্দেহ যুক্ত অর্থাৎ প্রহ্লাদই সন্দেহের কথা। বিষ্ণু পুরাণ, সেই পূর্ব্ব কথিত আঠার খানি পুরাণের মধ্যে একখানি, এই বিষ্ণুপুরাণ বড় জোর নয়শত, কি একহাজার বৎসর রচিত হইয়াছে; পুরাণ মাত্রেই উপন্যা-সেই পরিপূর্ণ; বিষ্ণু পুরাণে যে ধ্রুব প্রহ্লাদের উপখ্যান আছে, তাহাও নিরবচ্ছিন্ন উপন্যাস মাত্র; উপন্যাসের কথা সত্য নহে, উহা মিথ্যা গল্প-মাত্র। যদি কল্পনা এবং কাল্পনিক আদর্শকে, সর্ব্বদাই মান্য করা

কর্ত্তব্য হয়, তবে বিষ্ণুপুরাণ রচয়িতা এবং প্রহ্লাদ উভয়েই নিশ্চয়ই আদরের সামগ্রী; অবনত মস্তক হইয়া তাঁহাদের পদধুলি গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। খ্রীষ্ট এবং ঐ পণ্ডিতের বিষয়, উপন্যাস নহে, গল্প মাত্র নহে, উহা ঘটনা; যদি কখনও তিল প্রমাণ ঘটনা হিমালয় সদৃশ কল্পনাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়, তবে তোমার প্রহ্লাদকে, খ্রীষ্ট এবং ঐ পণ্ডিত নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে সক্ষম।

নি। তাহা সত্য বটে।

বি। কল্পনা মূলক ঐ আঠার খানি পুরাণ, আমাদের যে কত ক্ষতি করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, উন্নতির চরমসীমা হইতে যে আমরা অবনতির চরম সীমায় পতিত হইয়াছি, তাহার এক অতি প্রধান কারণ ঐ আঠার খানি পুরাণ! এখন আমরা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা চাই না, কার্য্য চাই, কার্য্য কারক কল্পনা চাই। যাক, এখন খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের কথায় আবার আসা যাউক;—খ্রীষ্টের মত কৃষ্ণের কোনই বিষয়ই সর্ব্ববাদী সম্মত নহে; সকল বিষয়ই সন্দেহের বিষয়, কারণ তাঁহার সকল বিষয় লইয়াই তর্ক বিতর্ক চলিতে পারে। এখন তবে কৃষ্ণের বিষয়ই বলা যাউক।

নি। আমি যাহা শুনেছি, তাহাতে কৃষ্ণের চরিত্র যে ভালছিল না, তাহাই ত বোধ করি। বকুল আমার কৃষ্ণের উপর বড় চটা।

বি। এখন ধর যেন তোমার কোনই প্রকার ওবিষয়ে বোধ কি বিশ্বাস কিছুই নাই, যেন আমারই মুখে এই প্রথম শুনিতেছ; অবশ্য ঐ বোধ ও বিশ্বাস ত্যাগ করা কঠিন, বড়ই কঠিন, আমি নিজেই তাহা দেখিতেছি, তা তোমাকে আর কি বলিব, তবে যতদূর পার চেষ্টা কর।— বসুদেবের ঔরসে, দেবকীর গর্ভে, মথুরায় কৃষ্ণের জন্ম হয়। মথুরার রাজা কংশ, কৃষ্ণের মামা, তিনি, অতি দুর্দ্দান্ত বলিয়া বর্ণিত; কৃষ্ণের জন্মে তাঁহার বিপদ সুতরাং কৃষ্ণকে মারিয়া ফেলাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য; ইহা জানিতে পারিয়াই—

"বসুদেব রাখি আইল, নন্দ ঘোষ ঘরে
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।"

নন্দের বাড়ী ব্রজপুরে, তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা; এখন নন্দ যশোদাই সুতরাং কৃষ্ণের পিতামাতা। সুনন্দ নামে নন্দের জেষ্ঠভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রীর নাম রোহিণী, বলরাম তাঁহাদেরই পুত্র; বলরাম কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বড়। ব্রজপুরে কিছুকাল থাকিলে পর, অক্রূরমুনি বলরাম ও কৃষ্ণকে পুনরায় মথুরায় লইয়া যান: কারণ মাতুল কংশ, ভাগিনেয় কানাইকে মথুরায় না পাইয়া, বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করেন। অক্রুর মুনির সহিত কৃষ্ণবলরাম মথুরায় গিয়া, কংশকে বিনাশ, পিতামাতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার, মাতামহ উগ্রসেনকে রাজা করেন। এখন বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক সভা করেন, সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত হইলে নানাপ্রকার শাস্ত্রালাপ চলে: কৃষ্ণ বলরাম, লেখা পড়া শিখেন নাই, প্রকাণ্ড হস্তীমূর্খ, তাই লজ্জিত হইয়া অবন্তী নগরে সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহাদের বয়স আট বৎসর।

নি। তাহা ত পড়িয়াছি; কিন্তু আট বৎসর বয়সে উহা যে অসম্ভব!

বি। আট বৎসর বয়সে কংশের নিধন অসম্ভব, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ অসম্ভব নহে, অল্পকাল পরেই বিদ্বান হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রায় এগারশত বৎসর হইল, আমাদেরই দেশে শঙ্করাচার্য্য নামক সেই এক অসাধারণ ব্যক্তি, আট বৎসর বয়সেই কয়েক খানি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া পরে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া, ৩২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন!—বলিয়াছি যে কৃষ্ণবলরাম অস্ত্র বিদ্যাই শিক্ষা করিতে যান। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বিদ্যা লাভ করিয়া অবন্তী হইতে পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া যান; এখন মথুরায় থাকিতে থাকিতে, একদিন স্বাত্রে হঠাৎ স্বপ্ন যোগে সেই বাল্যলীলার ব্রজপুর, এবং—

"প্রিয়া রাধা চন্দ্রাবলী, গোপিকা সকল,
যমুনা পুলিন, সব বিহারের স্থল।"

মনে পড়িয়া ক্রন্দন আরম্ভ করেন; অগত্যাই কৃষ্ণ বলরামকে পুনরায় সেই ব্রজপুরে যাইতে হইল। ব্রজপুরে ত বাস করুন, ইতিমধ্যে কুরু-পাণ্ডবগণের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধে, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহায় হইয়া কুরুকুলত ধ্বংশ করেনই, পাণ্ডব কুলও ধ্বংশ প্রায় করেন। কুরুপাণ্ডব

যুদ্ধে অসংখ্য যোদ্ধা নিহত হন;—যুদ্ধের পর, কৃষ্ণ একদা একটি নিম্বরক্ষ-মূলে গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন, এই অবস্থায় কোন ব্যাধ কর্ত্তৃক নিহত হন। সংক্ষেপতঃ এই ত কৃষ্ণের জন্ম বিবরণ।

নি। আচ্ছা জন্ম বৃত্তান্ত ত বুঝিলাম এখন কার্য্য বল, শুনি।

বি। কৃষ্ণের কথা বলিতে হইলেই রাধিকার কথা কিছু না বলিলেই নয়। কোন একটি ব্যঞ্জন বর্ণ ধর 'ক' বলিতে হইলেই যেমন 'অ' বলিতেই হইবে, 'অ' ছাড়িয়া যে প্রকার 'ক' বলা যাইতে পারে না, কৃষ্ণ বলিতে হইলেই, সেই প্রকার রাধাকে বলিতেই হইবে; রাধিকা ভিন্ন কৃষ্ণ হইতেই পারে না। আগে 'অ' পরে 'ক্' দিলে 'অক্' হয়, 'ক' সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না; প্রথমে 'ক্' পরে 'অ' দিলেই 'ক' স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আগে রাধা, পরে কৃষ্ণ দিলে, যে প্রকার বোঝা যায়, আগে কৃষ্ণ পরে রাধা দিলে, সে প্রকার বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং 'ক' এর সহিত 'অ' এর যত সম্বন্ধ, রাধার সহিত কৃষ্ণের তদপেক্ষা যেন বেসি সংস্রব!

নি। বেশ বলিয়াছ ত বটে; কৃষ্ণ রাধা ত কৈ বলে না, রাধাকৃষ্ণই বলে।

বি। ব্যাকরণে পড়িয়াছ দ্বন্দ সমাসের নিয়মানুসারে "মাতাপিতা" বলাই শুদ্ধ, "পিতামাতা" বলা অশুদ্ধ, কিন্তু "মাতাপিতা" ও "পিতামাতা" দুইই লিখিতে ও বলিতে চলিত; তবে কি ব্যাকরণানুযায়ী "রাধাকৃষ্ণই" চলিত, "কৃষ্ণরাধা" চলিত নহে! ব্যাকরণের ঐ নিয়মটি কি কেবল "রাধা-কৃষ্ণের" বেলাই আঁটাআঁটি!

নি। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণ ধরিলে, "পিতামাতা" হয়, কারণ মাতা অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ; "মাতাপিতা" ও হয়, কারণ স্ত্রীপুরুষের সময় স্ত্রীই প্রায় প্রথমে বসে।

বি। ঠিক কথাই বটে; ব্যাকরণের নিয়ম অনেক ভুলিয়া গিয়াছি; তোমার বেশ মনে আছে। স্ত্রীপুরুষের সময়ে স্ত্রী প্রায়ই প্রথমে থাকে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের সময়ে ত প্রায় নহে, কেবল; কৈ "গৌরিশিব" ত শুনি না, "গৌরিহর" ও শুনি না? কেবল "শিবগৌরি" ও "হরগৌরি"

নি। তাহাতে ও যে একটি কথা আছে, যে কথাটির উচ্চারণ সহজ সেইটিই প্রায় প্রথমে বসে। আচ্ছা ওকথা এখন থাক; রাধিকার বিষয় একটু বল; শোনা যাক।

বি। আচ্ছা বেশ; ঐ ব্রজপুরেই বৃষভানু, রত্নভানু এবং সুভানু তিন ভ্রাতা থাকেন; বৃষভানুর স্ত্রীর নাম কীর্ত্তিকা; বৃষভানু ও কীর্ত্তিকাই রাধিকার পিতামাতা। আবার জটিলার গর্ভে আয়ান ঘোষের জন্ম;- আয়ান ঘোষের সহিত রাধার বিবাহ হয়; আয়ানের এক ভগিনী তাহার নাম কুটিলা; এই আয়ান কৃষ্ণের মাতুল সুতরাং রাধিকা কৃষ্ণের মামী!

নি। ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ; একদিন বকুল ও আমি একখানি বৈ পড়িতেছিলাম, পড়িতে পড়িতে;—

"আয়ান করিল বিয়ে রাধিকা সুন্দরী;
তারে লয়ে বিহারেন মুকুন্দ মুরারী।
এ দুঃখের কথা আমি কার কাছে কই;
যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দৈ!"

বাহির হইয়া গেল, কিন্তু রাধিকা যে কৃষ্ণের মামী তাহা জানিতাম না, তোমাকে সুধাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহাও ভুলিয়া যাই; এই আজ কিন্তু বুঝিলাম। ছি! ছি! ছি!

বি। কৃষ্ণচরিত্র বলিতে হইলে, উহাকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিলেই হইতে পারে; "ব্রজলীলা" "মথুরালীলা" ও "কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ"; "ব্রজলীলা" ও মথুরালীলা" কাম ক্রিয়াতেই পরিপূর্ণ; কিন্তু "ভগবদ্গীতা"য় অর্থাৎ কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে কৃষ্ণের সংশ্রব, ঠিক কাম-ক্রিয়ার বিপরীত, কিন্তু কৌশল ক্রিয়া অদ্ভুত; যদি সুবিধা হয়, সেই সকল বিষয় এখন না বলিয়া, পরে দেখা যাইবে।

নি। আচ্ছা;—বলি রাধিকা কৃষ্ণের মামী! একদিন কোথায় শুনিয়াছিলাম যে "কানু ছাড়া গীত নাই।" এখন বুঝিয়াছি।—এমন না হইলে কি আর প্রেম!

বি। তুমি ছাড়িবার পাত্রী নহ দেখিতেছি। তবে আর একটি

চলিত কথা বলিয়া রাখি। "কানাইএ ভাগ্‌নে" কথা শুনিয়া থাকিবে ;—বোধ করি, মাতুল কংশের বধ, ও মাতুলানী হরণ ; এই দুই কার্য্যবশতঃ ইতর সাধারণ লোকে ও ঐ ঘৃণা সূচক "কানাইএ ভাগ্‌নে" কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নি। কানাইয়ে ভাগ্‌নেই বটে।

বি। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদেরও ঐ প্রকার এক জঘন্য কার্য্য আছে ; মহম্মদ বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়াও, বহু স্ত্রী সত্ত্বেও পোষ্যপুত্র বধূর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন!

নি। সত্য নাকি! ভারি জঘন্য কার্য্য ত!

বি। কিন্তু যিশু খ্রীষ্টের ও প্রকার কোনই কার্য্য নাই।

নি। যিশু খ্রীষ্টই ত দেখ্‌ছি, মানুষ।

বি। আবার সেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক শাক্যসিংহের ক্ষমতা দেখ! তিনি স্বাধীন বৃদ্ধ রাজার এক মাত্র তরুণ বয়স্ক পুত্র, স্ত্রী যুবতী এবং সম্প্রতি নবকুমার জননী। শাক্যসিংহ আজ বৈ, কাল রাজা হইবেন, তিনি একদা শকটারোহণে ভ্রমণার্থে রাজপথে বহির্গত, হঠাৎ পথি-পার্শ্বে কোন এক অতি অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি তাঁহার নয়ন আকর্ষিত হইল, শাক্য মুনি গভীর চিন্তায় মগ্ন! রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করি-লেন ; রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য ; বৃদ্ধ পিতা মাতা ; যুবতী স্ত্রী ও নবকুমার, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া রজনী যোগে একাকী, সামান্য বসন পরিধান করিয়া, কোথায় গমন করিলেন!—চিন্তাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন! কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি অদম্য রিপুগণকে দমন করিয়া, গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া, গমন করিলেন! সেই প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, স্বীয় পাণ্ডিত্যের এবং বিবেক শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল গভীর চিন্তা করিয়া একটি ধর্ম্ম পাইলেন, সেই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম! এবং—

সকল প্রাণীকে দেখ আপনার মত।
অহিংসা পরম ধর্ম্মে সবে হও রত।

ইহাই ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের বীজমন্ত্র!

নি। এ যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা! শাক্যমুনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বি। শ্রীকৃষ্ণ, শাক্যমুনি ও যিশু খ্রীষ্টের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে কথায় এখন কার্য্য নাই; উহা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিবে। এখন দেখ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা কথঞ্চিৎ বলিলাম, মহাভারত পড়িলে তাহার সহিত মিলে না; কাশীরাম দাসের বাঙ্গালা মহাভারতের কথা বলি না, সংস্কৃত মহাভারতের কথাই বলি। মহাভারতে কৃষ্ণের ন্যক্কার জনক "ব্রজ-লীলা" ও "মথুরালীলা" নাই! তবে ঐ সকল জঘন্য ও অশ্লীল "লীলা" আসিল কোথা হইতে; ইহা জানিতে কি তোমার একটু কৌতূহল জন্মায় না?

নি। বলি, বস্ত্রহরণ, কলঙ্কভঞ্জন ও রাসলীলা প্রভৃতি মূলে নাই!!

বি। না, মহাভারতে তোমার ঐ সকল কিছুই নাই।

নি। তবে ও সকল আসিল কোথা হইতে?

বি। তাহাই সংক্ষেপে বলি, শুন;—সেই "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়াছে, তাহাই এখন একটু দেখাইব। মহাভারত হইতে শ্রীমৎ-ভাগবতেই শ্রীকৃষ্ণের আজন্ম ব্যাপার লিখিত বা কল্পিত হইয়াছে; ইহাতেই কলঙ্কভঞ্জন, বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, রাসলীলা প্রভৃতি লীলা সহ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রভৃতি "লীলা" লিখিত হইয়াছে; এই শ্রীমদ্ভাগবৎ, মহাভারতের পরে লিখিত হইবারই সম্ভব; বলিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শাক্যমুনি দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষমতা আমূল প্রকম্পিত হইয়াছিল; সেই আন্দোলনের ফল, সেই জগদ্বিখ্যাত ষড়দর্শন; ষড়দর্শন শুষ্ক ও নীরস পদার্থ, সরস পদার্থের আবশ্যক; তাই ১৮ খানি পুরাণ ক্রমাগত রচিত হয়, এবং পরে, সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকদিগকে দৃঢ় কৃষ্ণভক্ত করিয়া, ও তদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের নিজ ক্ষমতা অসংকুচিত রাখিবার জন্যই, এই শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ লিখিত হয়; এই গ্রন্থ-খানির কৌশল অতি চমৎকার; ইহাতে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক ভাব যে প্রকার আছে, নিম্ন অঙ্গের কামোদ্দীপক ভাব তদপেক্ষা বেশী আছে; নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের জন্য, জাজ্বল্যমান ভাসমান কামোদ্দীপক ভাব অসংখ্য অজ্ঞ, শূদ্র প্রভৃতি দিগের জন্য! শাক্যমুনি যখন জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া সাম্যভাব প্রচার করিতে

লাগিলেন, যখন তিনি সাংসারিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য এবং স্ত্রীপুত্রাদি সর্ব্বেব নশ্বর ও মিথ্যা ; এই অতি গভীর ভাব, বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; তখন যে ব্রাহ্মণাধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাৎ হইল, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুরাণ সমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ রূপ মহা কৌশল সংযুক্ত জাল বিস্তার করিলেন ! এবং তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইলেন ! কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণ লীলার জাজ্বল্যমান জঘন্য ও অশ্লীল ব্যাপার বল, তিনি তৎক্ষণাৎ সুদূরান্বয় সহ উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন ! এই শ্রীমদ্ভাগবৎ যেন একখানি দোমুখো ছুরি। দুই দিকেই ধার, দুই দিকেই কাটা যায় !

নি। ইহা ত ভারি আশ্চর্য্য এবং অন্যায়।

বি। পুনরুক্তি সত্বেও, তোমার মন আকর্ষণ করিবার জন্য পুনরায় বলি যে, একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে বৌদ্ধ ; এই দুই সম্প্রদায়ে এক-হাজার বৎসর ব্যাপিয়া পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত এবং ব্রাহ্মণ ক্ষমতা ভারতে দৃঢ়ীভূত হইলেও, এই মহাসংঘর্ষণেই ব্রাহ্মণ অবনত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হাজার বৎসর ব্যাপিয়া মহাসংঘর্ষণ চলিয়াছিল, তাহারই মধ্যবর্ত্তি সময়ে, সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান উত্তেজক, মহামতি রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হন ; সে আজ প্রায় দুই হাজার বৎসরের কথা। এখন অন্য একটি কথা বলিব। বেশ মন দিয়া শুনিতেছ ত ?

নি। বেশ মন দিয়া শুনিতেছি বৈ কি ; আজ যে সকল কথা বলিতেছ, তাহাতে মন না দিয়া কি থাকিতে পারা যায় ? আমার খুব আমোদ বোধ হইতেছে।

বি। পূর্ব্বে চারি বর্ণের কথা বলিয়াছি ; এখন বিক্রমাদিতের সময়ে আসিয়াছি ; এই দুই সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান, ইতিমধ্যে অনেক বর্ণ-সঙ্কর জন্মিতে লাগিল ; সেই বর্ণসঙ্করের কোনই সংখ্যা বলা যায় না ; বৈদিক সময় হইতে আমাদের এই বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি এই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে, এই ভারতবর্ষে কম বেশি তিন হাজার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ! যে দেশের জাতি সর্ব্ব প্রথমে চারিভাগে মাত্র

বিভক্ত হইয়াছিল, সেই দেশস্থ সেই জাতি চারি হাজার বৎসরের মধ্যে তিন হাজার ভাগে বিভক্ত হইল! অর্থাৎ ঐ যে কথায় বলে;—

"থাল ভেঙ্গে খুল, খুল ভেঙ্গে নির্মূল।"

—ঠিক যেন তাহাই হইয়া পড়িয়াছে! জাতিভেদের উদ্দেশ্য মানিলাম না হয় প্রথমে অতি মহতই ছিল; কিন্তু কার্য্যে, গৃহ বিচ্ছেদের ও দরিদ্র হইবার এমন সহজ উপায় বোধ করি আর নাই। ফলে যদি চারি হাজার বৎসরের মধ্যেও তিন হাজার বর্ণসংকর জন্মিয়া থাকে, তবে দুই হাজার বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়, বোধ করি অন্ততঃ পাঁচশত বর্ণসংকর জন্মিয়া থাকিবে! ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে যখন "দায়ে কুমড়া" সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহারই মধ্যে ঐ রাজার আবির্ভাব। বিদ্যা উপার্জন সম্বন্ধে এখনও সেই পূর্ব্ব কথিত চতুষ্পাঠী পদ্ধতিই চলিতেছিল সত্য, কিন্তু তদ্ব্যতীত এখন বর্ণসংকরের মধ্যে ও, যে কোন জাতি বিদ্যা শিক্ষা করিত, তাহা বেশ অনুমান করা যায়: মহাত্মা বিক্রমাদিত্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোনই সম্প্রদায়ের গোঁড়া ছিলেন না; তাঁহার চক্ষে সকল ধর্ম্মই সমান; তিনি ধর্ম্ম বিশেষের আদর করিতেন না, বিদ্যা, শিক্ষা ও গুণেরই আদর করিতেন; তাই তাঁহার সভায় "নবরত্ন" নামে নয়জন অতি বিদ্যান ব্যক্তি সর্ব্বদা বিরাজিত ছিলেন; তাই সেই নবরত্নের মধ্যে বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠ অমর সিংহ নবরত্নের একজন প্রধান রত্ন ছিলেন; তাই কেহ কেহ বলেন যে, সেই নবরত্নের মধ্যে ক্ষপণক, শঙ্কু এবং ঘটকর্পর; এই তিন রত্ন ব্রাহ্মণ না হইয়াও প্রকৃত রাজ সমাদর পাইতেন।

নি। তবে ত রাজা বিক্রমাদিত্য খুব মহাত্মা ছিলেন।

বি। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রাজার মধ্যে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় মহাত্মা ও সর্ব্বকুশলী রাজা আর জন্মায় নাই।—তোমাকে আজ অনেক গুরুতর বিষয় বলিতেছি; তুমি এতগুলি বিষয় কি প্রকারে বুঝিবে, তাহাও আবার ভাবিতেছি; যে বিষয়টি আজ উঠিয়াছে, সে প্রকার মহৎ বিষয় লইয়া তোমার আমার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে আর কখনই আলোচনা করা যায় নাই। কিন্তু কি করি, না বলিলেও নয়, তাই আজ এতগুলি বিষয়

বলিয়া ফেলিলাম, আরও কত বলিব মনে করিতেছি; তুমি সাধ্যানুসারে বুঝিতে চেষ্টা কর। এ প্রকার গুরুতর বিষয়ও ত আলোচনা করা চাই।

নি। একেবারে ত বুঝিতে পারিবই না; তা মধ্যে মধ্যে না হয় আবারও ঐ সকল বিষয় ত ভাবা যাইবে; তাহা হইলেও ত তখন অনেক বুঝিতে পারিব।

বি। আচ্ছা, তবে শুন;—দেখ নির্ম্মলে, আমাদের ভাষা বাঙ্গালা ভাষা; আচ্ছা, লিখিবার ও পড়িবার সময় এবং কথাবার্ত্তার সময় কি ঠিক একই প্রকার বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করি?

নি। তাহা কেন করিব? লিখিবার ও পড়িবার সময় এক রকম, কথা বার্ত্তার সময় আর এক রকম ভাষাই ত ব্যবহার করি; আর শুদ্ধ ত তাহাই নহে, ভদ্র লোকের কথা বার্ত্তা এক রকম, অভদ্র লোকের কথা আর এক রকম! কেমন নয় কি?

বি। ঠিক কথাই বলিয়াছ; তুমি যে ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ তাহাতে আমি ভারী সুখী হইলাম। যাক;—কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা ত আগে ছিল না, আগে কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষাই ছিল; সংস্কৃত ভাষা চলিতে চলিতে, যেমন বর্ণসঙ্করের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত, ও বিকৃত সংস্কৃত ভাষা চলিতে থাকে; সংস্কৃত লিখিতে পড়িতে; বিকৃত সংস্কৃত কথা বার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত; অথবা সংস্কৃত পণ্ডিতের, বিকৃত সংস্কৃত মূর্খের। এই বিকৃত সংস্কৃত ভাষার নাম "প্রাকৃত।" ঐ প্রাকৃত কোন্ সময়ে প্রচলিত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না; কিন্তু নিশ্চয়ের কাছাকাছি বলা যায়। এই দেখ;—জগদ্বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনী, যাঁহার মত বৈয়াকরণ জগতে জন্মায় নাই, সেই পাণিনীর ব্যাকরণে যাহা নাই, তাহার প্রচলনও, তাঁহার সময়ে কিম্বা তাঁহার পূর্ব্ব সময়ে ছিল না; তিনি বিক্রমাদিত্যের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার ব্যাকরণে "প্রাকৃতের" নাম গন্ধও নাই। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ, নবরত্ন মধ্যস্থ, বররুচি পণ্ডিত "প্রাকৃত প্রকাশ" নামে যে এক খানি প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখেন, পণ্ডিতেরা বলেন, যে উক্ত

প্রকার ব্যাকরণের মধ্যে ঐ "প্রাকৃত প্রকাশ"ই সর্ব্ব প্রথম। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে এবং পাণিনীর পরে, প্রাকৃত ভাষা বহুল প্রচলিত হয়, একথা বেশ বলা যায়।

নি। আচ্ছা! প্রাকৃত ভাষায় কি কোনই বৈ নাই?

বি। প্রাকৃত ভাষায় কোনই পুস্তক, কোনই পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতেপারেন নাই।

নি। তবে প্রাকৃত ভাষায় ব্যাকরণ কেমন করিয়া হইল?

বি। উত্তম কথা বলিয়াছ; পঠিত সংস্কৃত নাটক হইতেই উহার ব্যাবহার বোঝা যায়। অনেক পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে "মৃচ্ছকটিক"ই প্রাচীনতম গ্রন্থ,উহা বিক্রমাদিত্যের অনুমান দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়, সেই মৃচ্ছকটিকে সর্ব্ব প্রথম প্রাকৃত ভাষা দেখা যায়; তৎপরে কালিদাস রচিত জগদ্বিখ্যাত "শকুন্তলা" নাটকেও, প্রাকৃত ভাষার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে; ইতর পুরুষ ও স্ত্রীলোক ভিন্নও উক্ত নাটক দ্বয়ে, মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাগণও প্রাকৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতেছেন; সুতরাং বিক্রমাদিত্যের সময়ে যে প্রাকৃত ভাষার বেশ চলন হইয়াছিল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; আর যখন বররুচি একখানি "প্রাকৃত প্রকাশ" নামে স্বতন্ত্র ব্যাকরণই লিখিলেন, তখন, জন সাধারণ যে লেখাপড়াও শিক্ষা করিতেন একথাও বলা অসঙ্গত নহে; শূদ্রই বল, আর অপরাপর বর্ণ সংকরের কথাই বল, তাঁহারা যে এখন, আর কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের চরণ সেবাই করিতেন, তাহা নহে; তাঁহারা লেখা পড়াও শিখিতেন। তদ্ভিন্ন এই রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়, তাঁহার "নবরত্ন" দ্বারা, বিশেষতঃ সেই নবরত্ন প্রধান মহাকবি কালিদাস এবং অভিধান লেখক অমরসিংহ দ্বারা, বেদের সেই কর্কশ এবং কুটিল সংস্কৃত, যে প্রকার শ্রুতিমধুর এবং সরল হইয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছিল, সে প্রকার আর কখনই হয় নাই; রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েই সংস্কৃত উন্নতি, চরম সীমায় উপস্থিত হয়। বেদ এবং বিক্রমাদিত্যের সময়ের মধ্যে দুই হাজার বৎসর ব্যবধান; একটি ভাষা পরিশুদ্ধ ও উন্নত হইতে দুইটি হাজার বৎসর লাগিয়াছিল! ইহা ঐ ভাষার এবং

উক্ত ভাষার সর্ব্বেসর্ব্বা অধিকারী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে বোধ করি বিশেষ গৌরবের কথা নহে। যে কোনই বিষয় হউক না কেন, তাহার প্রচলন যদি জন সাধারণে না থাকিয়া; সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে তাহার উন্নতি নিশ্চয়ই বহু সময় সাপেক্ষ। উপস্থিত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল!

নি। ইহা ত অন্যায় কথা বোধ হইতেছে না।

বি। বিক্রমাদিত্যের সময়ে দেখিলে যে, সংস্কৃত প্রধান ভাষা, প্রাকৃত অপ্রধান ভাষা রূপে চলিতেছিল। কিন্তু একই দেশে, একই প্রকার রাজার অধীনে, একই প্রকার লোকের মধ্যে, দুইটি ভাষার কথনই সমান প্রাধান্য থাকিতে পারে না; সুতরাং বিক্রমাদিত্যের পর হইতে সংস্কৃত, ক্রমশঃ অবনত হইয়া অপ্রাধান্যের দিকে, এবং প্রাকৃত, ক্রমশঃ উন্নত হইয়া প্রাধান্যের দিকে আসিতে আসিতে, রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব সময়ে, অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের বার শত বৎসর পরে, সংস্কৃত এত দিনের প্রাধান্য হারাইয়া, অপ্রধান অর্থাৎ মৃত হইয়া পড়িল, প্রাকৃত উন্নত হইয়া একটি স্বতন্ত্র বঙ্গভাষা রূপে জন্মগ্রহণ করিল। সংস্কৃত উন্নত হইতে যে সময় লাগিয়াছিল, মৃত হইতে তাহার অর্দ্ধেক সময় লাগিয়াছিল। ভাষাই যদি জাতিত্ব সূচক হয়; তবে ভাষার উন্নতিতে জাতিরও উন্নতি, ভাষার মৃত্যুতে জাতিরও মৃত্যু হয়! দেব ভাষা সংস্কৃত যদি মৃত হইয়া পড়িল, তবে আর দেবগণ অর্থাৎ আর্য্য ব্রাহ্মণগণ জীবিত থাকেন কি প্রকারে?

নি। তাহা ত বটেই!

বি। এই লক্ষণ সেন ও তৎ সময়ের একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না; বাঙ্গালা ভাষা ত জন্মগ্রহণ করিলেন; কিন্তু কি প্রকারে এবং কাহার দ্বারা তাহাই বলিব। আট শত বৎসর হইল, লক্ষ্মণ সেন জন্মিয়াছিলেন; শক্তি উপাসক তন্ত্র শাস্ত্রের কথা বলিয়াছি, মনে আছে? সেই তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এই রাজার সময়ে অত্যন্ত অধিক; মদ্যপান, মাংসাহার এবং উলঙ্গ মেয়ে মানুষ লইয়াই প্রধানতঃ তাঁহাদের কার্য্য! এবং—

নি। ছি! ছি! ছি! ও কথা আর বলিও না, উহাই আবার শাস্ত্র!

বি। এই সময়েই বীরভূম প্রদেশে কেন্দুলী গ্রামে, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব জয়দেব গোস্বামী, "গীতগোবিন্দ" নামক এক অতি অদ্ভুৎ গ্রন্থ, আধা বাঙ্গালা আধা সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন; এই জয়দেব গোস্বামী বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কবি; এই পুস্তকের মত পুস্তক জগতে আর দ্বিতীয় নাই! ইহা আধা বাঙ্গালা আধা সংস্কৃতে লিখিত হইলেও, বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকের মধ্যে প্রধান হইয়াও, বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রথম কবি দ্বারা উহা সংস্কৃতে সর্ব্ব শেষে লিখিত হয়। সংস্কৃত যখন মৃত ভাষা, তখন যে সংস্কৃতে এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ লিখিত হইল, ইহা যে অসংলগ্ন কথা! কিন্তু ইহার উত্তর অতি সহজ:—দেখিয়াছ ত, যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ কেমন সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে! সংস্কৃত ভাষাও যখন মরণোন্মুখ, তখনই জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ উক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াও, অদ্বিতীয় হইয়া পড়িয়াছে!

নি। বলি, গীতগোবিন্দ কি এতই ভাল বৈ?

বি। উহা এমনই চমৎকার! এমনই অদ্ভুৎ!—শ্রীকৃষ্ণ যথা তথা, যখন তখন, যাহার তাহার সহিত প্রেম মুগ্ধ হন, মাতুলানি শ্রীরাধিকার প্রাণে তাহা সহিবে কেন? তাই তিনি মান করিয়া বসিয়া আছেন! শ্রীকৃষ্ণ সাধ্য সাধনা করিতেছেন;—

"প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চময়ি মানমণি দানং।

* * *

* * মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লব মুদারং।"

মধ্যের ১০। ১১ ছত্র সংক্ষেপতঃ অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ, সুতরাং সম্পূর্ণ অপাঠ্য; ঐ যে প্রণয়ের একটি গান আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে শোনা যায়;——

"————কি জন্য আমায় মন হ'ল না।

হ'য়ে থাকি অপরাধি, কর আমায় দণ্ডবিধি;

বুকেতে চাপায়ে রাখ * *।"

ঠিক তাহাই! অবশ্য মানিলাম যে ইহার মধ্যেও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব বিরাজমান; কিন্তু যে ভাব ভাসমান ও জাজ্জ্বল্যমান, সেটা কি দেখিব না? চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব?

নি। বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না! কানাইয়ে ভাগিনে যে!

বি। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতে ত এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিলেন। এখন আবার, যখন আর্য্যজাতি মৃতপ্রায়, আর্য্য ভাষা মৃত প্রায়, তখন জয়দেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের সেই অশ্লীলতা গ্রহণ করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিলেন!—তাহা ত হবেই! মরা হাড়ে সখ বেশি কি না!—এই দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুই নকল হইল, শ্রীমদ্ভাগবৎকার ও জয়দেব গোস্বামী।

নি। তাহা ত দেখিলাম! শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যেন তবে ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল!

বি। এখন একবার সেই শক্তি উপাসক তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কার্য্য, ও এই গোস্বামীর গীত গোবিন্দ মনে কর। মদ্যমাংস, মৈ—প্রভৃতি পঞ্চমকার পুষ্ট, শক্তি উপাসক ব্রাহ্মণগণের ঔরসে, গীতগোবিন্দের গর্ভে, বঙ্গভাষা বীরভূম জেলাতে অংকুরিত হইয়া, পরে দেখিবে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গুরু পুরোহিত দ্বারা, রাধাকৃষ্ণ প্রেমান্নপ্রাসনে, বঙ্গভাষা নাম গ্রহণ করিয়া, "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইল!"

নি। তাহা ত বুঝিলাম!

বি। যাক;—বলিয়াছি যে এক দেশে একই প্রকার রাজার অধীনে, একই প্রকার লোকের মধ্যে, দুইটি ভাষার প্রাধান্য থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ প্রকার অবস্থায় দুইটি ভাষাই যুগপত অপ্রধান হইয়া যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হইলেও, লক্ষণ সেনের রাজত্ব সময়ে দুইটি ভাষাই অপ্রধান হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা অপেক্ষা গভীরতর জাতীয় লজ্জার বিষয় আর হইতে পারে না! পুনরায় বলি, যে ভাষাতেই যদি জাতিত্ব বোঝা যায়, তবে ভাষা অপ্রধান বা লুপ্ত হইলে, অবশ্য জাতিও অপ্রধান বা লুপ্ত হয়; লক্ষণ সেনের সময় ভাষার অপ্রাধান্য, এবং দুর্ব্বলতার সহিত জাতীয় দুর্ব্বলতার দৌড় এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে আমাদের

জাতিত্ব একবারে লুপ্ত বা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, রাজা লক্ষণ সেন দুর্ব্বলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন! আর সেই সময়ে যে "শক্তি" উপাসক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল বলিয়াছি, সেই ব্রাহ্মণগণ কার্য্যতঃ ও ধর্ম্মতঃ "দুর্ব্বলতা" উপাসক, এবং দুর্ব্বলতারই প্রতিমূর্ত্তি হইয়া পড়েন;—রাজা দুর্ব্বল, মন্ত্রী দুর্ব্বল, প্রজা দুর্ব্বল, যেন দুর্ব্বলতাময়! তাই পড়িয়াছ, যে দুর্ব্বল লক্ষণ সেন, যেই শুনিলেন যে, বখ্‌খিয়ার খিলিজী নবদ্বীপে উপস্থিত, অমনি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণ, শাস্ত্র খুলিয়া, "হিন্দু রাজত্বের শেষ এবং যবন রাজত্বের সূত্রপাৎ", অবশ্যম্ভাবী, শাস্ত্রবাক্য ও বেদবাক্য বলিয়া, সেই দুর্ব্বল লক্ষণসেনকে খিড়কী দ্বার দিয়া পলায়ন করিতে বলিলেন! রাজাও বিলম্বেনালং এবং ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলিয়া নবদ্বীপকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া চলিয়া গেলেন! কেহ বলেন জগন্নাথ তীর্থে, কেহ বলেন ঢাকায়।——আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, সেই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা যদি ভাবিতে পার, একবার ভাবিয়া দেখ! নির্ম্মলে, আর্য্যের আর্য্যত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কোথায় চলিয়া গিয়াছিল! তাই,—

"এক ভস্ম, ছারখার; দোষগুণ কব কার"!

নি। লক্ষণ সেন, তবে একটি কুলাঙ্গার ছিলেন!

বি। সমস্ত বঙ্গদেশ কুলাঙ্গারময় হইয়াছিল, রাজাই অবশ্য সেই কুলাঙ্গার মণ্ডলীর মধ্যে প্রকাণ্ড কুলাঙ্গার ছিলেন! তাই রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইল!—সেই গানটি গাও ত নির্ম্মলে———

"অহ! কি কুদিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর,—ও!
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটী পালটী,
লুঠি নিল যা ছিল সার,—ও!
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে,—ও!
সে দিন হইতে, অন্ধ মধোগৃহ,
পর-বল-অর্গল-পাতে,—ও।"

তোমার চক্ষে যে জল দেখা দিল দেখছি!—উহা ত জল নহে, অগ্নি-

স্ফুলিঙ্গ, উহাই এখন ভরসা! কেন যে বলশালী আর্য্যজাতি এপ্রকার দুর্ব্বল অনার্য্য হইল, তাহার কারণ বলিতে হইলেই একথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না, যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের ঝগড়া, যাহাতে বৌদ্ধরা [illegible] বিনষ্ট এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে, এবং ব্রাহ্মণরা [illegible] দৃঢ় এবং পৌত্তলিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পান এবং তাহাতে [illegible]দেরই জয়লাভ হয়; এবং যে বিদ্যোপার্জ্জনে ব্রাহ্মণদের অক্ষুণ্ণ একচেটিয়া অধিকার এবং শূদ্রদের সম্পূর্ণ অনধিকার ছিল; এই দুইটিই আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার অতি প্রধান কারণ!—রাধাকৃষ্ণের যে অশ্লীল ও জঘন্য লীলা, এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যে পৈশাচিক কার্য্য; ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম; মন প্রাণ এবং আচার ব্যবহার অধিকার করিয়া, তাহার উপর প্রভূত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, সেই অশ্লীলতা ও জঘন্যতাই, ব্রাহ্মণগণের হৃদয় ও চরিত্র, যাহা হৃদয়েরই ছায়া, তাহাদিগকে অশ্লীল ও জঘন্য করিয়া, মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে পশুত্বে পরিণত করিয়াছিল! হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে অধর্ম্ম ও অশাস্ত্র করিয়াছিল! নহিলে জন কতকমাত্র অশ্বারোহী লইয়া বখথিয়ার আসিল, আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পরামর্শ দিলেন কি? না, "হিন্দুরাজত্বের শেষ ও যবন রাজত্বের সূত্রপাৎ"!—ভাবিতেছ কি নির্ম্মলে?

নি। ভারি দুঃখ ও কষ্টের কথা!

বি। যাহা হউক, কুলাঙ্গার বাঙ্গালীর, কুলাঙ্গার রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কালে, কেন্দুলীতে বসিয়া, জয়দেব গোস্বামী যে লিখিলেন,—রাধাকৃষ্ণের প্রণয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই যে লিখিলেন;—

"——মমশিরসি মণ্ডনং, দেহি পদ পল্লবমুদারং"

তাহা সফল হইয়াছে!—বখথিয়ার বঙ্গরাজ্যের মস্তকে পদ স্থাপন করিলেন!! যবনের পদযুগলই এখন আমাদের শিরোভূষণ হইয়াছে!!! তাই এই আটশত বৎসরব্যাপি অধীনতায় এখন আমরা—

"গোলামের জাতি, শিখেছি গোলামী!"

নি। সে ঠিক কথাই ত!

বি। এখন একবার ঐ বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করা যাক;—দেখিলে যে আটশত বৎসর হইল, লক্ষ্মণসেনের সময় বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয়; কিন্তু সেই সময়ের কোনই বাঙ্গালা পুস্তক কেহই এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবে কেবলমাত্র একা গীতগোবিন্দ পুস্তকেই বাঙ্গালার আভাস পাওয়া যায়। চারিশত বৎসর হইল মহাত্মা চৈতন্য মিশ্র নবদ্বীপে আবির্ভূত হন; তাঁহারই অনুমান দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কেবলমাত্র দুইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায়; একখানি বিদ্যাপতি ঠাকুরের ও অপরখানি চণ্ডিদাস ঠাকুরের "পদাবলী"। উভয়েই একসময়ের লোক; মনে থাকে যেন এখন বিদেশীর মুসলমান রাজত্ব; সুতরাং এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে হিন্দি এবং পারস্য ভাষা মিশ্রিত হয়; ঐ "পদাবলীতে" ঐ ভাষাদ্বয়ের মিশ্রণ স্পষ্ট দেখা যায়; জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে পদার্থে পূর্ণ, ঐ "পদাবলী" দ্বয়ও সেই একই পদার্থে পূর্ণ; সেই রাধাকৃষ্ণের অশ্লীল ও জঘন্য লীলা, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস ঠাকুর দ্বয় দ্বারা আরও অশ্লীল ও জঘন্যতর হইয়া, সহজ বোধগম্য ও মনমুগ্ধকরী হইয়া ইতর সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল; "গীতগোবিন্দ" ও "পদাবলী" শুনিতে হিন্দুর মুখ দিয়া লাল পড়ে,—রাধাকৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণবই বল আর শক্তি উপাসক তান্ত্রিকই বল, সকলেরই মনকম্পাস সেই একই বস্তুর প্রতি ধাবিত! বিদ্যাপতি, তাঁহার পরমোপকারী রাজা শিবসিংহের মহিষী লক্ষ্মীদেবীর এবং চণ্ডীদাস যৌবনাবতীর্ণা রামী ধোপানির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাধাকৃষ্ণের "প্রেম সায়রে" জগৎকে ডুবাইতে উদ্যত!

নি। সত্য নাকি, ছি! ছি! ছি!

বি। বিদ্যাপতী এবং চণ্ডীদাসের উক্ত প্রেমেও অবশ্য কোন আধ্যাত্মিক ভাব থাকিতে পারে! কিন্তু সম্প্রতি এক বিজ্ঞ লেখক, উহাতে কোনই আধ্যাত্মিক ভাব বোধ করি দেখিতে না পাইয়া, ঐ বৈষ্ণব [illegible] দ্বয়ের ঐ প্রেমকে, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু [illegible] দিবার কারণ কি? "যাহা রটে, তাহা ঘটে।" এই বাক্য কি উক্ত ঠাকুর দুইটির "প্রেম" সম্বন্ধেই অলীক?

নি। এ বড় ঘৃণার কথা কিন্তু!

বি। চণ্ডীদাসের ঐ রজককন্যা প্রেম সম্বন্ধে একটি কথা বলিব; চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া কি প্রকারে রজকীপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন? জাতিভেদের দৃঢ় বন্ধন তবে নিশ্চয়ই শিথিল হইয়াছিল। উহা কি তবে সেই মহাত্মা শাক্যমুনির বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি ফল? না সাধারণ শিক্ষা এখন প্রচলন হইয়াছিল, এবং উঁহা ঐ সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ফল? বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত ইহার অনেক পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ হইতে, অন্ততঃ বাঙ্গালা হইতে একপ্রকার বিদূরিত! তবে উহা নিশ্চয়ই সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। লক্ষণসেনের সময় হইতে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ের মধ্যে, বাঙ্গালাভাষায় যে সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বলা যায়; নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এখনও যে "টোল" আছে, তাহা সেই পূর্ব্ব কথিত চতুষ্পাঠীরই প্রকারান্তর। চৈতন্যের পূর্ব্বেও ঐ "টোল" ছিল এবং সেই টোলে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরাই সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত বিদ্যালাভ করিতেন, এবং সাধারণের জন্য বোধ করি এই প্রকার পাঠশালার মতই কিছু ছিল। আরও এক কথা;— চৈতন্যের এক শত বৎসর পূর্ব্বে, আর্য্যাবর্ত্তে রামানন্দ গোস্বামী নামে এক মহা পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বারজন, চর্ম্মকার, ক্ষৌরকার এবং তন্তুবায় প্রভৃতি নীচ জাতীয় ছিলেন; সেই বারজনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য কুবির শুনিতে পাই তন্তুবায় জাতীয়। এই কুবির বঙ্গদেশে মুসলমান পর্য্যন্ত স্বীয় দলভুক্ত করিয়া অদম্য ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই মহাত্মা কুবির মহাত্মা চৈতন্যের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। এ প্রকার ব্যক্তির দ্বারা এ প্রকার ধর্ম্ম প্রচার; সাধারণ শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন হওয়া অসম্ভব; সুতরাং পাঠশালার সৃষ্টি যে অন্ততঃ ছয় শত বৎসর হইয়াছে, এ অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে বোধ হয়।

নি। তবে ত পাঠশালাও নিতান্ত আজ কালের নহে, অনেক দিনের।

বি। যাক;—শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের দুই নকল দেখাইয়াছি, শ্রীমদ্ভাগবৎকার এবং জয়দেব; এখন আবার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, আরও দুই নকল

দেখিলে, সর্ব্বশুদ্ধ চারি নকল হইল। এখন একবার চৈতন্যের সময়ে আশা যাক; মহাত্মা চৈতন্য সম্বন্ধে এখন অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই, মোটামুটি বলিয়াছি যে চৈতন্য চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন; লক্ষণসেনের সময় অর্থাৎ আটশত বৎসর পূর্ব্বে যে শক্তি উপাসক তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি, সেই তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ও এখন অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; সেই অক্ষুণ্ণ প্রভাবের ফলে, এখন তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কার্য্যের মূল মন্ত্র, এই বাক্যে দাঁড়াইল;—"যত্র জীব স্তত্র শিবঃ, যত্র নারী তত্র গৌরী," সুতরাং যেন জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধানুসারে, যে সে পুরুষ, যে সে স্ত্রীলোক লইয়া "হরগৌরী" হইলে, আপত্তি নাই!

নি। ছি! কি ঘৃণার কথা।

বি। মহাত্মা চৈতন্য অন্যান্য সৎকার্য্যের মধ্যে ঐ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ, ও জাতিভেদের মূল কর্ত্তন করেন; এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে পাশব রমণী প্রেমের প্রাধান্য লোপ করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইলেও, তাঁহার শিষ্য প্রধান নিত্যানন্দ, স্বরচিত—

"মৎস্যের ঝোল, রমণীর কোল;
আনন্দে বল সবে, হরি হরি বোল"

ঐ বুলি অনুযায়ী কার্য্য করিতেই ভাল বাসিতেন। শুনিতে পাই যে, ইহাতেও চমৎকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে!

নি। ইনিই বুঝি নিত্যানন্দ চাঁদ! ছি!

বি। পূর্ব্ব কথিত চারি নকল প্রভাবে এবং এখন এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ চরিত যে কি প্রকার নাস্তানাবুদ হইতেছে, তাহা আর বলিবার কথা নয়! আর যে বাঙ্গালা ভাষা তান্ত্রিকগণের মদ্য, মাংস ও মেয়েমানুষে এবং রাধাকৃষ্ণ লীলার আটশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করে, তাহা ক্রমাগত এই চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া উহাতেই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল! এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা, কেবল মাত্র কুবীর ভিন্ন, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু এতদিন পরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন; চৈতন্যচরিতামৃত লেখক

কৃষ্ণদাস বৈদ্য ছিলেন; প্রায় তিনশত বৎসর গত হইল ঐ চৈতন্য চরিতামৃত লিখিত হয়; এই গ্রন্থ যে কি প্রকার আদরের সামগ্রী, তাহা ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে, গন্ধ পুষ্প দ্বারা প্রত্যহ ঐ পুস্তক অগ্রে পূজা না করিয়া অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ এখনও জল গ্রহণ করেন না!

নি। সত্য! ইহা ত ভারি আশ্চর্য্যের কথা!

বি। তৎপরে কৃত্তিবাস ওঝা, রামায়ণ; মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী চণ্ডী কাব্য; শূদ্র কেতক দাস ও ক্ষেত্রনাথ দাস, "মনসার ভাসন" ও কাশী-রাম দাস মহাভারত; ও তৎপরে বৈদ্য বংশোদ্ভব সাধু রামপ্রসাদ সেন, পদাবলী; বঙ্গভাষায় রচনা করেন। এই প্রকারে এখন আবার এই আমাদেরই বর্ত্তমান সময়ে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতি দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষা, রাধাকৃষ্ণ লীলা শূন্য হইয়া লিখিত ও পুষ্ট হইতে চলিলেও, পুনরায় সেই রাধাকৃষ্ণ লীলা "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" নামে বিক্রীত হইয়া, ধর্ম্ম কঞ্চুক ধারী শূদ্রের জীবিকা নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় আবিষ্কৃত হইল! উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপিল!

নি। বেশ! তারপর।

বি। এই স্থানে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় আছে: একা সাধু রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তাই, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার অর্থাৎ রাঢ় দেশে জন্মিয়াছিলেন; সুতরাং রাঢ় দেশেই বাঙ্গালা ভাষার জন্মস্থান; জয়দেব হইতে কাশীরাম দাস পর্য্যন্ত সকলেই "রেঢ়ো" ছিলেন!

নি। তবে "রেঢ়ো" বলে আমরা ঘৃণা করি কেন! ইহা ত বড় অন্যায়।

বি। এখন পুনরায় পাঠশালার কথা ধরা যাক;—দেখিলে যে বাঙ্গালা অন্যূন আটশত বৎসর, এবং পাঠশালা অন্ততঃ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে; দেখিলে যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতীর মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল। পাঠশালার উদ্দেশ্যও লেখা পড়া শিখান; ধনী, নির্ধনী; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে লেখা পড়া শিখান; পাঠ শালার উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ। এ প্রকার লেখাপড়া শিখায়ে আবার কি প্রকার মিতব্যয়িতা দ্বারা নির্ব্বাহ হইত, শুনিলে অবাক হইবে!

নি। বলি, পাঠশালায় কি খুব অল্প খরচেই লেখা পড়া হইত?

বি। কত অল্প খরচে হইত, তাহা দেখ; যেন সোনায় সোহাগা ছিল। প্রথমেই পাঠশালায় ছাত্র পাঠাইতে হইলেই, এত টাকা দিতেই হইবে, তাহার কোনই বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিলনা; এখন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলেই প্রথমে একটি টাকা অন্ততঃ দিতেই হয়; পাঠ-শালায় যাইবার কালীন, কেহ এক আনা, কেহবা দুই আনা, কেহ বা একখানি নূতন বস্ত্র ও না হয় দেন; কিন্তু তাহা পিতা মাতার সদাশয়তা ও অবস্থার উপরেই নির্ভর। পিতামাতা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দিতেন, গুরু মহাশয় চাহিয়া লইতেন না।

নি। বটে! এত খুব ভাল বটে!

বি। পাঠশালায় মোটামুটি তিনটি শ্রেণী; তৃতীয় শ্রেণীর মাহিয়ানা মাসে আধ আনা; বা এক আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর, দেড় বা দুই আনা; প্রথম শ্রেণীর আড়াই বা তিন আনা মাত্র।

নি। মাহিয়ানাও আবার এত কম!

বি। আবার দেখ; পাঠশালায় ছাত্রও আগে পড়ুক, পরে মাহিয়ানা দিবে; শিক্ষক ও আগে পড়ান, পরে মাহিয়ানা পাইবেন; কিন্তু তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্র আগে মাহিয়ানা দিয়া পরে পড়ে, শিক্ষক কিন্তু আগে পড়াইয়া, পরে মাহিয়ানা পান; পাঠশালা কথাটির অর্থ দেখ, বিশ্ববিদ্যালয় কথাটির ও অর্থ দেখ; ঠিক সেই;—

মাছের তেলে মাছ ভাজি, করে বেড়ান সরফরাজি!

নি। আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাহিয়ানার ওরমক বন্দোবস্ত হয় কেন?

বি। ছেলে আগে মাহিয়ানা দিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসিল, পড়িয়া ফাঁকি দিতে পারে না; শিক্ষকও বিদ্যালয়ের হাতে, মাহিয়ানা লইয়া পলাইতে পারেন না। ইহাই বোধ হয়।

নি। তবে ত পাঠশালার গুরু মহাশয় ফাকে পড়িতেন।

বি। গুরু মহাশয়কে ফাকি দেওয়া তখন ত কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। লোকে তখন জানিত;—

বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মে, অতি সত্য কথা ;
বিপরীত যথা, শ্রাদ্ধ ভূতের বাপের তথা !

নি। ইহা ত ভারি দুঃখের কথা! লেখা পড়া শিখে, লোকে ত এখন উদারই হন শুনিতে পাই!

বি। উদার হই বটে, কিন্তু তাহা কেবল মুখে, কার্য্যে নহে; অথবা মুখে যত বেশি, কাজে ততই কম! বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদিগকে "সারেগামা"র মত ঝুড়ি ঝুড়ি ভাল ভাল গৎ শিখায় মাত্র, সেই কথা বা গতানুসারে কিছুই কার্য্য শিখায় না! তাই আমরা বচন সর্ব্বস্ব ও কার্য্য নিঃস্ব হইয়া, "শঠে শঠে কোলাকুলি, মুটুম হাতে এড়াএড়ি"র অবস্থায় পড়িয়াছি!—একটি ছোট খাট গল্প বলি, শুন;—এক থাকেন দোকানি, তাঁর মুদিখানার দোকান, দোকান খুলিয়া ব্যাচা কেনা করিতেছেন, তাঁহার এক মাছি টেপা পিতৃব্য তথায় আসিয়া উপস্থিত। ভ্রাতুষ্পুত্র মহা শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন;—"আস্তে আজ্ঞা হয় খুড়া মহাশয়; তবে খুড়া কি মনে ক'রে বল দেখি।" "একটু গ্রামান্তর যাইতে হইবে, বেলাও ত হ'য়েছে দেখ্‌ছি; একটু তেল দাও ত বাপু, একটা ডুব দিয়ে যাই।" "কতখানি তেল দেব খুডা? এক পয়সার, না, দু পয়সার?" "না বাপু অত কি হ'বে! এই একটু মাখিবার মতই দাও, তাহা হইলেই হইবে।" "খুড়া গো, এখনও যে বৌনি হয় নাই! আর তেলও কিছু অল্পই আছে দেখ্‌ছি!—তবে না হয় দণ্ড খানিক বোস, ব্যাচা কেনা খানিক হোক;—'ফেল কড়ি, মাখ তেল; তুমি কি আমার পর!'—খুড়ো!"

নি। বেশ কথাটিত! "ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর!"

বি। এখন আমাদের ঐ প্রকারই উদারতা। যাক ওকথা থাক;—

নি। আচ্ছা, পাঠশালায় কত ছেলে পড়িত?

বি। তা বোধ করি, ৩০।৪০ জনের কম নয়, আর এক শতের অধিকও হইত; ছোট গ্রামে একটি, বড় বড় গ্রামে দুই তিনটি করিয়া পাঠশালা ছিল।

নি। তবে আর গুরু মহাশয়ের চলিত কেমন করিয়া।

বি। মাহিয়ানা ছাড়াও কিছু কিছু "উপরি পাওনা" ছিল; পাঠশালায় প্রথম ভর্ত্তি হইবার সময়েই বলিয়াছি ছেলের মা বাপ, গুরু মহাশয়কে কিছু কিছু দিতেন, অনেকে মাসে মাসে একটি করিয়া সিধেও দিতেন; পূজা পার্ব্বণে ও বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যেও কিছু কিছু পাওনা ছিল; এই দেখ কাল জন্মাষ্টমী উপলক্ষেও কিছু পাইবেন।

নি। তাঁহার তবে এক রকম মোটামুটিই চলিয়া যাইত।

বি। তখন ত মোটামুটি চলাই ছিল; সূক্ষ্ম চলা হইয়াছে এই এখন! তখন লোকের মোটামুটি অভাব ছিল, এখন সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষণেই দর্শন যোগ্য সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অভাব হইয়াছে! তখন বাবুগিরি ছিল না, এখনই বাবুগিরি হইয়াছে! "বাবুগিরি" এই কথাটিই তখন ছিল না; ও কথাটি এখন চলিয়াছে; কথাটি সংস্কৃতও নহে, বাঙ্গালাও নহে; কি যে, তাহাই এখন ঠিক করা যায় না। এই এক পায়ের সরঞ্জাম ধর;—মোজা, মোজারক্ষক, তদুপরি হরিণ চর্ম্ম পাদুকা; তদুপরি মোটা চর্ম্ম পাদুকা; একা পায়েই দেখ, একই সময়েই ঐ চারিটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রয়োজন! মোজাটোজা ছাড়িয়া দাও, তখন জুতাই ছিল না, ছিল কেবল মাত্র খড়ম! এখন ত্যাগ স্বীকার কথাটি আবাল বৃদ্ধের মুখে শুনি; তা উহা এক প্রকার ত্যাগ স্বীকার বটে; স্বভাবকে ত্যাগ!

নি। স্বভাব ত্যাগ হইল সত্য, কিন্তু অনেক অভাব হইল যে!

বি। তবেই এখন "ত্যাগ স্বীকার" কথায় এই অর্থ হইতে পারে; স্বভাব ত্যাগ করিয়া, অভাবকে বর্দ্ধিত করিয়া, পরাভবকে আলিঙ্গন"!

সোজা ফেলে বাঁকা চল, সুফল কি তায় ফলে বল?
স্বভাবকে পায়ে ঠেলি, তায় মারি কসে তালি!
তালির উপর মারি তালি, তাতেই পড়ে হাত তালি!
সোজা কথা না বুঝিলে, ফল ফলে না তালি দিলে!—

-ইহাই আমাদের শিক্ষা নির্ম্মলে! ইহাই আমাদের ত্যাগ স্বীকার। ইহাই আমাদের উদারতা! "আগে উপযুক্ত হও, পরে ইচ্ছা করিও" বিদ্যালয়ে গিয়া ইহা কোসে মুখস্থ করি, কিন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত

করিতে উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই, অথবা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াই, চিত্ত-মরুভূমিতে নানা সখের হাট বসাই!

নি। আচ্ছা, তখনও ত শুনিতে পাই যে ধনী লোকদের বড় বেশী বাবুগিরিই ছিল, শুনেছি রাজারা স্নান করিতেন, তা দশ সের তেল বরাদ্দ ছিল, রাজা বড় জোর না হয় এক ছটাকই মাখিতেন!

বি। আচ্ছা ও কথা এখন থাক; উহা তোমাকে আর একদিন বুঝাইব এবং দেখাইব যে, অধিকাংশ স্থলেই সেই বাবুগিরি উপকারীই ছিল। এখন গুরু মহাশয়ের পাওনা ত দেখিলে; তাঁহার একবার খাটুনি দেখ;— ধর এক শ ছেলে, শিক্ষক গুরু মহাশয় নিজেই, দ্বিতীয় শিক্ষক নাই। তিনটি বা চারিটি শ্রেণী; নিজেই পড়ান, নিজেই শাসন করেন; প্রাতঃকালে ৬।৭টা হইতে ৯।১০টা পর্য্যন্ত; বৈকালে ৩।৪টা হইতে ৬।৭টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা পড়া। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোনই শ্রেণীতে প্রত্যহ ৪॥০ ঘণ্টার অধিক পড়া হয় না; কলেজে হাজার টাকা মাহিয়ানার শিক্ষক প্রত্যহ গড়ে ১॥ বা ২ঘণ্টা করিয়া খাটেন, একা গুরু মহাশয় বড় জোর মাসে গড়ে দশ টাকা পাইয়া, প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা করিয়া খাটেন; কলেজের হাজার টাকার শিক্ষক প্রত্যহ গড়ে বড় জোর ২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও শিরঃপীড়ায় অনেকে অস্থির হন; দশ টাকার গুরু মহাশয় প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা খাটিয়াও শিরঃপীড়া কাহাকে বলে, জানিতেন না; কলেজে যাঁহার যত অধিক মাহিয়ানা, তাঁহার তত অল্প খাটুনি; যাঁহার যত অল্প মাহিয়ানা তাঁহার তত বেশী খাটুনি; কলেজ বৎসরে প্রায় ৫ মাস বন্ধ থাকে; পাঠশালায় বড় জোর ২ মাস বন্ধ থাকে; কলেজে দুর্গোৎসবের ছুটি কমাইয়া, সাহেবদের বড় দিনের ছুটি বেশী হইয়া থাকে; পাঠশালায় তাহা নাই; কলেজে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ও নবান্নর ছুটি নাই; পাঠশালায় তাহাই আছে। অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; পাঠশালার গুরু মহাশয় ও কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের খাটুনি বোধ করি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ।

নি। তাহা বেশ বুঝিয়াছি;—আচ্ছা "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া"ত খুবই ভাল, নবান্নও কি খুব ভাল?

বি। আচ্ছা ওকথা পরে বলিতেছি। পাঠশালার শিক্ষা যে কত অল্প ব্যয়ে হইত, তাহা আরও দেখাই;—মাহিয়ানা ও উপরি পাওনাতে প্রত্যেক ছেলের মাসে গড়ে বোধকরি দুই তিন আনার বেশি খরচ হইত না, এখন অন্য খরচ ধর;—বলিয়াছি যে পাঠশালায় সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণীর নাম "খড়ি শ্রেণী." ইহার অন্য খরচের মধ্যে এক খানি রামখড়ি মাত্র, যাহার দাম একটি মাত্র পয়সা; এই একখানি রাম-খড়িতেই দুই তিন জনের "খড়ি" শ্রেণীতে পড়া বেশ হয়; মাটির উপর গুরু মহাশয় বা অন্য কোন বালক অ আ, ক খ, ইত্যাদি লিখিয়া দেন, বালক তাহার উপর "খড়ি" বুলায়; তাই এই শ্রেণীর নাম "খড়ি।"

নি। এক পয়সাতেই খড়ি শ্রেণী শেষ হয়! শ্লেটে লেখা ছিল না।

বি। শ্লেট কথাটিই যে ইংরেজি; শ্লেট ত এই সে দিন আমদানি হইয়াছে; আমাদের পাঠশালায় কোন কালেই শ্লেট ছিল না।

নি। হাঁ, উহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। খড়ি শ্রেণীতে কত দিন থাকিতে হয়?

বি। বোধ করি ৫।৬ মাসের বেশী নহে। তার উপর "তালপাতা" শ্রেণী; এই শ্রেণীতে তালপাতে লিখিতে হয়; তালপাত কিনিতে হয় না, অমনিই পাওয়া যায়; লিখিলেও নষ্ট হয় না অথচ কত হাল্‌কা! এই বার কালি দিয়া লেখা আরম্ভ; তখন নানা রংএর কালি ছিল না, "কালি" কথাটিই দেখ "কাল" রং ভিন্ন অন্য রংএ ব্যবহার করা যায় না! এখন ইংরেজি কালি—লাল, নীল, পীত; রামধনুকে যত বর্ণ, ততবর্ণের অথবা ততোধিক বর্ণের কালি! তখন কেবলমাত্র কেলেহাঁড়ির ভূষোতে কালি হইত, এক কপর্দ্দকও খরচ হইত না, বিনা ব্যয়ে কালি হইত, অথচ কেলেহাঁড়ি পরিষ্কার হইয়া যাইত; যুগপৎ দুইটি কার্য্য হইত। আবার দেখ, এখন নানা প্রকার বর্ণের ও আকারের ষ্টিলপেন, হাঁসের পাখার পেন। তখন এক কঞ্চির কলমেই চলিত, না হয় এক এক পয়সার খাঁক কিনিলে এক বৎসর কলম হইত; রুল পেনসিলও ছিল না, পেন ও রুল পেনসিল ইংরেজি কথা; এখন নানা মূল্যের নানা প্রকারের দোয়াৎ হইয়াছে; তখন যে দোয়াৎ ছিল, তাহা এক পয়সায় ৪।৫ টি পাওয়া

যাইত; এখন ব্লটিং পেপার হইয়াছে; তখন বালিতেই ব্লাটংএর কার্য্য হইত; ব্লটিং কথাটিও ইংরেজি; এখন এক লিখিবার উপকরণেই অনেকেরই মাসে অন্ততঃ একটি করিয়াও টাকা উড়ে, তখন উহাতে কাহারই জন্মভোর বোধ করি, চারি আনাও খরচ হইত না।—আর হস্তের "শ্রী অক্ষর" আমাকে দিয়াই দেখ!

নি। ও সকল কথা, ভেল্‌কির দিন বেশ বুঝিয়াছি; উহা ত খরচই নহে!

বি। তালপাতার উপরই ১ম শ্রেণী, তাহার নাম "কলাপাতা"; কলাপাতও কিনিতে হইত না। আবার দেখ; পাঠশালার ঘরও ছিল না; প্রায়ই গ্রামস্থ কোন ধনী লোকের চণ্ডীমণ্ডপে, না হয় কোন বট বা অশ্বত্থগাছের নিচেই পাঠশালা হইত। পঞ্চাশ হাজার টাকার কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে, দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ও হইত না;—বৎসরে বৎসরে ক্রমাগত মেরামতের জন্যও ২।৪ হাজার যাইত না; টানাপাখা ছিল না। তাহার কোনই দরকারই ছিলনা; চেয়ার বেঞ্চ ছিলনা; তাহার ও প্রয়োজনই হইত না; স্বয়ং গুরু মহাশয় একখানি কম্বলে, না হয় একখানি মাদুরে বসিতেন; আর প্রত্যেক ছেলেরই নিজের নিজের এক এক খানি ছোট মাদুর থাকিত; বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইত, আবার পাঠশালায় আসিবার সময় লইয়া আসিত। তাহার দাম তখন বড় জোর অর্দ্ধ আনা মাত্র ছিল, এক খানিতেই একটি বৎসর উত্তম চলিত! ম্যাপ ছিল না বোর্ড ছিলনা, ওসকলই ইংরাজি কথা; উহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বোকাও ছিলেন না; পাগলও ছিলেন না; প্রকৃত মিতব্যয়ী ছিলেন, মিতব্যয়ীতা যদি ধর্ম্ম ও গুণ হয়; তবে তাঁহারাও ধার্ম্মিক ও গুণবান ছিলেন; আগে উদরান্নের যোগাড় না করিয়া কাব্য নাটকাদি পাঠ ও বাবুগিরিতে আসক্ত হওয়া, যদি পাপ হয়, তবে এখন আমরাও পাপী। আচ্ছা ও কথা এখন থাক; দেখিলে যে পাঠশালার উদ্দেশ্য কত মহৎ; কেন? না লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য. পাঠশালায় জাতিভেদও ছিল না, সুতরাং উদ্দেশ্য মহত্তর; আবার অতি স্বল্প ব্যয়েই, বিনা ব্যয়ে বলিলেও হয়, লেখা

পড়া শিক্ষা হইত; সুতরাং পাঠশালার উদ্দেশ্য মহত্তম, অথবা অলৌকিক। আবার মূলে, বিদ্যাশিক্ষার মূল সেই ব্রহ্মচারীর মতই প্রায়, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও আত্মনির্ভর!

নি। তাই ত! আমি যে অবাক হইলাম!

বি। উদ্দেশ্য দেখিলে, এখন কার্য্য দেখ; মনে করিও না, যে "সস্তার তিন অবস্থা" হয়! এত সস্তার লেখা পড়া, লেখা পড়াই নহে! কিন্তু এত সস্তার লেখা পড়া, লেখা পড়া কি না, তাহা দেখাই;—দেখ তবে লোকের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার; কোন্ ব্যক্তির সহিত কোন্ ব্যক্তির কি প্রকার সংস্রব। রাজা প্রজা, রাজা জমীর খাজনা লইবেন, প্রজা খাজনা দিবে; মহাজন খাতক, মহাজন টাকার সুদ লইবেন, খাতক টাকার সুদ দিবেন; ব্যবসায়ী ও খরিদদার, ব্যবসায়ী দ্রব্য বিক্রয় করিবেন, খরিদদার দ্রব্য খরিদ করিবেন; প্রভু ভৃত্য; প্রভু মাহিয়ানা দিবেন, ভৃত্য মাহিয়ানা লইবেন! জ্ঞাতি কুটুম্ব; দেশ বিদেশস্থ, সংবাদ লইতে হইবে, পত্র লিখিতে হইবে;—এই ত লোকের সামাজিক অবস্থা। এই অবস্থায় হিসাব জানা ও চিটিপত্র লেখাই প্রধান আবশ্যক। পাঠশালায় তাহাই শিক্ষা হইত; অল্প সময়ে, সূক্ষ্ম হিসাব পাঠশালায় যে প্রকার শিক্ষা হইত; সে প্রকার শিক্ষা কখনই কোন দেশেই হয় নাই; হইতে পারে কি না; তাহাই সন্দেহ; আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক নিয়ম অনুসারে এক অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিটি লিখিয়া থাকেন; ইংরেজিতে চিটিপত্র লেখার মোটে ৩।৪ প্রকার পাঠ, আমাদের অন্ততঃ একশত প্রকার পাঠ; এই প্রকার চিটিপত্র লেখাও বোধ করি, কোন দেশেই কখনই ছিল না, এই প্রকার চিটিপত্র লেখা পাঠশালায় চমৎকার শিক্ষা হইত।

নি। একথা ত ঠিক কথাই বটে।

বি। প্রথমই হিসাব শিক্ষা ধর;—এক বিঘা জমীর এগার আনা খাজনা হইলে সাড়ে তিনকাঠা জমীর খাজনা কত হইবে? শতকরা ১।/০ সুদ হইলে ১৩॥০ টাকার ৩ মাসে কত সুদ হইবে? একটাকার সাড়ে তের কাঠা ধান্য হইলে দেড় কাঠা ধান্যের দাম কত হইবে? বা

৶১৫ তে কত ধান্য পাওয়া যাইবে; এক টাকার /৫॥সের তেল হইলে, ।/০ ছটাকের কত দাম? বা আড়াই পয়সায় কত তেল পাওয়া যাইবে? ২৷/১০ করিয়া কোন দ্রব্যের মন হইলে এক পোয়ার দাম কত বা দেড়-পয়সায় সেই দ্রব্য কত পাওয়া যাইবে? এক টাকায় ॥৵০পণ বিচিলি হইলে /১৫ পয়সায় কত বিচিলি? বা সাড়ে তিন পণের দাম কত? অথবা এক ভরি স্বর্ণের দাম ১৭॥/০ হইলে এক টাকার কত স্বর্ণ হইবে? বা এক রতি স্বর্ণের দাম কত? অথবা মাসে ৸০ আনা মাহিয়ানা হইলে ৭ দিনের কত মাহিয়ানা?—এই সকল হিসাব, প্রত্যেক লোকের প্রত্যহ, অনেক বার আবশ্যক। পাঠশালায় শিক্ষিত হইলে ইহার কোনটিই বলিতে এক মিনিটের অধিক সময় লাগেনা; আর হিসাব যতদূর সূক্ষ্ম হইতে পারে তাহাই হয়। আর ঐ প্রকার হিসাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত কোন যুবককে দাও, তাঁহার মস্তক ত ঘুরিয়া যাইবেই, আর হয়ত একতা কাগজ ও একঘণ্টা সময় নষ্ট করিবেন; তথাপি হিসাবটি করিতে পারিবেন না! করিতে পারিলেও তাহা সূক্ষ্ম হইবেনা! আর সূক্ষ্ম হইলেও বোধকরি তাহা শতকরা এক ব্যক্তির অধিক পারেন না! অথচ পাঠশালার সকলেই পারেন, এক মিনিটে পারেন, কাগজ চাইনা, স্লেট চাহিনা, মুখে মুখেই হয়!

নি। ঠিক কথাই বলিয়াছ। সে দিন ॥৵০ পণ করিয়া বিচিলি কিনি, গাড়িতে ১॥৶১ বিচিলি ছিল; ঠাকুরপোকে দাম কসিতে বলি, ২০৷২৫ মিনিট পরে বলিলেন, "২॥৵ দাম হইবে!" আমি বলিলাম হয় নাই; তখন আবার অনেক পরে বলিলেন, "হয়েছে, ২॥৵১০ হইবে!" আমি বলিলাম তবু হইল না, আধঘণ্টা পরে বলিলেন, "ঠিক দিতে ভুলিয়াছিলাম বৌ, ১॥৶০ দাম হইবে!" তখন আর হাঁসি থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, ঠাকুরপো আর তোমাকে কষ্ট দিব না, এবার তোমার হইয়াছে বটে, কিন্তু টাকায় ভুলিয়াছ; ২॥৶০ বলিলেই হইত; কিন্তু দাম হচ্চে ২॥৶৫। তিনি ত গতবার এল এ পরীক্ষা দিয়াছেন!

বি। তবেই দেখ পাঠশালার কার্য্য কেমন!—যদু স্বর্ণকার আমাদের

ভবর নিকট হইতে ৫০, কর্জ্জ লইয়াছিলেন, ভব অবশ্য নিজে হস্তে করিয়া সেই টাকা কর্জ্জ দেন নাই। তাঁহার বাপের হাত দিয়াই টাকা দেন, ঐ কর্জ্জের খত তোমার ছোট কাকা লিখিয়া দেন; কি প্রকার খত লিখিয়াছেন একবার শুন;——

"মহামহিম শ্রীমতি ভব দাস্যা।

সমীপেষু।

× শ্রীমহেশ টিং

লিখিতং শ্রীযদুনাথ স্বর্ণকার আমার নিবেদন যে আমি আপনার নিকট হইতে ৫০, কর্জ্জ করিলাম; ঐ টাকার শুদ মাসিক ২, হিসাবে দিব কতক টাকা বৈশাখ মাসে দিব। নিতান্তই যদি বৈশাখ মাসে না পারি; তবে কার্ত্তিক মাসে আমার দাদা মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিলেই দিব ইতি শ্রাবণ ১২৮ সাল।"

নি। এ যে ভারি হাঁসির কথা! আমার মন কাকা এমন! তিনি কাছারিতে কাজ করেন কি করিয়া?

বি। অথচ এলএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বয়স ও ২৬।২৭ বৎসরের কম নহে! আমার বোধ হয়, যে একটি ১২ বৎসর বয়সের পাঠশালার ছেলে প্রকৃত খত লিখিতে পারে; কিন্তু ঐ দোষ কি তোমার কাকার? তাহা ত নয়! শিক্ষা প্রণালীর দোষ! কলেজে যেমন শিক্ষা হয়, তাহাই হইয়াছে। লেখা পড়া শিখান ত এখন কেবল মাত্র কেরানি গিরির ও পয়সা রোজকার করিবার জন্য; ছেলে অর্থ আনিতে পারিলেই হইল; বাপ মায়ে আর কিছু চান না। তা বাপ মায়েও যাহা চান, তাহাই পান!

নি। তা ঠিক কথা, কিন্তু তুমি ও নকল পেলে কোথায়?

বি। ভবর বাপ আমাকে একদিন খত খানি দেখান; আমি খতখানি বদলাইয়া লইতে বলি, আর এই নকল রাখি;—আচ্ছা অপরের কথা থাক; আমার নিজেরই একটি কথা বলি; আমি যখন গৌহাটি, তখনকার একটি অতি লজ্জাকর ঘটনা বলি;—একদিন বেলা ৫টা আন্দাজের সময়, লক্ষ্মণ দাদা ও অপরাপর ২।৩ জন বাবুর মধ্যে কি একটা তর্ক বিতর্ক হয়;

আমরা সকলে বেড়াইতে যাইব, এমন সময়ে লক্ষণ দাদা আমাদিগকে ডাকিলেন; আমরা ৪।৫ জন ছিলাম; আমি সেইবার এল এ পরীক্ষা দিব; একজন এণ্ট্রান্স দিয়াছেন, আর দুইজন সেইবার এণ্ট্রান্স দিবেন; লক্ষণ দাদা আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "পউনে চারিপয়সা বাঙ্গালা অঙ্কে লেখ দেখি?" আমি লিখিলাম "$\frac{৩}{৪}$ আনা"! আর সকলেই "৩ $\frac{৩}{৪}$ পয়সা" লিখিলেন! লক্ষণ দাদা পুনঃ পুনঃ ৩।৪ বার লিখিতে বলিলেন; আমাদের ঐ একই লেখা! লেখা আর বদলাইল না!

নি। সত্য নাকি! আমার যে হাঁসি আসিতেছে!

বি। বাসায় ৩।৪ জন চাকর সত্বেও, লক্ষ্মণ দাদা আমাকেই বলিলেন, "দোকানদারের ছোট ছেলেকে ডাকিয়া আন!" আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে, লক্ষ্মণ দাদা তাহাকে ঐ পউনে চারিপয়সা যেই লিখিতে বলেন, অমনি সে প্রথমেই ⁄১৩৫ লিখিয়া দেখাইল; লক্ষণ দাদা পুনরায় বলিলেন পউনে চারি পয়সা লেখ; সে অমনি ⁄১৮৫ লিখিয়া দেখাইল! আমাদিগকে আর কিছুই বলিলেন না বটে, অথচ যাহা বলিলেন, তাহাই যথেষ্ট! দোকানদারের ছেলেটির বয়স বোধকরি তখন ১০বৎসরের অধিক নহে!

নি। সে ছেলেটি বুঝি পাঠশালায় পড়িত?

বি। হাঁ; অপরের কথা ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় আমার কথাই ধর; আমি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এবং এল, এ, পরীক্ষা দিব!

নি। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি দিয়াছিলে তবু উটি লিখিতে পার নাই?

বি। চর্চ্চা না থাকার জন্যই ভুলিয়া গিয়া থাকিব! এই সঙ্গে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিনা; আমি ত বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি; একদিন আমাদের উপর ৪র্থ শ্রেণীর, একটি বালক, তাঁহার বয়স তখন বোধ করি ১৮। ১৯ বৎসর হইবে, কামস্কাটকা দেখাইতে ডেনমার্ক দেখান! শিক্ষক আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, যেই কামস্কাটকা দেখাইতে বলিলেন, অমনি ডিঙ্গি মারিয়া কামস্কাটকা দেখাইলাম! শিক্ষক মহাশয় অতিশয়

সন্তুষ্ট হইয়া, আমিও বোধ করি তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকিব; আমাকে সেই বালকটির কানমলা দিতে বলেন!

নি। তুমি তাঁহার কান মলা দিয়াছিলে?

বি। তা কি কখন পারা যায়! তুমি হাসিও না নির্ম্মলে, এখন দেখ; যদি একটি ভূগোলের অকর্ম্মণ্য ভুল হওয়ার জন্য, ১৮।১৯ বৎসরের বালককে, ছাত্ররত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩।১৪ বৎসরের বালক কানমলা দেয়, তবে একটি অতি উপকারী অথচ অতি সামান্য বিষয়ে ভুল হইলে, ছাত্ররত্তি ও এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এবং এল এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ২১।২২ বৎসরের যুবককে, অনভিজ্ঞ এক দশ বৎসরের বালক কি প্রকার শাস্তি দিতে পারে!!! আর হাঁসিতেছ না কেন!

নি। তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু পাঠশালায় যে সকল হিসাব শিখান হয়, তাহা ত সঙ্কেতে হয়; কলেজের মত ভাল নিয়মে ত আর হয় না?

বি। সে সত্য কথা, কিন্তু কথা হইতেছে, যে সংকেতেই হউক আর যাহাদ্বারাই কেন হউক না; সাধারণ লোকের পক্ষে, যে হিসাবটি করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক! ক্ষুধার সময় প্রস্তুত অন্নের আবশ্যক! না—

"তুঁষ হইতে বহির্গত তণ্ডুল কি বলে"

জানা আবশ্যক? তাহার কি বল?

নি। তাহা মানি। কিন্তু পাঠশালায় ত আর কোন ভাল ভাল বৈ পড়া হয় না; তোমরা কলেজে কত ভাল ভাল বৈ পড়; তোমাদের বুদ্ধিই যে এক স্বতন্ত্র!

বি। এইবার যথার্থ কথাই বলিয়াছ নির্ম্মলে! কলেজে অনেক ভাল ভাল বৈ পড়িয়া, আমাদের বুদ্ধি এক স্বতন্ত্রই হইয়াছে সত্য! অপরাপর সমস্ত দেশের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি, আমাদের নিজের দেশের, জন্মভূমির মোটে ইতিহাসই নাই! মহারাজ্ঞীর একশত পূর্ব্ব পুরুষের নাম অনর্গল বলিতে পারি, নিজের ঠাকুরদাদার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেই হাঁ করিতে হয়! টেলিমেকস্ কণ্ঠাগ্রে, চাণক্যের নাম জানি না! ইহাত স্বতন্ত্র বুদ্ধির বিষয়ই বটে! ইহা কি সামান্য বুদ্ধির কথা! না সামান্য স্পর্দ্ধার বিষয়! অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছি, টডহণ্টরকে

দেবতা জ্ঞান করি, "লীলাবতী" এবং "ভৃগুরাম" কি পদার্থ, তাহা জানি না! এবং——

"লক্ষ যোজন দূরে, এক পতঙ্গের বাসা,
পতঙ্গের সাধু গেল, গাঙ্গাস্নানে আসে।" ইত্যাদি,
অথবা "এক দিন চারি বুড়ি খাইতে বসিয়া,
বয়স হিসাব করে হাঁসিয়া হাঁসিয়া" ইত্যাদি

অঙ্ককে ছেলেমি বলি, বর্ব্বরতাসূচক জ্ঞান করি; কিন্তু "একজন দোকানদার দশ লক্ষ টাকা পূঁজি লইয়া মদের দোকান খুলিল; এত এত দামের এত এত বোতল এত এত টাকায় খরিদ করিয়া একত্রিত মিশ্রিত করিল; এখন প্রত্যেক বোতলে কত জল মিশাইয়া বিক্রয়, করিলে, তাহার প্রত্যেক বোতলে এত লাভ হইবে।,, এই প্রকারের অঙ্ককে বিজ্ঞত এবং শিক্ষাসূচক জ্ঞান করি! হিন্দুর "লীলাবতী" ও "ভৃগুরাম" হিন্দুর এখন "গোমাংস"! তা আমাদের বুদ্ধি স্বতন্ত্র বৈ কি!

নি। "লীলাবতী" ও "ভৃগুরাম" কে ছিলেন?

বি। নির্ম্মলে, এখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়াই "মদ" এবং "জলমিশান মদ" সংক্রান্ত অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করি! যদি "উঠ্তি গাছ পাতায় চেনা যায়" বাক্যের মধ্যে এক বিন্দুও সত্য থাকে, তবে আমাদের ঐ "আরম্ভের" শেষ কি হওয়া কর্ত্তব্য এবং স্বাভাবিক, তাহা অবশ্য বিবেচনা করিতেও পার; এবং শেষ যে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহাও অবশ্য জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছ!

নি। তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি; "লীলাবতী" ও "ভৃগুরাম" কে?

বি। দেখ নির্ম্মলে, আমাদের এই ভারতবর্ষে, অথবা ধর, এই বাঙ্গালা দেশে, দোকানে যেমন, চাউল, দাইল; নুন, তেল; সুতা, কাপড়; এবং মেঠাই, সন্দেশ বিক্রয় হয়; ইংলণ্ডে সেই রকম মদ বিক্রয় হয়! অথবা আমাদের যেমন জলের আবশ্যক, সাহেবদের সেই রকম মদের আবশ্যক; তা আমরা ইহা একবার স্বপ্নেও ভাবি না যে, ঐ সকল রকমের অঙ্ক, ঐ সকল দেশে ঐ সকল লোকের পক্ষেই উপযোগী, এবং ঐ সকল লোকেরই জন্য!—বলিবে যে, অঙ্ক কষিতে আর দোষ কি?—মদের অঙ্ক

কসিলেই ত আর মদ খাওয়া হয় না!—তাহা ত বটেই! আমাদের যে বুদ্ধি এখন স্বতন্ত্র!—একদিন আমরা কলেজের খুব নিম্ন শ্রেণীতে ঐ প্রকারের একটী অঙ্ক কসিতেছি: ২।৩ টি বালক বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার মহাশয়, জলে মদ মিশাইলেই যে মদ খারাপ হইয়া যায়! আমার বাবা ও দাদারা ত কৈ মদে জল মিশাইয়া খান না!" বালক কয়টির পিতা ও ভ্রাতারা বেশ উচ্চপদস্থ সুতরাং শিক্ষিত! ছেলে বেলা হইতেই ঐ রকমের অঙ্ক কষিতে আর দোষ কি!

নি। তাহা সত্য কথা, বেশ বুঝিযাছি! এখন "লীলাবতী" ও ভৃগুরামের" কথা বল শুনি।

বি। যে শিক্ষার মূলে গলদ্, তাহার আর কি হইবে? মদে দেশ উচ্ছন্ন হইতে লাগিল! বড় বড় দরখাস্ত লিখে, বড় বড় নাম সই করিয়া, লাট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। "পারিশ ও লণ্ডন প্রভৃতি সুসভ্য স্থানে মদ খাইয়া, প্রত্যহ গড়ে ২০।২৫ জন লোকের মৃত্যু হয়, মদের জন্য ত কলিকাতায় এখন প্রত্যহ গড়ে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় না; সুতরাং দরখাস্ত মঞ্জুর হইবার এখনও সময় আইসে নাই!!!" এই প্রকার বলিয়া লাটসাহেব সেই দরখাস্তের উত্তর লিখিলেন!—তা যে হবেই!—"গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠে বিকায়"!!

নি। সত্য নাকি! আমি যে আশ্চর্য্য হইলাম!

বি। আমি কিন্তু উহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইনা; মহাত্মা ব্যক্তিরা বিধবা বিবাহের আইন করিতে চাহিলে, আমরা বলি, যে "ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার হস্তক্ষেপ করা গর্হিত, উহার প্রতিকার আমাদেরই কর্ত্তব্য"। কর্ত্তব্য তাহা বেশ বুঝি, কিন্তু কর্ত্তব্যটি কি আমরা কাজে করি? আইন দ্বারা যদি সতীদাহ নিবারিত না হইত, সতীদাহ যে এপর্য্যন্ত থাকিত না তাহা কে বলিতে পারেন? তোমার হিন্দু ধর্ম্মে ও মুসলমান ধর্ম্মে যে মদ্যপান নিষিদ্ধ, যাহা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ, তাহাই যদি রাজা প্রচলন করেন, তাহা বুঝি ধর্ম্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা নয়? হিন্দু ও মুসলমান পার্ব্বণে রাজার শাসন, বুঝি ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা নয়? কি আর বলিব নির্ম্মলে! আমরা —

নি। ইহা ত বেশ কথাই! ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময়ও ত কড়াক্কড়, বিবাহের বাজনাতেও কত গোল; সেও ত ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ? আচ্ছা, ও সকল কথা এখন থাক;—"লীলাবতী" ও "ভৃগুরাম" কে বল, শুনিতে বড় সাধ হইয়াছে।

বি। তুমি অনেকবার ঐ কথা সুধাইয়াছ, আচ্ছা তবে বলি শুন। "লীলাবতী" সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যক এখন নাই, ইহাই জানিয়া রাখ যে, ইংরেজরা যখন তরু কোটরে পশুর মত থাকিত, তাহার বহু পূর্ব্বে, এই ভারতবর্ষে ভাস্করাচার্য্য নামক একজন অতি প্রধান অঙ্ক ও গণিত এবং জ্যোতিশ শাস্ত্রবেত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন বরাহমিহিরের নামই ভাস্করাচার্য্য; যাহাই হউক, তিনি যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট অঙ্ক পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া যান, তাহারই নাম "লীলাবতী"। তাঁহার কন্যার নাম লীলাবতী ছিল, সেই কন্যার নামেই "লীলাবতী" পুস্তক নাম হয়! "লীলাবতী" এক অতি অলৌকিক পুস্তক। আমরা এখন ঘরের আসল ভাল দ্রব্য প্যায়ে ঠেলিয়া, জঙ্গলের নকল ভাল দ্রব্যের আদর করি! উচ্ছিষ্ট দ্রব্য খাইতেই বড় সুস্বাদু লাগে!

নি। বটে! এ যে ভারি আশ্চর্য্য কথা! "লীলাবতী" আমাদেরই দেশের একখানি অতি ভাল অঙ্কের বই! আর "ভৃগুরাম" কি বই?

বি। মা ভারত ভুমি, তুমি দ্বিধা হও! বঙ্গদেশ তুমি সমুদ্রে ডুবিয়া যাও!—তুমি স্ত্রীলোক, তুমি "ভৃগুরাম কি বৈ" সুধাইলে, তা তোমাকে আর কি বলিব!—ভৃগুরাম কোনই পুস্তকের নাম নয়, একটি মানুষের নাম।—যাঁহাকে "শুভঙ্কর" বলি, তিনিই ভৃগুরাম দাস; ভৃগুরাম দাস, তাঁহার প্রকৃত নাম, "শুভঙ্কর" লোক দত্ত নাম; যেমন ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা অপেক্ষা "বিদ্যাসাগর" নামের প্রচলন, মধুসূদন দত্ত অপেক্ষা "মাইকেল" নামের প্রচলন; সেইরূপ ভৃগুরাম দাসের পরিবর্ত্তে শুভঙ্কর নামের প্রচলন। ভৃগুরাম দাসের অঙ্ক কসিবার নিয়ম গুলি অতি শুভকর, মঙ্গলকর, উপকারী বলিয়াই তাঁহার নাম "শুভঙ্কর" হয়।

নি। বটে! আমি ভাবিয়াছিলাম একখানি বৈ!—লজ্জার কথা সত্য!

বি। আর আমরা তর্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া মহা তার্কিক হইয়া পড়িয়াছি নির্ম্মলে; অথচ একটি সামান্য অঙ্ক কষিতে পারি না। তর্কের একটি গল্প আছে শুনিবে কি?

নি। তাহা আবার শুনিব না।

বি। তর্ক পঞ্চানন উপাধিধারী সুতরাং তর্কশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত এক ভট্টাচার্য্য, তৈলের ভাঁড় হাতে করিয়া কলুবাড়ী তৈল আনিতে যান; ব্রাহ্মণী ভাত রাঁধিয়া উনোনে হাঁড়ি চাপাইয়া বসিয়া আছেন; কলুবাড়ী ত এই নিকটেই, ব্রাহ্মণ তৈল আনিলেই ব্যঞ্জন রন্ধন করিবেন। ব্রাহ্মণ কলুবাড়ী গিয়া দেখেন, কলু বাড়ী নাই, বাজারে গিয়াছে, কলুনি বিচিলি কাটিতেছে! কলুনি বলিল "বামুন ঠাকুর ঐ খানে ঘরের ভিতর তেলের ভাঁড় ও মাপের মালা আছে, এক মালা তেল মাপিয়া লইয়া যান।" ব্রাহ্মণ ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন ঘানি গাছ, ঘানি ঘুরিতেছে, তৈল বাহির হইতেছে, গরুর গলায় একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বাঁধা আছে. গোরু ঘুরিতেছে, ঘণ্টিকাটিও টুং টুং করিয়া বাজিতেছে; ব্রাহ্মণ ভাবিলেন গোরুর গলায় যে ঘণ্টিকাটি বাঁধা রহিয়াছে, ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে, কি কারণ, তাহা চিন্তা করা উচিত, অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং চিন্তা-কূপে ডুব মারিলেন!

নি। আর ব্রাহ্মণী বাড়ীতে উনোনে হাঁড়ি চাপাইয়া বসিয়াই আছেন!

বি। তা অবশ্যই আছেন, যাক;—ব্রাহ্মণ ভাবিলেন "গোরু যখন ছাড়িয়া দেয়, গোরু চরিতে যায়, অন্য গোরুর সহিত মিশিয়া যাইবে, চেনা দুষ্কর; তাই বুঝি ঐ ঘণ্টাই কলুর চিহ্ন!—না, তা না হবে, গোরু যদি কোন জঙ্গলের মধ্যে যায়, কলু ঐ ঘণ্টার শব্দে, তাহা বুঝিতে পারে; আচ্ছা তাহাই যদি হবে—তবে গোরু ছাড়িয়া দিবার সময় ত বাঁধিয়া দিলেই ভাল হয়!—উঁহু, ও কারণ নহে; পুনরায় মৌনভাবে তর্ক ও চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন; অহো ধিক্! এতক্ষণে কারণ স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু এই বার পারিয়াছি "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম", মুনিদেরও মতিভ্রম হয় কি না! ঘণ্টার শব্দের তালে তালে গোরু ঘুরিতে ভাল বাসে, ইহাই নিশ্চয় কারণ!

নি। ঘরের ভিতর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এত বিলম্ব করিতেছেন, তাহা কলুনি কিছুই মনে করে নাই!

বি। কলুনি আপন মনে বিচিলি কাটিতেছে, আপন মনে কার্য্য করিতেছে, বোধকরি ভাবিয়া থাকিবে যে ব্রাহ্মণ তৈল লইয়া চলিয়া গিয়াছে। যাক; ইতিমধ্যে কলু বাজার হইতে ফিরিয়া বাড়ী আসিল; ঘরের ভিতর কলুর যেই যাওয়া; অমনি ব্রাহ্মণ, গোরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কলু বলিল "ঠাকুর গোরু দাঁড়াইয়া থাকে, কি ঘানি টানে, তাই জানিবার জন্য গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিয়া, আমরা অন্য কাজ করি; দাঁড়াইয়া থাকিলে ত আর ঘণ্টা বাজিবে না, ঘানি টানিলেই ঘণ্টা বাজিবে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "তবে ঘণ্টাটি আরও বড় হওয়া উচিৎ ছিল, তাহা হইলে বেশি শব্দ হইত; আর না হয় একটি না দিয়া ৪।৫ টি দেওয়াই উচিৎ।" কলু বলিল "আমরা উহারই শব্দে বেশ বুঝিতে পারি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাদিগকে ত গোরু ঠকাইতে পারে, গোরু যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গলা নাড়ে?" কলু একে একটু খিট্‌খিটে মেজাজের লোক, তাহাতে আবার বাজার করিয়া আসিয়াছে, গলৎ ঘর্ম্ম; চটিয়াই উত্তর করিল "ঠাকুর এখন তেল নিয়ে বাড়ী যাও, আমাদের গোরু তোমাদের মত শাস্ত্র পড়ে নাই।" তর্ক পঞ্চানন মহাশয় কলুকে নিরেট মূর্খ বলিয়া, তৈল লইয়া বাড়ী যান কিন্তু!

নি। গল্পটি ত বেশ দেখছি! বাড়ী আসিলে ব্রাহ্মণী কি বলিলেন?

বি। বিলম্ব দেখিয়া ব্রাহ্মণী, উনোন নিবাইয়া বসিয়া আছেন; ব্রাহ্মণ তৈল লইয়া ঢুকিবামাত্র ব্রাহ্মণী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া "এই ভস্ম গেল" বলিয়া, এক অঞ্জলি ভস্ম লইয়া ব্রাহ্মণের মাথায় ফেলিয়া দিলেন! আমাদের কলেজের শিক্ষায় আজ কাল আমরা প্রায় এই প্রকারই হইয়াছি। আমাদের যে বুদ্ধি এক স্বতন্ত্র হইয়াছে, বলিয়াছ; তাহা ঠিক।

নি। আচ্ছা কলেজে কি ভাল লেখা পড়া হয় না?

বি। হবে না কেন? হয়; কলেজে যাহা হয়, পাঠশালায় তাহা হয় না; আবার পাঠশালায় যাহা হয়, কলেজেও তাহা হয় না। কলেজে

জাঁকজমক বেশী, পাঠশালায় জাঁকজমক মোটেই নাই; কলেজে যাহা শিক্ষা হয় তাহাতে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অল্পই শিক্ষা হয়, পাঠশালায় যাহা শিক্ষা হয় তাহা কেবলই অত্যাবশ্যকীয়। জাঁকজমক করিতে বা শিখিতে নিষেধ করিতেছি না; কিন্তু আগে কি? জাঁকজমক না অত্যাবশ্যকতা? প্রধান কি? বাহার, না ব্যবহার? পাঠশালায় কেবল আবশ্যকতা, কেবল ব্যবহার; কলেজে কেবল জাঁকজমক, কেবল বাহার। পাঠশালার শিক্ষায় "যাহা রয় বারমাস" কলেজে শিক্ষায় "যাতে হয় সর্ব্বনাশ";—জলধরের একখানি মুদিখানার দোকান, যোগে যাগে সংসার চালান; একটি ছেলে, তাহাকে কলেজে পাঠাইলেন; মাসে মাসে দুই তিনটাকা মাহিয়ানা, এক এক টাকার কাগজ কলম প্রভৃতি, ভাল ভাল কাপড় ভাল ভাল পিরাণ, কোট, চাদর, মোজা; ও ২।৩ জোড়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জুতা; বৎসরে ১০।১৫ টাকার পুস্তক, মধ্যে মধ্যে দুই এক টাকার সুগন্ধি দ্রব্য; পূজার সময় কলেজের ৫।৭ জন চাকরকে পার্ব্বণি, এবং এক অধ্যক্ষ যাইতেছেন, আবার এক অধ্যক্ষ আসিতেছেন, তজ্জন্য প্রশংসা ও ধন্যবাদ পত্রের খরচ যোগাইতে যোগাইতে জলধর ফতুর হইলেন; দেনায় জড়িত হইয়া ইটের প্রাচীর বেচিয়া ফেলিলেন, ছেলে না শিখিলেন দোকানদারী, সেটি ঘৃণা ও অপমানসূচক, নীচকর্ম্ম; না হইলেন বিদ্বান; ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া একটি প্রকাণ্ড কাঁঠালের আমসত্ব হইলেন; আর পিতার যা হবার তাই হইল! ঐ যে কথায় বলে;—

> "খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
> বড় দায়ে পড়িল সাধের এঁড়ে গোরু কিনে!"

ঠিক তাহাই হইল; ছেলের কোনই গুণ হইল না, হইল কেবল;—

> "বাতাসে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে,
> রাজার বেটা পক্ষী মারে।"

বাপ মারা গেলেন, নিজেও অধঃপাতে গেলেন, বেশ্যাসক্ত ও সুরারত হইলেন; যেখানে হুড় হাঙ্গামা সেই খানেই তিনি! যদিই বা কলম পিশিয়া কোন প্রকারে কিছু রোজগার করিতে শিখিলেন; পিতা পর

হইলেন, মাতা পিতার পরিবার হইলেন! ভ্রাতা ভগিনী কেহই কিছুই নহেন;——

নি। এত বড় লজ্জার কথা! ঘৃণার কথা!

বি। কিন্তু লজ্জা কি আমাদের আছে? না ঘৃণা বোধ আছে! ছেলের কোনই ধর্ম্ম নাই, কোনই কর্ম্ম নাই; কোনই রীতি নাই, কোনই নীতি নাই; কোনই আচার নাই, কোনই বিচার নাই; একটি গান আছে, শুনিয়াছ কি? ঠিক তাহাই!

নি। কৈ, কোন গানটি?

বি। "এই,—কলির প্রথম বৈ ত নয়, পরে বা কি হয়॥

এরা,—পিতা মানে না, কা'র কথা শুনে না;

জননীকে ভুলে একবার প্রণাম করে না;

এদের,—মানা শুনা বেশ্যা কথা, প্রণাম কেবল তাঁরই পায়॥

এরা,—লয় না কাজের খোঁজ, কেবল নেশাখোরের ভোজ

বাপের মেয়ে পায় না মুড়কী, শালীর মোণ্ডা রোজ;

আবার,—বাপের বেলা জেলের কাচা, মদের ইয়ার গরদ পায়॥

এরা,—সারাদিন নেশায়, প'ড়ে থাকে নর্দ্দামায়;

কুকুরে দেয় মুখে—, কত সুখী তায়;

বলে,—খাঁটী গোলাপ,কে দিলেরে, আহা মরি কি খোসবায়॥"

"আগে উপযুক্ত হও, পরে ইচ্ছা করিও" নীতি বাক্যের কার্য্য দেখ!— গানটির বোধ হয় আরও আছে, কিন্তু তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

নি। বেশ গানটি, সব গুলিই ঠিক কথা! প্রণাম ত আর এখন নাই। আর ভগিনী বুঝি "বাপের মেয়ে?"

বি। এখন "প্রণাম" গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জোরে "হস্ত-কম্পন" হইয়াছে! যাঁহারা বলেন যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অসভ্য ও বর্ব্বর ছিলেন, তাঁহাদিগকে অধিক কথা আর কি বলিব, তাঁহারা সংক্ষেপতঃ সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নির্ব্বোধ! আমাদের এই এক "প্রণাম", বাক্যে ও কার্য্যে, যে প্রকার অর্থ ও শিষ্টাচার পরিপূর্ণ, তাহা এখন সভ্য ইংরেজের সভ্য ভাষায় হাজার কথাতেও প্রকাশ করা যায় না! কিন্তু

ভিন্ন প্রকার গুরুতর ব্যক্তিকে এক অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রণাম করিবার পদ্ধতি ছিল; মস্তক, বাহু, জানু, বাক্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান অঙ্গ এবং কার্য্যদ্বারা, সম্পূর্ণ বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শনই "প্রণাম" ছিল; এখন কিন্তু সেই "প্রণাম" এপ্রকার ধৃষ্টতা ও শুষ্কতা সূচক কুঠারাঘাতে পরিণত হইয়াছে, যে তাহা মনে হইলেও লজ্জা ও ঘৃণা হয়। মাতা এবং মাতৃসমা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকদিগের এবং পিতা ও তত্তুল্য ব্যক্তিগণের সহিত, কোন বালক বা বালিকার "হস্ত কম্পন," কি প্রকার ব্যাপার তাহাই একবার ভাব; এবং ঐ সকল গুরুতর লোকের চরণে, জানুদ্বয় এবং হস্তদ্বয় মৃত্তিকায় পাতিয়া, সসম্মানে, ও সভক্তিতে তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করাই বা কি প্রকার ব্যাপার, তাহাও একবার ভাব! পৃথিবীর কোনই সভ্য দেশে, কোনই সভ্য ব্যবহার, আমাদের ঐ ব্যবহার অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে না। ইহা সজোরে বলিব, মুক্তকণ্ঠে বলিব। আমার এখন ঠিক মনে হইতেছেনা নির্ম্মলে, আমাদের "প্রণাম" অনেক প্রকারের ছিল, যথা; অভিবাদন, সাষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি। কিন্তু মাতাপিতার সহিত "হস্ত কম্পন," ভগিনী ও ভ্রাতার সহিত "হস্ত কম্পন" স্ত্রীর সহিত "হস্ত কম্পন" বৈবাহিক প্রভৃতির সহিত ও সেই এক "হস্ত কম্পন"! যে জাতির পুঁজি একটির অধিক নহে, সে জাতির শিষ্টাচার লইয়া আস্ফালন করা যে প্রকার ঘৃণিত ও হাস্যকর, তাঁহাদের অনুকার করা তদপেক্ষা ঘৃণিত ও হাস্যকর! নিজের ঘরের যেটি ভাল, সেটি মস্তকের উপর রাখ, যেটি মন্দ, সেটিকে পদাঘাৎ কর, তবে বলিব উদার ও শিক্ষিত। অন্যের মন্দটি ত্যাগ করিয়া ভালটি লও, তবে বলিব উদার এবং পূজনীয়! কিন্তু যদি নিজের ভালটিও ত্যাগকর বা তাহাকে মন্দ বল, এবং অপরের ভালটি ত্যাগ করিয়া মন্দটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ কর,তবে বলিব যে তুমি নিশ্চয়ই অসভ্য, অশিক্ষিত এবং অনুদার সুতরাং ঘৃণিত।

নি। তাহাতে কি আর কোন কথা আছে! হাত কাঁপান অপেক্ষা, "প্রণাম" যে ভাল, তাহাতে কি আর কোন সন্দেহই আছে! বকুলকে আমার একথা বলিতে হইবে, তাঁহার কি মত, তাহাও দেখিব।—আবার "দণ্ডবৎ" কথাটিই বা কেমন!

বি। তাইত! এখন একবার "ভৃগুরাম" সম্বন্ধে একটু বলা যাউক; বুঝিয়াছ যে অনুমান ছয় শত বৎসর হইল, পাঠশালা হইয়াছে, এবং চারিশত বৎসর হইল চৈতন্যের অভ্যুদয়ে, হিন্দু তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সঙ্কুচিত ও পৈশাচিক ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদার এবং মনুষ্য ধর্ম্ম প্রচলিত হয়; জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়; সুতরাং হিন্দু বা তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হয়। কেমন?

নি। হাঁ, তাহা ও বলিয়াছ; তাহা মনেও আছে।

বি। সে আন্দোলনটি আবার কি প্রকার, তাহা একটু দেখ; একেত ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন, সকল আন্দোলন অপেক্ষা কঠিন ও ভয়ানক! তাহাতে আবার একই ধর্ম্মের দুইটি সম্প্রদায়, যাঁহাদের মধ্যে কতক গুলি কার্য্য ও ক্রিয়া সাধারণ, কিন্তু কতকগুলি একের বিশেষ আপত্তি জনক, এ প্রকার দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন আর ও কঠিন ও ভয়ানক; এক সম্প্রদায়ের পক্ষে, মদ মাংস ও মেয়েমানুষ, না হইলে ধর্ম্ম হয় না; অন্য সম্প্রদায়ের, উহা না হইলেই ধর্ম্ম হয়; একের পক্ষে জাতিভেদ একান্ত আবশ্যক, অপরের পক্ষে জাতিভেদ একান্ত অনাবশ্যক। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়, যাহা চৈতন্যের সম্প্রদায়, তাহারই জয়লাভ হইল। এইস্থানে একটি অতি প্রধান বিষয় লক্ষ্যকর;—সেই আড়াই হাজার বৎসর হইল, উদার বৌদ্ধ ও অনুদার হিন্দু ধর্ম্ম দ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়া; এক হাজার বৎসর ব্যাপিয়া সংগ্রামের পর, উদার বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাজয় ও অনুদার হিন্দু ধর্ম্মের জয় হয় দেখিয়াছ; এখন দেখ;—নীচ তান্ত্রিক ও উচ্চ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৎসর কয়েক মাত্র সাংঘর্ষণেই, নীচ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পরাজয় এবং উচ্চ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জয়লাভ হইল। এ বিষয়ে এখন আর অধিক কথা না বলিয়া একটিমাত্র কথা বলিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে;—যখন অনুদারতা, উদারতাকে পরাজয় করে, তখনকার সর্ব্বধারণের শিক্ষা ও জ্ঞান অপেক্ষা; যখন উচ্চতা নীচতকে পরাজয় করে, তখনকার সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞান নিশ্চয়ই অধিক। কি বল?

নি। বেশ কথা, তাহা ত সত্যই।

বি। তবেই এখন চৈতন্যের সময়ে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান চক্ষু অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং তাহার মূলে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা বিস্তার ছিল। সেই জন্যই বোধকরি, চৈতন্যের পর হইতেই শূদ্রদের মধ্য হইতেই ভাল ভাল কবি ও পণ্ডিত দেখা দিলেন, যাহা চৈতন্যের পূর্ব্বে একমাত্র কুবীর ভিন্ন আর কেহই নাই। এখন মোটামুটি এই জানিয়া রাখ যে, জাতিভেদের ভিত্তি প্রকম্পিত ও শিথিল হইয়া যাওয়াতেই, জন সাধারণের লেখা পড়ার দিকে মন গেল এবং পাঠশালার উন্নতি হইতে লাগিল।

নি। বেশ বুঝিয়াছি, এখন যেন সকল লোকেরই ছেলে পিলে খুব পাঠশালায় যাইতে লাগিল।

বি। হাঁ, তাইত বোধ হয়! ঠিক এই সময়েরই একশত বৎসর আন্দাজ পরে অর্থাৎ তিন শত বৎসর হইল, মহাত্মা আকবরের রাজত্ব কালে, রাজা টোডরমল ঐ মহাত্মা আকবরের অনুমতি এবং পরামর্শ অনুসারে, বাঙ্গালা দেশেও পারস্য ভাষার চর্চ্চা প্রচলন করিলেন, সুতরাং ইহারই পর হইতেই, বাঙ্গালা ভাষায় পারস্য ভাষার অনেক কথা চলিতে লাগিল। ভৃগুরাম দাস বোধ করি এই সময়েরই লোক হইবেন। আমাদের দেশের কোনই লোকেরই ঠিক সাময়িক বিবরণ জানিবার কোনই উপায় না থাকাতে, সমস্তই অনুমান দ্বারা সাধিত করিতে হয়। ভৃগুরাম সম্বন্ধে উক্ত অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার "দাস" পদবী থাকাতে, তিনি যে শূদ্রই ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহা বলা যাইতে পারে, শূদ্র হইয়াও তিনি যখন অঙ্কশাস্ত্রে অতি চমৎকার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যের পরেই জন্মিয়াছিলেন একথাও বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত "লীলাবতী" তিনিই বাঙ্গালা কবিতাতে অতি সরল ভাষায় লিখিয়া যান, এবং বাঙ্গালা কবিতাতে পারস্য ভাষায় কথার অত্যন্ত বাহুল্য দেখা যায়; সুতরাং তিনি যে মহাত্মা আকবরের সময়ে না হইলেও, তাঁহার পরেই জন্মিয়াছিলেন, একথা অসঙ্গত নহে; ভৃগুরামের "কড়িকষা" কবিতা দ্বারা বোঝা যায় যে তখন, কড়ির প্রচলন অত্যন্ত অধিক ছিল, এবং তাঁহার "বাটীকষা"

কবিতা দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে তখন টাকার "বাটা"ও বেশি ছিল; "চণ্ডীকাব্য" প্রণেতা কবি মুকুন্দরামের সময় টাকার বাটার কথার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়; মুকুন্দরাম বলিতেছেন যে,—

"পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম!"

—এই মুকুন্দরাম কবি সেই মহাত্মা আকবরের সময়ের লোক; সুতরাং এতদ্বারাও বোঝা যায় যে ভৃগুরাম দাস, আকবরের সময় হউক আর নাই হউক, তিনি, আকবরের পরই জন্মিয়াছিলেন; এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি বলা যায় যে ভৃগুরামদাস অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বেই ছিলেন, তাহা নিতান্ত অন্যায় হয় না। জনসাধারণের উপকারার্থে ভৃগুরাম দাস, "লীলাবতী" হইতে "শুভঙ্করী পদাবলী" লিখিয়া যে কি প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না! তোমার টডহণ্টার সাহেব ভৃগুরামের নিকট দাঁড়াইতেই পারেন না। এ হেন ভৃগুরাম দাসের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, তাঁহার নামই আমরা জানি না! ইহা কি সামান্য আক্ষেপের কথা! ইহাতে কি—

নি। বেশ বুঝিয়াছি। শুভঙ্করীর নিয়মে অঙ্ক যেমন শীঘ্র হয়, তেমনি সহজেই হয়, আর ঠিকঠাক হয়। তা শুভঙ্করের দ্বারা আমাদের কি কম উপকার হইয়াছে।

বি। দেখ নির্ম্মলে, পাঠশালায় যাহা পড়া হইত, তাহা অতি সামান্য হইলেও, শিক্ষা নিতান্ত সামান্য হইত না; এখন আমরা অনেক ভাল ভাল পুস্তক পড়িতেছি; কিন্তু তদনুরূপ শিক্ষা হইতেছে না; বিজ্ঞান পড়িতেছি, অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া যাইতেছে; চন্দ্র গ্রহণ, কিম্বা সূর্য্য গ্রহণ হইল, অজ্ঞলোকে শাঁক ঘণ্টা বাজাইলেন ভীত হইলেন, বিপদ জ্ঞান করিয়া মধুসূদন নাম জপ করিতে লাগিলেন; আমরা আর তাহা করি না। পুত্তলিকা পূজা বিজ্ঞান সম্মত নহে, তাহাও এখন আমরা বুঝিয়াছি; আরও কত কি বুঝিয়াছি। কিন্তু যাহা বুঝিয়াছি, তাহা যে একটি নূতন বিষয়, তাহা যে আমাদের দেশে ছিল না, তাহা যে ঐ সাহেবদের দেশ হইতেই আমদানি হইয়াছে তাহা নহে, জ্যোতিষ আমাদেরই। উপনিষদ ও ষড়দর্শন ও আমাদেরই; আর

ঐ সকল আমাদেরই বস্তু আমাদেরই দেশে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল; তবে আমাদের দেশে উহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না; সীমাবদ্ধ এক বর্ণের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, তাই উন্নত হইয়াও অবনত হইয়াছে; "অত্যুত্থানং পতনায় হি;" অবনত হইবার জন্যই অধিক উন্নত হইয়াছিল; জাতিভেদ প্রথার ইহা একটি অকাট্য অপকার। আমাদেরই জিনিস সাহেবদের হাতে গিয়া, উহার সীমাবদ্ধত্ব গিয়াছে, সর্ব্বসাধারণের হইয়াছে; তাই সাহেবরা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া উঠিতেছে; তাই উহাদের এত বাড় বৃদ্ধি হইয়াছে; জাতিভেদ প্রথা না থাকার ইহা একটি অকাট্য উপকার।

নি। তাহা ত বেশ বুঝিলাম।

বি। কিন্তু এখন আমরা যতই কেন পড়ি না, যতই কেন শিখি না, আমরা তাহা হজম করিতে পারি না, জীর্ণ করিবার ক্ষমতা আমাদের এখনও হয় নাই; কেবল লোভী পেটুকের মত যাহা পাই তাহাই গিলিয়া থাকি! কতকগুলি বই পড়িলেই ত হয় না, পড়ার মত পড়া চাই; হাজার বৈ ঠোকোর মারা অপেক্ষা এক খানি খাইয়া জীর্ণ করা ভাল; পাঠের বহুলত্ব উপকারী নহে, পাঠের গুণই উপকারী। হয় আমরা ঐ যাহা বলিলাম, পেটুকের মত কতকগুলো গিলি, না হয়, আমরা যেন ঠিক চিনির বলদ——বহিয়াই মরি, স্বাদ পাই না; স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহারই দৃষ্টান্ত দিয়া কথঞ্চিৎ দেখাই;——একদিন রবিবারে, বেলা আন্দাজ ৯ টার সময়, * * বাবুর বাড়ী যাই; বাবুর বড় ছেলেটির বয়স ৯ বৎসর। বাড়ীতে একটি শিক্ষকের কাছে ছেলেটি পড়ে। সেই রবিবারে বুঝি বাবু নিজেই ছেলেটিকে একবার পরীক্ষা করিবেন, তাই সে দিন শিক্ষক ও তথায় উপস্থিত; একখানি বেঞ্চিতে তিন জনেই বসিয়া আছেন, ছেলেটি মধ্যস্থলে, এবং বাবু এক দিকে, শিক্ষক এক দিকে; ছেলেটি পড়িতেছে; "মা আমাদের বাড়ীর দ্বারে এক ভিক্ষুক আসিয়াছে, সে অন্ধ, কিছুই দেখিতে পায় না।—" এমন সময়ে আমি গিয়া উপস্থিত। আমিও বসিয়া গেলাম। ছেলেটি বেশ মখন পড়া পড়িল। বাবু ও শিক্ষক ছেলেটিকে অনেক কথার প্রতিবাক্য সুধাইলেন; প্রতিবাক্য

আর ছেলেটির মুখে বাধিল না। আমি সুধাইলাম "দয়া" কাহাকে বলে? উত্তর "অনুকম্পা," "অনুকম্পা" কাহাকে বলে? উত্তর "জানি না।" ঐ সম্বন্ধে ক্ষণকাল কথাবার্ত্তা চলিতেছে; বাবু আমাকে ইংরেজিতে বলিলেন "ছেলে মানুষ, দয়া কি উহাকে বুঝান যায়!"

নি। কেন দয়া বুঝান যাবে না? আচ্ছা তার পর।

বি। এখন ঐ বাবুর বাড়ীর পার্শ্বে আর এক বাবুব বাড়ী রবিবারে "মুটি ভিক্ষা" দেওয়া হয়; কেমন যে ঘটনাচক্র! একটি জীর্ণা শীর্ণা পীড়িতা স্ত্রীলোক, মুটিভিক্ষা লইয়া ঐ বাবুর বাড়ী, সেই আমরা যেখানে বসিয়া "দয়া;" লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলাম, ঠিক সেই সময়েই সেই স্থানে গিয়া ২।৩ বার ভিক্ষা চাহিলে, বাবু অমনি বলিলেন "এখানে এখন কেহ নাই, চলিয়া যা, বিরক্ত করিস্ না"!

নি। ছি! বাবুর সে কাজটি ভাল হয় নাই! দয়া শিখাইবার ঐ ত সুযোগ।

বি! যাক, আমিত তার পর বাড়ী চলিয়া আসি; পথে আসিতে আসিতে, "দয়া" ও "অনুকম্পা" ভাবিতে লাগিলাম। বাড়ী আসিয়াই আমাদের যে দুই খানি অভিধান আছে; তাহাতে ঐ সকল কথা দেখিতে লাগিলাম; সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। কলেজে গিয়া আরও এক খানি বড় গোছের অভিধান খুলিলাম, কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। পণ্ডিত মহাশয় যিনি দিন তিন ঘণ্টার অনধিক খাটিয়া মাসে দেড় শত টাকা টানেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই একই ফল! অধিকন্তু পণ্ডিত মহাশয় আমাকে "জেঠা" বলিয়া আমার সেই অনুসন্ধান বৃত্তির মূল ছেদন করিতে প্রয়াস পাইলেন!

নি। পণ্ডিত মহাশয়েরওত অতি অন্যায়!

বি। পণ্ডিতমহাশয়ের কিছুই দোষ নাই; "মুখস্থ" অথবা "ঠোঁটস্থ" করানই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বা কার্য্য! যাক দেখ নির্ম্মলে, যখন আমরা জন্মিয়াছিলাম, তখন আমরা কত ক্ষুদ্র ছিলাম, হাড় ছিলনা, কেবলমাত্র একদলা মাংস ও রক্ত! এখন আমরা এত বড় হইয়াছি!

কেন? উত্তর;—আমরা খাদ্য খাই, পানীয় পান করি। কেন খাই? কেন পান করি? উত্তর;—খাটি খুটি, কার্য্য কর্ম্ম করি, ক্ষুধা হয় বলিয়া। কেন ক্ষুধা হয়? বাঁচিয়া রহিয়াছি বলিয়া। কার্য্য ও কারণ ত মোটা মুটি এই দেখা গেল। কিন্তু, কেন বাঁচিয়া আছি? ইহার উত্তর দিতে পারি না; প্রমাণ দিতে পারি না; আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি, এই দৃঢ় জ্ঞান বা বিশ্বাসই উহার উত্তর, ও কারণ। এই ঘর বাড়ী; ঐ সকল গাছপালা; প্রভৃতি বাহ্য বস্তু সমুদায়ও যে রহিয়াছে, তাহাতেও আমার দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে। ঐ সকল বিশ্বাসের কারণ দেখান যায় না; এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না; ইহারও কোনই প্রমাণ নাই; প্রমাণ একমাত্র আমার বিশ্বাস। বেশ মন দিয়া শুন; ঐ সকল বিশ্বাসকে স্বতঃসিদ্ধ বা মৌলিক বিশ্বাস বলে। বুঝিয়াছ? বেশ মন দিয়া শুন।

নি। আচ্ছা তার পর।

বি। ঐ সকল মৌলিক বিশ্বাস, কোনই কারণ, বা প্রমাণ কিম্বা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; ঐ সকল বিশ্বাসই ঐ বিশ্বাসের কারণ বা প্রমাণ অথবা ঘটনা! জন্মের সহিত ঐ বিশ্বাসের সৃজন, ঐ বিশ্বাস, ঐ মৌলিক বিশ্বাস, আমাদের সকল কার্য্যের মূল; ঐ সকল মৌলিক বিশ্বাস ব্যতিত, আমরা কোনই কার্য্য করিতে পারি না, এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের অন্তর্ব্বৃত্তির মধ্যেও কতকগুলি ঐ প্রকার মৌলিক বৃত্তি আছে, যেমন "দয়া"। "আমি আছি" ইহা যে প্রকার মৌলিক বিশ্বাস, "দয়া"ও সেই প্রকার মৌলিক বৃত্তি; দয়ার পাত্র দেখিলেই দয়া স্বতঃই হয়; কেন হয়? ইহার উত্তর বা কারণ দেখান যায় না। জল উচু নিচু থাকে না, সমতলই থাকে; তাই উচ্চস্থান হইতে জল নিম্নাভিমুখ হয়; জল কেন সমতল থাকে? কেন সমতল প্রয়াসী? ইহার উত্তর দেওয়া যায় না; জলের উহা ধর্ম্ম; মানুষেরও সেই প্রকার একটি ধর্ম্ম, "দয়া"। বেশ মন দিয়া শুন।

নি। বুঝিতে পারিতেছি, মন দিয়াও শুনিতেছি।

বি। এখন এপ্রকার মনুষ্যধর্ম্ম "দয়ার," "অনুকম্পা" প্রতিবাক্য

হয় কেন? দেখা যাক;—অনু+কম্প্+অ=অনুকম্পা ত? "কম্প" ধাতুর মানে অবশ্য জান, "কাঁপা।

নি। তাইত ঠিক। তাইত জানি!

বি। এখন "অনু" এই উপসর্গের অর্থ কি? দেখ; "অনুচর" বাক্যে, "অনু"র মানে, "সহিত" "অনুরূপ" বা "অনুকরণ" বাক্যে, "অনু"র মানে "সদৃশ"। এখন "অনুকম্পা"র "অনু„ মানেও যদি "সহিত" বা "সদৃশ" ধরা যায়; তাহা হইলে কি প্রকার ভাব দাঁড়ায় দেখ; যখন আমাদের কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক অভাব বুঝিতে পারি না, তখন আমরা স্থির থাকি, শান্ত থাকি; কোনই শারীরিক বা মানসিক, অভাব বুঝিলেই আমরা অস্থির হই, অশান্ত হই; স্থির জলে, একটু কিছু ফেলিলেই জল অস্থির হয়, জল কাঁপিয়া উঠে; স্থির বাতাস কোন কারণে অস্থির হইলেই, ঝড় হয়, বাতাস কাঁপিয়া উঠে; স্থির মনুষ্যও সেই প্রকার অভাব গ্রস্ত হইলেই অস্থির হয়, কাঁপিয়া উঠে; কেহ ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছেন, কাতর হইয়াছেন, কাঁপিতেছেন; অথবা কেহ শীত বস্ত্রের অভাবে দারুণ শীতে কাঁপিতেছেন; তুমি তাহা দেখিবা মাত্র কাঁপিয়া উঠিলে, সেই কম্পিত লোকের "সহিত" অথবা সেই কম্পিত ব্যক্তির "সদৃশ" কাঁপিয়া উঠিলে; তুমি একজনের "কম্প" দেখিয়া "অনুকম্পিত" হইলে, তাই তোমার "অনুকম্পা" হইল।

নি। ভারি সরস মানে হইয়াছে, দয়া ত তাহাই বটে! সহানুভূতিও ত উহাই।

বি। অনুকম্পা ও সহানুভূতি একই পদার্থ, কোন বিশেষত্ব থাকিলেও তাহা এখন না দেখিলেই চলিবে; চিনিও ছানা একত্র করিয়া পাক করিলে, যেমন কতকগুলি সন্দেশ, কতকগুলি বা বর্ফি হইতে পারে, অনুকম্পা ও সহানুভূতি ও তাহাই; একই প্রক্রিয়ার একই ফল, আকার ও নাম মাত্র ভিন্ন। যাক; দেখ বাবুর ছেলেটিকে আর "অনুকম্পা" বুঝান হইল না; সেই জীর্ণা শীর্ণা অভাব গ্রস্তা, অস্থিরা কম্পিতা স্ত্রীলোকের উপস্থিতি সত্ত্বেও "অনুকম্পা"টি যে কি পদার্থ, তাহা বোঝান হইল না। তাই বলিতেছি যে, এখন আমরা যাহা পড়ি, তাহা

পড়ি মাত্র, তাহা "মুখস্থ" বা "ঠোঁঠস্থ" করি মাত্র, পেটুকের মত গিলি মাত্র, কিন্তু তাহা জীর্ণ করিতে পারি না; অথবা চিনির বলদের মত বোঝা বহিয়াই মরি, চিনির কোনই স্বাদ পাই না। সেই জন্যইত আমরা "মুখ সর্ব্বস্ব" বা "বচন সর্ব্বস্ব"!

নি। সত্য কথাই ত! আমরা চিনির বলদই হইয়াছি, ঠিক কথা!

বি। দয়া, সহানুভূতি আমাদেব যে প্রকার ছিল, সে প্রকার যে অন্য কোনই দেশে ছিল বা আছে; তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। আমাদের বার মাসে তের পর্ব্বের মধ্যে, বার ব্রতের মধ্যে, সকলেরই মধ্যে দয়া, সহানুভূতি ছিল। দান, যাহা দয়াও সহানুভূতির একটি কার্য্য, সেই দান অথবা ভিক্ষাদান, আমাদের দেশে যে কি প্রকার চরম উন্নতির এবং ত্যাগ স্বীকারের কার্য্য ছিল, তাহা এখনও এই সামান্য মুষ্টিভিক্ষার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; ভিক্ষুক দেখিয়া, তুমি একমুষ্টি ভিক্ষা লইয়া আসিলে, কিন্তু দেখিলে যে ভিক্ষুক নাই, চলিয়া গিয়াছে; তুমি সেই মুষ্টিভিক্ষা, ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে না, হস্তে করিয়া অপর কোন ভিক্ষুকের জন্য অপেক্ষা করিবে; যদি নিতান্তই কাহাকেও নাই পাও, তাহা ঘরে লইয়া গিয়া, অন্য চাউলের সহিত না মিশাইয়া, স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে! কেন? দান করিব বলিয়া যাহা আনিলে, দানের পাত্রের অভাবেও তাহা দান; তাহা তোমার সম্পূর্ণ ত্যক্ত, তোমার সহিত তাহার আর কোনই সংস্রব নাই! দেখ একবার দয়া। দেখ একবার ভিক্ষা ও দান! এখন উদার শিক্ষিত ব্যক্তিরাই চাঁদার খাতায় দান স্বাক্ষর করিয়াও——

নি। খুব সরস কথা এইবার বলিয়াছ।

বি। এখন "কন্যা দায়" হইয়াছে! আমরা শিক্ষিতাভিমানী হইয়াও এখন "কন্যা দায়ে" পড়িয়াছি! এক একটি কন্যার বিবাহে পিতা মাতা ফতুর হইয়া যান। পূর্ব্বে মাতা পিতা কন্যা "দান" করিতেন, জামাতাও সেই "দান" গ্রহণ করিতেন। যত দিন কন্যার সন্তানাদি না হইত, তত দিন দত্ত কন্যার বাড়ী জলগ্রহণও করিতেন না! দেখ একবার দান! দেখ একবার দানশীলতা!—তুমি একবার নবান্নর কথা সুধাইয়া ছিলে নয়?

নি। হাঁ, তাহাত সুধাইয়াছিলাম।

বি। বৎসরে নূতন ধান্য হইল, নূতন তণ্ডুল হইল! যাহা বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। এ প্রকার অত্যাবশ্যকীয় নূতন তণ্ডুল ও আমরা সর্ব্বাগ্রে অপরাপর পাঁচ জনকে না দিয়া খাইতাম না। গোরু, বাছুর, কুকুর, বিড়াল, গৃহে যে প্রাণী যেখানে থাকে, সকলকেই অগ্রে সেই নূতন তণ্ডুল দিতাম, পরে আমরা খাইতাম। অধিক আর কি বলিব, এমন যে বিরক্তিজনক শালিক পক্ষী এবং এমন যে বিরক্তিজনক ও কদাকার কাক, তাহাকে পর্য্যন্তও অগ্রে সেই নূতন তণ্ডুল না দিয়া আমরা খাইতাম না! যদি সদাশয়তা, হৃদয়বত্তা এবং সহানুভূতি শিখিতে চাও, অশিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে যাও, দেখ এবং শিখ। আমাদের জাতিয় পর্ব্বের মধ্যে, আমার মতে নবান্ন একটি অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র ব্যাপার।

নি। সত্য কথা! ভাত আমাদের যেমন আবশ্যকীয়, নবান্ন ও সেই রকমই আবশ্যকীয়। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। "দয়া" অর্থবোধক, ইংরেজিতে যত গুলি কথা আছে, তাহার কোনটিই "অনুকম্পা" র মত উৎকৃষ্ট অর্থ এবং ভাব প্রকাশক নহে; অভাবগ্রস্ত কম্পিত ব্যক্তিকে দেখিয়া হৃদয়বান ব্যক্তিও কম্পিত হইলেন! দেখ দেখি, বাক্যটি কি প্রকার অর্থপূর্ণ! যাক; বলিবে যে তখন লোকে দানের পাত্রাপাত্র দেখিতেন না। স্বীকার করিলাম তাহা সত্য; কিন্তু আমরা এখন যদি অপাত্রে দান নাও করি, পাত্রেও দান করি না! অথবা পাত্রে ত দান করিই না, বরং অপাত্রেই বা অকার্য্যেই দান করি! বিলাতি বস্ত্রের সংঘর্ষণে দেশীয় বস্ত্র উড়িয়া গেল, বিলাতি ছুরি কাঁচির চাকচিক্যে দেশীয় কর্ম্মকার অন্নাভাবে মৃত! শিক্ষিত বলিয়া আস্ফালন করি, উহা অপেক্ষা অনুকম্পার পাত্র কি আর আছে? কৈ উহার জন্য আমরা কি করি? তখনকার লোকে দিঘী, পুষ্করিণী, খনন করিয়া পানীয় জলদান করিতেন; এখন যে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠায় দেশ ছারখারে গেল, ইহা অপেক্ষা অনুকম্পার কার্য্য কি আর আছে? কৈ আমাদের অনুকম্পা হয় কৈ? রাজা বাহাদুর; মহারাজ বাহাদুর;

নবাব বাহাদুর হইব বলিয়া. তেলা মাথায় তেল ঢালি, ইহাই বুঝি আমাদের অনুকম্পা ,—

"খেতে শুতে যেতে, প্রদীপটি জ্বালিতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন!"

কি মিথ্যা কথা? সাহেবদের গুণ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, সাহেবদের প্রতারণা শিখিতেছি। আমাদের নিজের গুণও ভুলিয়া যাইতেছি! "সস্তা বাজারেই দ্রব্য খরিদ করিবে"। এই নীতি সদা প্রশস্ত নহে। এই নীতিকে পদাঘাত করিয়াই আমেরিকা স্বাধীন হয়। কিন্তু ও সকল কথায় আর এখন কাজ নাই।

নি। ইহার উপর আর আমার কথা কহিবার যো নাই! বুঝিলাম যে পাঠশালা জিনিসটিও ছিল ভাল, তখনকার লোকও আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল ছিলেন।

বি। এখন লেখা পড়া শিক্ষার যে প্রকার সুযোগ হইয়াছে, লেখা পড়ার এখন যে প্রকার ধরণ হইয়াছে, তাহাতে পাঠশালা উঠিয়া গেল! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! বহুকাল প্রচলিত পাঠশালা, যাহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য, কতক কতক বলিলাম, তাহা উঠিয়া যাওয়া কিছুতেই উচিৎ নহে। পাঠশালার উন্নতিই আবশ্যক। এখন স্থানে স্থানে সামান্য গোছেরই পাঠশালা আছে, যাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র অথচ ছেলে পিলেকে, মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তাঁহারাই ছেলেপিলেকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন; সুতরাং যেমন অবস্থা; সেই রকম গুরু মহাশয়ের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

নি। এখন তাহা বেশ বুঝিলাম; আমি অত বুঝিনাই; এবার ও তবে সরকার মহাশয়কে ॥০ আনা দিব; কেমন?

বি। বেশ কথা; আমার তাহাতে সম্পূর্ণ মত আছে; তোমার ঠাকুর দাদা মহাশয়ের একটি পাঠশালা ছিল, তাহাতে———

নি। হাঁ ওকথা শুনিয়াছিলাম বটে; পিশিমা গল্প করিতেন;——

বি। মুখখানি বিরস হইল কেন? পিশিমাকে মনে পড়িয়াছে বুঝি?

ভালবাসার লোকের মৃত্যু হইলে, যখন তাঁহাকে মনে পড়ে, তখনই মনে কষ্ট হয় বটে। তা তোমার যদি বিশেষ কষ্ট হয়; তবে না হয় আজ থাক।

নি। তাঁহার যে রকম রোগ হইয়াছিল, ও তাহাতে তিনি যে রকম কষ্ট পাইয়াছেন; তাহাতে তাঁহার মৃত্যুই অবশ্য ভাল কিন্তু তবু যেন;—আচ্ছা দাদা মহাশয়ের পাঠশালার কথা বলত শুনি।

বি। তাঁহার যে পাঠশালা ছিল, তাহা নহে, তবে তিনি নিজ পুত্রকে নিজে শিক্ষা দিতেন; ক্রমে আমার লক্ষণ দাদা ও তাঁর নিকট পড়িতেন, এবং শেষে * * বাবু ও আসেন। শুনিয়াছি তিনি নিজের পুত্রকে লইয়া ৪।৫ টি ছেলেকে শিক্ষা দিতেন। অবশ্য পড়াইবার জন্য কোনই কিছু কাহারই নিকট হইতে লইতেন না। বোধকরি তাঁহার শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্টই ছিল। নহিলে ৪।৫ টি ছেলের মধ্যে তিন জনই যে এই প্রকার উদার স্বভাব, ন্যায়পরায়ণ ও উচ্চপদস্থ হইলেন; ইহা ও ত বড় আশ্চর্য্য! ৪।৫ টি ছাত্রের মধ্যে তিন টি যে স্বভাবতই অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, ইহা ঘটনাও হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে ত তাঁহারই শিক্ষা, তাঁহাদের স্বভাব গঠনের ও শিক্ষার মূল হইতে পারে; যদি ইহাও সত্য হয়; তবে যে তাঁহার কোন আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

নি। আচ্ছা, তিন জন ত হইলেন, বাবা, লক্ষ্মণ কাকা ও * * বাবু; আর দুই জন কে?

বি। অপর দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে; একজন আমার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তাঁহার নাম প্রিয়মাধব, শুনিয়াছি তিনিও অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু আর একজন কে? তাহা জানি না। আচ্ছা ও কথা থাক; কলেজে যে ভাল লেখা পড়া হয় না, এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। কলেজে শিক্ষার মহত্ত্ব ও উদারতা বিলক্ষণ আছে, সে কথা আর একদিন ভাল করিয়া বলিব; ঐ মহত্ত্ব ও উদারতার গুণেই, রাজা রামমোহন রায় মহৎ হইয়াছিলেন; সেই জন্যই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও রাম গোপাল ঘোষ মহৎ হইয়াছিলেন; সেই জন্যই দ্বারকানাথ মিত্র মহৎ

হইয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই এখনও এই ভারত-ভূমে কমবেশী ২০।২৫ জন মহাত্মা আছেন। পাঠশালায় মোটামুটি শিক্ষা হইত, মোটামুটি লোকই হইত;—বদখেয়াল হইত না, কাঙ্গালের ঘোড়াঘোগ হইত না; উচ্চতা হইত না, নীচতাও হইত না; ত্যাগ স্বীকার হইত না, স্বার্থপরতাও হইত না; হৃদয় সুগঠিত হইত না, হৃদয় কুগঠিতও হইত না; চরিত্র হইত না, চরিত্র যাইতও না; আবার সৎ থাকিত, অসৎ হইত না; সরলতা থাকিত, ক্রূরতা থাকিত না; বৃহৎ কুসংস্কার থাকিত, জাতিভেদ বদ্ধমূল থাকিত, মূর্খ গুরু পুরোহিতের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিত, স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা থাকিত, বিধবা বিবাহ অপ্রচলন থাকিত, বাল্যবিবাহ সুদৃঢ় থাকিত—সংক্ষেপতঃ সাধারণের একচক্ষুই ফুটিত, দুই চক্ষু ফুটিত না। কিন্তু তাই বলিয়া মহাত্মা লোক কি হইত না? শাক্যমুনি, বিক্রমাদিত্য; কবীর, চৈতন্য; এবং রামপ্রসাদ ও রামদুলাল ত এই দেশেই, বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অনেক পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা স্বভাবতঃই হৃদয়বান ও প্রতিভান্বিত ছিলেন; কি দেশীয় শিক্ষার গুণেই মহৎ হইয়াছিলেন; সে কথায় এখন কাজ নাই।

নি। রামদুলাল সরকার ত খুবই ন্যায়বান ও মহৎ ছিলেন।

বি। পাঠশালা সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; পাঠশালার কথা এখন ছাড়িয়া দেওয়া যাক;—হাঁ ভালকথা মত হইয়াছে। তুমি বলিয়াছ, যে পাঠশালার যে সকল হিসাব শিক্ষা হয় তাহা কেবল সংকেতেই হয়, কেমন?

নি। হাঁ তাহা ত বলিয়াছিলাম বটে।

বি। একথাটি সত্য; কিন্তু সেই সংকেত শিক্ষা করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করায় কোন ক্ষতি আছে কি না, দেখা যাউক;—বলিয়াছি যে সংকেতেই হউক আর যে কোন উপায়েই হউক, প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই হইল, এবং সংকেতে তাই হয়, সহজে হয়, শীঘ্র হয়, যেই দরকার সেই হয়; একটি সংকেত ধর একমণ দ্রব্যের দাম ৩৵০, এক সেরের দাম কত? সংকেত বলে টাকায় আট গণ্ডা, আনায় দুকড়া; সুতরাং ৩×৮=

২৪ গণ্ডা ও ২×২=৪ কড়ায় এক গণ্ডা, মোট ২৪+১=গণ্ডা ২৫; ৫ গণ্ডায় এক পয়সা সুতরাং ২৫ গণ্ডায় ৫ পয়সা; এক সেরের দাম /৫; আর একটি সংকেত ধর; একটাকায় ॥৵ পণ বিচিলি হইলে এক পয়সায় কত বিচিলি হইবে? সংকেত, যত পণ তত ও তত সিকি আটি; সুতরাং দশ পণ ১০ আটি+১০সিকি আটি =২ $\frac{১}{২}$ আটি অর্থাৎ ১২ $\frac{১}{২}$ আটি; ইহাতে কোনই ভুল নাই, কেবলই সত্য; কোনই অসুবিধা নাই কেবলই সুবিধা। পরস্পরের সহিত ব্যবহারে সৎনীতি, সৎস্বভাব সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা কথা কহিবে না; উপকার করিবে অপকার করিবে না; পরদ্রবে লোভ করিবেনা, পরস্ত্রীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, পরপুরুষকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে! ইত্যাদি সৎনীতি ও সংস্বভাবসূচক বাক্য, বৈষয়িক কার্য্যে যে প্রকার উপকারী, অঙ্কশাস্ত্রে শুভঙ্করের সংকেতও সেই প্রকার উপকারী; শুভঙ্করের সংকেত এবং নীতি উপদেশকের উক্তি একই বিষয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক বিষয়ে কারণ জানিয়া কার্য্য করিতে গেলে কি আর চলে? না তাহাই সম্ভব!

নি। ঠিক কথাই ত, তাহা কি কখন হয়!

বি। পাঠশালায় যেটুকু শিক্ষা হয়, সেটুকু খাঁটি স্বর্ণের মত, তবে নানা কারণে নানা প্রকার কুসংস্কার সংযুক্ত হইয়া খাঁটি স্বর্ণ খাদ স্বর্ণ হইয়াছে! এখনকার বিদ্যার জ্যোতিদ্বারা ঐ কুসংস্কার দূর করিতে পারিলেই সোনায় সোহাগা হয়!—দেখ নিশ্মলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার, দেড় হাজার টাকার "প্রফেসরকে" আমরা "অধ্যাপক" বলি; "প্রফেসরের" বাঙ্গালা "অধ্যাপক"! কিন্তু আমাদের দেশের অধ্যাপকের সে অর্থ নহে। যিনি অধ্যয়ন করাইতেন, তাঁহারই নাম অধ্যাপক ছিল। এই অধ্যাপনা সর্ব্ব প্রথমে অর্থাৎ যখন "গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা" ছিল, তখন ধর্ম্ম এবং শুশ্রূষার জন্য; পরে যখন, "পুষ্কলেন ধনেন বিদ্যা" হইল, তখন শুশ্রূষা এবং অর্থের জন্যই যে অধ্যাপনা ছিল, সেই শুশ্রূষা এবং অর্থের আভাস, আমাদের এই পাঠশালায় বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রফেসরে, ধর্ম্মও নাই,

শুশ্রূষাও নাই, উহা নিরবচ্ছিন্ন অর্থেরই জন্য; সুতরাং "প্রফেসর" ও অধ্যাপক, একই পদার্থ নহে।

নি। তাইত দেখিতেছি! এত বেশ কথাই বলিয়াছ!

বি। দেখ নিম্মলে আমাদের শিক্ষা ও ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা বলিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া একটুকু স্থিরচিত্তে ভাবিলেই দেখিতে পাইবে যে, ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া, কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া, জ্ঞান উপার্জ্জন করা আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল এবং সেই জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ছিল কার্য্যকরা; অর্থাং কার্য্য করিবার জন্যই জ্ঞান, জ্ঞানোপার্যনের জন্যই শিক্ষা; এবং শিক্ষা, ইন্দ্রিয় জয় দ্বারাই হয়, ইন্দ্রিয়দাসত্ব দ্বারা হয় না; সেই জন্যই আমাদের শিক্ষা, মুখ বা বচন সর্ব্বস্ব না হইয়া, হৃদয় ও কার্য্য সর্ব্বস্ব ছিল। কিন্তু দেখিতেই পাইতেছ যে এখন বিদেশীয় শিক্ষায় ঠিক উহার বিপরীত হইতেছে।

নি। তাহাই ত! তাহা আমি এক রকম বুঝিতে পারিয়াছি।

বি। আবার দেখ, শিক্ষাই যদি ধর্ম্ম দেয়, তবে আমাদের ঐ দেশীয় শিক্ষা সেই ধর্ম্মই দিত, যাহাতে প্রবৃত্তির বিনাশই হইত, প্রবৃত্তির সৃজন হইত না? আমরা অভাবকে কমাইতাম, উহাকে গড়াইতাম না। অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিতাম; প্রশ্রয় দিয়া উহাকে মাথায় তুলিতাম না। কিন্তু বিদেশীয় শিক্ষা যে কি করিতেছে, তাহা চক্ষের উপর জাজ্বল্যমান দেখিতেছ।—চুপ করিয়া রহিলে যে? —আচ্ছা আর এক কথা বলি, বৈদিক সময়ের, সেই "গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা" হইতে, এই পাঠশালা পর্য্যন্ত, আমাদের জাতীয় শিক্ষা প্রণালী এক প্রকার মোটামুটি দেখাইলাম; পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ই দোষ গুণ সংযুক্ত; পাঠশালা দেশীয় এবং পুরাতন; বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশীয় এবং আধুনিক; এ প্রকার পুরাতন দেশীয় বিষয়, একবারে নষ্ট করিয়া নূতন বিদেশীয় বিষয় প্রচলন করা অত্যন্ত অবিমৃষ্য কারিতার কার্য্য; জাতীয় শিক্ষা উন্নত করিতে হইলে, ঐ পুরাতন জাতীয় পাঠশালাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া, তদুপরি, নূতন বিজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থাপিত করিতে হইবেক তবে অভীষ্ট উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইবে; ইহার অন্যথা হইলে

কখনই উন্নতি লাভ করা যাইবে না। নির্ম্মলে, বুড়ার হাড় ঔষধে লাগে।

নি। তুমি যাহা বলিলে, তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, এটা কিন্তু বেশ বিশ্বাস করি যে, যদি একটা কোন জিনিস খারাপ হইয়া যায়, নষ্ট না করিয়া, যদি তাহা ভাল করা যায় তবে খুব প্রশংসার বিষয়। মন্দ জিনিস ফেলিয়া দিলেই ত গেল; কিন্তু তাহাকে ভাল করাইত কাজ। অসচ্চরিত্র লোককে মারিয়া ফেলা ভাল। কি তাহাকে সচ্চরিত্র করা ভাল। আর তুমি যে রকম দেখাইলে, তাহাতে ত আর পাঠশালা মন্দ জিনিসই নহে, উহা ভাল, তবে আমরা যত ভাল চাই, তত ভাল নয়; এই ত।

বি। তুমি আমার কথা বেশ বুঝিয়াছ নির্ম্মলে। তোমার কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। তোমাকে আর ও একটি কথা বলি; লোকে বলে, "স্বল্প শিক্ষা বিপজ্জনক!" কথাটি ঠিক সত্য নহে! স্বল্প শিক্ষাকে যদি বৃহৎ শিক্ষা জ্ঞান করি, তবেই তাহা বিপজ্জনক; কারণ তাহাতে অহঙ্কারী ও ধৃষ্ট করিয়া তুলে। স্বল্প শিক্ষাকে, স্বল্প শিক্ষা জ্ঞান করিলে, বিপজ্জনক ত নহেই, তাহা মঙ্গলজনক। পাঠশালায় যাঁহারা স্বল্প শিক্ষা পাইতেন, তাহা তাঁহারা স্বল্পই জ্ঞান করিতেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা স্বল্প শিক্ষা পান, তাহা তাঁহারা বৃহৎ শিক্ষা জ্ঞান করেন! তাই পাঠশালার শিক্ষা বিপদজনক নহে, মঙ্গল জনক; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বিপদজনক। আরও এককথা; পড়িয়াছি যে পুরাতন বোতলে, নূতন ব্রাণ্ডি পুরিলে নাকি বোতল ও ভাঙ্গিয়া যায়, মদও নষ্ট হয়! যদি ইহা সত্য হয়, তবে যে সেই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিদেশীয় শিক্ষা আমরা জীর্ণ করিতে অক্ষম, তাহার এই এক বেশ কারণ পাওয়া গেল।—আড়ম্বরী ও চাকচিক্যশালী ইংরেজী শিক্ষা আমাদের নয়নকে ঝলসিয়া দিতেছে! আমাদের যেন এলোভুলো পাইয়াছে! আমরা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছি! সেই গানটি, ঠিক আমাদের পক্ষে খাটে;—

"পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার হেলায়,
বল বুদ্ধি সকল হারালি।

আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে,
সাঁতারে হাঁতড়াতে গেলি!
যদি তুই করিস্ যতন, পাস্ রে রতন,
অযতনে সব খোয়ালি!
হায় এমন চোখের কাছে, মানিক নাচে,
দেখলি নে চোখ বুঁজে রলি!"

নি। ঠিক গানটি মনে করিয়াছ কিন্তু!

বি। অগ্র পশ্চাৎ বিশেষ না ভাবিয়া, যাহা আপাতদর্শনে সুন্দর জ্ঞান হয়, তাহাই গ্রহণ করিলে, অনেক সময়েই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না;——

"অবিজ্ঞায় ফলং যো হি, কর্ম্মত্বেবানুধাবতি।
স শোচেৎ ফল বেলায়াং যথা কিংশুক সেবকঃ॥"

সুন্দর পলাশ ফুলে কি পদ্ম গন্ধ পাওয়া যায়?

নি। তাহা কখন পাওয়া যায়!

বি। অথবা পদ্মকেই যদি তুমি সৌরভ হীন কিংশুক মনে কর, তাহাতেই কি পদ্মের গন্ধ লুপ্ত হয়?

"পদ্ম কিংশুক মায়া কিং জহাতি নিজ সৌরভং?"

নি। তাহাই কি কখন হয়!—সন্ধ্যা হ'ল যে দেখছি। দিদি বাড়ী নাই, সন্ধ্যা দিতে হ'বে যে!—শ্লোকটি কিন্তু ঠিক!——

"পদ্ম কিংশুক মায়া কিং জহাতি নিজ সৌরভং!"

——:০:-(*-*)-:০:——

মহাত্মা চৈতন্য ও নীচাত্মা ভিক্ষুক সম্প্রদায়।

"সিংহ-ক্ষুণ্ণ-করীন্দ্র কুম্ভ বিগলৎ রক্তাক্ত মুক্তাফলং।
কান্তারে বদরীভ্রমাদ্রুতমগাদ্ভিল্লস্য পত্নীমুদা॥
পাণিভ্যামগৃহ্য শুক্র কঠিনং তৎবীক্ষ্য দূরে জহৎ।
অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ॥"

মি। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে মনে করি যে, তোমাকে একটি কথা বলিব; কিন্তু আবার ভুলেও যাই। এখন কি কোন কাজ আছে?

বি। কৈ, এখন এমন কোন কাজ ত নাই; আর কাজ থাকিলেই বা, কি কথা সুধাইবে, বল দেখি শুনি।

মি। এই ভিখারীদের কথা;—দেখ, যে সকল ভিখারীরা ভিক্ষা করিতে আইসে, তাহারা গৃহস্থের সময় অসময়, সুবিধা অসুবিধা বুঝে না, বুঝে কেবল মাত্র তাহাদের নিজের ভিক্ষা।

বি। আজ হঠাৎ ওকথা বলিলে যে? আজ বুঝি ভিখারীরা বড়ই বিরক্ত করিয়াছে;—কেমন?

মি। দেখ না। বেলা বোধ করি তখন ১১টা; আমি ত মাছ বাচিতেছি; কাল একাদশী গিয়াছে, তাই দিদি তখন আহ্নিক করিয়া জল খাইতেছিলেন; বোবও বাড়ী ছিল না। একজন নয়, দুই জন নয়, এক সঙ্গে একেবারে সাত জন ভিখারী আসিয়া উপস্থিত। আমি বলিলাম, "আমার ত হাত যোড়া আছে, এখন ভিক্ষা দিবার লোকও এখানে নাই, তাই এখন ফিরিতে হইতে হইবে।" জন দুই উত্তর করিল;—

"তবে একটু বসি মা হাতের কাজ সারি।" প্রায় ১৫ মিনিট বসিয়া থাকিল, ভিক্ষা লইল, তবে ছাড়িল! এক এক মুটো ভিক্ষার জন্য ত আর বার আসে না, বড়ই বিরক্ত করে যে!

বি। সে কথা সত্য বটে। ভিক্ষাবৃত্তি কিন্তু সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্ম ছিল, এখন সেই ধর্ম্ম হইতে কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে! সদুদ্দেশ্য গিয়াছে, অসৎকার্য্য চলিতেছে!

নি। ভিক্ষা ত করিবেই; আবার ঘুন্সি, মালা প্রভৃতিও বেচিবে।

বি। ঠিক কথাই বলিয়াছ; কিন্তু এ অভ্যাসটি কেবল মাত্র বৈষ্ণবী-দের মধ্যেই দেখি। ভিক্ষা না করিয়া যদি, ঐ প্রকারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াই দিনপাত করে, তাহা হইলে সে ত প্রশংসারই কথা, নিন্দার কথা নয়। কিন্তু তাহা ত করিবে না!—ঐ যে একটি সামান্য চলিত কথা আছে জান? তাহাই! "রথও দেখিবে, কলাও বেচিবে।"

নি। ঠিক কথা বটে!

বি। একজন লোকের এক সের চাউল হইলেই একদিনের জন্য যথেষ্ট; কিন্তু রোজ করি পাঁচসের ভিক্ষা করিবে, তবে ফিরিবে!

নি। তাহাও সত্যই! আবার শুধু কি তাই, একবেলা ভিক্ষায় মন উঠে না; দুইবেলা ভিক্ষা করে!

বি। তাহাও ত দেখিতে পাই বটে! তবেই দেখ;——

নি। হঁা, আরও একটি কথা মনে হইয়াছে; আগে আমাদিগকে এক বৈষ্ণবী দুধ যোগান দিত জান ত? শুনিয়াছি অনেক বৈষ্ণব গোরু পোষে ও দুধ বিক্রয় করে। সেও একটি বড় মন্দ ব্যবসা নয়!

বি। তুমি যদি ঐ কথা বলিলে, তবে আমি আরও দুই একটি কথা বলি; অনেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীকে ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ে চিকিৎসা করিতে দেখিয়াছি; কত জনকে বেশ মহাজনী করিতেও দেখিয়াছি; আবার অনেকে বাজারে ঘর তৈয়ার করিয়া তাহা ভাড়া দেয়; আবার যেকোস্থলে কোন কোন বৈষ্ণবকে জুয়াখেলা এবং "কাটমুণ্ড কথা কয়" ইত্যাদি ব্যবসার দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু ইহা ব্যতিত আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না;

অনেক বৈষ্ণবকে অর্থের লোভে এবং নেশার দায়ে মরা ফেলিতেও দেখিয়াছি।

নি। সত্য নাকি! ছি! ছি! ছি!—সেবার আমাদের বিবাহের সময়, যে একখানি নূতন দামী চেলি কাপড় হারাইয়া যায়, অনেকেই বলেন, যে তাহা ভিখারীদেরই কাজ! আবার সে বৎসর বে—দের বিধবা বৌ বাহির হইয়া যায় জান, সে ত এক বুড়ী বৈষ্ণবী লাগিয়াই করে।

বি। হাঁ, তাহা শুনিয়াছিলাম বটে! যাক;—দেখিলে, যে ভিখারীরা, বিশেষতঃ বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা, ভিক্ষা ছাড়া, এক এক প্রকার, কেহ কেহ নানা প্রকার, সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে; অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই নানা উপায় অবলম্বন করে। এইস্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক; চৈতন্যের এক শিষ্য ছিল, "ঘোষ ঠাকুর" নামেই তিনি পরিচিত; চৈতন্য এক দিন আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য হরিতকি চাহিলে, ঘোষ ঠাকুর ভিক্ষা করিয়া একটি হরিতকি লইয়া আইসেন ও তাহার অর্দ্ধেক চৈতন্যকে দেন। পরদিন আবার সেই প্রকার আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য হরিতকি চাহিলে, ঘোষ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই পূর্ব্ব-দিনের সঞ্চিত অর্দ্ধাংশ দিবামাত্র, চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ চাহিবা মাত্রই হরিতকি কোথায় পাইলে?" "প্রভো! কল্যকার সেই হরিতকির অর্দ্ধাংশ রাখি"—"তোমার এখন ও সঞ্চয়েচ্ছা ত বেশ বলবতী, তুমি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নও; তুমি চলিয়া যাও"। এখনও অগ্র-দ্বীপে বৎসরান্তর যে মহতী মেলা হইয়া থাকে, তাহা ঐ ঘোষ ঠাকুরেরই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, উহাতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জিত হয়! এখন লোকে সেই চৈতন্যের দোহাই দিয়া কেবল মাত্র অর্থই উপার্জ্জন করে! গুরু ও শিষ্যের কার্য্য দেখ! কেমন গুরু ভক্তি, তাহাও দেখ!

নি। ইহা ত ভারি লজ্জার কথা!

বি। আবার অনেক বৈষ্ণব, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঠিক আমাদেরই মত গৃহী হইয়া, একমাত্র চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন!—ইহারই নাম পুনর্মূষিকোভব!

এখন যদি তাঁহাদিগকে কেহ "বৈষ্ণব" বলে, তাহাও তাঁহাদিগের অসহ্য!

নি। না! বৈষ্ণব আর এখন নাই!

বি। সেদিন এক অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষকে কটাক্ষ করিয়া, সংবাদ পত্রে বলিয়াছেন যে, মুক্তি ভিক্ষুককে এখন আমরা "মুক্তিভিক্ষা" দিই! মুক্তিভিক্ষুক হইলেই মুক্তিভিক্ষা দান কর্ত্তব্য, ইহা যদি ঐ গণ্য, মান্য, বদান্য ব্যক্তির আন্তরিক মত হয়, তবে তাঁহার সহিত তর্ক অনাবশ্যক।

নি। মুক্তি ভিক্ষুক হইলেই মুক্তিভিক্ষা দিতে হইবে নাকি!

বি। যাক;—বৈষ্ণবরা ত অযথা বা অপরিমিত ভিক্ষাই করে, তাহা ছাড়াও নানাপ্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করে। এই স্থানে তোমাকে একটি চলিত সংস্কৃত শ্লোক বলি;———

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি;
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।"

—বাণিজ্য দ্বারা যে পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা, তাহার অর্দ্ধেক, চাকুরি দ্বারা আবার তাহারও অর্দ্ধেক অর্থ উপার্জ্জিত হয়, কিন্তু ভিক্ষা দ্বারা কিছুই অর্থ উপার্জ্জিত হয় না। ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশ্য হইলে, কেহ ভিক্ষা করিত না, অথবা যাহারা ভিক্ষা করিত, অর্থ উপার্জ্জন তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

নি। বেশ শ্লোকটি ত! এখন কিন্তু বোধ করি, তোমার অনেক চাকরি অপেক্ষা ভিক্ষাতেই বেশ দুপয়সা হয়।

বি। চৈতন্যের সনাতন নামে এক শিষ্য ছিল; সনাতন বেশ বিষয়ী লোক, বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের শিষ্য হন। এক দিন কোন ব্যক্তি, চৈতন্য ও সনাতনকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া সনাতনকে একখানি নূতন বস্ত্র ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সনাতন সেই নূতন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে, দাতার একখানি ছাড়া জীর্ণ বস্ত্র গ্রহণ করেন! এবং তাহা দুই টুকরা করিয়া বহির্ব্বাস ও কৌপিন করেন! চৈতন্য,———

নি। সত্য নাকি! ইহা ত খুব আশ্চর্য্য!

বি। সনাতন ত কৌপিন পরিয়া বহির্বাসে শরীর আবরণ করুন। চৈতন্য দেখিলেন, সনাতনের একখানি সুন্দর কম্বল রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই বা আর এখন থাকে কেন, কৌপিনধারী সনাতনের এখনও ভোগ লালসা!—সনাতন তাহা বুঝিবা মাত্রই সেই কম্বল এক দরিদ্রকে দান করিয়া, একখানি ছেঁড়া কাঁথা লইলেন। চৈতন্য বলিলেন, "এই এখন বেশ মানাইয়াছে!"—

"প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নৈলে, ছাই মাখিলেও হবে ছাই!"

নি। তাই ত! সনাতনও এমন লোক!

বি। যাক, এখন এক বার এই ভিক্ষাবৃত্তির মূলের দিকে যাওয়া যাক; ভিক্ষুক শ্রেণীকে মোটামুটি দুই বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা যায়, বিদেশী অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বা পশ্চিমে, এবং দেশী, ভিক্ষুক। এই পশ্চিমে ভিক্ষুকের সৃষ্টিকর্ত্তা, বোধ করি, শঙ্করাচার্য্য, এক অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, অনুমান এগার শত বৎসর হইল জন্মিয়াছিলেন। অধোগত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অতঃপর যত বিষাক্ত বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বাণই সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত!—

নি। শঙ্করাচার্য্যের কথা একদিন বলিয়াছিলে বটে।

বি। এখন যে সকল সন্ন্যাসী "অতিৎ" বলিয়া পরিচয় দেয়, ও বলে "বিদেশী ব্রাহ্মণ", বা "বৃন্দাবনবাসী", বা "মথুরাবাসী" অথবা "গয়াবাসী" বা "কাশীবাসী"; এবং "দ্বারকাবাসী" বা "সেতুবন্ধ রামেশ্বরবাসী" "সাধু"; তাহারা ঐ শঙ্করাচার্য্যেরই সৃষ্টি, এ প্রকার অনুমান হয়। অনেকে বলেন যে, এই "সাধু" পুরুষরাই সময়ে সময়ে ভালুক ও বানর নাচান! উহারা নেশাখোরের রাজা!—তোমাদের কিন্তু দেখিয়াছি, উহাদের প্রতি অচলা ভক্তি! সন্ন্যাসী দেখিলে তোমাদের জ্ঞান থাকে না!

নি। তাহা সত্য;—বলি ওরা ভালুক নাচায়!

বি। বিদেশী ভিক্ষুকদের কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই; কারণ তাহারা অল্পসংখ্যক ও সাময়িক অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে সময় বিশেষেই

দেখা দেয় মাত্র। দেশীয় ভিক্ষুকদিগকে, এখন, পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত কর, হিন্দু ও মুসলমান; এই হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণতঃ "বৈষ্ণব" বলিয়াই পরিচিত এবং ইহাদের সংখ্যা একদিকে যেমন অত্যন্ত অধিক, অন্যদিকে আবার তাহারা প্রত্যহই সমস্ত দিবাভাগেই প্রায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এখন এই "বৈষ্ণব" ভিক্ষুকদের কথা কথঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে বলা অবশ্যক। এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কর্ত্তা, চৈতন্যদেব; চৈতন্য যে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহার সময় হইতেই নানা প্রকার কার্য্য ও ঘটনা দ্বারা, ঐ সম্প্রদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিষয় একটু বিবেচনা করা যাক। কি বল?

নি। ভালই ত! বল দেখি, শুনি।

বি। বোধ করি, তুমি ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, এখন যদি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলেকে বল যে;——

অলাবু গো মাংস তুল্য নবমী তিথিতে;
দশমীতে গোমাংস সদৃশ কলম্বীতে॥ ইত্যাদি;

সে ওকথা মানিবে না! দশ বার বৎসরের বিদ্যালয়ের ছাত্রও এখন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রভৃতির কিছু না কিছু অনুসন্ধান রাখে। ইহার কারণ এই যে, আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা প্রভাবে সময় ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারেই হউক; সময় ধর্ম্মের কার্য্য, প্রত্যেক ব্যক্তিতেই লক্ষিত হইবে; সুতরাং এখনকার কোন লোকের বিষয়, পরে যদি কেহ কিছু বলিতে চাহেন; তবে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা সময় ধর্ম্ম যে এখন কি প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে অবশ্য দেখাইতে হইবে। সেই প্রকার চৈতন্যের কথা এখন বলিতে হইলেও, তখনকার সময় ধর্ম্মের কথা কিছু বলা নিতান্ত আবশ্যক।

নি। বুঝিয়াছি, বেশ কথা; তবে তাই বল।

বি। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ চারিশত বৎসর হইল, চৈতন্য নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ের সময় ধর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইলে; অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মকার্য্য; মত ও ভাবমণ্ডলীর মধ্যে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা সেই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সকল,

যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও মতানুযায়ী কার্য্য করিত, তাহা দেখিতে হইলে, ঐ সময়ের সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা দেখিতে হইবে। আমাদের দেশে আঠার খানি "পুরাণ" আছে, বোধ করি জান ; তাহার মধ্যে "বিষ্ণু পুরাণের" সময়, অর্থাৎ ১০৪৫ খৃঃ অব্দ হইতে আমরা সংক্ষেপতঃ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিব।

সি। এই সময় হইতে বিবেচনা না করিলে বুঝি চৈতন্যের সময় ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না ?

বি। না তাহা পারা যাইবে না।—চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য দ্বারা যে ধর্ম্ম বৃক্ষ উদ্ভাবিত হয়, তাহার বীজ আটশত বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় যে আমাদের এই দেশে সৃষ্ট হইয়াছে, বোধ করি তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এক সম্প্রদায় আবার অন্য সম্প্রদায়কে দেখিতে পারে না ; এক সম্প্রদায়ের মতে, অপর সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমসংকুল ; বহুকাল হইতে পরম্পরতঃ এই প্রকারই চলিয়া আসিতেছে। এই প্রকার অনৈক্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরস্পর, পরস্পরের শত্রু। শৈব সম্প্রদায়ের মতে শিব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে বিষ্ণুই সৃষ্টিকর্ত্তা, ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুরই মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। যত ব্যক্তি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যের রামানুজই সর্ব্ব প্রথম ; ইনি খৃঃ অব্দের দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া মহা প্রতাপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। শৈব চোলাধিপ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, রামানুজ মহীশূরে পলায়ন করেন ও মহীশূরাধীপকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রামানুজ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতিরই মধ্যে সংস্কৃত ভাষাতেই স্বীয়মত প্রকাশ করেন, সুতরাং তাঁহার মত ও ধর্ম্ম, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার আড়াই শত বৎসর পরে অর্থাৎ অনুমান ১৪০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে, রামানন্দ নামক আর এক উদার ও হৃদয়বান ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সাহস, সহিষ্ণুতা, দক্ষতা এবং ক্ষমতার সহিত, ঐ বৈষ্ণব ধর্ম্ম আর্য্যবর্ত্তে প্রচার আরম্ভ করেন। রামানুজের মত, কেবলমাত্র

সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহার লক্ষ্য ছিলনা; তিনি কেবলমাত্র সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্ম সংস্কার আরম্ভ করেন। এই স্থানে আর একটি কথা বলা অত্যন্ত আবশ্যক, বেশ মন দিয়া শুনিও।

নি। এই সকল কথা শুনিতে খুব মন লাগিতেছে; তুমি বল।

বি। একদিন যিশুখ্রীষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কার্য্য ও ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা মনে আছে কি? উভয়েই সমাজের কেমন নীচ শ্রেণীতে জন্মিয়া এবং সেই নীচ শ্রেণীর মধ্যেই নিজ নিজ ধর্ম্ম;—

নি। হাঁ, তাহা কতক কতক মনে আছে বটে; খ্রীষ্ট সূত্রধরের, এবং আমাদের কৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে হইয়াও, কেমন নীচ শ্রেণী হইতে ক্রমে ক্রমে খুব উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত নিজের নিজের ধর্ম্ম প্রচার করেন; আবার তাঁহাদের ধর্ম্মও খুব প্রবল।

বি। আচ্ছা, বেশ মনে আছে দেখিতেছি। ধর্ম্ম সংস্কার বল, রাজনীতি সংস্কার বল, আর সমাজ সংস্কারই বল, তাহা অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর সহায়তা ভিন্ন হইতে পারে না; তাহার প্রধান কারণ এই যে, সেই অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর সংখ্যা, তোমার বিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক; তাহাদিগকে লইয়াই বিজ্ঞের সমস্ত কার্য্য কর্ম্ম করিতে হয়; এবং তাহাদিগের মতানুসারেই, বিজ্ঞদিগকে অনেক সময়ে অনেক কাজ করিতে হয়; তাহাদিগের মনের গতি একবার এক দিকে ধাবিত করাইতে পারিলেই, সেই গতি বর্ষাকালের স্রোতস্বতীর ন্যায় ক্ষমতাশালিনী ও বেগবতী হয়; সেই গতি রোধ করা মনুষ্যের যেন অসাধ্য; এই অজ্ঞ লোকের মধ্যেই তোমরাও। রামানন্দ ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; রামানুজ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; তাই রামানন্দ, রামানুজ অপেক্ষা অল্প পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও, রামানুজ অপেক্ষা বৃহৎ ও স্থায়ী ধর্ম্ম সংস্কার করিতে সমর্থ হন। রামানুজের ন্যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া, চলিত দেশীয় ভাষাতেই ধর্ম্ম সংস্কার করেন; কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মসংস্কারে নিযুক্ত হইয়া দীন দরিদ্র বেশে, গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য ভাষাতে সঙ্গীতাদি দ্বারা গ্রামের পর গ্রাম ধর্ম্মোন্মত্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম হইয়াও এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও, যে বাল্যবিবাহ

দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন ; জাতিভেদ এবং পৌত্তলিকতা দূরীকরণ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছে না, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে,—ব্রাহ্মেরা নিজের শিক্ষা, মান ও ও মর্য্যাদা প্রভৃতি উপযুক্ত রূপে ভুলিয়া, অজ্ঞ লোক জনের সহিত প্রকৃত মিশিতে পারিতেছেন না ; তাঁহাদের বক্তৃতা সকলে বুঝিতে পারে না ; কারণ তাহা সাধু ভাষায় হয়, গ্রাম্য ভাষায় হয় না ; তাঁহাদের বক্তৃতা সকলে শুনিতে পায় না, কারণ তাহা সর্ব্ব স্থানে হয় না, স্থান বিশেষেই হয় ; এবং সেই বক্তৃতার আশানুরূপ কার্য্য হয় না, কারণ তাহা সদা সর্ব্বদা হয় না, বিদ্যুতালোকের মত, অত্যল্প কালের জন্যই কদাচিৎ হয় মাত্র ; ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম, শুষ্ক, কঠোর এবং বিজ্ঞ ধর্ম্মে পরিণত হইতে চলিল !—যেন উহা অজ্ঞের জন্য নহে, বিজ্ঞেরই জন্য ; অশিক্ষিতের জন্য নহে, শিক্ষিতেরই জন্য ; কোনই স্থানে ঐ ধর্ম্ম কোন প্রকারেই হয় না, যেন ব্রাহ্মমন্দিরেই বক্তৃতা দ্বারাই হয় ; কোনই দিনই ঐ ধর্ম্ম প্রচারের দিন নহে, যেন কেবল মাত্র রবি বা বুধবারই ঐ ধর্ম্ম প্রচারের দিন !—ধর্ম্ম প্রচার সাংক্রামিক হওয়া চাই, ইতর সাধারণকে উন্মত্ত করা চাই : রাশি রাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত পুস্তক হইতে মস্তিষ্কস্থ গৎ বাহির করার কাজ নহে ; ধর্ম্ম প্রচারে হৃদয়ের, প্রাণের ভাষা চাই, মস্তিষ্কের ভাষা চাই না ; ইহাতে ইতর সাধারণকে নাচাইতে পারে না ! ইতর সাধারণকে নাচাইতে না পারিলেও ধর্ম্ম প্রচার হয় না। প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচারক ইতর সাধারণকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

নি। তাই সত্য বটে।

বি। যাক ;—ইহাতেই বুঝিতে পারিলে যে, একই কার্য্য সাধনের জন্য দুই জনে দুই পৃথক পথ অবলম্বন করেন ; এবং রামানুজের ধর্ম্ম সংস্কার আয়াস সাধ্য, রামানন্দের অনায়াস সাধ্য ছিল ; রামানুজের ধর্ম্ম সংস্কারে মস্তিষ্ক প্রখরতা, রামানন্দের হৃদয় প্রচুরতা ছিল ; তাই রামানুজের দ্বারা যে ধর্ম্ম সংস্কার অনুভূত মাত্র হইয়াছিল, রামানন্দ দ্বারা সেই ধর্ম্ম সংস্কারের অনুভব, কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল ! রামানন্দের বহু শিষ্য জুটিয়া গেল, তাহার মধ্যে যে বার জন সর্ব্ব প্রধান, তাঁহারা

নাকি চর্ম্মকার, ক্ষৌরকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি নীচ শ্রেণীর; আবার সেই বার জন শিষ্যের মধ্যে কুবীর সর্ব্বপ্রধান; তিনি নাকি শুনিতে পাই তন্তুবায়! এই কুবীর চৈতন্যের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া;—

"যিনি শিব, তিনি বিষ্ণু, তিনি মহম্মদ।"

এই উদার বাক্য প্রচার করিয়া, মুসলমান পর্য্যন্ত স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত করিয়া লয়েন!

নি। কুবীর ত খুব বড় লোক্ ছিলেন! তাঁহারই গান আছে নয়?

বি। হাঁ, তাঁহার অনেক গান আছে।—রামানন্দ ও কুবীর বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে;———

"জন্ম হউক যথা তথা, কার্য্য হউক ভাল"

যাক;—তোমার গানের কথায়, একটি বড় আবশ্যকীয় কথা মনে পড়িল; কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত; সুতরাং কৃষ্ণ ভক্তও যাহা, বিষ্ণু ভক্তও তাহাই; কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; একই সামগ্রী; সুতরাং কৃষ্ণ ভক্তগণও বৈষ্ণব। যিনিই কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন বা তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনিই প্রকারান্তরে বিষ্ণু মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়াছেন, ও উহাতেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এক দিকে, রামানুজ হইতে কুবীর পর্য্যন্ত মহাত্মাগণের দ্বারা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে প্রকার আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে ইতর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল; অপর দিকে আবার অন্য এক সম্প্রদায় কৃষ্ণ ভক্তগণ দ্বারাও, ঐ ধর্ম্ম বঙ্গদেশে ঐ প্রকার ইতর সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল; এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কৃষ্ণ ভক্তগণই সর্ব্বপ্রধান; জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ রামানুজের পরই প্রাদুর্ভূত হইয়া "গীতগোবিন্দ", এবং বিদ্যাপতী ও চণ্ডীদাস, কুবীরের পরই অর্থাৎ প্রায় চৈতন্যের সমকালেই প্রাদুর্ভূত হইয়া "পদাবলী" রচনা করেন। এই তিন জনেরই রচনাতে সঙ্গীতই সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।—এই গুলি খুব মনে করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। সরস সঙ্গীতে লোক সাধারণকে যত মাতাইতে পারে, তত শুষ্ক বক্তৃতাতে কখনই পারে না।

নি। আজ ত খুব ভাল কথাই হইতেছে। ও সকল কথা আরও একদিন বলিয়াছিলে, একটু একটু মনে আছে।

বি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে ত মোটামুটি এক প্রকার বলা হইল; এখন শৈব ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটু বলি; এই শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় অতি প্রধান;—

নি। তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা ত আগে একদিন বলিয়াছিলে; ও ধর্ম্মটা বা সম্প্রদায়টা কি, একটু ভাল করে, আজ বোঝাবে?

বি। ঐ সম্প্রদায় যে কি? কি যে উহাদের গূঢ় মর্ম্ম, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই; যাহাও বা একটু আধটু বুঝিয়াছি, তাহা আর এখন বলিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সর্ব্বপ্রথম যতই কেন উচ্চ ও মহৎ থাকুক না, যে সময়ে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ প্রাদুর্ভূত হন, সেই সময় হইতেই, আর্য্যাবর্ত্তে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কার্য্য যে অত্যন্ত জঘন্য,—পশুরও অধম জঘন্য ছিল, তাহাই একটু বলি।—"পঞ্চমকার" তাহাদের বীজমন্ত্র! সেই পঞ্চমকার——

নি। পঞ্চমকারটা আর একবার বল ত, শুনি ভাল করে।

বি। মৎস্য, মাংস ও মদ্য, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান, এমন কি এক মাত্র খাদ্য ও পানীয়; এবং * * তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য! আর——

নি। ছি! ছি! ছি!

বি। ঐ প্রকার অমানুষোচিত কার্য্য দ্বারা, তাহারা যে একটি বুলি সদা সর্ব্বদাই মুখে রাখিয়া কার্য্য করিত, সেটি—

"যত্র নারী, তত্র গৌরী; যত্র জীব, তত্র শিব"

অর্থাৎ স্ত্রীলোক মাত্রেই এক, স্ত্রীলোক মাত্রেই গৌরী, এবং পুরুষ মাত্রেও এক, তাহারা শিব! সুতরাং——

নি। ছি! ছি! ছি! ও কথা আরও এক দিন বলিয়াছিলে বটে! ছি! ছি! অবাক হ'লেম যে!

বি। দাঁড়াও, এখনি হইয়াছে কি! সম্প্রদায়স্থ প্রত্যেক নর নারীই, মৎস্য মাংস আহার এবং মদ্যপান করিয়া, উন্মত্ত হইয়া, উলঙ্গ ও উলঙ্গিনী;—

নি। আর তোমার ওকথা বলিতে হইবেনা, ছাড়িয়া দাও!

বি। এই স্থানে তোমাতে ও আমাতে প্রভেদ দেখ;—আমা অপেক্ষা তোমার ভব্যতা ও শিষ্টাচার যে অধিক তাহা দেখ; আমি না হয়, তোমা অপেক্ষা দুই দশখানা বেশী বহি পড়িয়াছি, তোমা অপেক্ষা আমি না হয় দশটা বেশি কথা বলিতে পারি, এই মাত্র! তুমি যদি আমাকে না থামাইতে, তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা বলিতে বলিতে, আমি এখনি শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিতাম! আচ্ছা ওকথা ছাড়িয়া দেওয়াই যাক;—তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কার্য্য ও ব্যবহার ত দেখিলে; এই তান্ত্রিক সম্প্রদায়, সেই রামানুজের সময় হইতেই অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত, প্রায় তিনশত বৎসর ব্যাপিয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রভূত ক্ষমতা ও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল; যে পদ্ধতিতে, তান্ত্রিক সম্প্রদায় "পঞ্চমকার" সাধনা করিত, তাহার নাম "ভৈরবীচক্র।" এই "ভৈরবীচক্র" যে কি প্রকার ভয়ানক চক্র, তাহা না দেখিলে, বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। শোনা যায় যে, পদ্মানদীতে প্রায় একক্রোশ ব্যাপিয়া এক একটি চক্রাকার ঘূর্ণ হয়, তাহার ক্ষমতা এত অধিক যে, দুই ক্রোশ দূরস্থিত বড় বড় বোঝাই নৌকা আকর্ষণ করিয়া, তাহা অতল জলগর্ভে নিহত করিয়া ফেলে! ভৈরবী চক্রের ক্ষমতা উহা অপেক্ষাও অধিক! নবদ্বীপের একটি কোণে কতিপয় হস্ত পরিমিত স্থানে যে "ভৈরবীচক্র" সংগঠিত হইত, বাঙ্গালার দেশ দেশান্তর হইতে, অসংখ্য নরনারী স্থলপথেই সেই চক্রে আসিয়া পড়িত! কাহার সাধ্য যে, সেই নারকী চক্র হইতে উদ্ধার হয়! কাহার ক্ষমতা যে, সেই রাক্ষসী চক্র হইতে রক্ষা পায়!

নি। বুঝিয়াছি; চক্ষে দেখিলেও ত তাহা বিশ্বাস হয় না!

বি। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক, এই দুইটি ধর্ম্ম ত মোটামুটি এক প্রকার দেখা গেল; এখন আর একটি ধর্ম্ম,শাক্ত ধর্ম্মের কথা একবার ধরা যাক;—তান্ত্রিকগণ যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহাদের "পঞ্চমকার" ধর্ম্ম সাধন করিত, সেই তন্ত্র শাস্ত্রই, শাক্তগণেরও শাস্ত্র। সাকার উপাসনাই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম; তান্ত্রিকগণের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম দেখিলে, জীবন্ত

সাকার "নারী" উপাসনায় পরিণত! শাক্তরগণের সে প্রকার নহে, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি সাকার স্ত্রী আকারের প্রতিমার উপাসনা ও পূজাই, তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম! বাঙ্গালীর পরিবার ও সমাজ, এই শাক্ত উপাসনা ও পূজার সহিত অবিচ্ছিন্ন রূপে সম্বন্ধ; ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতি যত প্রকার আমাদের ক্রিয়া কলাপ আছে, শাক্ত উপসনাই তাহার মুল। এই শাক্ত ধর্ম্ম বহুকাল হইতে, এইবঙ্গদেশে প্রভূত আধিপত্য ও ক্ষমতা স্থাপন করিয়া আসিতেছে! তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পাশব অপব্যবহার ও অপকার্য্য দেখিয়াছ; এখন শাক্ত সম্প্রদায়ের অপব্যবহার ও অপকার্য্য দেখাই।

নি। শক্তি উপাসনার কথা একদিন বলিয়াছিলে, আমার তাহা কতক কতক মনে আছে; সংসারের সমস্ত কার্য্য ও ঘটনার মুলে একটি মহাশক্তি আছে; তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। এইত?

বি। তাই বটে; তোমার মনে আছে দেখছি। শাক্ত উপাসনা আদৌ তাহাই বটে! আদৌ সেই মহাশক্তি নিরাকার; অসংখ্য অজ্ঞ লোকদিগের উপকারার্থে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম পথে চালিত করিবার জন্যই, দুর্গা,কালী, প্রভৃতি নারী আকারে সাকার প্রতিমা উপাসিত হয়। যে সম্প্রদায় ঐ ধর্ম্ম যাজনা করেন, তাঁহারাই গুরু পুরোহিত। এই গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন হইতে পারে না; সুতরাং সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ গণেরই একাধিপত্য হয়; তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক চলে না, তাঁহারাই সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সাংসারিক মঙ্গল কামনা এবং পারিবারীক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য, ধর্ম্ম যাজকগণ, নানাপ্রকার ক্রিয়া কলাপ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত যে প্রকার উত্তেজক; অজ্ঞ যজমান গণও ঐ সকল ক্রিয়া কলাপ সম্পাদনের জন্য সেই প্রকার লালায়িত।

নি। তাহাত ঠিক কথাই সত্য!

বি। কিন্তু অধর্ম্ম কর্ম্ম দূরীভূত করিবার জন্যই ত ধর্ম্ম কর্ম্ম? সমাজ যাহাতে অধর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া না যায়, ধর্ম্মকর্ম্মের ত তাহাই উদ্দেশ্য? সুতরাং ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মণ গণকে পবিত্র হইতে হইবে; তবে যজমানগণ পবিত্র হইবে; শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের দাম গ্রহণ, ব্যভিচার,

মিথ্যাকথন প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মণ গণ যে প্রকার কঠোর নিষিদ্ধ: অপর জাতির ব্যবসায় অবলম্বন, অখাদ্য আহার, অপেয় পান, মিথ্যাকথন, ব্যভিচার, অন্যায় অর্থ উপার্জ্জন প্রভৃতি হইতে যজমান গণও সেই প্রকার কঠোর নিষিদ্ধ। কিন্তু অহো বিড়ম্বনা! অহো কালচক্র! যাজক ও যজমান, যাহা করিতে যে প্রকার কঠোর নিষিদ্ধ; তাহারা তাহাই করিতে সেই প্রকার কায়মনোবাক্যে লালায়িত! কথায় যে বলে, "বজ্র কস্থুনি, গিরে আলৃগা" তাহাই ঘটিল! এক প্রায়শ্চিত্ত করিলে, গঙ্গাস্নান করিলে, সর্ব্বপাপ নিমিষের মধ্যে ভস্ম হইয়া যাইত! অথবা প্রায়শ্চিত্ত ও গঙ্গাস্নানাদি করিলে, এত অসংখ্য মহাপাপ একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত, যে তত মহাপাপ, এক পুরুষের কথা দূরে থাক; কোটি কোটি পুরুষেও করিতে পারিবে না!! উপযুক্ত দক্ষিণার বন্দোবস্ত হইলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, সকল লোকের, সকল প্রকার মহাপাপ নিজ শীরে বহন করিতে প্রস্তুত! তুমি যে কোনই অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কুর না কেন! তাহার উপযুক্ত অংশ ব্রাহ্মণকে দান, ও দেবদেবী পূজায় ব্যয় কর, তুমি সংখ, চক্র, গদা; পদ্মধারী হইয়া সশরীরে হাঁসিতে হাঁসিতে স্বর্গে যাইবে!—

কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য; তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে;
নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি, নিবৃত্ত্যা পূয়তে হি সঃ।

পাপ করিয়া, সন্তপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আর ও প্রকার কার্য্য করিব না; এই অর্থ প্রকাশক, ঐ সংস্কৃত শ্লোকটি, শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ ও ভঙ্গ উচ্চারণ করিয়াই; তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ও হৃদয়ঙ্গম করিতে কোনই যত্ন বা ইচ্ছা না করিয়া, কেবল মাত্র উচ্চারণ করিয়াই; প্রায়শ্চিতঃ কর, ব্রাহ্মণকে দান কর, শিরোমুণ্ডন কর, তুমি মুক্ত হইবে! শাসন যেমন কঠোর, প্রায়শ্চিত্ত তেমনি সহজ! পাপ পুণ্য খরিদ বিক্রয় এই প্রকার সহজ উপায়েই সম্পাদিত হইত! অজ্ঞ যজমান পাপ করিত! মুর্খ গুরু পুরোহিত প্রায়শ্চিত্ত করিত! অধ্যাপক শাস্ত্রীগণ সংস্কৃত শাস্ত্র বচন দ্বারা এবং স্বকপোল কল্পিত বচন, শাস্ত্র বচন বলিয়া, সেই প্রায়শ্চিত্ত সমর্থন করিত। বঙ্গীয় সমাজে এই ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিয়াছিল! বঙ্গ সমাজের শিরোভূষণ

বা আদর্শ নবদ্বীপ সমাজ এই প্রকার! তাহাতে আবার সেই তান্ত্রিকগণের "পঞ্চমকার" সাধন! চিন্তা করিবার যদি শক্তি থাকে, তবে সেই সমাজের অবস্থা একবার ভাবিয়া অনুভব কর।

নি। বলি তাহা যেন হইল; কেহ কিছু বলিতেন না?

বি। "কাজীকে শুধালে হিন্দুর পরব নাই"! সব সমান, তা কে কাহাকে কি বলিবে! যখন উপযুক্ত কার্য্য দেখিবার ও শুনিবার জন্য, কোনই লোকের উপযুক্ত চক্ষু কর্ণ থাকে না; তখন তাহারা উহা দেখিবে ও শুনিবে কেমন করিয়া? যখন দেখিয়া শুনিয়া অনুভব করিবার জন্য, লোকের হৃদয় থাকে না, তখন তাহারা দেখিয়া শুনিয়া অনুভব করিবে কোথা হইতে! যখন দেখিবার ও শুনিবার জন্য একটি লোকও থাকেন; যখন অনুভব শক্তি লইয়া একটি মাত্র ও হৃদয়বান লোক জন্মেন; তখন তিনি কার্য্য কর্ম্ম, আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া অনুভব করেন বৈ কি! চৈতন্যের মাতা শচীদেবী গুণবতী ও হৃদয়বতী ছিলেন, গুণবতী ও হৃদয়বতী শচীদেবীর পুত্র চৈতন্যও স্বভাবতঃই গুণবান ও হৃদয়বান ছিলেন। বয়স সহকারে স্বল্পকাল মধ্যে আবার অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। ঐ যে একটি কথায় বলে, "রত্নং সমাগচ্ছতি কাঞ্চনেন," ঠিক তাহাই ঘটিল; মণি কাঞ্চন সংযুক্ত হইল; স্বভাব প্রাপ্ত গুণ ও হৃদয়ের সহিত, অসামান্য পাণ্ডিত্য সংযুক্ত হইল।

নি। চৈতন্যের মাতা ও চৈতন্য এমন লোক ছিলেন!

বি। এখন এ প্রকার চৈতন্য এ প্রকার সময়ে এ প্রকার নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিলেন! চক্ষুষ্মান চৈতন্য এখন দেখিলেন, একদিকে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ন্যক্কারজনক, অমানুষোচিত, পাশব ব্যবহার; অপর দিকে গুরু পুরোহিত ও পণ্ডিত গণের প্রকাণ্ড স্বার্থ প্রবৃত্তি ও সমাজের অস্থি-মজ্জা ইতর সাধারণের নিবিড় অজ্ঞতা ও নানা প্রকার পাপাশক্তি; একদিকে ধর্ম্ম কঞ্চুকাবৃত তান্ত্রিক ও শাক্তগণের অন্তঃসার শূন্যতা, অপরদিকে অজ্ঞ জনসাধারণের পাপ প্রবণতা; একদিকে পাণ্ডিত্য ও জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণের অব্রাহ্মণত্ব; অপর দিকে ধর্ম্ম যাজকগণের কপটতা; অর্থাৎ সাংসারিকতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, ভণ্ডতা,

হৃদয় হীনতা এবং স্বার্থপরতা পূর্ণ সমাজের, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি সমস্তই যেন জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই চক্ষুষ্মান চৈতন্যের সুম্মুখে আবির্ভূত হইল! হৃদয়বান্ চৈতন্য কি ঐ সকল কেবল মাত্র চক্ষে দেখিলেন। চক্ষুষ্মান হইয়া যাহা চক্ষে দেখিলেন, হৃদয়বান হইয়া কি তাহা অনুভব করিলেন না! তাঁহার হৃদয়তন্ত্রে কি আঘাত লাগিল না! তাঁহার হৃদয় কি কার্য্য শক্তি রহিত!

নি। তাহা কি কখন হইতে পারে? তিনি কাঁদিলেন!

বি। কাঁদিলেন সত্য, কিন্তু তোমার আমার মত, বালকের ন্যায় ঘরের কোনে বসিয়া বা মাতার অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিলেন না। কাঁদিলেন কার্য্য করিবার জন্য। যাক আবার দেখ; বহুকাল্ হইতে আমাদের দেশ জাতিভেদ প্রথা চলিয়া আসিতেছে;——

নি। জাতি ভেদ ত তিন হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে।

বি। হাঁ, এই তিন হাজার বৎসরের চারিটি মাত্র জাতি হইতে, এখন অন্যূন তিনটি হাজার জাতির সৃষ্টি হইয়াছে! ঐ যে কথায় বলে, তাই;

"থাল ভেঙ্গে হল থুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল!"

যাক;—হৃদয়বান চৈতন্য জাতি ভেদের নীচতা ও স্বার্থপরতা দেখিলেন এবং মর্ম্মাহত হইলেন! আড়াই হাজার বৎসর হইল মহাত্মা শাক্য মুনি সর্ব্বপ্রথমে জাতি ভেদের মূলে কুঠারাঘাৎ করেন; হাজার বৎসর ব্যপিয়া সংগ্রামের পর, ব্রাহ্মণগণের অসংখ্য পুরাণ ও উপপুরাণ বাণবিদ্ধ এবং পরে শঙ্করাচার্য্য দ্বারা পরাজিত হইয়া, শাক্যমুনির ধর্ম্ম ভারত হইতে তিরোহিত হয়। তাহার পর সেই রামানুজ, রামানন্দ ও কুবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও ঐ জাতি ভেদ প্রথা উঠাইতে কৃত সংকল্প হন; মহাত্মা চৈতন্য ও ঐ সকল মহাত্মাগণের পদানুসরণে অগ্রসর হইলেন। মহাত্মা চৈতন্য আরও কি দেখিলেন। কৌলিন্য বহু বিবাহের প্রচলন ও বিধবা বিবাহের অপ্রচলন দেখিলেন, বুঝিলেন যে ঐ দুইটি প্রথা দ্বারা, নর নারীর অর্দ্ধ সংখ্যক নারীগণ, উদ্যম শীলতা ও কার্য্য ক্ষমতা পূর্ণ ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে, সম্পূর্ণ নিক্ষিপ্ত! দশ লক্ষ লোকের মধ্যে পাঁচ লক্ষ লোকে যে কাজ করিতে পারে, দশ লক্ষ লোকেই যদি সে কাজে যোগ দেয়, তবে নিশ্চয়ই

কার্য্য কারিতা বর্দ্ধিত হইবে! স্বামী একা যে কার্য্য করেন, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সেই কার্য্য করিলে সফলতা কত বেশী হইতে পারে। সাধ্বী ও ধর্ম্ম পরায়ণা এবং চরিত্র ও হৃদয়বতী শচীপুত্র, কি কেবল মাত্র চক্ষে দেখিলেন আর চীৎকার করিলেন! দেখিলেন সত্য, কিন্তু তাহা হৃদয়ের সহিত দেখা, তাহা কেবলমাত্র আড়ম্বরসূচক শুষ্ক চীৎকারে পর্য্যবসিত হইবার জন্য নহে। সেই খ্রীষ্টাবতারের কথা বলিয়াছি; মনে আছে; যিনি শত্রু দ্বারা প্রেকবিদ্ধাবস্থাতেও, সেই শত্রুদিগেরই পরিত্রাণের জন্য প্রার্থণা করিয়াছিলেন;—

পিতঃ ক্ষম অপরাধ, বিতরি করুণা।

নি। তাহা বেশ মনে আছে।

বি। অবতার কি আর গাছের ফল নির্ম্মলে, না, ধর্ম্ম সংস্কার সহজ কথা! পাঁকাল মাছ কর্দ্দমের মধ্যে থাকে, কিন্তু তাহার গায়ে কর্দ্দমের লেশমাত্রও লাগে না; পাপ-পঙ্কিল সংসারে থাকিয়া, যিনি তাহাতে নির্লিপ্ত হইয়া, ক্রোধ ও ঘৃণা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সংস্কার করিতে পারেন, তিনিই ধর্ম্ম সংস্কারক। দুধ মেরে ক্ষীর টুকু করিয়া আত্মোদর তৃপ্তি করিয়া ধর্ম্ম সংস্কার করা যায় না;—সুরাপায়ী, লম্পট, ব্যভিচারী জগাই, মাধাই ব্রাহ্মণ ভ্রাতাদ্বয়, ধর্ম্মপ্রচার কালে, চৈতন্যকে কলসির কাণা ফেলিয়া মারিলে, তিনি;——

"আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়!
মেরেছ তায় ভয় কি আছে আয়! ওরে সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়!
ওরে খেয়েছি মার, না হয় খাব আর, ওরে, তবু তোরে নাম শোনাব আয়!
ওরে মেরেছ কলসির কাণা, মাধাইরে ভাইরে মাধাই;
ওরে তাই বলে কি, প্রেম দিব না, আয়!" ইত্যাদি

সঙ্কীর্ত্তনে তাহাদিগকেও উন্মত্ত করিয়াছেন!—ধর্ম্মোন্মত্ততা সাংক্রামিক হওয়া চাই, পোষাকী হওয়া চাই না!

নি। চৈতন্যও খুব লোক ছিলেন সত্য!—ইহা কি সহজ ব্যাপার!—

"মেরেছ কল্‌সির কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না!"

বি। নির্ম্মলে, মহাত্মাগণের ধর্ম্মান্দোলন এবং ধর্ম্মের জন্য কায়মনো-

বাক্যে যত্নের কথা, সংক্ষেপে বলিতে জানি না; সংক্ষেপে বলিলেই সেই মহাত্মাগণের প্রতি বৃহৎ অন্যায় ব্যবহার করা হয়। যখন যে দেশে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, ও পুণ্যকে পাপে পরাজয় করে; অর্থাৎ যখন যে দেশে অধর্ম্মের জয় হয়; যখন যে দেশে অসংখ্য নর নারী, অসংখ্য অধর্ম্ম ও পাপ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া চলিতে চলিতে, সেই দেশ পাপ ও অধর্ম্মের চরম সীমায় উপস্থিত হয়; তখন সেই দেশে এক এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, দেহ মন ও সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া, সেই দেশকে রক্ষা করেন; তাঁহাকেই আমরা "অবতার" বলি। ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বপ্রথম একাধিপত্য সময়ে এই আর্য্যভূমে, আড়াই হাজার বৎসর হইল, শাক্য অবতার জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার ছয় শত বৎসর আন্দাজ পরে, এসিয়া মাইনরে খ্রীষ্টাবতার; খ্রীষ্টাবতারের ছয় শত বৎসর আন্দাজ পরে, আরব দেশে মহম্মদাবতার, মহম্মদাবতারের নয় শত বৎসর আন্দাজ পরে, নবদ্বীপে চৈতন্যাবতারের জন্ম হয়। এই প্রত্যেক অবতারই, বৃহৎ অধর্ম্মের গ্রাস হইতে, স্বস্বদেশকে রক্ষা করিয়া, তথায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেন। চৈতন্যের—

নি। চৈতন্য ছাড়া; অন্যান্য অবতারগণের জন্ম ছয়শত বৎসর পরেই হয়! ইহা ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়!

বি। বাস্তবিকই উহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে! চৈতন্যের আবির্ভাব মধ্যে,আরও একটি অতি কৌতূহল ও আশ্চর্য্যের ঘটনা আছে; তুমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে যে, উদার শিক্ষামূলক ধর্ম্মই জাতির জীবন; ধর্ম্মের, উন্নতি অবনতির উপরই, জাতির উন্নতি অবনতি; চৈতন্যের আবির্ভাব সময়ে, বঙ্গদেশে, অথবা ধর সমস্ত ভারতবর্ষে, হিন্দুধর্ম্মের শোচনীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুজাতি যে প্রকার অবনত হইয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে, ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের শোচনীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় জাতি ঠিক সেই প্রকার অবনত হইয়াছিল! সেই সময়ে ভারতবর্ষে, মহাত্মা চৈতন্যের দ্বারা যে প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়; ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে, মহাত্মা লুথরের দ্বারা, ঠিক সেই প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়! চৈতন্য ও লুথর ঠিক সমসাময়িক লোক!

নি। সত্য নাকি! ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্য সত্য!

বি। তবে আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলি;—চৈতন্য ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; এবং আট চল্লিশ মাত্র বয়ঃক্রম সময়ে ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে, তাঁহার জন্মের ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে, পঞ্জাব প্রদেশে, লাহোরের সন্নিকটে, নানক নামে আর এক মহাত্মা ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, চৈতন্যের মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে, সত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি স্বল্পকালের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বেদ ও কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্ম-কার্য্যে মন সংকোচকর অসংখ্য কুসংস্কার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে নানা দেশ ভ্রমণ করেন; যেখানে যান, সেইখানেই ভণ্ডামি সংযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অতীব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, এ প্রকার এক পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্ম প্রচার করেন, যাহাতে তদ্দেশবাসী সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান এরূপ দীক্ষিত হন যে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া, ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন হয়। জান যে পঞ্জাবীরা কি প্রকার বলিষ্ঠ, শ্রমপটু ও দৃঢ়কায় বীর পুরুষ!

নি। তাহা ত পড়িয়াছি!

বি। বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা; দেবালয়, যাগ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজন সকলই মিথ্যা; জাতি মিথ্যা, সম্প্রদায় মিথ্যা; কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তসংযম দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধক কার্য্যই মনুষ্যের একমাত্র কার্য্য ও ধর্ম্ম। ঈশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ং"; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; কৃষ্ণ, বলরাম; মহম্মদ সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা; আত্মসংযম দ্বারা সেই ঈশ্বরে ভক্তি আমাদের কর্ত্তব্য, তজ্জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অনাবশ্যক;— সংক্ষেপতঃ ইহাই সেই মহাত্মা নানকের ধর্ম্ম।

নি। তবে ত তিনি খুবই বড় লোক!

বি। তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই না বলিয়া, গুটি দুই তিন মাত্র তাঁহার কার্য্যের কথা বলিলেই, তাঁহাকে অনেকটা বুঝিতে পারিবে; —একদিন কোন দেবালয়ে গিয়া, সেই দেবালয়স্থ দেবতার দিকে পা

করিয়া নানক নিদ্রা যান; তাহাতে দেবালয় ও দেবতার অপমান হইল জ্ঞান করিয়া সংকুচিত হৃদয় পাণ্ডারা তাঁহার বড়ই নিন্দা করে; তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উত্তর করেন যে, "ঈশ্বর সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপী মনুষ্যের যখন পদ আছে, তখন যখন যে দিকে সেই পা থাকিবে, সেই দিকেই প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতিই পা ফিরান হয়; সুতরাং নাচার।"

নি। বেশ ত দেখিতেছি; কথাটি শুনিতে যদিও খারাপ, কিন্তু কথাটি খাঁটি সত্য, সন্দেহ নাই।

বি। হিন্দুদের যেমন গাভী অভক্ষ্য ও অবধ্য; মুসলমানদের সেই প্রকার শূকর অভক্ষ্য ও অস্পর্শ্য; এখন একদিন হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, বলেন "প্রাণী মাত্রেই অভক্ষ্য ও অবধ্য; গাভীও প্রাণী, শূকরও প্রাণী।"

নি। সুন্দর মীমাংসাটি ত।

বি। আর একদিন ব্রাহ্মণরা কোন নদীতে স্নান করিয়া, সকলেই দক্ষিণমুখী হইয়া তর্পণ করিতেছেন দেখিয়া, নানক তথায় স্নানান্তর উত্তরমুখী হইয়া জল ছেঁচিতেছিলেন; ব্রাহ্মণরা ইহার কারণ সুধাইলে বলেন যে "উত্তর দিকে, তাঁহার ক্ষেত্র আছে, তথায় জল পাঠাইবার জন্যই, এই জল সেচন।"

"সে ক্ষেত্র ত বহুদূরে, এ জল তথায় যাইবে কেন?"

"তবে পরলোক গত পিতৃ পুরুষগণের পিপাসা শান্তির নিমিত্ত, তোমরা ইহলোক হইতে জল পাঠাও কেন?"

নি। হাঁসিও লাগে যে, কিন্তু কথা গুলি ঠিক।

বি। মহাত্মা নানকের নিকট হইতে আমরা জ্ঞানমূলক দৃঢ়কার্য্যকারিতা শিখিতে বাধ্য।—যাক, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, একই সময়ে, দেখিলে যে এই ভারতবর্ষেই দুই অবতারের জন্ম।

নি। বুঝিয়াছি, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

বি। "অবতার" জিনিষটি যে কি, তাহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বোঝাই;—অব, অর্থাৎ সর্ব্বোতোভাবেন, তীর্য্যন্তে অর্থাৎ শত্রবঃ অভিভূয়ন্তে, অনেন; যাঁহা দ্বারা শত্রুগণ সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হন,

তিনিই অবতার; অসংখ্য শত্রুগণের অসংখ্য দোষকে যে ব্যক্তি বিশেষের অসংখ্য গুণ, নৈতিক সমরে পরাজয় করে, তিনিই "অবতার" বলিয়া পুজ্য হন; তোমার পৌরাণিক মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার গণ নিরবাচ্ছন্ন কল্পনা মূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে! "অবতার" মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রত্যেক মনুষ্যের ন্যায়, "অবতার" ও দোষ গুণ বিশিষ্ট; "অবতার" বাহ্যিকাকারে ঠিক আমাদেরই মত, আভ্যন্তরিক আকারে ঠিক আমাদের বিপরীত,—গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগ আমাদের যে পরিমাণে অধিক; দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ "অবতার" গণের ঠিক সেই প্রকার অধিক। অমরা দোষের দাস, অবতার গুণের দাস; আমরা নানাপ্রকার অবস্থার দাস, অবতার সর্ব্বপ্রকার অবস্থার প্রভু; তাই মনুষ্য হইয়াই "অবতার"। এবং তাঁহার,——

"একোহি দোষ গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতেহন্দো কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

চন্দ্র কিরণে, চন্দ্রকলঙ্ক যে প্রকার অদৃশ্যবৎ হয়; গুণ সমূহ মধ্যে, "অবতারের" দোষ ও সেই প্রকার অদৃশ্যবৎ হয়; চৈতন্য——

নি। তাহা বুঝিলাম; চৈতন্যের ও তবে কোন না কোন দোষ ছিল!

বি। তাঁহার একটি ভ্রম দেখাইব, সেটি আমারমতেই ভ্রম; অন্যে হয় ত সেটিকে ভ্রম বলিবেন না; তবে মনের ধারণা নাকি স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল তাই বলি;—চৈতন্য সাকার উপাসক ছিলেন, তিনি নিরাকার উপাসক ছিলেন না; তিনি পৌরাণিক কৃষ্ণ, বিষ্ণু মানিতেন; অবশ্য তিনি মহাত্মা পুরুষ, নীচাত্মা পুরুষ ছিলেন না, সুতরাং যে মহৎভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া, তিনি স্বয়ং সাকার উপাসনা করিতেন, তাহা ভ্রম বলি না; ভ্রম তাঁহার উদ্দেশ্যে বা কার্য্যে নহে, ভ্রম তাঁহার দৃষ্টান্তে;—আমরা যে দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য বুঝি না, দৃষ্টান্তের অপব্যবহারই করি। জ্ঞানীর কার্য্যে জ্ঞানীর ভ্রম না থাকিলেও, জ্ঞানীর কার্য্যানুকরণে অজ্ঞানীর অনেক সময়ে দোষ ঘটিয়া থাকে।

নি। তাহা সত্য, আমরা ত আর উদ্দেশ্য বুঝি না।

বি। নানকের নিকট যে প্রকার জ্ঞানমুলক কার্য্যক্ষমতা শিক্ষা করা

কর্ত্তব্য, চৈতন্যের নিকট হইতেও সেই প্রকার ভক্তিমূলক কার্য্য দৃঢ়তা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাক;—তান্ত্রিকগণের প্রকাণ্ড জঘন্যতা; শাক্তগণের বৃহৎ অন্তঃসার শূন্যতা; ব্রাহ্মণগণের জাজ্বল্যমান অব্রাহ্মণত্ব ও ধর্ম্মের অধর্ম্মত্ব; বহুবিবাহ প্রচলনের নিষ্ঠুরতা, বিধবা বিবাহ অপ্রচলনের স্বার্থপরতা, অর্থাৎ নারীগণের উদ্যমশীল ও কার্য্যোৎপাদক ধর্ম্ম ক্রিয়া কলাপ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা; জাতিভেদের নীচতা; ইত্যাদি দেখিলেন এবং অনুভব করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন! চৈতন্য হৃদয়ে আঘাত পাইলেন! তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ঝনৎকারে বাজিয়া উঠিল! চক্ষুষ্মান হইয়া তিনি কেমন করিয়া চক্ষু মুদিয়া গৃহে বসিয়া থাকেন! দেখিলেন, চিন্তায় হইবে না, বক্তৃতায় হইবে না! কার্য্য চাই; সহৃদয়তার সহিত কার্য্য চাই; চিন্তাও চাই, কার্য্য মূলক চিন্তা চাই, চিন্তা মূলক চিন্তা চাই না; মস্তিষ্ক চিন্তা করিল, হৃদয় পরামর্শ দিল, মস্তিষ্কের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হইল; হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, কার্য্য বিনা কি সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়! সে ত আর আমাদের মত তৃণাগ্নি নহে, যে ধপ্ করিয়া যেই জ্বলিয়া উঠা সেই নিভিয়া যাওয়া। তিনি সেই অগ্নিতে দেশ পোড়াইবেন!

নি। চৈতন্য ত খুব বড় লোক!

বি। মহাত্মা চৈতন্যকে এখনও বুঝিতে পার নাই! আমিও তাঁহাকে কিছুই বুঝিতে পারিনাই! লোক মাহাত্ম্য বুঝাই যে একটা মহৎ গুণ!—ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বৃহৎ অধর্ম্মের জন্যই মানবাকারে পশু শ্রেণীর দল বদ্ধতা দেখিলেন! বুঝিলেন, মানব পশুকে মানব করা চাই! অধর্ম্মের জন্য অসৎ ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হইলে, ধর্ম্মের জন্য সৎ ব্যক্তিদিগকেও দলবদ্ধ হইতে হইবে! সৎ ব্যক্তির অভাবে, অসৎ ব্যক্তিগণকেই সৎ করিতে হইবে!—ধর্ম্ম কঞ্চুকধারী পাণ্ডিত্যাভিমানী তান্ত্রিক ও শাক্ত ব্রাহ্মণগণকে চরণে দলিত করিয়া, তাঁহার সেই হৃদয়ের মহাগ্নিতে তাহা আহুতি প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তে জাতিভেদ ও বামহস্তে শক্তিরূপিনী নারীগণকে গ্রহণ করিয়া, মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, এই অলোক পূর্ণ দেশকে বলিলেন;—"যদি মনুষ্য হও, যদি চক্ষু ও হৃদয় থাকে, হৃদয়ে হস্ত দিয়া, চক্ষুরুন্মীলনকরিয়া দেখ দেখি, আমার পদতলে

ও হস্তদ্বয়ে কি কি পদার্থ রহিয়াছে!” অমনি ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে.—কোথায় বা তোমার আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কাল্পনিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি!—অচক্ষু চক্ষু পাইলেন, হৃদয়হীন হৃদয়বান হইলেন, অলোক লোক হইলেন! তড়িৎবেগে, চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান লোক দিগের হৃদয় তন্ত্রীতে, মহাহৃদয়বান চৈতন্যের উক্ত বাক্য আঘাৎ করিল! হৃদয়ে হস্ত দিয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া “শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ং” মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, দলে দলে লোকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! স্বার্থশূন্য ও পরার্থপূর্ণ হইয়া, মহাত্মা চৈতন্য কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্যদৃষ্টান্ত দেখাইলেন। অসীম হৃদয়ের কার্য্য কি সীমাবদ্ধ গৃহে সম্পন্ন হইতে পারে! বর্ষীয়সী জননী, দ্বিতীয় পক্ষের যুবতীভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, স্বার্থপরতার মস্তকে পদাঘাৎ করিয়া, পর দুঃখ কাতরতা হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে মহাত্মা চৈতন্য সন্ন্যাসী হইলেন;——

“সদন্নে বা কদন্নেবা লোষ্ট্রেবা কাঞ্চনে তথা;
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।”

নি। চৈতন্য এত বড় লোক! পঁচিশ বৎসর বয়সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন!

বি। চৈতন্য কত বড় লোক ছিলেন, তাহা আর ও একটু দেখাই; “গুণাঃ পূজাস্থানং গুনিষু,” এই কথা আমরা মুখস্থ করিয়াই মরি, সময় মত তর্ক বিতর্কের সময় লাগাইয়া খুব আস্ফালন করি! কিন্তু চৈতন্য কি করিয়াছিলেন, জান? ধর্ম্ম ক্রিয়া কলাপের যে অংশ, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, চৈতন্যের মাহাত্ম্যে শ্রাদ্ধাদির সেই অংশ, যবন হরিদাসের প্রাপ্য হইয়াছিল!! যবন হরিদাসের মৃত্যুর পর, সেই শবদেহ স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া, চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন!——

“জন্ম হউক যথা তথা; কার্য্য হউক ভাল।”

নির্ম্মলে! এই বাক্য কেবলমাত্র মুখস্থ করার কাজ নহে!

নি। সত্য নাকি! যবনের এত মান্য!

বি। ধর্ম্মোন্মত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখন কখন সহস্র সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি-

গণকে নিজ ধর্ম্মে আনিয়া থাকে; কিন্তু চৈতন্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত লম্পট শিরোমণি জগাই মাধাই ব্রাহ্মণ পশু ভ্রাতাদ্বয়কে; উচ্চপদস্থ মুসলমান, (কাহার কাহার মতে ব্রাহ্মণ) কর্ম্মচারীদ্বয় রূপ ও সেই ভিক্ষুক সনাতনকে এবং পুরীরাজ প্রভৃতি রাজগণকে স্বীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে স্বীয় ধর্ম্ম স্থাপন করেন! ধর্ম্মের জন্য পশুকে মনুষ্য করিবার জন্য এমন উত্তেজনা, এমন কায়মনোবাক্যে যত্ন, এমন ত্যাগ স্বীকার, পৃথিবীর মধ্যে অড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে আর ঘটে নাই বলিলেই হয়। যে ধর্ম্ম পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা প্রভৃতির পক্ষে সমান, অর্থাৎ যাহা পদ সাপেক্ষ নহে, তাহা বৃহৎ ধর্ম্ম; যে ধর্ম্ম, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডালের পক্ষে সমান অর্থাৎ যাহা পদ ও জাতি সাপেক্ষ নহে, সে ধর্ম্ম বৃহত্তর; কিন্তু সেই ধর্ম্মই বৃহত্তম যাহা পণ্ডিত মূর্খের পক্ষে সমান, যাহা রাজা প্রজার মধ্যে সমান, যাহা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের পক্ষে সমান এবং যাহা স্ত্রীপুরুষের পক্ষেও সমান। এই বৃহত্তম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা শ্রীচৈতন্য দেব। এই বৃহত্তম ধর্ম্ম সাধনের জন্য, ইন্দ্রিয় দমন ও হৃদয়োন্নতি মূলক বৈষ্ণব অথবা বৈরাগ্য ধর্ম্ম, মহাত্মা চৈতন্যের দ্বারা পরিস্ফুট হয়; ইন্দ্রিয় দমন ও হৃদয়োন্নতি দ্বারা হরি সাধনা যে বৈরাগ্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; ইন্দ্রিয় উত্তেজন ও হৃদয়াবনতি দ্বারা নারীপূজনই এখন সেই বৈরাগ্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য! তাই পুনরায় উচ্চতা স্থানে নীচতা, পবিত্রতা স্থানে অপবিত্রতা, এবং মনুষ্যত্ব স্থানে পশুত্ব দেখা যাইতেছে!

নি। এই চারি শত মাত্র বৎসরের মধ্যেই সেই ধর্ম্ম এই রকম হইল!

বি। চারি শত বৎসরের মধ্যেই ঐ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; চারি দিনের মধ্যেই ঘটিয়াছিল বলিলেই হয়। চৈতন্যের বহুল শিষ্যের মধ্যে নিত্যানন্দ, খড়দহ নিবাসী গোস্বামীগণের; ও অদ্বৈতাচার্য্য, শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামীগণের আদি পুরুষ; মহাত্মা চৈতন্য, আচণ্ডাল সমস্ত জাতির নরনারীগণকে সমভাবে স্বীয় ধর্ম্মে গ্রহণ করেন বলিয়াছি; এই দুইটি ব্যাপারই তাঁহার ধর্ম্মের উচ্চতা ও উদারতা প্রকাশক। যে

কোন বিষয়ই হউক না কেন, প্রকৃত সৎব্যবহারেই তাহার গৌরব ও গুরুত্ব; অপ্রকৃত অসৎব্যবহারেই তাহার লাঘব ও লঘুত্ব; অর্থাৎ ব্যবহার ও অপব্যবহারই দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্বের কারণ; স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকগণের ব্যবহার, যে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে উদার ও উন্নত করে; তাহাদের অপব্যবহারই সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অনুদার ও নীচ করিয়াছে! নিত্যানন্দের কথা ধর; নিত্যানন্দের বহুল গুণ না থাকিলে, তিনি কখনই চৈতন্য কর্ত্তৃক আদৃত হইতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার যে একটি মাত্র দোষ, তাঁহার বহুল গুণকে নষ্ট করিয়াছিল, তাহাই বলি;—তিনি সংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বড়ই ভাল বাসিতেন! তাই তাঁহার দুইটি স্ত্রী! তাই——

"মদ্গুরু মৎস্যের ঝোল, তাহে রমণীর কোল;
বল ভাই মুখে সবে, হরি হরি বোল!"

ইহাই তাঁহার মত প্রকাশক বুলি ছিল!!

নি। সত্য নাকি! ছি! ছি! ছি!—ও কথা বলিয়াছিলে বটে!

বি। যে ধর্ম্মাভিমানী গোস্বামীগণের আদিপুরুষ এ প্রকার, তাহারা যে অর্থদাস ও ইন্দ্রিয়দাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাহারা যে ধর্ম্মকঞ্চুকাবৃত হইয়া, গোপনে মদ্য মাংসাসক্ত ও বেশ্যারত হইয়া ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি! তাহারা যে ভোগ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, অসংখ্য অজ্ঞ শিষ্যমণ্ডলীর নিকট হইতে বল প্রকাশে অর্থ সংগ্রহ করিবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি! এবং তাহারা যে শিষ্যগণকে অর্থোৎপাদক স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাকিবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি! যদি ইহা প্রতারণা ও অপহরণ না হয়, তবে যে উহা কি, বুঝি না!—মাতঃ ভারতভুমি! এ প্রকার গুরু হইতে রক্ষা কর মা!

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদেগুরৌ,
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর শৌচবৎ।"

যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভগবান ও জ্ঞানালোক দায়ক গুরুকে মনুষ্য বোধ

করে, তাহার শাস্ত্রাদি পঠন কুঞ্জর শৌচবৎ বৃথা! কিন্তু যে গোস্বামীগণের কথা বলিলাম, তাহারা যদি গুরু হয়, তবে লঘু কে?

নি। তাহা ত সত্যই! ছি! ইনিই "নিত্যানন্দ চাঁদ!"

বি। নিত্যানন্দের আরও একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না; পবিত্রতা যদি অনায়াস লভ্য না হয়, উচ্চতা যদি পবিত্রতা মুলক হয়, ইন্দ্রিয় দমন যদি উচ্চতা সাধক হয়; তবে নিত্যানন্দ এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন!—পাঁচ সিকা মাত্র খরচ করিলেই যে বৈষ্ণবী পাওয়া যায় ও বৈষ্ণব হওয়া যায়, সেই "ভেক" লওয়া প্রথা, এই ভোগ বিলাসরত নিত্যানন্দের সৃজন! এখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম নীচ হইয়া যে নীচতার নিম্নতম স্তরে পেঁৌছিয়াছে, নিত্যানন্দই তজ্জন্য দায়ী ধর্ম্ম কখনই অনায়াস লভ্য নহে। ভোগবিলাস দ্বারা ধর্ম্ম পাওয়া যায় না। মুখে "হরি" ও "গুরু সত্য" বলিলে ধর্ম্ম হয় না। এ প্রকার মৌখিক হরিবোল ও গুরু সত্য বোল প্রভৃতিতে কিছুতেই আস্থা হয় না, আস্থা হইতেই পারে না;—ঐ সকল মৌখিক বুলি রোগাক্রান্ত লোকের নিকট কেন মস্তক আনত করিব?—এই প্রকার মস্তক অবনত না করাকেও সম্প্রতি এক সাধু ব্যক্তি কটাক্ষে শ্লেষ ব্যবহার করিয়াছেন কেন, বুঝিতে পারি না। যদি কোনই সস্তা দ্রব্যের নানা অবস্থা হইয়া থাকে, তবে তাহা এই সস্তা বৈষ্ণব ধর্ম্মের।

নি। ইহা ত ভারি অন্যায়! খুব দুঃখের কথা বটে।

বি। তাই বলি;—

"মনে না বিবেক হলে, ভেক লৈলে, কেবল রে তোর বিড়ম্বনা;
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটা বাড়ী কিসে হবে সেই ভাবনা।
বাহিরের তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুলে না;
বাহিরের মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগির তরে, ভিক্ষা করে, বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।"

সেই ভোগ বিলাসাসক্ত নিত্যানন্দ "প্রভুই" উহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী; তাই এক সূক্ষ্মদর্শী স্পষ্টবক্তা বলিয়াছেন যে, 'হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দিবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেকা।"

নি। তাইত দেখিতেছি!

বি। সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন ;—

"সিংহক্ষুণ্ণ করীন্দ্রকুম্ভ বিগলৎ, রক্তাক্ত মুক্তাফলং।
কান্তারে বদরীভ্রমাদ্দ্রুতমগাদ্ভীল্লাস্যপত্নীমুদা ॥
পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্ল কঠিনং তৎবীক্ষ্য দূরে জহৎ।
অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ ॥"

কোন দুর্গমস্থানে, সিংহ ক্ষুণ্ণ করিকুম্ভ বিগলিত রক্তাক্ত গজমুক্তা পাইয়া ভীলপত্নী বদরীভ্রমে তাহা গ্রহণ করিল; কিন্তু অহো বুদ্ধি বিভ্রাট! সেই গজমুক্তা শ্বেতবর্ণ ও কঠিন দেখিয়া, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল।—অস্থানে পতিত হইলে অতি মহৎ ব্যক্তিরও এই দশা ঘটে!

নি। তাহত ঠিক কথা; শ্লোকটি কিন্তু খুব ভাল ;—

অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ।

বি। নির্মলে! দুরাত্মা শিরোমণি ও লম্পট চূড়ামণি জগাই মাধাই ব্রাহ্মণ পশু ভ্রাতা দ্বয়, দেহ, হৃদয় ও মস্তিষ্ক চৈতন্য চরণে উৎসর্গ করিল! চিন্তা করিলেও হয় না, কার্য্য করিলেও হয় না! কার্য্যমূলক কার্য্যচাই! সহানুভূতি চাই! অর্থকেই সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞান করার কার্য্য নহে! কায়-মনোবাক্যে প্রতাপান্বিত দুরাত্মাগণের চরণরেণু লেলাহন করার কার্য্য নহে! চৈতন্য ত আর রাজাবাহাদুর, মহারাজবাহাদুর প্রভৃতি বাহা-দুরীর জন্য কপট ধর্ম্মে উন্মত্ত হয়েন নাই। ব্যক্তিবিশেষকে স্বীয় ভবনে পানাহারে উন্মত্ত করাইয়া চতুর্ভুজ হইবার জন্যও কার্য্য করিতেন না! তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন কার্য্যের জন্য;—তাহার কার্য্যের জন্য, তোমার আমার কার্য্যের জন্য, দেশের কার্য্যের জন্য। চৈতন্য বৈষ্ণব হয়েন, ইন্দ্রিয় দমনের জন্য; এখন বৈষ্ণব হয় ইন্দ্রিয় ভজনের জন্য; বৈষ্ণব চৈতন্য সন্ন্যাসী, এখনকার বৈষ্ণব গৃহবাসী; চৈতন্য ত আর বাপে তাড়ান, মায়ে খেদান, ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়া বৈষ্ণব হয়েন নাই; তাঁহার হৃদয় তাহাকে সন্ন্যাসী করিয়াছিল! ঈশ্বর ভজনের জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরের ভজন কি প্রকার শুনিবে? তাঁহারই রচিত একটিমাত্র শ্লোক হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে ;—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

পদ দলিত তৃণের মত নীচ অর্থাৎ নম্র, তরুর মত কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া, অভিমান সকল ত্যাগ করিয়া হরির নাম কীর্ত্তন করিবে।

নি। তাহা সত্য কথা।

বি। কার্য্য কারণের প্রকৃত ফলভোগ, কখনই, তোমার চাটুবাদ ওকালতি সাপেক্ষ নহে। কার্য্যকারণ ধর্ম্মের মানদণ্ড, পদমর্য্যাদায় অন্ধ! মহাত্মা চৈতন্যই বলিয়াছেন!—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ব্যাভিচার মুলক! বৃহৎ ধর্ম্মে উদ্দীপ্ত হইয়া চৈতন্য বৈষ্ণব হন; বৃহৎ অধর্ম্মে আসক্ত হইয়া এখন বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হয়। যদি তুমি—

নি। তবে কি বৈষ্ণবীরা বেশ্যা, আর বৈষ্ণবরা—

বি। প্রায় তাহাই বটে। মুক্ত কণ্ঠে বলিব, শতমুখে বলিব, সাধারণতঃ, বৈষ্ণবরা প্রকৃত ভ্রষ্ট ও দুরাচারী, বৈষ্ণবীরা ভ্রষ্টা ও দুরাচারিনী। বৈষ্ণবীরা দ্বিচারিনী, ত্রিচারিনী, শতচারিনী—অথবা যত ইচ্ছা তত চারিনী এবং বৈষ্ণবরা দ্বিচারী, ত্রিচারী অথবা যত ইচ্ছা তত চারী! বৈষ্ণবরা এই প্রকার যথেচ্ছাচারী বলিয়াই, বৈষ্ণবীরাও ঐ প্রকার যথেচ্ছাচারিনী। প্রথমেই দেখিয়াছ, যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধর্ম্মমূলক ভিক্ষাবৃত্তিটিকে কি প্রকার ব্যবসায়ে দাঁড় করাইয়াছে। কত প্রকারে কত অর্থ উপার্জ্জনে আসক্ত হইয়া সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, কি প্রকার গৃহবাসী বৈষ্ণব হইয়াছে! তাহা ত হবেই; এক একটা বৈষ্ণবকে যে অনেক বৈষ্ণবী পুষিতে হয়; সুতরাং কৌলিন্য প্রথার ন্যায় পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে; আবার এক একটি বৈষ্ণবীকে ও একাধিক বৈষ্ণব পুষিতে হয়; সুতরাং দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ন্যায়, অথবা তিব্বত দেশীয় বিবাহ পদ্ধতির ন্যায়, এক স্ত্রীরও একাধিক স্বামী থাকে; তবে বহু স্বামীত্ব অপেক্ষা বহু পত্নীত্বই অধিক; ফলতঃ বহু স্বামীত্ব ও বহু পত্নীত্ব এই উভয় পশুত্বই এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্ম্ম!

নি। দেখিয়া শুনিয়া তাহাই বোধ হয় বটে!

বি। ফলতঃ বৈষ্ণব ছাড়া বৈষ্ণবী এবং বৈষ্ণবী ছাড়া বৈষ্ণব নাই, তাহা হইতেই পারে না। বস্তুও তাহার ছায়ার ন্যায়, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী অবিছিন্ন।—অথচ ঐ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, চৈতন্য, যুবতী স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করেন! নরনারী স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মান্দোলন করিবে, চৈতন্যের এই উচ্চভাবে, নিত্যানন্দ প্রভু, অধীনতা সংযুক্ত করিয়া নীচ করিয়া ফেলিয়াছেন!—তাই পুনরায় বলি;———

"অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ!"

নি। তাই বটে!—ভারি দুঃখের কথা!

বি। সেই সুবিখ্যাত যবন হরিদাস ভিন্ন, চৈতন্যের আরও এক শিষ্যের নাম হরিদাস ছিল; এই হরিদাস, একদা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, ভিক্ষাছলে কোন রমণীর নিকট গমন করিলে, চৈতন্য বুঝিতে পারিয়া, যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন! আর সেই চৈতন্য শিষ্যগণ এখন;—-

নি। শুনিয়া শুনিয়া আমি যে আশ্চর্য্য হইলাম!

বি। অদ্ভুত ঘটনা!—যাক, কর্ত্তাভজা নামক, এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখা আছে; তাহাতে মহাত্মা চৈতন্যের মহদুদ্দেশ্য লুক্কায়িত অথচ অতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে;———

"মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা; তবে হয় কর্ত্তাভজা।"

নি। কর্ত্তাভজা ঐ রকম। তাহা ত জানিতাম না!—নিত্যানন্দ যাহা বলেন তাহা ত ঠিক উহার উল্টা।—

বি। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী প্রধান নবদ্বীপে, চৈতন্যের জন্মস্থানে, চৈতন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, যে কত প্রকারের কত মহাপাপ প্রত্যহ সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভ্রূণহত্যা, ও প্রতারণা নবদ্বীপে দেখিতে পাইবে! অর্থের জন্য সেখানে সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে! যত প্রকারের ভণ্ডামি ধারণা করিতে পার, ততোধিক প্রকারের ভণ্ডামী তথায় অহর্নিশি চলিতেছে! ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, লোক যে এত প্রকার অধর্ম্ম কার্য্য করিতে পারে; তাহা

পূর্ব্বে জানিতাম না! ধর্ম্মাচরণে এ প্রকারে অনাশক্তি, ও অধর্ম্মাচরণে এ প্রকার আসক্তি, চক্ষে দেখিলেও যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না! চৈতন্যের প্রতি যদি লোকের কোনই ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে, কখনই তাঁহার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লোকে এ প্রকার কার্য্য করিত না, এ প্রকার কার্য্যে প্রশ্রয় দিত না! যাহারা ঐ সকল কার্য্য করে, যাহারা ঐ সকল কার্য্যে প্রশ্রয় দেয়, তাঁহারা যতই কেন মুখে হরিনাম করুক না, যতই কেন ধর্ম্মের ভান করিয়া উন্মত্ত হউক না, যতই কেন তিলক ফোঁটা কাটুক না; আমি তাহাদিগকে "হিন্দু" বলিব না, ম্লেচ্ছই বলিব! মনুষ্য বলিব না, পশুই বলিব। বৈষ্ণব গ্রন্থে বৈষ্ণবের লক্ষণ শুন;——

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য সার মন,
নির্দ্দোষ, বদান্য, শুচি, মৃদু অকিঞ্চন;
মিতভুক, অপ্রমত্ত, আনন্দ, অমানী,
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।"

কার্য্যই ধর্ম্মের পরিচায়ক: বাক্য ধর্ম্মের পরিচারক নহে। তাই পুনরায় বলি;—

"অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ!"

নি। বলি, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি হয়, তা পুলিসে ধরে না কেন?

বি। সে অনেক কথার কথা, এখন জানিয়া রাখ যে, সে সকল গোপন ভাবে হয়। যত প্রকার অধর্ম্মাচরণ আছে, সে সমস্তই তুমি করিয়া, ধর্ম্ম কঞ্চুকাবৃত হইয়া মিথ্যাকথার ঝুড়ি মস্তকে বহন করিয়া, ঢাক বাজাইয়া বল তুমি "হিন্দু;" হিন্দুধর্ম্মও হিন্দু সমাজ তোমাকে মস্তকে ধারণ করিবে! মিথ্যা কথা, প্রতারণা কপটতা ও কাপুরুষতাই এখন "হিন্দু" ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ! "হিন্দু ধর্ম্ম" যেন এখন "হজমী গুলি" হইয়াছে! যাহারা হয়কে নয়, ও নয়কে হয়, করিতে চায়, তাহারা মহাভ্রান্ত! সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য কয়া, কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে।——অহো হিন্দুগণ! ধর্ম্মের নামে, অধর্ম্মেরই জয় পতাকা উড়াইতেছ। ধাপ রাজার পাপ রাজ্যে উলটা কথায় মাপ করিতেছ! মর্কট বৈরাগ্যেরই প্রশ্রয় দিতেছ! আন্তরিক মহাপাপী গণের মৌখিক বাক্যকে উপদেশ বলিয়া

গ্রহণ করিতেছ! একবার চক্ষু মুদিত করিয়া হৃদয়ে হস্ত দিয়া ভাব দেখি। মনুষ্যের অধঃপতন কি এতই সম্ভব। যে জাতির শোনিত এপ্রকার দূষিত তাহার উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব!—

"মন না হলে সোজা, ধার্ম্মিক সাজা, কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা;
ধার্ম্মিকের সজ্জা ধরে, নৃত্য করে, করছো ধর্ম্মের আলোচনা;
তুমি যে আপন কাযে, বেঠিক নিজে, পরকে কি বোঝাও বল না?
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বোঝাও, নিজে কেন তা বোঝ না!
নিজে না বুঝলে পরে, অন্যপরে, বুঝবে কেন? তা ভাবনা!
কাঙ্গাল কয়, যুক্তিধর, ভাল কর, ভাল হওরে সর্ব্বজনা;
নিজে না হলে ভাল, পরকে ভাল, কর্ব্বে ভাল? তা হবে না।"

চৈতন্যের প্রকৃত চৈতন্য ছিল বলিয়াই, তখন তাঁহার শিষ্য বৃন্দেরও চৈতন্য ছিল, কিন্তু হায়! এখন সেই চৈতন্য শিষ্যরা প্রকৃত চৈতন্য বিহীন,—অচৈতন্য! চৈতন্যের বৈরাগ্য যে এখন মর্কট বৈরাগ্যে পরিণত তাহা বোধ করি এক প্রকার বুঝিলে।

নি। তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু এখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম খারাপ লোকের হাতে পড়িয়াই খারাপ হইল! ভারি দুঃখের বিষয়।

বি। ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, সেই ব্যক্তির তিরোধানের পর অক্ষুণ্ণ বাজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ ঠিক তাঁহার খোঁটের খোঁট লোক মিলে না, তাই সেই ধর্ম্মের ক্রমশঃই অধোগতি হয়; বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্ম ও এই জন্য অধোগত এবং এই জন্যই ক্ষীণ। হিন্দু ধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে, উহা ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা প্রবর্ত্তিত, তাই হিন্দুধর্ম্ম অধোগত হইয়া ও ক্ষীণ নহে। আর একটি,—

নি। বেশ কথা বলিয়াছ।

বি। আরও একটি কারণ বলি; গোঁড়ামী অর্থাৎ ক্রোধ, ঘৃণা এবং অজ্ঞতার সমষ্টি; ধর্ম্মকে মাটী করিয়া ফেলে। প্রকৃত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গোঁড়া নহে, কারণ তাঁহার ক্রোধ, ঘৃণা ও অজ্ঞতা থাকে না। চৈতন্যের মৃত্যুর পর হইতেই ঠিক তাঁহার সমকক্ষ লোকের অবর্ত্তমান বশতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাহাতে বিলক্ষণ গোঁড়ামী

সংযুক্ত হইয়াছিল ; চৈতন্য কলসির কাণার আঘাৎ খাইয়াও যেখানে তিনি স্বয়ং অমায়িকতার এক শেষ কার্য দেখাইয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর ১৫। ১৬ বৎসর পরেই চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ;

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে,
তবে লাথি মার তার শিরের উপরে।"

লিখিয়া গোঁড়ামীর এক শেষ দেখাইয়াছেন !

নি। সত্য নাকি ! ছি ! ছি !

বি। পড়িয়া দেখিও, দেখিতে পাইবে।—যাক ; গোঁড়ামী যে কত অনিষ্টের মূল, তাহা আরও ভাল করিয়া দেখাই : গল্পই হউক, আর যাহাই হউক, যে একটি অত্যদ্ভুৎ ব্যাপার দেড় শত বৎসর হইল, এই স্থানেই ঘটিয়া ছিল তাহাই বলি ;—নবদ্বীপের রাজারা পুরুষানুক্রমে বামা-চারী শাক্ত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব, হইতেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হয় ; তাহার কারণ, যে শাক্তেরা চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাঁহাকে "স্বয়ং ঈশ্বর" বলিয়া স্বীকার করেন না, বৈষ্ণবরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাকে "ঈশ্বর" বলিয়া স্বীকার করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ঐ ঝগড়া গড়াইয়া যাইবার উপক্রম হইলে, রাজাকে এক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, কৌশল, গোঁড়ারই শেষ অবলম্বনীয় !—"করলিপি কাহাকে বলে জান" ?

নি। কৈ, না ! সে আবার কি রকম ?

বি। তন্ত্রে মন্ত্রে মজবুদ্ একটি লোকের নিকট একটি অজ্ঞ শিশু মাটিতে হাত রাখিয়া বসিয়া থাকে, পরে ক্রমাগত মন্ত্র উচ্চারিত হইতে হইতে বালকটির হাত দিয়া লেখা বাহির হয়, যে লেখা পড়া মোটেই জানে না, সে লিখিয়া ফেলে, কতকটা সেই প্লেনচীট, পরিষ্কার প্রতারণা যন্ত্রের মত আর কি !

নি। সত্য নাকি ! মন্ত্রেতেই অমনি দিব্বি লেখা বাহির হয় !

বি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ত করলিপি করুন, তাহা হইতে যে ভাষা বাহির হয়, তাহা আবার বাঙ্গালা নহে, সংস্কৃত ; আবার সংস্কৃত গদ্যও নহে, দিব্বি একটি শ্লোক ! তাহা এই ;—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ।"

—গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্তমাত্র; তিনি পূর্ণ ঈশ্বরও নহেন, ঈশ্বরের অংশও নহেন! শাক্তেরা জয়ঢক্কা বাজান, বৈষ্ণবেরা মণিহারা ফণীর মত বেড়ান!

নি। ভাল বটে।

বি। এখন চৈতন্যশিষ্য সেই অদ্বৈতচাঁদের বংশোদ্ভব শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয় গণের তাহা সহ্য হইবে কেন? শান্তিপুরের এক শাস্ত্রজ্ঞ গোস্বামী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ শ্লোকটি ঠিক, কিন্তু আপনার সভাসদেরা উহার প্রকৃত অর্থ করিতে পারেন নাই; উহার প্রকৃত অর্থ এই:—গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তোন অপিচ পূর্ণঃ; অংশকোচন। গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্ত নহেন, তিনিই পূর্ণই, তিনি অংশও নহেন!"—সেই যে তোমাকে একদিন বলিয়াছি যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা দোমুখো ছুরি, ঐ শ্লোকটিও তাহাই!

নি। তাইত দেখিতেছি! খুব বাহাদুরী বটে!

বি। নবদ্বীপাধিপতী কৃষ্ণচন্দ্র যখন শাক্তই থাকিলেন, তখন তাঁহার প্রজারা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানিবে কেন? রাজধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় কেমন করিয়া? সেই জন্যই নদীয়াতে উচ্চ শ্রেণীর লোক যত শাক্ত, নীচ শ্রেণীর লোক তত বৈষ্ণব; তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখন নীচ জাতি দ্বারাই পরিপুষ্ট! তাহাতে আবার ভেক! ভুলিওনা যে,—

"অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ।"

নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ত বেশ কৌশল খেলিয়াছিলেন।

বি। কৃষ্ণচন্দ্রের আরও একটি তবে কার্য্য কৌশল বলি, যদ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম আরও বিশেষ আঘাৎ প্রাপ্ত হয়; এখানে এখনও যে জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁক দেখ, তাহা ঐ রাজার একটি সৃষ্টি! করলিপির দ্বিতীয় অর্থে কর্ণপাত না করিয়া, যাহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম আরও দ্বিগুণ মহিমান্বিত হয় ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গলঃধাক্কান্বিত হয়, তজ্জন্যই ঐ পূজার সৃষ্টি! তেত্রিশ কোটি দেবতা সত্বেও হিন্দু ধর্ম্মের মন উঠে না!—আরও একটি কথা বলি, যাহা এখন না বলিলেও চলিত; কেহ কেহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা না করিয়া সুখী হন না; তাহা যাউক;

তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন সত্য, বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ছিলেন সত্য, আরও কত কি ছিলেন তাহাও সত্য! কিন্তু সেই প্রত্যেক সত্যের মূলে এক স্থির সিদ্ধান্ত কৌশল ছিল, এক অতি আশ্চর্য্য স্বার্থাভিসন্ধি ছিল, রাজা নিজের নাম জাহির করিতেই ব্যস্ত ছিলেন; নিজের নাম জাহির করিতে একদিকে বিদ্যোৎসাহাদি দ্বারা যেমন বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে আবার বিধবা বিবাহাদি ব্যাপারে, ততোধিক দ্বেষ ও ঈর্ষা বাহির হইয়া পড়ে; ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, যেমন একদিকে খাল কাটিয়া কুমির আনিয়া বঙ্গ ইতিহাসে অমর নেমকহারাম নাম লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার :—

"রাজ্য অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য, যা করেন গঙ্গা গোবিন্দ"

লিখিয়া, গঙ্গাগোবিন্দের চরণে যথেষ্ট তৈলার্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন; এক এই রাজার দোষেই রাজ্যনষ্ট হইল, আর এই রাজবংশের দশা আজ ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন!

নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এমন লোক ছিলেন!

বি। এখন একটি দুঃখ প্রকাশক সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা, আদি-মধুর-পরিণাম-বিষ চৈতন্য ধর্ম্ম শেষ করি :—

"ছেদশ্চন্দন চূত চম্পক বনে রক্ষা চ শাকেটকে
হিংসা হংস ময়ূর কোকিল কুলে, কাকেচ নিত্যাদরঃ॥
মাতঙ্গ তুরগে খরে চ সমতা কর্পূর কার্পাসয়োঃ।
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ"॥

—যে দেশে চন্দন চূত ও চম্পক বৃক্ষ ছেদন করিয়া, সজিনা বৃক্ষ রক্ষিত হয়; হংস, ময়ূর, কোকিল কুল বিনষ্ট করিয়া, কাক আদৃত হয়; মাতঙ্গ ও অশ্ব দিয়া গর্দ্দভ ক্রীত হয়; কর্পূর কার্পাস সমতুল্য হয়; এবং গুণিগণের প্রতি অবিচার হয়;—সে দেশের চরণে নমস্কার!

নি। বেশ শ্লোকটি বটে!—খুব দুঃখের কথা!

বি। যাক;—চৈতন্যের দিব্যভাবাপন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্ম এখন দানবভাবাপন্ন! কিন্তু দোষ সংকুল দানবের যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা অবশ্য ধর্ত্তব্য; তাই বৈষ্ণবদের দুই একটি গুণের কথা এইবার বলিব;—বাড়ীতে

কাহারও কোন অসুখ হইলে, বোধ করি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ও অন্যান্য ভিখারীকে বলিয়া থাক, যে—"বাড়ীতে অসুখ আছে, ভিক্ষা পাইবে না, ফিরিতে হইবে।"

নি। তাহা ত বলি; কেহ কেহ ত ফিরিয়াও যায় দেখিয়াছি।

বি। তবেই ধর, সেটিও একটি গুণের কথা; যদিও অন্যান্য ভিক্ষুকরা প্রায়ই বিড় বিড় করিতে করিতে বিরস বদনেই ফিরিয়া যায়; বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা প্রায়ই কিন্তু দেখিয়াছি, বেশ ভাল ভাবেই ফিরিয়া যায়। গৃহস্থকে জ্বালাতন না করিয়া, তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হওয়াই, তাহাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল!

নি। সে উদ্দেশ্যটি খুব ভাল বটে!

বি। বৈষ্ণবদের বাড়ী ঘর, আখড়া, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদাই ঝরঝর করে; আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা নিজেও যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু। বৈষ্ণবীরা তোমাদের মত অলংকার ও নানাবর্ণের সূক্ষ্ম ও পাছা পেড়ে বস্ত্রপ্রিয় নহে, পরিচ্ছদ যতদূর সামান্য হইতে পারে, অথচ কেমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন! বৈষ্ণবরাও সেই প্রকার।

নি। এ কথা মানি।

বি। বৈষ্ণবদের মহোৎসব অতি সুন্দর! দুই চারি শত বৈষ্ণবকে খাওয়াইবে, অথচ যেন টুঁ শব্দ হয় না! এক একজন বৈষ্ণব, এক মিনিটের মধ্যে এক শত লোককে একটি ব্যঞ্জন পরিবেশন করিবে, অথচ সকলেই ঠিক সমান পাইবে! আর আমরা যদি পঞ্চাশ জনকে খাওয়াই, আধক্রোশ পর্য্যন্ত রোল উঠিবে!—আর তাহারা আমাদের, বিশেষতঃ ফলারে ব্রাহ্মণদের মত, খাইতে খাইতে পাতা হইতে খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া লইয়া, দুই চারি দিনের মত পুঁজি করিয়াও লয় না, পরের ভাতে পেটও নষ্ট করে না।

নি। হাঁ ওটি কিন্তু খুব ভাল।

বি। আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর সমান স্বাধীনতা; প্রত্যেকেই স্বেচ্ছামত বিচরণাদি করে, অথচ সেই স্বেচ্ছাচারে, সাধারণ সভ্য ইউরোপের মত, যথা তথা, যখন তখন, যথেচ্ছাচারীতা প্রায়ই থাকে না।—উহারা

আমাদের অপেক্ষা নম্র, শিষ্ট ও সরল; আমাদের মত উহারা নিন্দুক ও কলহ প্রিয় এবং হিংসা পরতন্ত্র নহে।

নি। সত্য নাকি! তাহাও ত খুব ভাল!

বি। আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা, যাহাকে প্রকৃত সুস্থকায় ও পরিণত শরীর বলে, তাহাই। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী রোগা দেখিয়াছি কি না, স্মরণই হয় না। ম্যালেরিয়া উহাদের মধ্যে অধিকার বিস্তৃত করিতে পারে না; উদরাময়, আমাশয়; কফ, কাশ উহাদের মধ্যে বোধ করি দেখি নাই। ইহার এক অতি প্রধান কারণ এই যে, উহারা স্বভাবের উপরই নির্ভর করিয়া অভাব বৰ্দ্ধিত করে না। খুব খাটে খোটে, খুব পরিশ্রম করে; চাকর চাকরাণীর কোনই ধার ধারে না। আত্ম নির্ভর বেশ বোঝে, বুঝিয়া কার্য্য করে। অবশ্য এক প্রকার "ব্রকদ বাবাজী" আছেন, তাঁহারা পরিশ্রমে বড়ই নারাজ, আট দশ মন মৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্থাণু! সে সম্প্রদায়ের কথা অবশ্য বলিলাম না।

নি। ঠিক কথা বলিয়াছ, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, কৈ রোগা ত দেখা যায় না। আর রোগা হবেই বা কেন? কোনই ভাবনা চিন্তা নাই, হরি বলিলেই কাঁড়া চাউল মিলে।

বি। এই বার বৈষ্ণবগণের, একটি উদারতা ও উচ্চ হৃদয়ের কার্য্যের কথা বলিব, যাহা তোমার "উদার হিন্দুধর্ম্ম"গ্রস্ত লোকের মধ্যে নাই এবং যাহার প্রচলনে, তোমার "উদার হিন্দুধর্ম্ম" কেবল তীব্র প্রতিবাদ করিতেই মজবুত!—তুমি জান বোধ করি যে, "হিন্দু" পরিবারের সধবা ও বিধবাগণ, বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ বিধবাগণই, কত সময়ে ব্যভিচারিণী ও গর্ভবতী হইয়া থাকে! কত উপদ্রব, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়! মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সত্ত্বেও কত সময়ে তাহারা "হিন্দুগণ" দ্বারা "হিন্দু সমাজ" হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, পড়ে! কত সময়ে, "হিন্দুগণ", তাহাদিগকে কলে কৌশলে, ছলে বলে, এবং অন্ততঃ বিষ খাওয়াইয়াও মারিয়া ফেলে! কত সময়ে তাহারা নিজে নিজেই আফিঙ্গ খাইয়া অথবা বিষপান করিয়া "হিন্দু" সমাজের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করে!

নি। তাহা ত কত দেখিয়াছি, কত শুনিয়াছি! আহা! সে বার ত———দের বৌকে, একশ টাকা দিয়া, তাহার ভাসুর সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কাশী রাখিয়া আসিল! আহা! তার মেয়েটিরই বা কি কষ্ট! এক বৎসর বয়সের সময় বাপ মরিয়াছে! এখন মা থাকিয়াও না থাকা! মরারও অধম!

বি। মেয়েটির বয়সও ত বোধ করি নিতান্ত কমও নয়!

নি। আহা বয়স আবার কম! এইবার বোধ করি চৌদ্দ বৎসরেই পড়িবে! আর বিবাহেরও ত কম গোল নয়! সে যেন এখন সকলের চক্ষুশূল। আহা! তাহারই বা কপালে কি এখন কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে! আহা! তাহার ত কোনই দোষ নাই!

বি। তুমি অজ্ঞ, এবং দুই একটি মাত্র ঐ প্রকার ঘটনা দেখিয়াছ কি না, তাই এত দুঃখ করিতেছ! বিজ্ঞ হিন্দুগণের কিন্তু উহা অজস্র দেখিয়া দেখিয়া, এ প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে, যে দুঃখের জন্মস্থানটি পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে! অপরন্তু বিজ্ঞ হিন্দুগণের উহা দেখিয়া দেখিয়া, অভ্যাস এ প্রকার পাকিয়া গিয়াছে, যে ও প্রকার ঘটনা না দেখিলে, আর তাহাদের ভাত জীর্ণ হয় না!—যাক; উপদ্রব নাশক ইংরেজ শাসনে, জনশূন্য স্থান জনপূর্ণ করিতে, যে প্রকার নরঘাতকগণ নরঘাতক স্বীকৃত হইয়া, দ্বীপান্তরিত হয়; নারী-নাশক হিন্দু শাসনে, ধর্ম্ম পূর্ণ স্থান ধর্ম্ম শূন্য করিতে, সেই প্রকার নর প্রতারিত নারীগণ কুল-কলঙ্কিনী বলিয়া সমাজান্তরিত হয়!—রাজা রামমোহন রায়, তুমি থাকিলে সমাজে ও "রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য" প্রমাণটি দ্বারাও নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে!—বৈষ্ণব ধর্ম্ম এ প্রকার অসহায়া হতভাগিনীদের সহায়; বৈষ্ণবগণ এ প্রকার আশ্রয় হীনাদের আশ্রয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবগণ, এই সকল অবলাগণকে ঘৃণা করা দূরে থাক, আলিঙ্গনই করিয়া থাকেন।

নি। তাইত! সে পক্ষে বৈষ্ণবরা খুব ভালই সত্য!—র ভগিনীকে দেখিয়াছ ত, সে অতি ভাল মানুষ, স্বভাব চরিত্র, সবই বেশ ভাল। চৌদ্দ পনর বৎসর বিধবা হইয়াছে, কেহই কিছু করিতে পারে নাই।

কিন্তু কেমন গ্রহের ঘটনা,—চাটুর্য্যে লাগিয়া পড়িয়া তার মাথা খাইল! চাটুর্য্যে পুরুষ মানুষ কি না, তাই এখন বুক ফুলাইয়া কেমন গায়ে বাতাস লাগাইয়া বেড়াইতেছে!—র কুটুম্বরা তাহাকে লইয়া কত ঠেলাঠেলি করিল! সে মনের ঘৃণায় ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হইয়াছে। বৈষ্ণব ঠাকুরটি মরিয়াগিয়াছে, এখন কিন্তু সে খুবই ভাল আছে। আমাদের বাড়ী প্রায়ই আইসে, দিদি তাহাকে খুব ভাল বাসেন।—হঁা, রাজা রামমোহন কি করিয়াছিলেন?

বি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই জান, যে সহমরন প্রথা উঠিয়া যায়। তিনি সহমরনের বিরুদ্ধে যত তীব্র প্রতিবাদ করেন, তাহার মধ্যে একটি প্রধান প্রতিবাদ এই যে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে, ধর্ম্ম বল, আইন বল, সর্ব্ব বিষয়েই একমাত্র পুরুষের মতই প্রবল, সহধর্ম্মিনীর মত কিছুতেই নাই!

নি। তিনি ত তবে ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন!

বি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে উহা অকাট্য সত্য হইলেও, একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্রাহ্ম কিছু দিন হইল "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া ঐ অকাট্য মত সম্বন্ধেই, উক্ত মহাত্মা রাজার প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া, যেন কতকটা ধান ভানতে শিবের পালা গাইয়া ফেলেন! এই ব্রাহ্ম বক্তা বলেন যে;— "পুরুষের প্রাবল্য হেতু" এই প্রয়োগে বিশেষ রস আছে। এই প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহন রায় স্ত্রীজাতীর যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধ হয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহে। এই স্থানে রামমোহন রায় তাঁহার বরাঙ্গিনী মোয়াক্কেলদের জন্য যেরূপ লাগিয়াছেন, এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না"।—"ন জনস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" ইহাই বিজ্ঞতা!

নি। তাই ত! উহা ত ভারি দুঃখের কথা!

বি। অথবা "হক্ কথায় আহাম্মুখ বেজার" জান ত? যাক;— ভিক্ষুকগণ যে "অতিৎ" অর্থাৎ অতিথি বলিয়া পরিচয় দেয়, সে অতিথ কাহাকে বলে দেখ;—অততি, গচ্ছতি, ন তিষ্টতি; অর্থাৎ যিনি কোনই স্থানে স্থির নহেন; যিনি একস্থান হইতে স্থানান্তরে ক্রমাগত ধর্ম্মার্থে

পরিভ্রমণ করেন; ইহাই আভিধানিক অর্থ; আবার শাস্ত্রার্থ দেখ;—

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রং নচস্থিতিঃ
অকস্মাৎ গৃহ মায়াতি, সোঽতিথি প্রোচ্যতে বুধৈঃ।"

যাহার নাম গোত্র ও বাড়ী সকলই অজ্ঞাত; যিনি অমনি হঠাৎ গৃহস্থের বাড়ী আইসেন, তিনিই অতিথি। আবার;

"অতিথির্যস্য ভগ্নাংশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে,
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা, পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

ভগ্নমনোরথ হইয়া, অতিথি গৃহীর গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময়, তিনি নিজের পাপ গৃহীকে দিয়া গৃহীর পুণ্য লইয়া চলিয়া যান!—

নি। অতিথি এমন।

বি। শাস্ত্রানুসারে অতিথি এই প্রকারই; কিন্তু সেই অতিথি তোমার ঐ সকল বৈষ্ণবও নয়, বাবাজীও নয়, ফকিরও নয়! তিনি শাক্যমুনির মত, তিনি রামানন্দ, কবীর ও চৈতন্যের মত লোক। অতিথি স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয় পর নহে, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয় পর ব্যক্তি অতিথি নহে; দেশের জন্য, মনুষ্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যিনি সন্ন্যাসী হন, তিনিই সে অতিথি।

নি। তাহা ত বটেই! অতিথি তবে খুব বড় লোক।

বি। আমি "অতিথি"র আর একটি অর্থ করিতে ইচ্ছা করি; যাঁহার সৎকার করিতে কোনই "তিথি" নক্ষত্র দেখিবার আবশ্যক করে না। আমরা নাকি আমাদের সকল কাজেই সর্ব্বাগ্রেই তিথি নক্ষত্র দেখি; কিন্তু যাঁহার সৎকার বিষয়ে সময় অসময়; অমাবস্যা; শুক্রবার; সুবিধা অসুবিধা; দেখিব না, তিনিই অতিথি। শাক্যমুনি বা চৈতন্যের মত লোক তোমার বাড়ী অতিথি হইবেন, সে ত তোমার মহা সৌভাগ্যের বিষয়! তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আবার "তিথি" নক্ষত্র দেখিবার আবশ্যক কি? তাই "অ-তিথি" যাঁহার অভ্যর্থনার জন্য "তিথি" নাই।

নি। বেশ মানেটিত করিলে দেখিতেছি!

বি। যাক;—বৈষ্ণব চৈতন্য, হিমালয় সদৃশ বিশাল ও গুরু হইলে, আধুনিক বৈষ্ণব নিশ্চয়ই তৃণের মত ক্ষুদ্র ও লঘু; তাই এই সকল ভিখারী বৈষ্ণবগণ "তৃণাপেক্ষা লঘুতর।"

নি। তৃণ অপেক্ষা লঘু কি রকম?

বি। একমুষ্টি তৃণ ও এক মুষ্টি ধুলি লও, ওজন করিলে কোনটি লঘুতর হইবে?

নি। তৃণই অবশ্য লঘুতর হইবে!

বি। একমুষ্টি ধুলি ও একমুষ্টি প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কোনটি লঘুতর?

নি। ধুলিই লঘুতর।

বি। তবেই দেখ, একই পরিমাণের তিনটি দ্রব্য তৃণ, ধুলি ও প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে, প্রস্তর সর্ব্বাপেক্ষা গুরু এবং তৃণ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইল; বাহ্যিকাকারে সকল মনুষ্যই সমান, কিন্তু কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা অনুসারেই এক জন, অন্য এক জন অপেক্ষা গুরুতর হন। অথবা একজন দেব, একজন দানব হন! কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা অনুসারে চৈতন্য হিমালয় সদৃশ হইলে, অকার্য্য কারিতা ও অপকারিতা অনুসারে, আধুনিক ভিখারীগণ তৃণসদৃশ! গুরু, লঘু; উচ্চ, নীচ; হয় কার্য্যে,— মুখে হয় না।

নি। বেশ বুঝিয়াছি!

বি। আবারও দেখ, যে বস্তু সহজেই পাওয়া যায়, যাহা দুর্লভ নহে, সুলভ; যে ব্যক্তি তাহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দেয়, সে কি প্রকার লোক?

নি। সে অতি বোকা, নির্ব্বোধ।

বি। তুমিই বলিয়াছ যে, এক মুষ্টি মাত্র চাউলের জন্য ভিক্ষুকরা প্রায় ১৫ মিনিট বসিয়াছিল। তাহারা সামান্য মাত্র কায়িক পরিশ্রম করিলে ঘণ্টায় গড়ে এক আনা পয়সা বেশ উপার্জ্জন করিতে পারে সুতরাং ১৫ মিনিটে অন্ততঃ একটি পয়সাও উপার্জ্জন হয়; এক মুষ্টি চাউলের ওজন আধ ছটাক হইলে, তাহার মুল্য বড় জোর আধ সিকি পয়সা মাত্র! এই অর্দ্ধসিকি পয়সার জন্য তাহারা অনায়াসে আহ্লাদের সহিত এক পয়সার পরিশ্রম নষ্ট করে! তাহারা সুতরাং অষ্টগুণ নির্ব্বোধ।

নি। তাহা ত সত্যই।

বি। যে সক্ষম ব্যক্তিরা নিজের শরীর ধারণার্থ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজে উপার্জ্জন না করিয়া, অন্যের উপার্জ্জিত সেই দ্রব্য তাঁহার অনিচ্ছায় ও বল প্রকাশে গ্রহণ করিয়া, অধর্ম্মাচরণের জন্যই জীবন ধারণ করে, সে যদি পাপী হয়; ভিক্ষুকরাও পাপী!

নি। বেশ কথা! সত্যই ত।

বি। এ প্রকার নির্ব্বোধ ও পাপী ভিক্ষুকগণ, তাহাদের সন্তানগণকেও অতি শিশু কাল হইতেই, ঐ দারুণ পাপ ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা দেয়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

নি। ঠিক কথা।

বি। হিন্দু ভিক্ষুকদের মধ্যে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীই অধিক, তাহাদের কথা এক প্রকার বলা হইল; কিন্তু কতকগুলি গায়ক গায়িকা ভিক্ষুক আছে; তাহারা হরি বলিয়াই কাঁড়া চাউল চাহে না, তোমাকে গান শুনাইয়া পুরস্কার চাহে মাত্র; তোমার ইচ্ছা না হইলে, নাও শুনিতে পার; তবে কখন কখন তাহারা তোমার সময় ও ইচ্ছার উপর আধিপত্য করিতে চাহে বটে, কিন্তু তোমার বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের মত বিরক্তিজনক নহে।

নি। সে বার একজন হাঁড়ি বাজাইয়া কেমন গান গাইয়াছিল! মনে আছে?

বি। মনে হইয়াছে বটে! আমি একজনকে ৫।৬ খানি খঞ্জনি বাজাইয়া গান করিতে শুনিয়াছি:—ভারি চমৎকার অভ্যাস কিন্তু!

নি। সত্য নাকি! একজনেই এক সঙ্গেই ৫।৬ খানি খঞ্জনি বাজায়, ও গান গায়!

বি। হাঁ; উহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে ভিখারী বলা উচিত নহে; তাহারা গুণ দেখাইয়া পুরস্কার চাহে!—আবার কতকগুলি সময়ে সময়ে ভিক্ষা করিতে আইসে, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, গলায় অবশ্য পৈতাও আছে। তাহারা প্রায়ই দেখিবে ভাদ্র মাসে আইসে; তাহাদের কাহারও বাড়ীতে "মা আসিয়াছেন!" কাহারও বা 'পুরুষানুক্রমে মায়ের পূজা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা ব্যতীত মায়ের চরণে,

তুলসী গঙ্গাজল দিতে পারে না"! তাহারা আবার কখন কখন অগ্রহায়ণ এবং মাঘ, ফাল্গুন মাসেও আইসে; কন্যাদায়, মাতৃদায় ও পিতৃদায় এই তিনটি দায়ের একটি না একটী দায়গ্রস্ত। হয় ত, কন্যাদায় গ্রস্তের বিবাহই হয় নাই এবং মাতৃদায় ও পিতৃদায় গ্রস্তের মাতা পিতাই বর্ত্তমান!—কেহ কেহ বলেন, তাহারা জমীর খাজানা দায়গ্রস্ত হইয়াই ভিক্ষার বাহির হয়।

নি। সত্য নাকি! ব্রাহ্মণের এমন কাজ!

বি। "লাখ টাকার বামুনও ভিখারী" বলিয়া স্পর্দ্ধা ও আস্ফালন করে! ছিনে জোঁক, কাঁটালের আঠা ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তিনিই সমান, কেহই ছাড়িবার পাত্র নহে! চিলটি পড়িলেই কুটাগাছটিও লয়, ইহারাও কিছু না কিছু, না লইয়া ছাড়ে না! স্বচক্ষে যে একটি ব্যাপার দেখিয়াছি, তাই বলি;—এক পিতৃদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, ঠিক কেনা বেচার সময়, বাজারে ভিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে; দোকানদারগণ, কেহবা একটি পয়সা, কেহবা একটি আধলা পয়সা দিতেছে; এক দোকানদার তাহাকে কিছুই দিবে না, স্পষ্ট বলিল, ভূয়োভূয়ঃ বলিল; ব্রাহ্মণও কিছু না লইয়া যাইবে না, স্পষ্টই বলিল, ভূয়োভূয়ঃ বলিল! উভয়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। দোকানদার কেনা ব্যাচায় এবং ব্রাহ্মণ তাহার দোকানের সম্মুখে বসিয়া সচীৎকার যাচ্ঞা!—"মা তারা, মা তারা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া ২ টা বাজিল, দোকানদার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল! ৪ টার পর দোকানদার বাড়ী হইতে ফিরিয়া পুনরায় দোকানে আসিল! তখনও ব্রাহ্মণ "মা তারা, মা তারা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে ও ঘন ঘন থুঁথুঁ ফেলিতেছে। সন্ধ্যা——

নি। বটে! ইহা ত ভারি আশ্চর্য্য!

বি। সন্ধ্যা হইল, লোকে লোকারণ্য! ব্রাহ্মণ তখনও জলস্পর্শও করে নাই! সে পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিবে, ব্রহ্মহত্যা হইবে! দোকানদারকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী করিবে! এই ভয় দেখাইতেছে। একটি মাত্র আধলা পয়সার জন্য! দোকানদারের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও

নাই! "মা তারা তবে ব্রহ্মহত্যা হই মা!" রাত্রি নয়টা বাজিল। কেহই কিন্তু স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিল না। দোকানদার ত বাড়ী যাইবার যোগাড় করিল। কিন্তু অপর পাঁচজন চাঁদা তুলিয়া, ব্রাহ্মণকে লুচি মোণ্ডা খাওয়াইয়া ও একখানি নূতন বস্ত্র দিয়া বিদায় করিল। একুল ওকুল দুকুলই বজায় থাকিল!—কেমন বাহাদুরী দেখেছ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব দেখিলে!—সমস্ত দিনমানের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ব্রাহ্মণ অবশ্য স্নানাহ্নিক করিতেও ভুলিয়া যান! আহারান্তে কিন্তু দক্ষিণা লইয়া——

নি। আচ্ছা বটে! যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেতুঁল!

বি। বড় সরস কথাটি বলিয়াছ নির্ম্মলে!—আবার কতকগুলি ভিক্ষুক আছে, তাহারা গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দেয়;—পরিধান জীর্ণবস্ত্র, গলায় একগাছি দড়া, "হাম্বারবে" উপস্থিত হয়, কথা কয় না; দৈবাৎ একটি গোহত্যা করিয়াছে। তাহারই প্রায়শ্চিত্ত!

নি। হাঁ, ও রকম দেখিয়াছি, যেন মনে হয়।

বি। যাক;—যেমন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মূল শংকরাচার্য্য ও ভিক্ষুক বৈষ্ণবের মূল চৈতন্য এবং ভেকধারীর মূল নিত্যানন্দ; সেই প্রকার লাক টাকার ব্রাহ্মণও যে ভিক্ষুক বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, তাহার মূল কি জান?

নি। কৈ না! আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব!

বি। এটি একটি বড় রহস্যের কথা; "মনকে আঁখি ঠারা" একটি সামান্য চলিত কথা আছে জান, ঠিক তাহাই;—পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদের চারি অবস্থা বা আশ্রম ছিল, জান; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম; চারি পাঁচ অথবা আট নয় বৎসরের ব্রাহ্মণ বালক, উপনয়নান্তে গৃহ, মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজনাদি একবারে পরিত্যাগ করিয়া, গুরু গৃহে গিয়া অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বিদ্যা উপার্জ্জন করিত, গুরু শুশ্রূষা ও ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এই আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; তৎপরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বাহ করিয়া গৃহী হইত। ইহাও শাস্ত্র। কিন্তু ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণের

সেই সকল অবস্থা উড়িয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণগণের আর সে প্রকার কঠোর বিদ্যার্জ্জন প্রণালী ভাল লাগে না, তাঁহারা ক্রমশঃ বিদ্যার্জ্জনেই নিস্পৃহ হইলেন, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য হইলেন! এখন আর উপনয়নান্তে ব্রাহ্মণ কুমারকে গুরু গৃহে না পাঠাইয়া, তাহার স্কন্ধে একটি ঝোলা ঝোলায়মান করিয়া দেওয়া হয়, দণ্ডীর বেশ ধারণ করান হয়। সেই ত্রিশ বৎসরব্যাপক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, এখন নিমিষের মধ্যেই সম্পন্ন করান হয়। তাই লাকটাকার ব্রাহ্মণও ভিক্ষুক!—ইহা শাস্ত্রের অবমাননা নহে, ঠিক ধারণা! শাস্ত্রের প্রতি ইহা অচলা ভক্তি প্রদর্শক!—কম দুঃখে কি বলি নির্ম্মলে;——

"অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্ গতিঃ।"

শাস্ত্র চর্চ্চাভিমানীগণ শাস্ত্রের ফুঁপি ধরিয়া টানিতেই মজবুৎ।

নি। তাইত! আর ইহা "মনকে আঁখি ঠারাই" বটে!—ছি! কি লজ্জার কথা!

বি। এখন একবার রীতিমত "নেশাখোর" ভিক্ষুকের মূল কোথায়, তাহা দেখা যাউক;—আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, দয়ার জন্য বিখ্যাত, এদেশের লোক দ্বারা, এদেশে দয়ার কার্যের সীমা করা যায় না; বহুতর কার্য্যের মধ্যে দাতায় পথ তৈয়ার করিতেন, পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করিতেন, পুষ্করিণী খনন করিতেন, ঘাট বাঁধাইয়া দিতেন; দাতা ধর্ম্মালয় নির্ম্মাণ করিতেন, অতিথিশালা স্থাপন করিতেন; এই ধর্ম্মালয় ও অতিথিশালা প্রায়ই একস্থানেই হইত; ভিক্ষুক, পরিব্রাজক; অনাথা ও অক্ষম লোক উপস্থিত হইলেই স্বাভিলাষিত খাদ্য পাইত! দাতার ভাণ্ডার খোলা থাকিত! ক্রমশঃ দাতার দানে, পাত্রাপাত্র সময় অসময় নধর্ত্তব্য হইল। ক্রমশঃ অলসের পক্ষে মাহেন্দ্রযোগ জ্ঞান হইতে লাগিল; অতিথিশালা ক্রমে অলসালয় বা নেসারালয় হইয়া উঠিল, "ধর্ম্মের ঘরে কুড়ের বাতান" হইল! তাই পুনরায় বলি;—

"অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ।"

নি। "ধর্ম্মের ঘরে, কুড়ের বাতান" বুঝি ইহাই!

বি। এই অতিথিশালায় সর্ব্ব প্রথম যে সকল অতিথি থাকিতেন, তাঁহারা সেই পূর্ব্ব কথিত অতিথি, যাঁহারা দুই দিনও একস্থানে থাকিতেন

না, ক্রমাগতই ভ্রমণ করিতেন, যাঁহাদের, নাম ধাম প্রভৃতি কেহ জানে না, যাঁহারা গৃহীর গৃহে হয় ত উপস্থিত মাত্রই হইতেন, কোনই যাচঞ্চাও করিতেন না, দাতা যাহা খুসী হইয়া দিত, তাহাই অমৃতজ্ঞানে খাইয়া যাইতেন। কিন্তু হায় নির্ম্মলে, এখন :—

"অতিথি বালকশ্চৈব, রাজা ভার্য্যা তথৈবচ।
অস্তি নাস্তি ন জানাতি, দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥"

বালক, রাজা এবং ভার্য্যার মত, অতিথির মুখে এখন "পুনঃ পুনঃ" কেবলমাত্র "দেহি দেহি"; তা তোমার কিছু থাক আর নাই থাক; সময় নাই, অসময় নাই; অসুবিধা নাই, সুবিধা নাই; তুমি মরই আর বাঁচই, অতিথির মুখে কেবলমাত্র ঐ একই বুলি—"দেহি দেহি"!

নি। ঠিক কথা; শ্লোকটিত বড়ই সরস দেখিতেছি! আমরাও যে উহার মধ্যেই!

বি। দেখ নির্ম্মলে, ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের কথা, বোধ করি মোটামুটি এক প্রকার বলা হইল; আর বোধ করি ইহাও এক প্রকার বুঝিয়াছ যে, এই অনর্থকরী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক; আর ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হইলেও, এই উভয় শ্রেণীই কেবলমাত্র যে বিরক্তিজনক, তাহা নহে; সমাজের বৃহৎ ও প্রকাণ্ড উৎপাৎ বিশেষ। সমাজের অন্তঃসার বিনাশক কীট বিশেষ! ভিক্ষা গৃহীতার ত এই প্রকার পাপাবস্থা, এখন একবার ভিক্ষাদাতার কথা, অর্থাৎ আমাদের কথা ধরিলে হয় না?

নি। সে ত ভাল কথাই।

বি। যে পাপ কর্ম্ম করিতেছে, সেই বা কে? আর আমি যে, ঐ পাপ কর্ম্মাসক্তদিগকে ভিক্ষা দিই, তাহাদের পাপকার্য্যে প্রশ্রয় দিই; আমিই বা কে? তাহারা ত মানুষ, আমারই সমাজের মানুষ, আমারই জাতির মানুষ! এখন মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের, স্বজাতীর প্রতি স্বজাতির স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের কর্ত্তব্য কি! একের ইষ্টানিষ্টের উপর একের মঙ্গলামঙ্গলের উপর, একের উন্নতি অবনতির উপরই ত অপরেরও ইষ্টানিষ্ট, মঙ্গামঙ্গল, উন্নতি অবনতি!—আমি যে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিই, স্বদেশ হিতৈষী বলিয়া আস্ফালন করি, পণ্ডিত বলিয়া

অভিমান করি, ধার্ম্মিক বলিয়া অহংকার করি, হিন্দু বলিয়া ঢাক বাজাই, আমার কর্ত্তব্য কি? যেমন অর্থের মূল্য, অর্থের ব্যবহারে, তেমনি গুণেরও মূল্য, গুণের কার্য্যে; কার্য্যহীন গুণ, এবং ব্যবহার শূন্য অর্থ; একই প্রকার মূল্য হীন।

নি। তাহা ত সত্যই!

বি। সমাজের ও জাতির ভিত্তি কি আমি, না আমাদের সমষ্টি! যদি সমষ্টিই জাতির ভিত্তি হয়, তবে কি ঐ ভিক্ষুক সম্প্রদায় ঐ সমষ্টির বহির্ভূত? অপকারীকে উপকারী; অকর্ম্মণ্যকে কর্ম্মণ্য; অধমকে উত্তম; পাপাত্মাকে পুণ্যাত্মা করা চাই; ইহা আস্ফালনের বা অভিমান অহঙ্কারের কার্য্য নহে! সমাজ যে প্রকার পঙ্কিল হইয়াছে, এই পঙ্কোদ্ধার করা বাক্যের কার্য্য নহে; ইহা কার্য্যের কার্য্য! কপটতার কার্য্য নহে, সরলতার কার্য্য; ভীরুতার কার্য্য নহে, বীরত্বের কার্য্য; ভোগবিলাসীর কার্য্য নহে, ত্যাগী সন্ন্যাসীর কার্য্য; বিচক্ষণতার কার্য্য নহে, পাগলের কার্য্য; ঠিক সেই নদীয়ার পাগলের কার্য্য;—ভিক্ষুকদের যে পরিশ্রম, ইন্দ্রিয় সেবা ও প্রতারণাদি অকার্য্যোপযোগী হইতেছে, সেই পরিশ্রম কার্য্যোপযোগী করা চাই; এখন যদি সমাজে এক হাজার কার্য্যোপযোগী লোক থাকে; এবং দশজনে মিলিয়া, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া যদি ঐ অসংখ্য ভিক্ষুক শ্রেণী হইতে এক জনকেও কার্য্যোপযোগী করিতে পারা যায়; তবে নিশ্চয়ই সমাজে এক হাজার এক, কার্য্যোপযোগী লোক হইল; এক হাজার লোক অপেক্ষা, এক হাজার এক লোক নিশ্চয়ই বেশি; এক হাজার লোকের কার্য্য অপেক্ষা, এক হাজার এক লোকের কার্য্যও নিশ্চয়ই অধিক।—আবার যেমন কার্য্যোপযোগী লোকের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হইল; অকার্য্যোপযোগী লোকের সংখ্যা ও একটি হ্রাস হইল; একটি মাত্র লোকের সংশোধনেই, যুগপৎ দুইটি মহৎ কার্য্য হইল; উপকারিতার বৃদ্ধি, অপকারিতার হ্রাস।—আবার সামান্যের সমষ্টিই অসামান্য; সামান্যের সমষ্টি ভিন্ন অসামান্য হইতে পারে না।

নি। বেশ বলিতেছ; ঠিক কথাইত।

বি। উদ্যানের উন্নতি করিতে হইলে, উদ্যানস্থিত প্রত্যেক আগাছা

নষ্ট করিতে হইবে, সামান্য তৃণবৎ আগাছাও নষ্ট করিতে হইবে, প্রত্যেক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের প্রত্যেক আগাছা নষ্ট করিতে হইবে ; আজ যাহা তৃণবৎ ক্ষুদ্রকায় দেখিতেছ, তাহাই কাল সহকারে প্রকাণ্ড হইবে। একবারে প্রকাণ্ড হইবে না ; প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সে নিজে যেমন বর্দ্ধিত হইবে, তেমনি তোমার পরিশ্রমকেও সেই প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত করিবে, একটি মুহূর্ত্তও বৃথা যাইবেনা ; আগাছা ত তোমাকে নষ্ট করিতেই হইবে, তোমাকে আরও একটি কার্য্য করিতে হইবে ; সেই কার্য্যটি কি? তাহা তোমাকেই বলিতে হইবে।

নি। আর ভাল ভাল গাছ লাগাইতে হইবে।

বি। তুমি আগাছা তুলিয়া শেষ করিতে পারিবে না ; তোমাকে সুবৃক্ষও রোপন করিতে হইবে ; বিনাশনের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনেরও আবশ্যকতা।—সমাজের উন্নতি সাধনও সেই প্রকার।—ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহিল, হয় একমুষ্টি দিলাম, নাহয়, নাদিলাম ; অথবা বিরক্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই, পাঁচ জনাকে তাড়াইয়াই একজনকে দিলাম ; না হয় সোনার দোয়াৎ কলমের লোভেই কাহাকে দিলাম, কিন্তু কাকে দিলাম, কি দিলাম? তাহা একবারও ভাবিলাম না!—বীর হনুমানই যে ভিক্ষুক বেশে, আমার মৃত্যুর কারণ হইয়া আসিল, তাহা বুঝিলাম না!—আচ্ছা যেন না বুঝিয়া, কার্য্য করিয়াছি, পুণ্যজ্ঞানে পাপ সৃজন করিয়াছি ; চন্দন জ্ঞানে বিষ বৃক্ষই রোপণ করিয়াছি! কিন্তু এখনও ত বুঝিয়া চলিতে পারি।

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। কিন্তু ভিক্ষুক যে দারুণ পাপকর্ম্ম করিতেছে ; সেই পাপকর্ম্মে যদি তাহার অজ্ঞতাই থাকে ; তবে ত তাহা মার্জ্জনীয় ; কিন্তু তাহাতে ত তাহার অজ্ঞতা নাই! সে ত অজ্ঞতা স্বীকার করে না! যে পরিমাণে তুমি তাহার অজ্ঞতা দেখাইতে চেষ্টা করিবে, সেই পরিমাণেই সে অজ্ঞতা অস্বীকার করিয়া বিজ্ঞতা দেখাইতে চেষ্টা করিবে। জাজ্বল্যমান বিকৃ-তাঙ্গ ব্যক্তিকে বিকৃতাঙ্গ বলিলেই, দেখিয়াছ, যে সে ক্রুদ্ধহয়! নিজের যাহা নাই অন্যের তাহা আছে, অন্যের যাহা আছে নিজের তাহা নাই ;

স্পষ্ট দেখিয়াও ক্রুদ্ধ হয়। তবে জাজ্জ্বল্যমান হইলেও, অদৃশ্য বিকৃতমনাকে বিকৃতমনা বলিলে, সে ত অধিক ক্রুদ্ধই হইয়া থাকে!

নি। তাহাও ত সত্য কথা!

বি। তবে কি এ প্রকার ঘটনা প্রশ্রয় দানের উপযুক্ত পাত্র?

নি। তাহা কেমন করিয়া। পাপের প্রশ্রয় কিছুতেই উচিৎ নহে!

বি। বহু শতাব্দী বয়স্ক যে গগণভেদী মহাবৃক্ষের মূল কীটদষ্ট হইয়াছে, তাহার অগ্রভাগে জলসিঞ্চন করিলে কি উপকার হয় নির্ম্মলে!

নি। তাহাতে উপকার আবার কি! বরং অপকারই আছে! —আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কলিকাতার অনেক রাস্তার ধারে বসিয়া অনেক অক্ষম লোক ভিক্ষা করে, আবার সামান্য একটি চাকা লাগান বাক্সের মধ্যে এক অতি চলৎ শক্তি রহিত লোককে বসাইয়া একজন টানিয়া লইয়া, ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়! তাহারা কিন্তু খুব অক্ষম।

বি। বেশ লক্ষ্য করিয়াছ, তবে এইবার মুসলমান ভিক্ষুকদের কথা একটু বলি;—হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের সংখ্যা যে প্রকার অল্প; হিন্দু ভিক্ষুক অপেক্ষা, মুসলমান ভিক্ষুকদিগের সংখ্যাও সেই প্রকার অল্প; আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান দরিদ্র বলিয়া, মুসলমান ভিক্ষা বৃত্তিরও প্রধান কারণ তাহাদিগের দারিদ্র্য। এই স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ভিক্ষুকরা প্রায় রোগ গ্রস্ত অথবা রোগমূলক বিকৃতাঙ্গ, সুতরাং অক্ষম এবং দয়ার পাত্র। কলিকাতার যে অক্ষম ভিক্ষুকদের কথা বলিলে, তাহারা অধিকাংশই মুসলমান, তাহারা স্বয়ং দয়ার পাত্র সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি অতি জঘন্য কার্য্যের কথা বলি;—তাহারা ব্যবসাদার, কলিকাতার মত মহানগরীতে তাহারা ঐ প্রকার ভিক্ষা ব্যবসায় চালায়। জোয়ানমর্দ্দ হউক না হউক, অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট, কিন্তু রোজকারী ছেলে হইলেই আমরা যেমন ভারী খুসী হই; এক প্রকারের লোক আছে তাহারা, অন্ধ, ও খঞ্জ প্রভৃতি লোকের জন্য লালায়িত। তাহারা আবার ঐ প্রকার ছেলে পাইলে, পোষ্যপুত্র রূপ গ্রহণ করে, বিলক্ষণ দশ টাকা রোজকার করে, তাহারা আবার নেসা-

খোর বিলক্ষণ, তাই সূক্ষ্মদর্শী স্পষ্ট বক্তা হুতোম দাস বলিয়াছেন, "রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাতালরা, লাঠি হাতে করে কাণা সেজে, "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করে, মৌতাতের সম্বল করিয়া লয়!"

নি।—সে বড় মন্দ ব্যবসায় নহে দেখিতেছি!

বি। আমাদের এখানে ওপ্রকার ভিক্ষুক প্রায়ই দেখা যায় না;—যাক, এখন বুঝিলে যে ভিক্ষুকদের মধ্যে, অধিকাংশই সক্ষম, অত্যল্প মাত্রই অক্ষম; অক্ষম ও সক্ষম সকলেই প্রায় নেসাখোর ও প্রতারক এবং ভণ্ড; সুতরাং প্রকৃত দয়ার পাত্র বাছিয়া ভিক্ষা দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

নি! তবে অক্ষমকে ভিক্ষা দেওয়া যাইবে কেমন করিয়া?

বি। তজ্জন্য উপায় করা আবশ্যক; একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি দরিদ্রাশ্রম করিলেই চলিতে পারে।

নি। তাহা কি সোজা কথা!

বি। খুব সহজ বুঝাইয়া দিই;—ভিক্ষার জন্য আমাদের মাসে কত আন্দাজ চাউল লাগে?

নি। মাসে পনর সের হইলেই হয়!

বি। সেই পনর সেরের দাম ধর, পনর আনা; বৎসরে তবে এগার টাকার আন্দাজ চাউল লাগে। বৎসরে পাঁচ ছয় টাকা দিলে, যদি তোমার আর কাহাকেও ভিক্ষা দিতে না হয়, যদি কোনই ভিক্ষুকের জন্য আর তোমাকে কোনই বিরক্তি ও কষ্ট স্বীকার করিতে না হয়, তুমি বৎসরে পাঁচ ছয় টাকা দাও কি না?

নি। নিশ্চয়ই দিই, খুব আহ্লাদের সহিতই দিই।

বি। আচ্ছা, প্রত্যহ গড়ে যদি ১৫। ১৬ জনকে ভিক্ষা দাও, তাহার মধ্যে কয়জন আন্দাজ প্রকৃত ভিক্ষার পাত্র দেখ?

নি। কৈ প্রত্যহ ত দেখিতে পাই না, দুই চারি দিন অন্তর দুই এক জনকে যে দেখিতে পাই, তাহারা কিন্তু খুব অক্ষম।

বি। আর যখন দেখ, তখনই বোধ করি ঐ দুই একজনকেই দেখ; অন্যকে, প্রায়ই দেখ না।

নি। হঁা কখন কখন আরও দুই একজনকে দেখা যায় বটে!

বি। সে বার শাশুড়ি ঠাকুরাণীর শোচনীয় অকাল মৃত্যু উপলক্ষে;—ওকথাটি বলা ভাল হয় নাই! তবে থাক।

নি। না, তা তুমি বল;—কোন কোন্ দুঃখ ও কষ্টের কথা, বোধ করি মধ্যে মধ্যে মনে করা ভাল।

বি। তাহা ঠিক কথাই বটে। তবে সেই শোচনীয় শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে চাউলাদি বিতরণ করা যায়, অনেক কারণ বশতঃ দূরের দরিদ্র লোকরা আসিতে পারে নাই, কেবলমাত্র স্থানীয় দরিদ্র লোকই জুঠিয়াছিল। অমি তাহাতে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম; প্রকৃত অক্ষম লোকের স্বল্পতা এবং বৈষ্ণব ভিক্ষুকগণের অনুপস্থিতি। যদি,—

নি। সত্য না কি! বৈষ্ণবরা আইসে নাই!

বি। কোনই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যে আইসে নাই, তাহা নহে; কেহ কেহ আসিয়াছিল, কিন্তু "কাঙ্গালী" দিগের সহিত চাউলাদি লইতে অনিচ্ছুক;—লোক যতই কেন, কোন কোন বিষয়ে নীচত্ব জ্ঞান শূন্য হউক না, তাহারা কোন কোন বিষয়ে সেই নীচত্বজ্ঞান পূর্ণও থাকে। অধিকাংশ সময়েই রহস্যের বিষয় এই যে, যেখানে জ্ঞানপূর্ণতা আবশ্যক, সেখানে জ্ঞানশূন্যতা ও গর্ব্বতা; এবং যেখানে জ্ঞানশূণ্যতাই আবশ্যক, সেখানে জ্ঞান পূর্ণতা ও অভিমান।

নি। সত্য কথাই বটে। ভারি দুঃখের বিষয় কিন্তু।

বি। আবার মধ্যে মধ্যে স্থানীয় দরিদ্র চিকিৎসালয়েও গিয়া প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তির স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন অনেকটা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে, স্থানীয় প্রকৃত অক্ষম লোকের সংখ্যা ২৫ এর ন্যূন এবং ৫০ এর অধিক নহে। এখন এই ৫০ জনকে যদি একটি স্থানে রাখা যায়; প্রত্যেকের মাসিক খোরাক পোষাকে তিন টাকা হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে কি না দেখা যাউক।

নি। এক যায়গায় ৫০ জন থাকিলে, এক এক জনের মাসে গড়ে বোধ করি তিন টাকাও লাগে না; তাহাদের কাজ, তাহাদিগেরই মধ্যে কেহ না কেহ করিতে পারে, চাকরের আবশ্যক হইবেক না।

বি। আরও দেখ; তুমি কি বৎসরে দুই ২।৩ খানি করিয়া পুরাতন কাপড় দিতে পার না?

নি। বেশ কথাটি বলিয়াছ; তাহা ত অনেকেই দিয়াও থাকেন, অনেকে দিতেও পারেন; আমি বৎসরে ছয়খানি কাপড় খুব দিতে পারি।

বি। আবার সেই ৫০ জনের মধ্যে যে যখন যে প্রকার কার্য্য করিতে পারক হয়; তখন তাহাকে সেই সময়ে সেই প্রকার কার্য্যে লাগাইলে, অনেক শাক সব্‌জিও জন্মাইতে পারা যায়; তবে তরকারির খরচ অনেক বাঁচিয়া যায়।

নি। ইহা ত বেশ কথা বটে।

বি। যাক;—এখন ধর যে ঐ প্রকার লোকের সংখ্যা ৫০ জন এবং প্রত্যেকের মাসিক গড়ে তিন টাকা করিয়াই খরচ। এখন এই ব্যয় কি প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে দেখ।—আমাদের এখানে গৃহস্থের সংখ্যা ধর পাঁচ হাজার; ভিক্ষার জন্য প্রত্যহ গড়ে অন্ততঃ আধ পোয়া চাউল ব্যয়িত হয়, এ প্রকার গৃহস্থের সংখ্যা ধর, অন্যূন এক হাজার। কেমন?

নি। ও রকম গৃহস্থ এক হাজার আর হইবে না!

বি। চাউলের মন ধর ২৷৷০ আড়াই টাকা। প্রত্যহ গড়ে আধসের বৎসরে ১২৲ বার টাকা খরচ হয়, এ প্রকার গৃহস্থের সংখ্যা ধর একশত; এইটিকে ১ম শ্রেণী বল। প্রত্যহ গড়ে দেড় পোয়া, বৎসরে ৯৲ টাকা লাগে; এপ্রকার গৃহস্থের সংখ্যা ধর, দেড় শত;—এইটি দ্বিতীয় শ্রেণী। প্রত্যহ গড়ে এক পোয়া বৎসরে ৬৲ টাকা লাগে; এরূপ গৃহস্থের সংখ্যা ধর আড়াই শত;—এইটি ৩য় শ্রেণী। প্রত্যহ গড়ে আধ পোয়া বৎসরে ৩৲ টাকা লাগে; এপ্রকার গৃহস্থের সংখ্যা ধর, পাঁচ শত। কি বল?

নি। আমি ত বলি বেশ ধরা হইয়াছে।

বি। প্রথম শ্রেণীর যাঁহারা অজ্ঞাতসারে বৎসরে ১২৲ বার টাকা করিয়া খরচ করেন, তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বৎসরে ৬৲ ছয় টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর ৯৲ নয় টাকার স্থানে ৪৲ চারি টাকা; তৃতীয় শ্রেণীর ৬৲ ছয় টাকা স্থানে ২৲ দুই টাকা এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৩৲ তিন টাকার স্থানে ১৲ এক টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য! যে কার্য্যে ভণ্ড ও প্রতা-

রকের দমন হয় ; যে কার্য্যে কষ্ট ও বিরক্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ; যাহাতে সাধারণের উপকার হয় এবং প্রকৃত সহায়হীন অক্ষম ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ হয় ; এ প্রকার কার্য্যে, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, প্রত্যেকেরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

নি। তাহাতে কি আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে ?

বি। তবে আয় ব্যয়ের হিসাবটি একবার দেখা যাউক ;—

বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়,	ব্যয়
১ম শ্রেণী ;— ১০০ গৃহস্থ, প্রত্যেকের বার্ষিক, ৬৲ হিঃ——৬০০৲	৫০ জনের মাসিক ১৫০ হিঃ—— ১৮০০৲
২য় শ্রেণী ;— ১৫০ গৃহস্থ, প্রত্যেকের বার্ষিক, ৪৲ হিঃ——৬০০৲	একজন হিসাব রক্ষক——১০০৲
৩য় শ্রেণী ;— ২৫০ গৃহস্থ, প্রত্যেকের বার্ষিক ২৲ হিঃ——৫০০৲	এজকন পাচক ব্রাহ্মণ—— ৭৫৲
৪র্থ শ্রেণী ;—৫০০ গৃহস্থ, প্রত্যেকের বার্ষিক ১৲ হিঃ——৫০০৲	
মোট ১০০০ গৃহস্থ, ২২০০৲ টাকা।	১৯৭৫৲ টাকা।

বার্ষিক আয়,——২২০০৲
,, ব্যয়,——১৯৭৫৲
,, মজুত——২২৫৲

নি। ইহাত ভারি সহজ উপায় ! আচ্ছা ঘর চাইত ?

বি। ঘর চাই বৈকি !—নগরের প্রান্তে ধর দশ বিঘা জমি খরিদ করিলে, তাহার দাম না হয় ৫০০৲ টাকা। ১৫।১৬, হাত লম্বা, ৭ হাত প্রশস্ত, ১৫ কি ১৬ টি কুঠারি ; তাহার খরচ না হয় ধর সাড়ে ছয় হাজার টাকা ; মোট সাত হাজার টাকাইত খরচ ! মনে করিলে, এক জনেই ঐ টাকা দান করিতে পারেন ; অথবা ঐ টাকা প্রথম শ্রেণীর মধ্য

হইতেই সংগৃহীত হওয়া উচিৎ; তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ত আছেনই।—আর মিউনিসিপালিটি টাকা আদায় করিবেন!

নি। তাইত! ইহা ত খুবই সোজা কথা!

বি। কর্ত্তব্য কার্য্যে নিষ্ঠা ও উদ্যোগ থাকিলে, টাকার অভাব হয় না; কত উপায়ে টাকা আসিতে পারে; এই দেখ, ধনী লোকের শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাসন প্রভৃতি কার্য্য হইতেও বার্ষিক অনেক টাকা দান সংগৃহীত হইতে পারে। ক্রমশঃ হয়ত এত টাকা জমিয়া যাইতে পারে, যে ৪র্থ শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত, পরিশেষে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে পারেন!

নি। তাই ত দেখিতেছি!—আচ্ছা তবে হয় না কেন?

বি। করি না বলিয়া হয় না; হয় আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, অথবা যদি তাহা থাকে, তাহা দৃঢ় নহে, শিথিল; গভীর নহে, ভাসমান। যদি এ সকল বিষয়ে টাকা না দিই, তবে সংক্ষেপতঃ আমরা অপদার্থ! যদি ইহা অপব্যয় মনে করি, অথবা কোন বাহাদুরী সূচক নাম পাই না বলিয়া, যদি না দিই, তবে আমরা শিক্ষিত হইয়াও যে কি প্রকৃত পদবাচ্য, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।—নির্ম্মলে, যাহাতে কোনই উপকার নাই, কেবলই অপকার; যাহাতে উপকার অল্প, অপকার অধিক; যাহা উন্নতির কণ্টক ও অবনতির প্রধান কারণ; তাহাতে অকাতরে, এমন কি, কিস্তিবন্দী করিয়াও টাকা দিই;—আমরা বারোয়ারি পূজায় টাকা দিই, বাই খেমটা নাচে টাকা দিই; থিয়েটরে টাকা দিই; সুবর্ণ ঘড়ি ও স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত প্রশংসা পত্রদানে টাকা দিই; রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতিতে ব্যয় করি; ধন্যবাদ প্রভৃতি বাক্যলাভে ব্যয় করি; অন্নপ্রাশন, বিবাহ, জন্মতিথি উপলক্ষে খরচ করি; মৃগয়ায় খরচ করি, দেশ পর্য্যটনে খরচ করি; বিপদগ্রস্ত লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে খরচ করি; ট্যাক্স দিই; খাজনা দিই;—ন্যায় অন্যায়; কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য; সাংসারিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম কর্ম্মে খরচ করি; ভিক্ষার্থেও অজ্ঞাতসারেই খরচ করি, তবে জ্ঞাত সারেই এই কার্য্যটি করিতে পরাঙ্মুখ!

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।"

শাস্ত্র-প্লাবিত দেশে, ঐ শাস্ত্রোক্তিটিরই কেবল বিপরীত কার্য্য করিব! দেশাচার বদ্ধ হইয়াও তেলামাথাতেই কেবল তেল ঢালিব!—পিপাসা কাতর সৈনাধ্যক্ষের নিকট জল আনীত হইলে, সৈনাধ্যক্ষ "আমার অপেক্ষা তোমার অভাব অধিক" বলিয়া সেই জল অম্লান বদনে সেই সৈনিক পুরুষকে দান করেন! দারিদ্র্যপীড়িতা যুবতি অনাথিনী সাহায্য পাইবার সময়ে, তাঁহার পার্শ্ব কুঠারি স্থিতা বৃদ্ধা অনাথিনীর নিকট সেই সাহায্য সহাস্য বদনে পাঠাইয়া দেন! পড়িয়াও ত কিছুই হইল না নির্ম্মলে!

নি। ইহা বড় লজ্জা ও দুঃখের কথা!

বি। এ সকল বিষয়ে অন্ততঃ, কেবলমাত্র আমাদিগেরই উপর কোনই ভরসা নাই! যখন তোমরা প্রকৃতরূপে শিক্ষিতা হইবে, যখন বুঝিবে যে পুণ্য, ব্যক্তি বা বংশ গত নহে, উহা কার্য্যগত, তখন আমাদের সংস্কার হইবে!—একবার সেই হাউয়ার্ড ও হাউয়ার্ড পত্নীর কার্য্য স্মরণ কর; সহধর্ম্মিণীকে লইয়া হাউয়ার্ড যখন সেই বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে, উদ্বৃত্ত অর্থের সমস্তই সহধর্ম্মিনীকে স্বেচ্ছায় ব্যয় করিতে অনুমতি দেন; এবং পত্নী যখন সেই অর্থ দ্বারা দরিদ্রদিগের আবাস স্থল নির্ম্মাণের জন্য পতিকে পরামর্শ দেন; নির্ম্মলে, পরিচ্ছদ ও অলংকারের বিষয় ভুলিয়া, একবার সেই হাওয়ার্ড পত্নীর কার্য্য স্মরণ কর!—এ প্রকার স্মরণেও যদি কিছু উপকার হয়।—চুপ্ করিয়া রহিলে যে?—কার্য্য চাই। নহিলে কেবল মাত্র,———

> "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি,
> জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি;—
> ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন,
> যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ দিয়া সজ্ঞন বাহির করিলে, কিছুই হইবে না। ইন্দ্রিয়জিত হৃষিকেশের হস্তে নাক ফোঁড়া বলদ হওয়ার কার্য্য নয়।

নি। ঠিক কথাইত।

বি। আমরা যে এই প্রকার হইয়াছি নির্ম্মলে ইহার কারণ কি? আমরা যে জগম্মান্য আর্য্যজাতি সমুদ্ভুত বলিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতির

নিকট পরিচয় দিই, আস্ফালন করি, মান চাই, সম্ভ্রম চাই; এই প্রকার আমরা কি সেই প্রকার আর্য্যজাতি সমুদ্ভুত! একথা কেমন করিয়া বলি! বলিলেই ত হয় না! তুমি যে অমুকের পুত্র, বা অমুকের পৌত্র কি দৌহিত্র, তাহা কার্য্যে দেখানু চাই, কেবল মাত্র পূর্ব্ব পুরুষের দোহাই দেওয়া কি মনুষ্যের কার্য্য? পূর্ব্ব পুরুষগণের চরিত্র, হৃদয় ও কার্য্য কলাপ চক্ষের উপর রাখ, রাখিয়া তদুপযোগী হইবার জন্য যত্ন কর, চেষ্টা কর, তবে বলি যে হাঁ তুমি সেই পূর্ব্ব পুরুষ জাত বটে! পূর্ব্ব পুরুষ গণের কার্য্য কলাপে, গর্ব্বিত হইতে নিষেধ করি না, বরং বলি যে হাঁ এ প্রকার গর্ব্বিত হও। কিন্তু কেবলমাত্র গর্ব্বিত হইও না, গর্ব্বের কার্য্য চাই। কাপুরুষ ব্যক্তিই অপরের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অন্তঃসার শূন্য ও উদ্ধত হয়; পৌরুষ ব্যক্তিই অপরের গর্ব্বের বিষয় অধিকার করিবার জন্যই গর্ব্বিত হইয়া অন্তঃসারবান ও নম্র হয়।

নি। তাহা ঠিক কথাইত!

বি। ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একবার আমাদের অবস্থা দেখা যাউক;—শৈশবকালে, জ্ঞান সঞ্চারের সময় হইতেই আমরা মাতা পিতার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া "মাঝ গঙ্গার জল দাও," "ঐ আকাশের চাঁদমামা ধরিয়া দাও;" অথবা দ্বি প্রহর রাত্রে "হনুমান দাও," ইত্যাদি মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধক ভিক্ষায় অভ্যস্ত হই; অর্থকারী বিদ্যার্জ্জন সময়ে গ্রন্থকর্ত্তার উক্তিতেই, ভিক্ষুকের মত অনর্থকারী সন্তোষ লাভ করি; গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যই অকাট্য ও শিরোধার্য্য করি; বিবাহের পর ইন্দ্রিয়দাস ও চতুষ্পদ হইয়া, সহধর্ম্মিনীর নিকট ধর্ম্মের সহায়তা না চাহিয়া, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই ভিক্ষা করি; পিতা হইয়া ষট্‌পদ মধুকরের মত, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হইয়া, যথা তথা চাকুরি ভিক্ষা চাই; বৃদ্ধাবস্থায় জাতিত্ব সূচক ধর্ম্ম কর্ম্মে;—

"ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, মানং ভগবতি দেহি মে।"

ইত্যাদি দ্বারা, "দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ" ভিক্ষাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাই!

নি। তাহা সত্য কথাই বটে!

বি। আমরা অপরের চিন্তায় চিন্তাশীল; যাহার যাহা আছে, সে

তাহা পায় ; যাহার যাহা নাই, সে তাহা পায় না ;—বলিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যায়াম দ্বারা বলসঞ্চয় করে, দুর্ব্বল ব্যক্তি তাহা করিতে পারে না ; জলেই জল বাধে; ধনীই ধন পায় ; ইহাই স্বাভাবিক ; ধনীকেই ধনদান করাও স্বাভাবিক !

নি। উহা কাহারও মত নাকি ?

বি। হাঁ, উহা এক গভীর স্বাধীন চিন্তাশীলের চিন্তাজাত ;—আচ্ছা যাহা স্বাভাবিক, তাহাই কি প্রার্থনীয় ? তাহাই কি উপকারক ? স্বভাব প্রাপ্ত কাম ক্রোধাদি বৃত্তিও ত উক্ত প্রকারেই বর্দ্ধিত হয় !—আবার একমত এব ; উপযুক্ত প্রাণীর জীবন, অনুপযুক্ত প্রাণীর নাশনই স্বভাবের কার্য্য ; দরিদ্রাশ্রমের দ্বারা ইহার বিপরীত কার্য্য সম্পাদিত হয় ; অনুপযুক্ত লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে চলিবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত লোকের অর্থ ও শ্রম, নষ্ট এবং অপব্যয়িত হইবে।

নি। সত্য নাকি! তবে অক্ষম ব্যক্তি নিঃসহায় ?

বি। কাজেই, তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ অশ্বের মত গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেই আপদের শান্তি হয় !--আবার এক শ্রেণীর সহৃদয় লোকের বিশ্বাস যে, দরিদ্রাশ্রম হইলে, সহানুভূতি ও পরদুঃখ কাতরতা জন্মাইবার একটি বৃহৎ সুযোগ চলিয়া যায় ! অক্ষম ব্যক্তিকে চক্ষে দেখিলে যে প্রকার মনের চঞ্চলতা ও দানস্পৃহা জন্মায়, দরিদ্রাশ্রম হইলে সে প্রকার জন্মায় না ! একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, যে উহার মূলে স্বার্থ-পরতাই আছে ;--আর এক কথা; চক্ষে দেখিয়া তুমি যাহা অনুভব করিবে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহা সহ্য করে ; তোমার অনুভব, তাহার যন্ত্রণা।

নি। তাহাই ত সত্য !—অপরের কষ্ট ও দুঃখ যদি স্বচক্ষে দেখিতেই সাধ যায়, তা দরিদ্রাশ্রমে গিয়া ত মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসিলেই হয়।

বি। সেও ভাল কথা;—আবার কষ্ট ও দুঃখের বিষয় চক্ষে দেখিলে, কষ্ট ও দুঃখ হয়, ইহা যে প্রকার সত্য; কষ্ট ও দুঃখের বিষয় দেখিতে দেখিতে, কষ্ট ও দুঃখ হয় না, ইহাও সেই প্রকার সত্য ! একটি ফাঁশি দেখিলে কষ্ট হয়, শত শত ফাঁশি দেখিলে কষ্ট হয় না ! যিনি একটি পিপীলিকা মারিলে কষ্টবোধ করেন, অভ্যস্ত হইলে তিনিই আবার মনুষ্য ঘাতক হন।—যাক আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই আজ থাকিব; দরিদ্রাশ্রম

হইলেও, গায়ক ভিক্ষুকের দল যাইবে না, যাওয়াও উচিৎ নহে; বলিয়াছি, তাহারা প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষুক নহে, গুণ প্রকাশ করিয়া পুরস্কার চাহে মাত্র। সংগীতে লোককে যত মাতাইতে পারে, এ প্রকার আর কিছুতেই পারে না। গায়ক ভিক্ষুকদের উন্নতি বড়ই আবশ্যক; নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণলীলা ব্যঞ্জক জঘন্য সংগীতের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার উন্নত সংগীত আবশ্যক:—যাহাতে স্বাধীনতায় আগ্রহ, পরাধীনতায় নিগ্রহ; ত্যাগ স্বীকারে স্পৃহা, স্বার্থপরতায় নিস্পৃহা; যাহাতে হৃদয়বান হওয়া যায়, সচ্চরিত্র হওয়া যায়;—এ প্রকার গান, সহজ ও হৃদয়ের ভাষায় রচনা করিয়া, জন সাধারণকে শোনান চাই; জনসাধাণকে মাতাইয়া তোলা চাই। নহিলে, তুমি আমি দুই দশ জন, "স্বাধীনতা", "জাতীয় একতা," বলিয়া চীৎকার করিলে কিছুই হইবে না।

নি। সে দিন কাহাকে এক খানি "জাতীয় সঙ্গীত" দিয়াছিলে নয়!

বি। হাঁ, এক ভিক্ষুক গায়ককে দিয়াছি; তিনটি গানও বাছিয়া দিয়াছি।

নি। "দিনের দিন, সবে দীন; ভারত হয়ে পরাধীন।"—

আর বুঝি,—"বাজরে সিঙ্গা বাজ এই রবে;

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে?"—

বি। আচ্ছা, আর কোনটি বল দেখি?

নি। "ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি।"—

বি। ওটিও ভাল, কিন্তু ঠিক হয় নাই, নির্ম্মলে?

নি। এবার বুঝেছি;—"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা।"—

বি। হাঁসিলে কেন?—এই বার হয়েছে কিন্তু।—পুনরায় বলি, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, ইতর সাধারণ সমস্ত লোককে মাতাইতে হইলে, গানই তাহার এক অতি প্রধান উপায়; এমন কি কেহ কেহ বলেন যে, এ সম্বন্ধে গান অপেক্ষা প্রশস্ততর উপায় আর নাই; "গানাৎ, পরতরো নহি।"

শি। একথাও সত্য। গান খুব ভাল জিনিস, সন্দেহ নাই।

আমাদের ধর্ম্মনীতি শিক্ষার এক অতি প্রধান মূল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

---

(১) "জনেনাগসাঘং যুঞ্জন্ সর্ব্বতোঽস্য চ মদ্দুয়ং।
অনাগঃস্বিহভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ।
আহর্ত্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্তস্যাপি সাঙ্গদং॥"

---

(2) "Let not that balance of justice, which Corruption could not alter one hair breadth, be altogether disturbed by sensibility."

নি। রামায়ণ ত পড়া হইয়াছে; পড়া শেষ হইলে যে কি বলিবে, বলিয়াছিলে; তাহা আজ বল না কেন।——চুপ করিয়া রহিলে যে?

বি। যাহা বলিব মনে করিয়াছি, তাহা বলিব কি না, তাই ভাবিতেছি; আমার জ্ঞানানুযায়ী এই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ আলোচ্য কি না, তাহাও ভাবিতেছি।—আচ্ছা, বলাই যাক না হয়, বেশ ভাল করিয়া পড়িয়াছ ত?

নি। পড়িয়াছি এক রকম, বৈ খানিও সোজা, পড়িয়াছিও তিনবার।

বি। পূজ্য ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে, রামায়ণ এক খানি অতি পবিত্র "ধর্ম্মগ্রন্থ"; এ প্রকার গ্রন্থের আলোচনার পূর্ব্বে, প্রথমেই একটু ভূমিকা আবশ্যক; "ধর্ম্ম" ও "শিক্ষা" সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক।

নি। আচ্ছা, বেশ; তাহাই বল, শুনি।

বি। আমাদের দেশে শিক্ষার মূল সূত্র (Principle) প্রধানতঃ তিনটি; মোটামুটি তাহাই একটি একটি করিয়া দেখাই;——

(১) ন্যায়শাস্ত্রে (Logic), Division by dicotomi দ্বিভক্ত, অথবা "হাঁ ও না" বলিয়া একটি সূত্র আছে, তাহা এই :—কতকগুলি দ্রব্য শ্বেত, কতকগুলি দ্রব্য শ্বেত নহে ; কতকগুলি বিষয় ভাল, কতকগুলি বিষয় ভাল নহে ; ইত্যাদি। আমাদের দেশে শিক্ষার মূলে, ঠিক ঐ প্রকার একটি সূত্র আছে : যথা ;—কতকগুলি লোক অথবা এক শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই শান্ত, দান্ত, গুণবান ও চরিত্রবান ; কতকগুলি লোক অথবা অপর শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই শান্ত, দান্ত, গুণবান ও চরিত্রবান নহে ; প্রথমোক্ত শ্রেণীব প্রত্যেক লোকই জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রকৃত পাত্র বা অধিকারী ; শেষোক্ত শ্রেণীর কোনই লোকই জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রকৃত পাত্র বা অধিকারী নহে ;—ইহা যে কি প্রকার ভ্রমাত্মক সূত্র, তাহা এখন আর কাহাকেই দেখাইয়া দিতে হয় না। বুঝিয়াছ বোধ করি যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীকে দ্বিজ ও শেষোক্ত শ্রেণীকে শূদ্র বলে।

নি। হাঁ, তাহা বোধ করি এক রকম বুঝিয়াছি।

বি। (২) আবার প্রত্যেক লোকের, পরিবারের, সমাজের এবং জাতীর মঙ্গলার্থে, নৈতিক উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থের নাম, সেই জাতীর "ধর্ম্মগ্রন্থ।" ধর্ম্ম বলে ;—এই এই বিষয় কর্ত্তব্য ; এই এই বিষয় অকর্ত্তব্য ; অর্থাৎ কতকগুলি আদেশ ও নিষেধাত্মক অনুজ্ঞাই ধর্ম্মের কার্য্য। আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত ধর ;—দান করা কর্ত্তব্য ; অতিথি সেবা কর্ত্তব্য ; কিন্তু তোমাকে একদিন দেখাইয়াছি যে, এই দান এবং অতিথি সেবা, ক্রমশঃ অযথা কার্য্যে পরিণত হইয়া, উৎপাত বিশেষ এক জঘন্য ব্যবসায়ী ভিক্ষুক শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে! তীর্থ পর্য্যটন কর্ত্তব্য ; ইহা হইতেই পাপ-মূর্ত্তি পাণ্ডা ও পূজারি ব্যবসায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি! গ্রীষ্ম ও উত্তাপ প্রধান দেশে, অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের আবশ্যকতা অনাট্য ; তাই "বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা" ধর্ম্ম কর্ম্ম ; কিন্তু গ্রাম মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীর যে ধারে দুইটি কিম্বা চারিটি মাত্র বৃক্ষ হইলেই যথেষ্ট, সেই ধারেই পঞ্চাশ জনে পঞ্চাশটি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিলেন! অথচ গ্রাম বহিস্থিত, দেশ বিদেশস্থ লোক গমনাগমন পূর্ণ পথ পার্শ্ব, বৃক্ষ শূন্য! মাতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটি ষাঁড় দাগিয়া, তাহাকে "ধর্ম্মের ষাঁড়" নামে অভিহিত

করিয়া ছাড়িয়া দিলে; সে একটি প্রকাণ্ড উপদ্রব বিশেষ হইয়া ময়লা ফেলা গাড়ীতে নিযুক্ত হইল! ইত্যাদি;—নিষেধাত্মক দৃষ্টান্ত আর না দিলেও চলে;—বেশ মন দিয়া শুন।

নি। বেশ কথা বলিতেছ; বেশ মন দিয়া শুনিতেছি।

বি। তবেই দেখ ধর্ম্মের আদেশ পালন করিলেই ধর্ম্ম হয় না; আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ কার্য্যের মধ্যেও, যথাযথ ও পাত্রাপাত্র আছে। এই যাযথ ওয় পাত্রাপাত্র জ্ঞান, একমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনার কার্য্য; এবং কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, প্রবৃত্তি, বাসনা বা ইচ্ছার কার্য্য; বুদ্ধি, বিবেচনা, মস্তিষ্ক জাত (Intellectual); প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা, হৃদয়জাত (Moral)। প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায়, ধর্ম্ম কার্য্যেও, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির নিতান্ত আবশ্যক; সুতরাং ধর্ম্মের উন্নতি, বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির উন্নতি সাপেক্ষ; যেন ঠিক ঐ তাপমান যন্ত্রের মত;—উত্তাপের আধিক্য ও ন্যূনতার উপরই যেমন, যন্ত্রস্থ পারদের উচ্চতার আধিক্য ও ন্যূনতা নির্ভর করে; বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির উন্নতি অবনতির উপরই সেই প্রকার ধর্ম্মের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে!—বুঝিতে পারিতেছ ত?

নি। কেন, বেশ ত বুঝিতে পারিতেছি!

বি। কিন্তু এই বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির উন্নতি, এক শিক্ষার (Education) উপরই নির্ভর করে; সুতরাং ধর্ম্মও (Religion), আদৌ এবং প্রধানতঃ শিক্ষার (Education) উপর নির্ভর করে; সেই জন্য তোমাকে অনেক বার মধ্যে মধ্যে বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম, শিক্ষা দেয় না; শিক্ষাই, ধর্ম্ম দেয়; ধর্ম্মের, শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, শিক্ষারই ধর্ম্ম দেওয়া উচিত।

নি। এই এখন একথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি বোধকরি।

বি। সেই জন্যই, যখনই যে দেশে, ধর্ম্ম, শিক্ষা দিয়াছে; তখনই সেই দেশের সেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল; সেই শিক্ষার গতিও অসম্পূর্ণতারই দিকে ধাবিত। আমাদের দেশে শিক্ষা বহুকাল হইতে ধর্ম্ম দ্বারা সাধিত হইয়া আসিতেছে; তাই আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। ধর্ম্ম যে শিক্ষা দেয়, তাহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করাই

অধর্ম; তাই ধর্ম গ্রন্থ অকাট্য; তাই ধর্ম গ্রন্থ অভ্রান্ত মুনি ঋষি দ্বারা রচিত অথবা স্বর্গ বা দেবতা হইতে প্রাপ্ত। তবেই আমাদের দেশের শিক্ষার দ্বিতীয় মূল সূত্র এই যে, ধর্মই, শিক্ষা দেয়; শিক্ষা, ধর্ম দেয় না। এই মূল সূত্রও যে কি প্রকার ভ্রমাত্মক, তাহাও এক প্রকার দেখিলে।

নি। তাহাও ত বেশ দেখিলাম।

বি। দেখিলে, যে ধর্মমূলক শিক্ষা অভ্রান্ত! সেই ধর্ম, দ্বিজ অথবা মোটামুটি ধর, ব্রাহ্মণদেরই আলোচ্য ও শূদ্রদের তাহা অনালোচ্য। সেই জন্যই মূল ধর্ম গ্রন্থ বেদ, যাহার আর একটি নাম "ত্রয়ী," সেই বেদ বা ত্রয়ী অসংখ্য নরনারীর শ্রোতব্যও নহে!—

"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।"

"দ্বিজবন্ধু" অর্থে অব্রাহ্মণ বা অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। ইহা যে কেবল মাত্র ভ্রমাত্মক তাহা নহে, ইহা অন্যায় বা মিথ্যাত্মক এবং সংকোচাত্মক ও অবনতি আত্মক। (৩)—যাক; আমাদের দেশের শিক্ষার আর একটি মূল সূত্র এই যে; প্রথমতঃ এবং জন্মতঃই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট কার্য্য; এই প্রত্যেক জাতি শাস্ত্রানুসারে নিজ নিজ অধিকার মতই কার্য্য করিবেক; কোনই জাতি, অপর জাতির অধিকৃত কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহা পাপাত্মক অনাধিকার চর্চ্চা! তাই একটি চলিত কথাও আছে;—"জাতে হীন হইও, ব্যবসায় হীন হইও না।"—ইহার স্বপক্ষে প্রধান কারণ এই যে, পৈতৃক কার্য্য করিলে, তাহার ক্রমোন্নতির, প্রভূত উন্নতি সাধন অকাট্য কথন। কিন্তু আমাদের (Arts) কার্য্যের উন্নতি দেখ;—কৃষিকার্য্যের সেই লাঙ্গল ও বিদে; বস্ত্র বয়নের সেই চড়কা ও মাকু; গৃহ নির্ম্মাণের সেই কোদাল ও কর্ণিক; ক্ষৌর কার্য্যের সেই খুর ও নরুণ; কর্ম্মকারের সেই জাঁতা ও হাপোর; ইহা যে কত পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসাধ্য; কিন্তু এই অনন্ত পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত কার্য্যের যে এই অনন্ত কালের মধ্যে কোনই অনুভূত (Perceptible) উন্নতি সাধিত হয় নাই; তাহা নিশ্চয় বলা সুসাধ্য।

নি। বেশ কথা বলিতেছ, বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

বি। কোনই পার্থিব ক্ষমতা, প্রকৃত শিক্ষাকে, চিরকালের জন্য চাপিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারে না; কখন না কখন প্রকৃত ব্যক্তি, প্রকৃত শিক্ষা সাধনের জন্য জন্ম গ্রহন করেন। কিন্তু যখনই এই প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধে কেহ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখনই তুমূল আন্দোলন হইয়াছে; আমাদের দেশে এই প্রকার তুমুল আন্দোলন অন্ততঃ তিনবার হইয়াছে; একবার সেই আড়াই হাজার বৎসর হইল, মহাত্মা মহামুনি শাক্য সিংহ দ্বারা, যে মহা আন্দোলন স্থির হইতে অন্ততঃ একটি হাজার বৎসব লাগিয়াছিল; আর একবার চারি শত বৎসর হইল, মহাত্মা নানক ও চৈতন্য দ্বারা এবং আর একবার সর্ব্বশেষে এই উনবিংশতি শতাব্দিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা। ইংলণ্ড আমাদের দেশ এবং জর্ম্মানি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য অধিকার করিয়াছেন; ইংরেজী ও জর্ম্মান প্রমুখ এই পাশ্চাত্য শিক্ষা অতি মহৎ গুণ এই যে, যে গুণ দ্বারা মনুষ্যকে মনুষ্য বলা যায়; সেই গুণ শ্রেণী বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা প্রত্যেক লোকেই সম্ভব; গুণই পূজনীয়, মনুষ্য পূজনীয় নহে; জ্ঞানচর্চ্চা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, জ্ঞানচর্চ্চায় সকলেরই সমান অধিকার; সর্ব্ব কালেই মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্ত, কোন কালে কোনই মনুষ্য অভ্রান্ত নহে; ভ্রান্ত মনুষ্যের কোনই কার্য্য অভ্রান্ত হইতে পারে না, সমস্তই কার্য্যই ভ্রান্ত হইবারই কথা; কোনই ধর্ম্মগ্রন্থ স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে না, প্রত্যেক ধর্ম্ম গ্রন্থই ভ্রান্ত মনুষ্য রচিত, ধর্ম্ম উপদেশও অভ্রান্ত নহে, ভ্রান্ত; মনুষ্য মাত্রেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবে, পুরুষানুক্রমে কেহই কাহারই অধীন হইয়া পদ সেবার জন্য নহে!;—ইত্যদি।—মনযোগ দিয়াছ ত?

নি। খুব মন দিয়া শুনিতেছি; অন্য কোনই দিকে মন যায় নাই।

বি। যখন দেশীয় রাজার প্রতাপে, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, তখন, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বিপক্ষে কথা দাঁড়াইতে পারিত না; কিন্তু এখন আর সে কাল নাই; জোর করিয়া, কাহারই কাহাকেও কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই; এই পাশ্চত্য শিক্ষার প্রভাবে, ধর্ম্মের শিক্ষকতা খাটিতেছে না, এবং ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি, ধর্ম্মের শিক্ষকতা খাটিবেও না; এখন শিক্ষাই আমাদিগকে ধর্ম্ম দিবে;

এবং যদি জাতীয় উন্নতি সাধ্য হয়, তবে তাহা এই এক মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই সাধিত হইবে। শিক্ষাই, ধর্ম্ম দিতে পারে; ধর্ম্ম, শিক্ষা দিতে পারে না; এই সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, সেই গুলি তুমি একটু চিন্তা কর; আমি আসিলাম বলে।

নি। তুমি এখন হঠাৎ চলিলে কোথা?

বি। খান কতক মাসিক পত্রিকা এবং পুস্তক, লইয়া আসি।—এই পত্রিকা খানির পেনসিল চিহ্নিত অংশটুকু পড়িয়া, ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা কর দেখি।

নি। "বর্ত্তমান সময়ের অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারত-বাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের শাস্ত্রীয় কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে বাহ্য (? বহু) প্রয়াস পাইয়াও অধিকাংশ সময় বিফল মনোরথ হইতে হয় কেন? পূর্ব্বকালের লোকেরা যে সমস্ত বিষয় ইঙ্গিত মাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত এখন সেই সমস্ত বিষয় যদি নানা ভাবে সরল হইতে সরলতর করিয়াও বুঝান যায়, তথাপি যেন মনঃপুত হয় না, যেন বুঝিলেও মনে ধরে না। এইরূপ হইবার কারণ কি? আবহমান কার (? কাল) পুরুষপরম্পরায় যে ভাষা, যে ভাব, যে ইঙ্গিত অতি সহজেই অল্পায়াসেই বুঝিয়া আসিতেছে, হঠাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে পড়িয়া আজ সে সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয় কিসে? এক বিদেশীয় শিক্ষাই ইহার মূল কারণ। না জানি কেমন যেন দিন দিনই ভারতবাসীর মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অস্থি মজ্জায়, রক্তে মাংসে, অনু পরমাণুতে, স্তরে স্তরে বিদেশীয় হাব ভাব অধিক তর ভাবে প্রবেশ করিতেছে। এখন এমনই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত যে ভারতবাসীর নিকট শাস্ত্রীয় কোন বিষয় অবতারণা করিলেই উহার প্রকৃত ভাবটি সেই বিদেশীয় ভাবাক্রান্ত মস্তিষ্করূপ ছাঁচে পড়িয়া একবারে লুপ্ত হইয়া, এক অভিনব ভাবে গঠিত হয়। বিলাতি গুরু মিল্, স্পেন্সর, ডারউইন, হক্সিলি প্রভৃতির মতের সহিত মিলাইতে যাইয়া দেবতাকে বাঁদর গড়িয়া বসেন।"

নি। আর পড়িতে হইবে না; এখন উত্তর দিতে চেষ্টাকর দেখি।

নি। আমার বোধ হয় যে, ধর্ম্মই বল, আর শিক্ষাই বল, তাহা এখন অন্য উপায়ে সাধিত হইতেছে; কাজেই আগেকার অনেক বিষয় এখন যেন কেমন কেমন বোধ হয়।

বি। ঠিক কথাই বলিয়াছ; পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে, ধর্ম্ম ও শিক্ষা এখন ঠিক বিপরীত উপায়েই সাধিত হইতেছে; এবং এই বিপরীত উপায়ই প্রকৃত উপায়; সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন যে, বিদেশীয় শিক্ষা প্রভাবে, "দিন দিনই ভারতবাসীর মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ রূপে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে।" ইহা মোটামুটি কতকটা সত্য হইলেও, প্রকৃত যথার্থ কথা এই যে, বিদেশীয় শিক্ষা প্রভাবে, দেশীয় হৃদয় মূলক কার্য্যে এখন মস্তিষ্ক যোগ দিতেছে; প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির মস্তিষ্কের বিকাশ হইতেছে, সুতরাং মস্তিষ্ক প্রকৃত ভাবাপন্নই হইতেছে। দেবতাতে বানরত্ব থাকিলে, দেবতাকে বানরই বলি; দেবতাকে সাধ করিয়া বানর গড়াইনা, দেবতা নিজের গুণে ও কার্য্যে স্বয়ংই বানর সাজিয়া উঠেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা আরও শিখাইতেছে যে কার্য্য মূলক চিন্তাই আবশ্যক, কার্য্যশূন্য বাহ্যিক আড়ম্বর সূচক চিন্তা, কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে, উহা অনেক অনিষ্টের মূল;—উহাতে লোককে সরল করে না, ক্রুর করে; বিশ্বাসী করে না, ভণ্ড করে; সাহসী করে না, ভীরু করে; অনুসন্ধানেচ্ছুক করে না, অনুসন্ধান বিদ্বেষী করে; চক্ষুষ্মান করে না, চক্ষু নষ্ট করে।—"হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম্মের" তালিকা দিয়া যদি বল যে, অহোরাত্রির মধ্যে, রাত্রি ৪॥টা হইতে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত, এই আঠার ঘণ্টার মধ্যে, "প্রত্যহ হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রায় ॥৴০ আনা, সাংসারিক কার্য্যে ।৴০ আনা ও ভোজনে ৴০ আনা সময় যায়। হিন্দুর সমস্ত কার্য্য ধর্ম্ম কার্য্য।" এবং ঠিক উহাই এখনও কর্ত্তব্য; "আত্মগৌরব স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট আত্ম নিবেদন বা আত্ম সমর্পণ" কর্ত্তব্য;—এসমস্ত কথা এখন হাস্যোদ্দীপক বলিলেই হয়! কারণ ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ ঘণ্টা চিন্তা করিতে, ব্যক্তি বিশেষকে কেহ নিষেধ না করিলেও, সমগ্র জাতীর পক্ষে উহা অনিষ্ট

জনক ;—চিন্তামূলক চিন্তা অনিষ্টজনক, কার্য্যমূলক চিন্তাই ইষ্টজনক ; কার্য্য শূন্য "আত্ম গৌরব স্মরণ"ও অনিষ্ট জনক।

নি। তাহা ত ঠিক কথাই বোধ হইতেছে !

বি। আবারও দেখ ;—যে দ্রব্য যে ব্যক্তি আপনার বলিয়া জ্ঞান করে ও ভাল বাসে, সে ব্যক্তি সে দ্রব্যের দোষ দেখিতে পায় না, অপরে দোষ দেখাইয়া দিলেও, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না, ইহা মনুষ্যের স্বভাব। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, আমাদের ; সেই জন্য উহার দোষ আমরা দেখিতে পাই না, অপরে দোষ দেখাইয়া দিলেও তাহা সহ্য করিতে পারি না। এই পক্ষপাতিতা স্বাভাবিক হইলেও, ইহা আদরনীয় নহে, নিন্দনীয় ; নিন্দনীয় গুণদ্বারা উন্নতি সাধিত হয় না, প্রশংসনীয় গুণদ্বারাই উন্নতি সাধিত হয় ; সুতরাং উন্নতি আবশ্যক হইলে, নিজের নিন্দনীয় গুণ বোঝা এবং তাহা ত্যাগ করা যে প্রকার আবশ্যক ; অপরের প্রশংসনীয় গুণ বোঝা ও তাহা গ্রহণ করাও সেই প্রকার আবশ্যক। "শত্রোরপি গুণ বাচ্যা, দোষ বাচ্যা গুরোরপি।" শত্রুরও গুণ, এবং গুরুরও দোষ অবশ্য বক্তব্য ; কেবল তাহাই নহে, যাহারই কেন গুণ থাকুক না, তাহা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ; যাহারই কেন দোষ থাকুক না, তাহা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ; মনুষ্য মাত্রেই দোষ গুণ সমষ্টি ; কেবল মাত্র গুণ বা কেবলমাত্র দোষ, সময় বিশেষে, দেশ বিশেষে, বা ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ নহে।

নি। তাহা ত সত্য কথাই।

বি। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, পবিত্র "ধর্ম্ম গ্রন্থ"; এবং সম্ভবতঃ ইহার ন্যায় কোনই গ্রন্থ আমাদের সর্ব্বজন দ্বারা পঠিত হয় না, ইহার ন্যায় কোনই গ্রন্থ আমাদের অন্তঃকরণস্থ নিগূঢ় ভাব ও চিন্তাশক্তির এবং শিক্ষার উপরও প্রভূত ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে না। "No work probably is so extensively and universally read in Bengal as the Ramayon of Kirtibas, none is so intermingled with our innermost thoughts and feelings, and Exercises so potent an influence on our juvenile education, as this...poetry in our language." এ প্রকার গ্রন্থ সম্বন্ধে যিনিই যখন সমালোচনা করিয়াছেন, তিনিই তখন প্রধানতঃ

উহা, বঙ্গভাষা, সাহিত্য এবং কবিত্ব সম্বন্ধেই সমালোচনা করিয়া, প্রসঙ্গতঃ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা মাত্র বলিয়া, উহার ভূয়সী প্রশংসাই করিয়াছেন। ধর্ম্মনীতিমূলক এই রামায়ণে, ভাষা বা কবিত্বই প্রধানতঃ সমালোচ্য হওয়া উচিত নহে, ধর্ম্মনীতিই প্রধানতঃ সমালোচ্য হওয়া উচিৎ এবং তাহাই আমি করিব।

নি। ইহাত ভাল কথাই বোধ হয়।

বি। বলিয়াছি যে, সর্ব্বকালেই সর্ব্বদেশেই মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্ত, এবং ভ্রান্ত মনুষ্যের কোনই বিষয় অভ্রান্ত নহে, ভ্রান্ত; ধর্ম্ম গ্রন্থ স্বর্গ বা দেব প্রাপ্ত নহে, উহা ভ্রান্ত মনুষ্য রচিত, সুতরাং উহাও অভ্রান্ত নহে, ভ্রান্ত।

"বিসৃজ্য সূর্পবদ্দোষান্ গুণান্ গৃহ্নতি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীব হি দুর্জ্জনঃ।।"

এই সহৃদয় বচনানুসারে, সামাজিক ব্যবহারে ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য উদ্দেশ্য বা কার্য্য বিশেষ, সমালোচ্য হইলেইও, ধর্ম্ম নৈতিক ব্যাপারে, জাতি বিশেষের কার্য্য উদ্দেশ্য বা কার্য্য, উক্ত বচনানুসারে সমালোচ্য হওয়া উচিৎ নহে। গুণ ও দোষ প্রত্যেকটিই দেখিবার, নিশ্চয়ই পাত্রাপাত্র ও সময় অসময় আছে;—

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তিনির্গুণঃ।"

এই সহৃদয় বচনও এখন এই আলোচ্য বিষয়ে, ধর্ত্তব্য নহে।

নি। বেশ কথা, কথাগুলি শুনিতে আমার বেশ মন যাইতেছে।

বি। এখন তবে, এই রামায়ণের প্রথম হইতেই মোটামুটি রূপেই ধরা যাউক;—রামায়ণ সাত কাণ্ডে বিভক্ত, যথা;—

১ম। আদিকাণ্ড—ইহাতে রাম ও তাঁহার ভ্রাতাত্রয়ের জন্ম ও বিবাহ;

২য়। অযোধ্যাকাণ্ড—ইহাতে রামের বনবাস;

৩য়। অরণ্যকাণ্ড—ইহাতে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ;

৪র্থ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—ইহাতে সুগ্রীবের সহিত রামের বন্ধুত্ব;

৫ম। সুন্দরাকাণ্ড—ইহাতে সাগরবন্ধন;

৬ষ্ঠ। লঙ্কাকাণ্ড—ইহাতে রামরাবণের তুমুল সংগ্রাম;

৭ম। উত্তরাকাণ্ড—ইহাতে সীতার উদ্ধার ও তাঁহার পাতাল প্রবেশ; —বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই আদিকাণ্ড ধর ;—

নি। বেশ কথা ; প্রথম হইতেই তবে ধর।

বি। আদিকাণ্ড।—রামায়ণে মুনির কথা অনেক পাইবে ; সুতরাং "মুনি" কাহাকে বলে, তাহাই আগে দেখা যাউক ;—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ;
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ, স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে।"

দুঃখে যাঁহার মন বিচলিত হয় না, সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই ; যিনি ভয়ক্রোধের বশীভূত নহেন, যাঁহার বুদ্ধি স্থির ; তিনিই "মুনি"।—এখন চ্যবন মুনির কথা ধর ;—

নি। চ্যবন ত তাহা হইলে মুনি হইতে পারেন না! ব্রহ্মার পরামর্শ শুনিয়া রত্নাকর পিতার কাছে গিয়া যেই সুধাইল ;—

"আমার পাপের ভাগী বট কি না তুমি।"

অমনি ;—"পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন।"

আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন ;—

"কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি।"

ছেলে কি রকম রোজকার করিয়া খাওয়াইতেছে, তাহাও দেখিতে হয়।

বি। পিতা, মাতা, ভার্য্যা, কেহই ত পাপভাগি হইল না ; ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া পরিত্রাণের উপায় সুধাইলে, ব্রহ্মা নিকটবর্ত্তী সরোবরে স্নান করিয়া আসিতে বলেন ; রত্নাকর স্নান করিতে যান ; কিন্তু অহো বিড়ম্বনা! তাঁহার দর্শনেই জল ভস্ম হয়! মীন, মকর, কুম্ভীর ধড়ফড় করুক!—

নি। বলি, মীন মকরগুলা কি দোষ করিল! আচ্ছা তাহা নয় ছাড়িয়া দিলাম, ব্রহ্মা তাহাকে "রাম" নাম জপ করিতে বলেন ; সে "মরা" বলিতে পারে "রাম" বলিতে পারে না!

বি। আর দস্যুই যদি তাহার ব্যবসায়, তখন সে মুনিই বা হয় কেমন করিয়া! রামায়ণ যদি ধর্ম্মগ্রন্থই হইল, রাজনৈতিক গ্রন্থ হইল না ; তখন সন্ন্যাসী বেশধারী ব্রহ্মা কেমন করিয়াই বা বলেন যে,—

"শত শক্র মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়॥" ইত্যাদি।

শক্রই হউক, আর মিত্রই হউক, নরহত্যা করিলেই নর হত্যার পাপ হয়; অথচ রাবণ কুল ধ্বংশেরই জন্য রামের জন্ম, যে রাবণের ;—

"এক লক্ষ পুত্র আর সত্তর লক্ষ নাতি।"

এবং রামচন্দ্র যে রাবণের ;—

"শত পদ্ম কোটি রাক্ষসের বিনাশ!"

সাধন করেন! রামচন্দ্রের ত নরহত্যার পাপ হইলই, অসংখ্য গোবধেরও পাপ হইল, ব্রাহ্মণ হত্যা ও সন্ন্যাসী হত্যার পাপও হইল!

নি। তাহা ত সত্যই। তাহা হইল বৈ কি!

বি। যুবনাশ্ব রাজার উদরে মান্ধাতার জন্ম হইল। এবং ;—

"ভূপতি ত্যজিল প্রাণ পায়ে নানা ব্যথা।
আসিয়া বিধাতা নাম রাখিলা মান্ধাতা।"

ইহা মিথ্যা কথা।—পুরুষের উদরে ত পুত্র হইল, এখন স্তনদুগ্ধ দেয় কে? দেবরাজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বলিলেন "মাংধাস্যতি।" আমাকে পান করিবে। তাই "মান্ধাতা' নাম!

নি। বটে! ঐ মান্ধাতার অর্থ?

বি। দণ্ড ও গুরুকন্যা অবজ্ঞার বিবরণ এবং হরিতের জন্ম কি প্রকার?

নি। ছি!—আবার হরিতের মাতৃ পরিচয় আরও খারাপ।

বি। আর হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান?

নি। হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত সত্যবাদী, কিন্তু অহংকারী; তাই তাঁহার এত দুর্দ্দশা ঘটিল!

বি। ঠিক বলিয়াছ।—ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত পুষ্পকন্যা, বিশ্বামিত্রের তপোবনে থাকিতে অনুমতি পাইয়া, হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবে ;— ইহাই চক্র বা কৌশল! হরিশ্চন্দ্র ত তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন কেন? প্রকারান্তরে হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত

ও নিঃস্ব করিয়া নানা বিপদে ফেলাইত বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য! তবে তিনি আবার "মুনি" হন কেমন করিয়া?—

"স্বর্গে নাহি গেল রাজা, মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল!"

—ইহারই নাম "ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট"; এবং উহাই হরিশ্চন্দ্রের কটক!

নি। ইহা ত সত্য কথাই! মুনিকেই মুনি বলিব, যিনি মুনি নহেন, তাঁহাকে মুনি বলিব কেন?

বি। আবার;—"পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী।" ইহাত এক ৮ম বর্ষীয় শিশুও বিশ্বাস করিবে না! কিন্তু এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি;—বারাণসী নগরটি অন্যান্য অনেক নগর অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে স্থাপিত বলিয়াই বোধ করি প্রবাদ যে, উহা মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত এবং উহা পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র।

নি। তবে বুঝি তাই হবে!—আচ্ছা কাশীতে নাকি ভূমিকম্প;—

বি। ও সকল মিথ্যা কথা; এখন হরিশ্চন্দ্রের দান স্বীকার ও বিশ্বামিত্রের দান গ্রহণ কি প্রকার তাহা ছাড়িয়া দিয়া, যে ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রের ব্রাহ্মণীকে ক্রয় করেন, তাঁহার কথা ধর; তিনি;—

"এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধু জন।"

এই "পণ্ডিত ও সাধু বিপ্র" চারি কোটি স্বর্ণ দিয়া রাণীকে ক্রয় করেন, কিন্তু রুহিদাস্‌কে ফাউ লইতেও অস্বীকৃত! কারণ সে বালক, তাহার দ্বারা ত আপাততঃ কোনই কাজ পাওয়া যাইবে না, অথচ বসাইয়া বসাইয়া অনর্থক খাওয়াইতেই হইবে! তাই ঐ "পণ্ডিত ও সাধু বিপ্র" বলেন,—

"দুই জনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল!"

ইহাতে পাণ্ডিত্য ও বিপ্রত্ব থাকিলেও সাধুতা মোটেই নাই; কারণ,—

"নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তদম্ভাহঙ্কার বর্জ্জিতঃ"

অর্থাৎ সদয়, শান্ত ও অহঙ্কার শূন্য লোকই সাধু।

নি। ঠিক কথাই বলিয়াছ; পণ্ডিত বিপ্র কি নিষ্ঠুর!

বি। আবার বিপ্র কাহাকে বলে জান? এই শুন;—

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্ব ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥"

শাস্ত্রোচিৎ সংস্কৃত এবং বিদ্যান ব্রাহ্মণকেই বিপ্র বলে। আর আমাদের চাণক্য পণ্ডিত যে বলিয়াছেন;—

"পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং।"

এই শ্লোকটি একটি বিজ্ঞ হিন্দুর মুখে এই প্রকার শুনি;—

"পণ্ডিতস্য গুণং সর্ব্বং মূর্খ দোষং হি কেবলং।"

পণ্ডিত ব্যক্তির সবই গুণ, দোষের মধ্যে তিনি মূর্খ!—হাঁস কেন?

নি। বেশ ব্যাখ্যা ত!—বিপ্রত্বও যেমন, পাণ্ডিত্যও তেমনি।

বি। যাক, হরিশ্চন্দ্র ত পরে যুজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; কিন্তু,—

"দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তর!"

দেবতার স্বভাব কি জানি না; কিন্তু উহা অপেক্ষা উচ্চতর স্বভাব মানুষের মধ্যেই আছে!—তার পর সগর বংশের উপাখ্যান; সগর অপুত্রক, তজ্জন্য মহা দুঃখিত হইয়া;—

"বহু কষ্টে করিল শিবের আরাধন!"

সদাশিব আশুতোষ কি না! তাই অমনি আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সগরকে বর লইতে বলেন; সগর বলিলেন;—

"বর দেহ দেখি আমি বহুপুত্র মুখ!"

সগরের ৬০ হাজার পুত্র হইল! "বহু পুত্র" মানে যে একবারে ঠিক ঠাক ৬০ হাজার! ইহা জানিতাম না!—উত্তরাকাণ্ডে রাবণের নিকট অপমানিত জ্ঞান করিয়া;—

"বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরামচরণে।"

এবং তিনি যে রামের বিপক্ষ নহেন, স্বপক্ষ; ইহা বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, রামকে দিব্য করিয়া বলেন;—"যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, যদি কার্য্যে বৈপরিত্য দেখেন, তবে যেন শাস্তি স্বরূপ আমার "সহস্র তনয় হয়।" সহস্র তনয় যদি শাস্তি হয়, তবে ৬০ সহস্র তনয় অন্ততঃ তাহার ৬০ গুণ শাস্তি হওয়া উচিত!

নি। ইহাও ত বেশ কথা।

বি। সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞে ইন্দ্র যে ব্যবহার করেন, তাহাতে কিছুতেই তিনি "দেবরাজ" হইতে পারেন না। তাহার পরই কপিল মুনির কোপে সগরের ৬০ সহস্র তনয় ভস্মসাৎ হয়। বোধ করি রাগ করাই তখন মুনির লক্ষণ ছিল!

নি। কৈ মনুষ্যের ত ওপ্রকার রাগ দেখি নাই!

বি। ভগীরথের জন্ম কি প্রকার?

নি। মান্ধাতার যে প্রকার, ভগীরথের জন্মও সেই প্রকার!—মান্ধাতা হন পুরুষের গর্ভে, ভগীরথ হন, মাতার ঔরসে!

বি। আমার যেন স্মরণ হয়, ইদানীন্তন এক অতি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে;—যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভগীরথের ও মান্ধাতার জন্মও সত্য হইতে পারে। যাক;—তার পর ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন;—ইন্দ্রের ঐরাবতের ব্যবহার কি প্রকার জঘন্য ও অশ্লীল বল? যেমন সহস্র চক্ষু ইন্দ্র, তেমনি তাঁহার বাহন ঐরাবৎ! তা কথাতেই ত আছে!—

"যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক্ ঘোল তার ছ্যাঁদা মালা।"

নি। বেশ কথাটি বলিয়াছ, ঠিক তাই।

বি। এখন একবার দশরথের বিবাহ ধর:—ত্রিশ বৎসর বয়সে কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া গিরিরাজ কন্যা কৈকেয়ীকে বিবাহ করিলেন; রাজা মন্থরা চেড়ীকে যৌতুক দেন; চেড়ীর রূপ গুণ কি প্রকার? না;—

"পৃষ্ঠেভার কুঁজের নড়িতে নারে বুড়ী।
ক্ষতি করে তার, যার ঘরে থাকে চেড়ী॥"

শ্বশুরের যৌতুকটি তবে ভাল বলিতে হইবে!

নি। বোধ করি বালাই ত দূর হইল!

বি। দশরথ পরে ক্রমশঃ;—

"করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ।"

এবং রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, এ প্রকার ভাবে,——

"রাত্রিদিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে।"

যে পক্ষী পক্ষিণী পর্য্যন্ত রাজ্য ছাড়ে! অন্যে পরে কা কথা! —ছি! এই কি ভগবান রামচন্দ্রের পিতার কার্য্য?—রাজ্যে ত বিপদ ঘটুক, বিপদ হইতে উদ্ধারও পান, উদ্ধার পাইয়াই অন্ধক মুনির পুত্রকে মৃগজ্ঞানে বিনাশ করেন!—এই স্থানে একটি কথা বলি;—মুনিকে মৃগজ্ঞানে বিনাশে, দশরথের যদি দোষ না থাকে, তবে এখন সাহেব শিকারীরা বাঙ্গালীকে বানর জ্ঞানে বিনাশ করিলে, এত হৈ হৈ রৈ রৈ কেন?—অন্ধক মুনি কর্ত্তৃক দশরথ সুন্দর অভিশপ্ত হইলেন!—অপুত্রক দশরথের পুত্র শোক অভিশাপ হইল, শাপে বর হইল! মুনিরা ত শুনিতে পাই—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ! পরে;—

"অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণী তাহার পিতা, জননী শূদ্রাণী॥"

নি। এটা খুব হাসির কথা বটে!—অবশ্য "ব্রাহ্মণী" ছাপার ভুল।

বি। আচ্ছা;—সম্বর অসুর সহ যুদ্ধে দশরথ ক্ষত বিক্ষত হন! অস্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যায় বিদ্যাবতী কৈকেয়ী তাহা আরাম করেন, তাই দশরথ কৈকৈয়ীকে বলেন;—

"বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন ধন ভাঁণ্ডারেতে নাহিক আমার॥"

পরে দশরথের ব্রণ ব্যাধি! মহাবিপদ! প্রাণ সংশয়! কৈকেয়ী দ্বারা এবারও চিকিৎসিত হইয়া বাঁচেন! আবার বর দেন! কৈকেয়ী কুঁজীর পরামর্শে বলেন;—

"দুই বারে দুই বর থাকুক তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥"
"কৈকেয়ীর কপটে অমর গণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হইল ফাঁসে॥"
"আমি দশরথের কি কব গুণ গ্রাম।
যার পুত্র হইবেন আপনি শ্রীরাম॥"

এই স্থানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিব। ঘটনাটি "ম্লেচ্ছ" ইউ-রোপের। ইংলণ্ডের এক যুবরাজ বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ হন ; জীবন সংশয়! চিকিৎসক বলেন, যদি কেহ স্বীয় জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া মুখদ্বারা ঐ বিষাক্ত স্থান হইতে বিষ চুষিয়া লইতে পারে, তবে যুবরাজ বাঁচেন! যুবরাজের কিন্তু এমন ইচ্ছা নহে যে, তাঁহার জীবনের জন্য অন্যে জীবন দান করে। রাত্রিতে যুবরাজ নিদ্রিত ; এমন সময়ে যুবরাজ্ঞী সেই বিষ চুষিয়া লয়েন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল এবং যুবরাজ বাঁচিয়া উঠিলেন। সেই ত্রেতাযুগের হিন্দু দশরথ ও কৈকেয়ী অপেক্ষা, এই কলিযুগের ম্লেচ্ছ যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী কত ভাল!

নি। তাই ত! ইহা ত খুব সোজা কথা।

বি। ঋষ্যশৃঙ্গের বিষয় সংক্ষেপে অপাঠ্য।

নি। তাহা সত্য। মুনি ঋষিরা যেমন ক্রোধান্ধ, তেমনি ;—

বি। "চৌদ্দ বৎসরেরর সেই মুনির সন্ততি।"

ঋষ্যশৃঙ্গ শিশুই, আবার লোমপাদঁ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণের হেতু!—অযোধ্যায় দশরথ যজ্ঞ করেন ;—কত লোক আসিয়াছে একবার দেখ ;—

"এখন আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি"
"রাজা যত আইলেন আটাইশ কোটি লক্ষ।"

নি। আর রাজারাও ত একাকী আইসেন নাই!

বি। সীতার ও বানরগণের জন্মের কথায় আর কাজ নাই! অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মে, লঙ্কায় রাবণের বিপদ! বিভীষণ রাবণকে বলিতেছেন ;—

"তোমারে বধিতে জন্ম লন নারায়ণ।"

অর্থাৎ "কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার।"

রাবণ প্রথমতঃ হাঁসিয়া উঠেন, কিন্তু পরে ;—

"রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাণ্ডাইল যোড় হাতে॥

রাজা বলে যত তীর্থ পৃথিবীতে আছে।
সকল তীর্থের জল আন মম কাছে॥"—

নি। বলি, ওসব কি!

বি। দশরথের চারি পুত্র অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন; রামের বয়স পাঁচ বৎসর; এই অপোগণ্ড শিশুই;—

"ফুলধনু হস্তে করি যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ।"

পরে মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার; ধনুক খানি একবার দেখ;—

সত্তর যোজন ঊর্দ্ধে ধনুক প্রমাণ।"
"যোজন দ্বাদশ ধনু আড়ে পরিসর।"

হাঁসিও না এ সকলই কবিত্ব।—অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া, গৌতম, অহল্যা ও ইন্দ্রের বৃত্তান্ত,—

নি। বলি এই অহল্যারই নাম করিলে, সব পাপ নষ্ট হয়?

বি। মুখে বলা বৈ ত নয়!—রামচন্দ্র বার বৎসর বয়সে তিন কোটি রাক্ষস বধ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রত্যহ গড়ে হাজার বারশ রাক্ষস না মারিয়া ভগবান রামচন্দ্র জলগ্রহণ করেন না! ভুলিও না যে,—

"শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়॥" ইত্যাদি।

সুতরাং পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই প্রত্যহ দশ বারটি গোবধ করিতে অভ্যস্ত! ভগবান যদি স্বেচ্ছায় প্রত্যহ এতই গোবধ করেন, তবে মনুষ্য আমরা অনিচ্ছায়, হঠাৎ, জীবনের মধ্যে একটিমাত্র গোবধ করিলে, এপ্রকার অমানুষোচিত প্রায়শ্চিত্ত কেন?

"দেবতার বেলায় লীলা খেলা, যত গোল মানুষের বেলা।"

—এখন অযোধ্যাকাণ্ডে চল।

নি। হাঁ তাহা বৈ কি; আদিকাণ্ডে আর কাজ নাই।

বি। অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমেই, দশরথের শ্রীরামচন্দ্রকে দুইটি রাজনীতি শিক্ষা;—

(১) "স্মরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ,
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।"

(২) "স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার।"

প্রথমটি উদার, দ্বিতীয়টি অনুদার; দুইটি একসঙ্গে কার্য্যকর নহে; যাক, মনে করিয়া রাখিও,——

"অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।"

—পরে দশরথ কুস্বপ্ন দেখেন, এবং ভরতকে রাজ্যদান ও রামের বনবাস হয়! কৈকেয়ীর বিবাহ সময়ে, গিরিরাজ মন্থরাকে যৌতুক দেন, এই মন্থরারই পরামর্শে কৈকেয়ী বর চান!—রামায়ণে যখন সকলই অলৌকিক, তা চাকরানী মন্থরাই বা বাদ যান কেন!—কৈকেয়ী মন্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যায় বিদ্যাবতী, স্বামীর শুশ্রূষার জন্য নিষ্ঠুর বর প্রার্থনা, বিদ্যাবতীর কার্য্যই বটে!

নি। তাই ত! চাসা ভূষো লোকের স্ত্রীও ত ওরকম নহে!

বি। কিন্তু তথাপি কৌশল দেখ;—চক্রের ভিতর চক্র দেখ!—

"পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণের ছেলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল ব্রহ্মশাপ॥"

কৈকেয়ী ব্রহ্মশাপগ্রস্তা, তাই সে বর চাহে! ব্রাহ্মণের কথা ছাড়িয়া দাও, অপরেও যদি শিশুর দোষ গ্রহণ করে, তবে সমাজ টিকিতে পারে না! শিশুর অপরাধ গ্রাহককে ব্রাহ্মণ বলে না।

নি। তাইত! আমরাও ত ছেলে পিলের দোষ ধরি না।

বি। তার পর দেখ;—

"কৈকেয়ী যুবতী নারী দশরথ বুড়া।
বৃদ্ধের যুবতী নারী, প্রাণ হইতে বাড়া॥"

কেমন করিয়া? ত্রিশ বৎসর বয়সে দশরথ কৌশল্যাকে বিবাহ করেন, তাহার পরই কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন। বিবাহ সময়ে কৈকেয়ী নিশ্চয়ই বালিকা নহে, কারণ তিনি "স্বয়ম্বরা" হন এবং বিলক্ষণ চতুরা ও

বিচক্ষণা। আর "বৃদ্ধস্যতরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" যার, সে সামান্য মনুষ্য মাত্র ; ভগবানের পিতা নহে!

নি। তাহাও ত সত্য কথা। রামের বাপের এমন দশা!

বি। ব্রণ বিপদে পড়িয়া, দশরথ ঐ নীচমনা দাসী করতলস্থ, নীচমনা স্ত্রীর নীচ বর গ্রাহ্য করিলেন! ব্রণ জ্বালা যাঁহার অসহ্য, তিনি দশরথই বা হন কি প্রকারে! অস্ত্র বিদ্যায় পণ্ডিতই বা হন কেমন করিয়া!—যাক, বরদান করিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলেন ও বুঝিলেন,—

"স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ বংশে।"

কেন? না,—"ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জন!", দেখে শুনে ক্রমেই লোকে বিজ্ঞ হয় কি না! দশরথেরও তাই বিজ্ঞতা জন্মিল ও তিনি পরিতাপ করিলেন!

নি। তাই বটে, এখন ঠেকিয়া শিখিলেন!

বি। কিন্তু পরিতাপটিতেও যে স্থূল বুদ্ধিই দেখা যায়; স্ত্রীবাধ্য হইলেই কি দোষের কথা! স্ত্রীর কেবলমাত্র বাহ্যিক রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ এবং কামান্ধ হইয়া, মনুষ্যত্ব শূন্য ও পশুত্ব পূর্ণ হওয়াই জঘন্য। গুণবতী ও বিদ্যাবতী স্ত্রীর গুণে ও বিদ্যায় বাধ্য হওয়াই যে প্রশংসনীয়; দশরথের বলা উচিত ছিল;——

"স্ত্রীবাধ্য আমার মত কেহ না হইও।

সুতরাং এ কথাও বলিতে পারি যে,—

"স্ত্রীর বশ যে জন হয় তার সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।"

ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা; অথবা প্রকাণ্ড অসভ্যের কথা।—চুপ করিয়া রহিলে যে?—আবার দেখ, শ্রীরাম লক্ষণ ও সীতা বনে যাইতেছেন, নগর ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল;—

"ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেন নারী গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় নাহি করে কুলের যুবতী॥"
"রামরূপে নারায়ণ মজাইল চিত্।
নয়নে না চান রাম পর নারী ভিত॥"—শ্রুতি উত্তম। কিন্তু,

"রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে।
কপাল নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে॥ ইহা কি প্রকার?

নি। বেশ কথা; উহা বড়ই খারাপ!—

বি। কৈকেয়ীর সেই শৈশবাবস্থার ব্রহ্মশাপের তেজ দেখ;—দশরথ এখন বর দিতে কাতরতা দেখাইলে, কৈকেয়ী, যযাতি, শিবি এবং ইক্ষাকু ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজগণের কথা তুলিয়া দশরথকে উপদেশ দেন। ইহাকেই বলে অসহনীয় মেয়ে জ্যাঠা! পরে বনবাসে উদ্যত রামচন্দ্র যখন কৈকেয়ীর নিকট দেখা করিতে যাঁন, তখনও তিনি স্বামীর যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করেন!—নীচতার দৌড় ইহা অপেক্ষা দেখা যায় না, কিন্তু কবি কল্পনার দৌড় আরও বেশি! কিন্তু;—

"শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদন।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বন॥" অতি উৎকৃষ্ট।

নি। তাহা সত্য; ঠিক কথা বলিয়াছ কিন্তু।

বি। শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলেন; ভরত ঋষিবেশ ধারণ করিয়া রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিলেন; ইহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের কার্য্য। সীতা রামের সহগামিনী হইলেন; ইহা সহধর্ম্মিনীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ সহগামী হইয়াও ভ্রাতৃ প্রণয়ের চরম কার্য্য দেখাইলেন। এই স্থানে আমার একটি কথা আছে;—স্বামীসহ সহধর্ম্মিনীর বনগমন, কবি কল্পনায় যে প্রকার রঞ্জিত হইয়াছে, সেই প্রকার ঐতিহাসিক ঘটনাও বিরল নহে;—পৃথিবীর মধ্যে সীতা একাকিনীই সহধর্ম্মিনী রত্ন নহেন।

নি। সত্য নাকি! সেই সকল স্ত্রীলোকের নাম কি?

বি। এক জনের নামই আপাততঃ জানিয়া রাখ; সেই সকল রমণীরত্নের মধ্যে হেল্‌ভিডিয়াস্ প্রিস্কস্ পত্নী ফ্যানিয়া একজন। (The illustrious wife of Helvidius Priscus.) যাক, মাতৃহন্তা মহাপাতক পরশুরামের প্রমাণ দ্বারা, মাতা অপেক্ষা পিতা গুরুতর বলিয়া রাম, মাতাকে প্রবোধ দিতেছেন। সাধারণতঃ মাতা অপেক্ষা পিতা গুরুতর হইলেও, কৌশল্যা যে দশরথ অপেক্ষা গুরুতরা তাহা নিশ্চয়। পিতৃ প্রতিজ্ঞা

প্রতিপালন ভঙ্গ ভয়েই কি, রামচন্দ্র স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতার নিকট এক প্রকাণ্ড মহাপাতকের কথা তুলিয়া, মিথ্যা প্রবোধ দিলেন!

নি। কৌশল্যা যে দশরথের চেয়ে অনেক ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বি। লক্ষণের কথাটি আর একবার ধর;—রাম বনে যাইবেন, ভরত রাজা হইবেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সহোদর দ্বয় কেমন করিয়া ঘরে থাকেন! লক্ষ্মণ বড়, শত্রুঘ্ন ছোট; শত্রুঘ্ন ঘরে থাকিলে, মাতা সুমিত্রার শোক সম্বরণ হইবে, লক্ষ্মণ রামের সহিত গেলে, রামের ও সীতার সাহায্য করিতে পারিবেন—তাই লক্ষ্মণ রামের সহিত বনে গেলেন;—উদার-কল্প ইহাকেই বলে;——

"একঃ সৎপুরুষোলোকে লক্ষ্মণঃ সহসীতয়া।
যোনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরণ বনে॥"

নি। বাস্তবিক লক্ষ্মণের চরিত্রই চমৎকার।

বি। কিন্তু আমাদের কবির কাব্য দেখ; লক্ষ্মণ বলিতেছেন;——

"অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল॥
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ॥
শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ॥"

লক্ষ্মণকে মাটি করা হইল!

নি। তাহাও ত সত্য বটে! লক্ষণের মুখে ও কথা;

বি। যাক; শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন, "তুমি আমার সঙ্গে কেমন করিয়া বনে যাইবে!—সিংহ ব্যাঘ্রের ভয়, ফল মূল আহার, নগ্ন পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধের ভয়, আর তুমি রাজকন্যা!" সীতার উত্তর শুন;—

"নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে॥"

রাজ্য লৈতে ভরত না করিল উপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পাবে রক্ষা ॥”

উচ্চতা ও নীচতা মিশ্রিত! অথবা চন্দন বিষ্ঠা মিশ্রিত!

নি। তাইত! ভরতের উপরই যত রোক!

বি। এখন দশরথ যেন ঠিক,—

“———ক্ষোভে রোষে
“দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি ভীমরূপী” হইয়া বলিলেন;—
“দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মম বাণে,
যাঁরে অর্দ্ধাশন দেন দেব পুরন্দর।”

বলিয়া ত নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিলেন, অহংকার করিলেন; স্পর্দ্ধা করিলেন; শরীরে পাশব শক্তির আধিক্য বশতঃই কৈকেয়ীকে বলিলেন;—

“আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে”!

কৈকেয়ীকে ত্যাগ করিবার কথা,—ঠিক “জুতা দিয়ে জুতা মারা”র মত! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেই দোষ! এটা বুঝি দোষ নহে! আচ্ছা, ভরতকে ত্যাগ করিবার কথা কেন? ভরতের দোষ কি? মাতার দোষে বুঝি পুত্র দোষী! “উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে”! নীচভার্য্যার সুপুত্র, ত্যাগের বা ঘৃণার পাত্র নহে, আদরেরই পাত্র।

নি। বেশ কথা; কৈকেয়ীকেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে; স্বামী ভাল হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে, মন্দ স্ত্রীকে উপদেশ দিয়া ভাল করা। দশরথের দেখছি যেন সকলই উল্‌টা।

বি। কৈকেয়ীর সেই ব্রহ্মশাপের তেজ এখনও কবির নিকট কমে নাই!—রাম লক্ষণ যে জটা বল্কলধারী হইয়া বনবাসী হইবেন, তা বল্কল কৈ? তবে শুন;—

“বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে ॥”

আচ্ছা;——“এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥”

এই ত বরদ্বয়? তবে জটা-বল্কলধারী হইতে হয় কেন? আচ্ছা তাহা যেন হইল, কিন্তু;—

"জানকী পরেন তাড় তোরণ নুপুর।
মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ূর॥" ইত্যাদি।—একি?

কোন বিবাহ বাড়ী যাইতেছেন নাকি! তাই এত সজ্জা?

নি। বড় সরস কথা! রামলক্ষণের বাকল, সীতার অলঙ্কার!

বি। সীতা শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন; "বৃদ্ধ" শ্বশুর একটি কথাও বলিলেন না! শাশুড়ীর নিকট বিদায় চাহিলে, কৌশল্যা;—

"রাজার কুমারী তুমি রাজার বহুয়ারী।
তোমার আচার আচরিবে অন্য নারী॥"

বলিয়াই সীতার বংশের ও দেমাকেরই কথা বলিলেন; আর কিছু বলিবার পাইলেন না! সীতাও বলিলেন;—

"স্বামী সেবা করিতে আমি ভাল জানি।"
"আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে।"

ইহা প্রকৃত ধৃষ্টতা ও আত্মশ্লাঘা! আবার কৌশল্যার,—

"জানকীর রূপে চমৎকার ত্রিভুবন।
সাবধান হইও রাম ভয়ানক বন॥"

এবং, "সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষণ।
দেবজ্ঞান রামেরে করিহ সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরানী॥"

এই উপদেশ দুইটি তুলনা কর।

নি। সত্য কথা, তাহা বেশ বুঝিলাম।

বি। আরও দেখ;—

"শ্রীরাম লক্ষণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষণ তাহাতে॥"

যাইতেছ বনবাসে, আয়ুধ কেন? যুদ্ধ যাত্রা ত নহে?

নি। তাইত! অস্ত্র শস্ত্রের দরকার কি!

বি। আবার জয়ন্ত কাকের ব্যবহার কি প্রকার?

নি। ছি! ছি! ছি! অতি খারাপ।

বি। যাক;—দশরথের মৃত্যু হয়, ভরতকে অযোধ্যায় আনা হয়, ভরত আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার শুনিয়াই, কুঁজীকে,—

"হিঁছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥"

আর শত্রুঘ্ন,—"বুকে হাটু দিয়া কুঁজীর ধরে গলা।
মুদ্গারের বাড়িতে ভাঙ্গিল পায়ের নালা॥"

বলি কুঁজীর কি এতই দোষ!—তোমাদের মাতা যে ব্রহ্মশাপগ্রস্তা!

নি। সেটা বোধ করি কেহ জানিতে পারে নাই।

বি। অরণ্যকাণ্ডে অত্রি মুনির নিকট সীতা শ্রীরামের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন;——

"জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম, সর্ব্ব গুণে গুণী।"

এইটি মনে করিয়া রাখিও, ইহাতে সত্যের লেশমাত্র আছে কি না এখনি দেখিবে। বিরাধ রাক্ষসের বৃত্তান্তে ধনপতি কুবেরের জঘন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি, অপাঠ্য;—

নি। তাহা ত সত্যই বটে! উহা বড়ই অশ্লীল।

বি। রাক্ষস বধার্থে;—"বনে প্রবেশেন রাম হস্তে ধনুর্ব্বান।"

সীতা নিষেধ করেন;—"রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণে প্রাণী বধে ঘটিবে প্রমাদ॥"

এবং বলেন যে, শিশুকালে পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন, যে এক মুনি এক বৃদ্ধ পক্ষীকে খড়্গাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া, মুনির কত পাপ হইয়াছিল। সুতরাং,—

"সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন প্রয়োজন॥"

কিন্তু "জিতেন্দ্রিয়" শ্রীরাম তাহা শুনিবেন কেন? বনাগমন কালে যখন;——

"শ্রীরাম লক্ষণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে ॥"

এখন অযোধ্যাকাণ্ডের এইটি একবার মনে কর।

নি। সীতা ত বেশ কথাই বলিয়াছেন। "প্রমাদ" ঘটিবে কিনা!

বি। ইল্লপ, বাতাপীর বৃত্তান্ত, অন্যান্য অসংখ্য বৃত্তান্তের ন্যায়, মিথ্যা অনাবশ্যক ও অনর্থক!—এইবার সূর্পনখার বৃত্তান্ত ও সীতাহরণের পূর্ব্ব সূত্র; এই সূর্পনখা ব্যাপারে একটু মনোযোগ দাও। সূর্পনখা রামের সম্মুখে উপস্থিতা; আর অমনি;—

"পরিহাস করেন তবে শ্রীরাম চতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন প্রচুর ॥"

বলি পরিহাস কেন? আর "চতুর" ব্যক্তি অবতার হইতে পারে না। কারণ চতুরতা অধিকাংশ স্থলে ধূর্ত্ততা বা শঠতাকেই বুঝায়; এখানেও "চতুর" অর্থ ধূর্ত্ত বা শঠ।

নি। তাহাও ত মিথ্যা কথা নয়!

বি। "চতুর শ্রীরাম" পুনরায় সূর্পনখাকে বলিতেছেন;—

"লক্ষণের ভার্য্যা নাই, তুমি কর ঘর ॥"

ইহা অতি পরিষ্কার মিথ্যা কথা; রাম চতুর ও মিথ্যাবাদী।

নি। রামের মত ব্যক্তির ওরকম পরিহাস বড়ই অন্যায়। অন্য স্ত্রীলোক ত মায়ের মত। পরিহাস কি করিতে আছে, ছি!

বি। যদি বল যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে, পরিহাসে মিথ্যা কথায় দোষ নাই; আমার মতে উহা ঘৃণার্হ। যাক; পরিহাস ত করা হইল, এখন লক্ষণকে;———

"শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহার বিনাশ ॥"

কেন? বিনাশেরই বা আবশ্যক কি? আর ইঙ্গিতেই বা বিনাশ করিতে পরামর্শ কেন?—সূর্পনখাকে সাবধান হইতে না দিয়া অসাবধান অবস্থাতেই মারিয়া ফেলা? কি সূর্পনখা বুঝিয়া যাক যে, লক্ষণই বিনাশ করিতেছে, "শ্রীরাম চতুর" তাহার কিছুই জানেন না?

নি। তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে !

বি। রামের সূর্পনখা বিনাশ পরামর্শের সহিত ;——

"এক শত ধেনুবধ যেবা জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে ॥"

তুলনা করিলে, কেমন শোনায় ?—যাক ;—লক্ষণ বিনাশ না করিয়া, নাশা কর্ণ ছেদন দ্বারা সূর্পনখাকে বিকৃতাঙ্গিনী করিয়া দিলেন !—বাঁশ চেয়ে কঞ্চি টন্‌কো কি না !—রামই ত রাবণকে শত্রু করিলেন ;—পিতৃ সত্য পালনার্থে বনে আসিয়াছ, দয়াময় ! কিন্তু এই কি তোমার কার্য্য !—এইবার সীতার সেই ;——

"জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী।" মনে কর।

নি। তাইত ! রাম লক্ষণ বড়ই অন্যায় কাজ করিলেন।

বি। এই স্থানে একটি ঘটনার কথা বলি ;—চারিশত বৎসর হইল, যখন চৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন শান্তিপুরের সন্নিকটে এক মুসলমান, স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ; এবং তিনিই হরিদাস নামে পরিচিত হন ; হরিদাস অত্যন্ত জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক, চৈতন্যেরও পূজনীয় ; হরিদাসের মন পরীক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্রখাঁ নামেই বোধ করি, এক মুসলমান জমীদার, তাঁহার নিকট একটি সুন্দরী বেশ্যা প্রেরণ করিলে, হরিদাস তাহার বেশ্যাত্বের স্থানে পবিত্রতা জন্মাইয়া দেন ! তবেই দেখ ; যবন হরিদাস, তোমার হিন্দু ধর্ম্মাবতার রামলক্ষণ অপেক্ষা উচ্চদরের লোক। অথবা দেবতা অপেক্ষা মানুষ ভাল।

নি। হরিদাস এমন লোক ! জমীদারটির নাম রামচন্দ্রই হইবে !

বি। যাক ; সূর্পনখা অপমানিতা হইয়া, রাবণের নিকট সীতার রূপ বর্ণনা করিয়া বলেন ;—

"যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে,
তার রূপ কেবল তোমার মাত্র সাজে।"

ভগিনী ভ্রাতাকে বলিয়া, সীতা হরণের পরামর্শ দিলেন ! তা তাঁহারা রাক্ষস, দেবতা নয়, সুতরাং ওকথা নধর্ত্তব্য। পরে রাবণের পরামর্শা-

নুসারে সেই রাম হত তাড়কা পুত্র মারীচ, রত্নমৃগ রূপ ধরিয়া, রাম, সীতা ও লক্ষণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, সীতা, রামকে মৃগটি ধরিয়া দিতে বলেন; রাম অপেক্ষা লক্ষণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির লোক, লক্ষণ বলিলেন;—

"মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে,
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ বেড়াইছে সুখে।"

লক্ষণের এ কথায় ত রামের চৈতন্যই হইল না! রাম বলেন;—

যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্ম বধি পাপী,
মারীচ তাহার যেন অগস্ত্য বাতাপী।"

কেন? মারীচ তোমার নিকট দোষীই বা কিসে, বধ্যইবা কেন? —লক্ষণকে কুটীরে সীতার নিকট রাখিয়া রাম, মৃগ ধরিতেও গেলেন, উপযুক্ত প্রতিফলও পাইলেন। মুমূর্ষু মারীচ,—

"আইস লক্ষণ শীঘ্র কর পরিত্রাণ,
রাক্ষসে মিলিয়া ভাই লয় মম প্রাণ।"

বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, লক্ষণ ও সীতা তাহা শুনিলেন; সীতা, লক্ষণকে রামের সাহায্যার্থে যাইতে বলেন; লক্ষণ নানা সৎযুক্তি দেখাইয়া সে কথানুযায়ী কার্য্য করা অন্যায় বলিলে, তোমার সেই,—

"রাজর কুমারী আর রাজার বহুয়ারী।
যাহার আচার আচরিবে অন্য নারী।

বলেন;—"বৈমাত্রেয় ভাই কভু, নহেত আপন।
আমার প্রতি লক্ষণ তোমার বুঝি মন!
ভরত লইল রাজ্য তুমি লও নারী।
ভরতের সনে ষড় আছয়ে তোমারি॥"—

নি। ছি! ছি! ছি! পড়িবার সময় আমারও সীতার প্রতি ঘৃণা হয়! রাম সীতার শুশ্রূষার জন্যই ত লক্ষণ বনে যান, স্বেচ্ছায় বনবাসী হইয়া লক্ষণ সীতার চরণ বৈ মুখ দেখেন নাই!—সীতা আপনার পায়ে আপনিই কুড়ুল মারিলেন।

বি। ভগবানই হউন, আর অবতারই হউন: লোভে নিশ্চয়ই পাপ জন্মে। আচ্ছা, এখন, সীতার অপমানেই বা লক্ষণ যান কেন? সীতা

তিরস্কার করিলই বা! মনের অগোচর ত আর পাপ নাই! উহার নাম দৃঢ় কর্ত্তব্য জ্ঞান নহে। যাক;—স্বকর্ম্ম ফল ভুক্ পুমান্, লোকে নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করে। রাবণ ত সীতা হরণ করুক, রাবণকে সীতা দেবী যে গালাগালি দেন, সেই মুখরতার জন্য তাঁহাকে, সামান্যা হাট বাজারের স্ত্রীলোকই বলা যায়! তাই বুঝি লোকে বলে;—

"মুখ ফোঁড় ভুঁই ফোঁড়, দুইই সমান।"

নি। ঠিক কথাই বটে!

বি। জটায়ু বৃত্তান্ত উত্তম, সীতার জন্য জটায়ু প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু দুর্জ্জয় বিক্রমশালী সুপার্শ্ব, রাবণের চাটু বাক্যে মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বোধের মত কাজ করেন! রাম লক্ষ্মণ ত প্রত্যাগমন করুন; "বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে" পুনরায় কুসংস্কার! এইবার সীতাকে কুটীরে না দেখিয়াই,—

"শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার,
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি।"

রামচন্দ্র ত্রিসংসার অন্ধকার দেখিলেন; চক্ষে সর্ষপের ফুল দেখিলেন। শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ প্রবোধ দেন, কিন্তু তাহা কি এখন শুনিবার সময়!—

"বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন কাযে।"

—বিশ্ব কেবল বুঝি তাঁহার সীতারই জন্য? অপরের কথা দূরে থাক, মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারও জন্য বিশ্ব নয়? তাই

"বিশ্ব পুড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।"

—বলি গুণ নিধি, তুমি যে বিশ্ব পোড়াও কেন বল দেখি? এতরাগ কেন? এত বাড়াবাড়িই বা কেন? জান না "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং"?

নি। বেশ বলিয়াছ; ঠিক কথা; কেবল কথায় কথায় রাগ!

বি। এখন;—"এই রূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চতুর্দ্দিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥

পক্ষীকে দেখিয়া রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতায় তুই বধি তোর প্রাণ॥"

এই জটায়ু সীতার জন্য প্রাণ দেন! তাই মরার উপর খাড়ার ঘা মারিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে উদ্যত!

নি। রাম যেন দেখিতেছি দিশে হারা হইয়াছেন।

বি। কবন্ধ বৃত্তান্তটিও মন্দ নহে! কবন্ধের,—

"পেটের ভিতর নাক কান চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্ব্ব সে কথা॥"

নি। খুব যা হউক! ছেলে ভুলান জুজুর গল্প আর কি।

বি। ছেলে পিলেকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, শৈশবাবস্থা হইতেই আমরা যে প্রকার জুজুর ধাক্কা খাইতে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছি, তাহাতে যে আমাদের কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বুঝিয়া না থাকিলেও, পরে বুঝিতে পারিবে; দুষ্ট ছেলেকে বরং দুঘা মারিয়া দোরস্ত করা ভাল, তথাপি জুজুর ধাক্কা খাওয়ান কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণে অনেক রকমের জুজু আছে।

নি। সে সত্য কথাই বটে!—ছেলে পিলেকে ভয় দেখান বড় খারাপ।

বি। অরণ্যকাণ্ডে, চতুরতা, নির্দ্দয়তা ও অবিমৃশ্যকারিতা দ্বারা, সূর্পনখার নাশা কর্ণ ছেদনে, রামের ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ করা দেখিয়াছ; এবং রামের চরিত্রও কতকটা বুঝিয়াছ। এইবার সপ্তকাণ্ড রামায়ণের ঠিক মধ্যবর্ত্তী এই কাণ্ড, রামচরিত্রেরও ঠিক মধ্যবর্ত্তী কাণ্ড, ধর;—

"চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সুললিত কথা।
সুগ্রীবের সহ রাম করিল মিত্রতা॥"

রাম ও সুগ্রীব, "পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি॥"

কবি বলেন,—"উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিম্বা কয়।
সুগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয়॥"

সুগ্রীবের মত "ভাগ্যোদয়" আমি ত চাহি না, তুমি চাও কি?—হাঁ সও না;—ও ভাগ্যোদয় হইতে রক্ষা কর, কবি!

নি। না, আমিও উহা চাই না।

বি। শ্রীরামের "মাহাত্ম্য কথনে" কবি বলিতেছেন ;—

"রাম জন্ম পূর্ব্ব ষষ্টি সহস্র বৎসর !
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥"

ইহা মিথ্যা কথা ও প্রতারণা ; কীর্ত্তিবাস মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ;—

নি। কেন ? লোকে যে বলে "রাম না হতে রামায়ণ"!

বি। সে কথা পরে হইবে। যাক ;—সুগ্রীব বলিতেছেন ;—

"তুমি রাম হইয়াছ ভুবন পূজিত।
ভার্য্যা লাগি কর খেদ অতি অনুচিত ॥"

রাম উত্তর করিলেন ;—"জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোক পায় লোক।
সে সবার হইতে হয় অধিক ভার্য্যা শোক ॥"

বানর ও ভগবানে প্রভেদ দেখ! অথবা রাম যে ভগবান নহেন, পরিষ্কার তোমার আমার মত মানুষ, তাই বুঝাইবার জন্য "লোক" কথাটি ব্যবহার করিলেন। অতঃপর সুগ্রীবের নিকট বালী বৃত্তান্ত শুনিয়া ;—

"আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর,
বালীরে বধিয়ে তব ঘুচাইব ডর।"

কেন হে রাম, বালীকে তুমি মারিবে কেন ? সে ত তোমার কিম্বা কাহারই কোনই অপরাধ করে নাই! তোমার পিতাই না তোমাকে বলিয়াছেন ;—

"অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।" ?

পিতৃবাক্য প্রতিপালনার্থ বনে আসিয়াছ, কিন্তু এই বুঝি পিতৃবাক্য প্রতিপালন ?

নি। ও কাজটি বড়ই অন্যায়! বড়ই নিষ্ঠুরের কাজ!

বি। সুগ্রীবের মুখেই বালীর বিবরণ শুন ;—

"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী রাজা বিক্রম সাগর।
ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা রত সমরে তৎসর ॥
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস।
না জানি প্রমাদ সদা হাস পরিহাস ॥"

কিছুকাল পরে দানব যুদ্ধে সুগ্রীবকে,—

"বালী বলে ভাই থাক সুড়ঙ্গের দ্বারে।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ঘরে॥"

সুগ্রীব একটি বৎসর মাত্র অপেক্ষা করিয়া ;—

"বালীকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে।
দিলেন পাথর এক সুড়ঙ্গের দ্বারে॥"

সুগ্রীব বাড়ী প্রত্যাগমন করেন, বালীর যথাবিধান অন্তঃক্রিয়া করেন, রাজমহিষী সহ রাজ্য লাভ করেন ;—লোক নিরুদ্দেশ হইলে, এবং মৃত্যু স্থির নিশ্চয় না জানিলে, আমরা কিন্তু এখন "শাস্ত্রমত" চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষা করি! তা না হয় বানরের কথা ছাড়িয়াই দাও! যাক ;—বালী যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিয়া দেখে সুড়ঙ্গে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর! সুগ্রীবকে ডাকে, কিন্তু সুগ্রীব তাহার পূর্ব্বেই রাজমহিষী ও রাজ্য লইয়া ব্যস্ত! বালী পদাঘাতে পাথর দূর করিয়া রাজ্যে আসিয়া ব্যাপার দেখিল ও অবাক হইল!—

"বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ব বিবাদ কথন।
এক চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥"

এবং "শ্রীরাম বলেন মিত্র কহিলে সকল।
বালীকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল॥"

রামের প্রতিজ্ঞা শুনিয়াই সুগ্রীব বলেন,—"মিত্রবর হে, বালী বড় কেও নয়, বালী বধ অসাধারণ ব্যাপার!" বলিয়াই বালীর নানাপ্রকার আধিভৌতিক ক্ষমতার এক তালিকা দিলেন।

"এতেক বলিল, যদি সুগ্রীব তখন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালী বধি তোমারে করিব অধিকারী॥
আমার বচন কভু না হবে খণ্ডন।
পিতৃবাক্য ক্রমে কেন আইলাম বন॥"

নি। ছি! নিজ মুখে কি ও রকম বলিতে আছে!

বি। ক্ষণেক আস্ফালনের পর,—

"শ্রীরাম বলেন কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালীর সহিত শীঘ্র করাহ দর্শন॥"

এখন পরামর্শ স্থির হইল যে, সুগ্রীব তুমি বালীকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধ কর; আর লক্ষ্মণ ও আমি,—

"বৃক্ষ আড়ে লুকাইয়া থাকি দুই বীরে।"

এবং যেই,—"করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরম্ভ।
এক বাণে বালীকে করিব আমি স্তব্ধ॥"

নি। ছি! ছি! ছি! ভারি অন্যায়। বড় খারাপ কাজ!

বি। একবার সীতার সেই—"জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম, সর্ব্ব গুণে গুণী।" এই কথাটি মনে কর! সাধে কি কথায় বলে:—

"মর্দ্দ বড় বাছের বাছ, ঠেস দিয়েছেন আমরুল গাছ!"

যাক;—সুগ্রীব ত বালীর সঙ্গে যুদ্ধে যাক, উভয়ে মহাযুদ্ধ। বালী ফিকির জুকির কিছুই জানে না, কিন্তু সুগ্রীবকে;—

"সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদান॥"—আর,
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব।
অগ্রে যায় ফিরে চায় প্রায় যে নির্জ্জীব॥"

এবং মহা তেরিয়া হইয়া এখন রামকে বলেন;—

"আজি যদি মরিতাম বালীর সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্য ভোগ কি করিত রামে॥
মারিতে নারিবে অগ্রে না বলিলে কেনে।"

উত্তরে,—"শ্রীরাম বলেন মিত্র না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্র বধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ॥"

"কিন্তু যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে; 'গতস্য অনুতাপ নাস্তি,' এইবার এক কাজ কর; তোমাকে একটা চিহ্ন করিয়া দিই, তোমার গলায় এক ছড়া মালা দিয়া দিই; এইবার আর একটিবার মাত্র যুদ্ধে

যাও!” সুগ্রীব বলেন, “আবার কালিকার মত হবে না ত!” রাম বলেন, “হঁা! আবার!”—সুগ্রীব ত যাউক; বালীর “সতী স্ত্রী” তারা, বালীকে সে দিন যুদ্ধ যাত্রায় নিষেধ করেন! ও বলেন;—

“রামের সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল বালী রাজা রক্ষা হবে কিসে॥”

বানর অপেক্ষা বানরী অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী বুদ্ধিমতী।

নি। উত্তরে বালী বলেন;—“তাহা কি কখন হয়! শ্রীরাম অকারণে আমাকে মারিবেন কেন? তিনি সত্যবাদী, সত্যধর্ম্মে সদাই রত, সত্যের কারণ তিনি বনে এলেন, এবং;—

“কখন রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসম্বাদ॥”

সাধু! বন্ধো সাধু! ধার্ম্মিকের এই ত বিশ্বাস! এই বিশ্বাসই ত চাই!—কিন্তু অহো চতুরতা! অহো স্বার্থপরতা! অহো নীতির মস্তকে পদাঘাৎ! অহো ধর্ম্মগ্রন্থের বিড়ম্বনা! বালী সুগ্রীবকে পরাভব করিয়াই দেখেন, রাম সত্য সত্য সুগ্রীবের সহায়! এবং অমনি,—

“আড়ে থাকি বাণ রাম করেন ক্ষেপণ।”

দোষী ও পামর সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, নির্দ্দোষী বালীকে বিনাশ করেন, তাহাও আবার অন্তরালে লুকাইয়া! সেই রামই করুণাময়, গুণনিধি, ধার্ম্মিক, সত্যসন্ধ ইত্যাদি।

“কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ॥”

ইহার সহিত,—“চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সুললিত কথা।
সুগ্রীবের সহ রাম করিল মিত্রতা॥”

তুলনা করিয়া একবার দেখ!—

নি। রাম বড়ই অধার্ম্মিক! আহা এমন কাজও কি করে!

বি। মৃত্যু সময়ে বালী রামকে তিরস্কার করিতেছেন;—

“রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান।
আমারে মারিলে বাণ এ কেন বিধান॥”

"এ কোন ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মহাপ্রাণী॥"
"তপস্বীর বেশে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিবে প্রাণ সদা ভাব মনে॥
"পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা॥"
"বিস্তর ভৎর্সিল রামে রণস্থলে বালী।
কৃত্তিবাস বলে বালী কেন দেহ গালী॥"

তাহা ত বটেই, মাথায় তুলিয়া রাখিতে হইবে বুঝি?—চুপ করিয়া রহিলে কেন? আবার রামের উত্তরটি শুন,—"বালি তুমি বড় বোকা! মৃগ যে ঘাস খায়, বনে থাকে, কাহারই কোন অপরাধ করে না; তাহাকে তবে বড় বড় রাজারা মারে কেন? মৎস্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি লোকে মারে কেন? আরও এক কথা;—

"আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার।
সে পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার॥"

রামচন্দ্র তুমি বড় মিথ্যাবাদী!—স্বামীর অন্যায় মৃত্যু শুনিয়া, বানরী যে তারা, সে পর্য্যন্ত রামকে তিরস্কার করিল! অভিশাপ করিল!—

"আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে॥
সীতার কারণে তুমি ত্রিলোক হাসাবে।
এ জন্মের মত তব দুঃখে কাল যাবে॥"

সতী বাক্য ত ফলিবারই কথা; কারণ হিন্দুধর্ম্মে বলে,——

"সতী বাক্য রক্ষা হেতু বেদ বাক্য নড়ে॥

নি। আচ্ছা, তারা কি তবে প্রকৃতই সতী?

বি। ও কথায় এখন কাজ নাই। এখন—

"রাজার স্ত্রী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ।
তারা পাইয়া সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ॥"

তবে রাবণের উপর শালমুগুর চাচ কেন?—যাক;—এখন সুগ্রীব

কাজ হাত করিয়া, রামচন্দ্রের কার্য্য ভুলিয়া যান; তাই রাম অনুতাপ করিতেছেন;—

"সুগ্রীব আমারে নাহি ভাবে সে নির্দ্দয়।
স্ত্রী পাইয়া কেলি করে আপন আলয়॥
বালীকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ॥"

প্রতিফল দিবার জন্য লক্ষণ গেলে, সুগ্রীব বলেন;—

"করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ।
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ॥
ত্রিলোক বিজয়ী সে রাবণ মহাবীর।
তাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির॥"

রাম লক্ষণ এখন বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইলেন! কিন্তু

"শঠে শঠে কোলাকুলি, মুট্‌ম হাত এড়াএড়ি।"

লক্ষণ বুঝিয়া, ভয় দেখান তাড়াতাড়ি!—

"পাইলে কাহার গুণে তারা কৃশোদরী।"

নি। ছি! ছি! কেবল অশ্লীলতা!

বি। যাক, সুগ্রীব ত পথে আসিলেন; সীতা উদ্ধারের আয়োজন চলিল। বানরের সংখ্যাটি একবার দেখ!—হাঁসিলে যে? অভিধানে কিন্তু অক্ষৌহিণী উহাকে বলে না!—এখন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং কোণাকুনি হইয়া বানরগণ লম্ফে ঝম্পে চলিল; পরে কবি শ্রীরামের নামের গুণ কথনে বলিতেছেন;

"সাধু জনে তরাইতে সর্ব্ব জন পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তারে॥"

নি। তাই ত!

বি। শ্রীরামের অগ্রে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥

মিথ্যা কথার দ্বিরুক্তি মাত্র। আর;—

কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল গীত কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড॥

"অমৃত ভাণ্ড" তোমার কথায় নাকি ?—সুন্দরাকাণ্ড ধর।

নি। আমি ত বলি বিষভাণ্ড!

বি। "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট; সাগর লাফাতে সবে মাথা করে হেট।" শুনিয়াছ! এই কাণ্ডের সর্ব্ব প্রথম উহাই আছে! হনুমানের জন্ম বৃত্তান্তে অপাঠ্য পবনদেব ও অঞ্জনা ব্যাপার; অষ্টাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃকোলে স্তনপান কালীন রক্তবর্ণ ভানুর উদয় দেখিয়াই হনুমানের;—

"রাঙ্গাফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে।
সে স্থান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে॥"——

নি। বানুরে বুদ্ধি কি না!

বি। কাহার! বানর হনুমানের, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভক্ত আমাদের? যাক;—সিংহিকা ও রাহু; হনুমানের দ্বারা তাহার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনের দ্বিরুক্তি; সুরসা সাপিনী; পর্ব্বতের পাখা;

"সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু নর বানরের কথা॥";

স্বর্ণ লঙ্কায় চালা ঘর পোড়ান;

"ব্রহ্মার বরে বিভীষণের গৃহ নাহি পোড়ে।
কুম্ভকর্ণের ঘর বাঁচে গাছের আগুড়ে॥";

"হনুমানের প্রমুখাৎ সীতার বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীরামের বিলাপ" তিন পৃষ্ঠা ব্যাপক বর্ণনে, কেবল মাত্র,—

"মণি দেখি রঘুনাথ করেন ক্রন্দন॥
রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে।"

দুই ছত্রে বিলাপ বর্ণন শেষ করেন; শ্রীরাম কর্ত্তৃক শিবি উপাখ্যান বর্ণন; কলির ব্রাহ্মণত্ব; মেঘ চাহিতে জল দেওয়ার ন্যায়,

"তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ।"

প্রার্থী বিভীষণকে অযাচিত রূপে একবারেই রামের,—

"ছত্রদণ্ড দিল তারে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥"

এবং,—"প্রথমে করিলে স্তব ফল নাহি দেখে।
মারিব সাগরে আজি কার বাপে রাখে॥"

রামের পূর্ব্ব পুরুষ প্রকাশিত সাগরের প্রতি তাঁহার ক্রোধ; ইত্যাদি ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া, যে বিভীষণ রাবণকে বলেন,—

"দুষ্টের সহিত হয় শিষ্টের অপরাধ।
হস্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ॥"

সেই "উপযুক্ত ব্যাধ" বিভীষণের কথাই, এই "অমৃতের ভাণ্ড" কাণ্ডে প্রধান ধর্ত্তব্য।

নি। বেশ কথা!—অমৃতের ভাণ্ডই বটে!

বি। ঢেঁকির আঁস কলাই দেখিয়াছ? যদ্দারা ঢেঁকি ঘুরে?—হাঁসিলে কেন?—অথবা চড়ক পাক দেখিয়াছ ত!

নি। তাহা আবার দেখিব না কেন!

বি। তবে চড়ক গাছের সেই প্রোথিত কাষ্ঠের সর্ব্বোচ্চ স্থানটি, যাহাকে "মোচ" বলে এবং যাহাতে চড়ক ঘুর্ণিত ঘুর্ণায়মান হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে; চড়ক গাছের সেই স্থানটিই সর্ব্বপ্রধান, তাহারই দৃঢ়তার উপর চড়ক নির্ভর করে। সমস্ত রামায়ণের মধ্যে সেই প্রকার একটি স্থান আছে, সমস্ত রামায়ণের মধ্যে এপ্রকার একটি ব্যাপার আছে যাহার উপর সমস্ত রামায়ণের কার্য্য প্রণালী নির্ভর করে; সেই স্থানটি এই অমৃত ভাণ্ড সুন্দরাকাণ্ড; সেই ব্যাপারটি বিভীষণের সহিত রামের বন্ধুত্ব। সুতরাং সপ্তকাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এই কাণ্ডটির এই ব্যাপারটি এক অতি প্রধান লক্ষ্যের স্থান। তুমি যদি,—

নি। যাহা বলিবে বুঝিযাছি, কুলাঙ্গার বিভীষণই ত,—

বি। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করিয়া দেখিতে হইতেছে।—রাবণ ও বিভীষণ দুই ভ্রাতা; রাবণ জ্যেষ্ঠ, তিনি অকারণে দারুন অপমানিত হইয়াই সীতা হরণ করেন; সীতা প্রত্যর্পণ করিতে বিভীষণ পরামর্শ দেন; এই পরামর্শে দুইটী বিষয় প্রধান জিজ্ঞাস্য; প্রথম, সীতাহরণ সম্বন্ধে দোষী কে?

সূর্পনখার সহিত রাম লক্ষণ ভ্রাতাদ্বয়ের, ধূর্ত্ত, নির্দ্দয়, কাপুরুষ ও অপমান-সূচক ব্যবহারই, সীতাহরণের একমাত্র কারণ। অনেক সময়ে, বিপদে না পড়িলে লোকের প্রকৃত জ্ঞান হয় না : লঙ্কাকাণ্ডে যখন রামের মায়ামুণ্ড কাটা যায় ; সীতা যখন নিজের বৈধব্য বুঝিয়া, "গলায় কাটারি" মারিয়া আত্মহত্যা হইতে যান, তখন সীতাই বলিয়াছেন যে, রামচন্দ্র ;—

"সূর্পনখা নাক কান, কেটে দৈলা অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ তে কারণ॥"

নি। তাহা ত সত্য কথাই! উহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

বি। রাবণ দিগ্বীজয়ী মহারাজ চক্রবর্ত্তী ; সূর্পনখা তাঁহার ভগিনী ; এপ্রকার রাবণ, এপ্রকার অপমান কেন সহ্য করিবেন?

নি। আচ্ছা,—"বামগালে কেহ চড় মারিলে, ডাইন গাল পাতিয়া দাও।"—একথা একদিন বলিয়াছিলে নয়?

বি। বক্তব্যই বলিয়াছ। উপস্থিত ব্যাপারে, অর্থাৎ দুই অপরিচিত স্বাধীন রাজা ও স্বাধীন রাজপুত্রের মধ্যে, রাজনৈতিক এবং সংসার নৈতিক ব্যাখ্যাই চাই ; আধ্যাত্মিক বা অপর কোন "ইক" ব্যাখ্যা চাই না। প্রথমতঃ ধর, তুমি রাজা, আমি প্রজা ; আমি কোন অন্যায় কাজ করিলে, তুমি যদি আমার একটি গালে চড় মার ; অপর গালটি অম্লান বদনে ফিরাইয়া দেওয়া উচ্চনীতির কার্য্য! আমি অন্যায় কার্য্য না করিলে, আমাকে তুমি চড় মারিবার কে? চড় মারিলেও আমি তাহা সহ্য করিব কেন?—একবার আমাদেরই বর্ত্তমান অবস্থা ধর ; আমরা পরাজিত জাতি ; নানা প্রকারে দারুন অপমানিত হইতেছি, হয় তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিতেছি না হয় বালক সুলভ চীৎকার করিতেছি। এ প্রকার স্থলে, অপমান সহ্য করা, হয় দেবভাবাপন্ন মুনি ঋষির কার্য্য, না হয় ভীত কাপুরুষেরই কার্য্য ; কিন্তু সেদিন এক অতি বিজ্ঞ, ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই লিখিয়াছেন যে, "মুনি ঋষি হইবার কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।" ইহা সত্য হইলে, নিশ্চয়ই আমরা ভীত কাপুরুষ ; উড়িতে না পারিয়া পোষমানিতে এপ্রকার অসাধারণ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে পক্ষ বিহীন পক্ষীতে পরিণত হইয়াছি!

নি। তাহা ঠিক কথাই!

বি। আবার ধর, তুমিও রাজা, আমিও রাজা; এপ্রকার অবস্থায় এক জন অপরের অপমান সহ্য করিবে কেন? কেবলমাত্র পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থে বনবাসী যুবরাজ রামচন্দ্রের নিকট, দিগ্বিজয়ী ভগিনী সূর্পনখা অযাচিত হইয়াই যেন বিবাহ প্রস্তাব করেন; সেই প্রস্তাবে রমণী সূর্পনখার দোষ অধিক? কি; নানা উপহাস, চতুরতা ও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের পর, রামের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, যথেচ্ছাচারী লক্ষণ দ্বারা সেই সূর্পনখাকে বিকৃতাঙ্গিনী করার দোষ অধিক? সূর্পনখার বিবাহ প্রস্তাবে, রাম লক্ষণ ত অপমানিত জ্ঞানও করেন নাই! যদিই বা সেই জ্ঞানই করিয়া থাকেন, তবে কোথায় গুণনিধি, সত্যসন্ধ্য ও করুণাময় ইত্যাদি গুণগ্রাম ভূষিত রামচন্দ্র? আর কোথায় রমণী রাক্ষসী সূর্পনখা?

নি। সেই যবন হরিদাসই ভাল।

বি। আর ও এক কথা;—"চতুর" রাম ও লক্ষণ, সূর্পনখার প্রতি যে ব্যবহার করেন, তাহা কি অপমানিত করিবার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই নহে? সূর্পনখাকে অপমানিত করিবার জন্যই কি সেই পৈশাচিক ব্যবহার নহে? যাক; বিভীষণের পরামার্শের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে সম্পূর্ণ চৌর্য্যবৃত্তি এবং নানা প্রকার মূর্ত্তিমান অন্যায়াচরণ দ্বারা, দোষী সুগ্রীবের পক্ষ লইয়া, রামচন্দ্র যে, মহা পরাক্রমশালী নির্দ্দোষী এবং ধার্ম্মিক বালীকে বধ করেন, তাহা কি এই বিভীষণ জানে না? যে বিভীষণ পূর্ব্বেই অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্ম হইবামাত্রই লঙ্কায় বসিয়াই রাবণকে বলেন;—

"তোমারে বধিতে জন্ম লন নারায়ণ।"?

বিভীষণ কি ভগিনীর অপমানকে অলংকার জ্ঞান করেন? সূর্পনখা ভগিনী ব্যাপারে কি রামের প্রতি তাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইল!—ঘোর স্বার্থান্ধ লোকের অনেক বিষয়ই বিপরীত জ্ঞান হয় বটে; কিন্তু যে স্বার্থ বালী বধে সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতায় দোষ দেখে না; যে স্বার্থ ভগিনীর অপমানকে অপমান জ্ঞান করে না; সে স্বার্থ কি প্রকার বস্তু তাহাই একবার, এই "অমৃত ভাণ্ড" ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করি। চোর,

ধূর্ত্ত ও কাপুরুষ রামকে যে বিভীষণ, সাধু ও ধার্ম্মিক বলে; অর্থাৎ রাম যাহা নহে, তাহাই যে বিভীষণ রামকে বলে; সে বিভীষণ এই উনবিংশতি শতাব্দীতে "ধার্ম্মিক" বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুনরায় বলি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ভিন্ন অপর কোনই নৈতিক ব্যাখ্যা চাই না।

নি। তাইত! বিভীষণকে ত ধার্ম্মিক বলা যায় না।

বি। রাবণ ত রাজনৈতিক কর্ত্তব্য কার্য্যই করিলেন, রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিলেন না; যাক;—এখন বিভীষণ যে রামের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন, রামচন্দ্রের আনুগত্য দাসত্ব স্বীকার করিলেন; কর্ত্তব্য পরায়ণ ভ্রাতা, ন্যায়পরায়ণা সহধর্ম্মিনী, প্রকৃত বীর তনয় প্রভৃতি পরিবার ও জ্ঞাতি পরিত্যাগ করিয়া; রামচন্দ্রের চরণ লেলীহন করিতে গেলেন, তাহাই বা কি প্রকার কার্য্য! সমষ্ঠি ও একতাই যে শক্তি; বিশ্লেষ ও অনৈকতাই যে দুর্ব্বলতা, তাহা সুচতুর রামচন্দ্র বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা এবং বালি নিধন সময়ে, পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র;—

"অপরাধ বিনা কার না লইও প্রাণ।"

এই পিতৃবাক্য চরণে দলিত করিয়া, সেই চতুরতা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন; এখন সেই বিশ্লেষ ও অনৈকতা উৎপাদিত করিতে হইবে, বিভীষণ সেই কার্য্য উদ্ধারের প্রকৃত পাত্র; যাহা পড়িয়াছ, যাহা পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছ, তাহাই এখন কার্য্যে দেখ!—

ধার্ম্মিকে ধার্ম্মিকে মিলে, সুজনে সুজনে;
কুজনে কুজনে মিলে, বলে সর্ব্বজনে।

গুণের আদর এবং দোষের অনাদর ও ঘৃণা সকলেই সর্ব্বদা করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য; সে দোষ ও গুণ যাহারই হউকনা কেন। রাম ও বিভীষণকে অগাধ বুদ্ধিমান্ বলিতেই হইবে; কিন্তু তাঁহাদিগকে "ধার্ম্মিক" "সত্যসন্ধ্য" ইত্যাদি বলিলে যাহা বোঝায়, তাহা কিন্তু কোনই অভিধানে লেখে না!

নি। তাইত দেখিতেছি!

বি। যে রামচন্দ্র স্বীয়মুখেই সুগ্রীবকে বলিয়াছেন;—

"পরস্পর বৈরি মারি উদ্ধারিব কাজ॥"

এবং "ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া" বালিবধ ও সুগ্রীব সহ মিত্রতা করেন; সেই রামচন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে কোন প্রকারেই হউক, সীতার উদ্ধার। যে বিভীষণ কেবলমাত্র রামের শরণাগত হইতে গিয়াই একবারে দেখিলেন যে, মন্দোদরী সহ রাজত্বলাভ পুরোভাগে জাজ্বল্যমান, সেই বিভীষণেরও একমাত্র উদ্দেশ্য মন্দোদরীসহ রাজ্য প্রাপ্তি। অন্ধ স্বার্থাভিসন্ধি ত আর ন্যায় পথে চলিলে মিলেনা; কেবলমাত্র অন্যায় পথে চলিলেই তাহা মিলিয়া থাকে। রামের কার্য্য পরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিভীষণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে পশ্চাৎ পদ হইবার লোক নহেন! পবিত্রতা জাতিকে উন্নত করিতে পারে না; অপবিত্রতাই জাতিকে উন্নত করে!—

"কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে পূর্ণ হয় এ সুন্দরা কাণ্ড॥"

না বলিয়া,—কৃত্তিবাস বলে, "গীত অমৃতের ভাণ্ড!
কার্য্য দোষে, জীর্ণবাষে এ সুন্দরা কাণ্ড॥

বলাই কর্ত্তব্য; আর অঙ্গদের উক্তিটিও মন্দনয়;—

"অকারণে বুড়াটি পাকিল তব কেশ।
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ॥"

যাক;—এখন লঙ্কাকাণ্ড ধরা যাউক।

এই কাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎকাণ্ড; কারণ অন্যায় কার্য্যের ফল ত সহজে মিটে না! ইহাতে রাম ও রাবণ উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ; যুদ্ধবর্ণনায় যদি বীররস থাকা কর্ত্তব্য হয়, তবে ইহাতে বীররসের লেশমাত্র নাই; কোটি, অক্ষৌহিনী, শতপদ্মকোটি; বৃক্ষ, পর্ব্বত লম্ফ ঝম্ফ ইত্যাদি বালক সুলভ, হাস্যোদ্দীপক বাক্যবিন্যাস দ্বারাই কবি বীররস দেখাইয়াছেন; এই সকল বিষয় অধর্ত্তব্য।—

"শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।"

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের দ্বিরুক্তিমাত্র, তথাপি ইহার অন্তর্গত,—

"কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তোমার কায।
কার মুণ্ডে ছত্রদণ্ড কার মুণ্ডে বাজ॥

এক শত পুত্র কারো অক্ষয় করি দাও।
একটি সন্তান কারো তাও হরে লও ॥
আপনি যে ভাঙ্গ আপনি যে গড়।
সর্প হৈয়ে দংশ প্রভু রোজা হয়ে ঝাড় ॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হাকিম হয়ে হুকুম দেও পেয়াদা হয়ে মার ॥"

রামের স্তব বিশেষ আপত্তি জনক। মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি সত্বেও, যদি আমরা সকলেই রামের হস্তে লীলা পুত্তলিকা মাত্র হই, তবে ত পাপ পুণ্য; ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদি বিপরীত অর্থ বোধক কার্য্য থাকে না! রামের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড লণ্ড ভণ্ড লঙ্কাকাণ্ড ব্যাপার বহিয়াছে, তাহা তাঁহার লীলা মাত্র বলিলেই, তিনি নির্দ্দোষ হইলেন! অবতার পদবীতে উন্নীত হইলেন! ইহাই কি তবে কবির মৎলব?

নি। তাহাই ত বেশ বোধ হয়! আচ্ছা, আর,—

"রাম জন্ম পূর্ব্বষাটী হাজার বৎসর।"—

বি। আর বলিতে হইবে না, উহা মিথ্যা কথার পুনরুক্তি। রামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড দেখিয়া, সীতা বলিতেছেন ;—

"আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে।
লক্ষণ বানর সৈন্য লয়ে দেশে লড়ে ॥
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতে প্রভুরে দিয়া ডালি ॥"

লক্ষণের প্রতি এ ব্যবহার নীচ ও সংকুচিত হৃদয়েরই কার্য্য!

নি। সত্যই ত। লক্ষণকে ওরকম বলা সীতার খুব অন্যায়।

বি। দেখ নির্ম্মলে, মানুষ প্রকৃত অবস্থায় মিথ্যা কথা বলেনা, বিকৃত অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলে; আবার প্রকৃতিস্থ হইলেই সত্য কথা বলিয়া ফেলে; ইহাই আমার ধারণা। দুঃখ, শোক এবং নানা প্রকার সাংসারিক কষ্ট, বিকৃত মানুষকে অনেক সময়ে প্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে; রামের মায়ামুণ্ড দেখিয়া সীতা যে বিলাপ করেন, তন্মধ্যে ;—

সূর্পনখা নাক কাণ, কেটে কৈলা অপমান ;
রাক্ষস বিপক্ষ তে কারণ ॥”

এইটুকু আমার ঐ ধারণার যথেষ্ট প্রমাণ।

নি। তাহা বোধ করি ঠিক কথা, সীতা সত্য কথাই বলিলেন।

বি। চিত্রেরও একটি কথা বলিয়া রাখি;—এই “বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কায় দ্বার রুদ্ধ নির্ণয়।” চিত্রখানিতে, বল্কলধারী রামের, মণিমুক্তা খচিত রাজবেশ আসিল কেন?

নি। তাইত! বেশ ধরিয়াছ কিন্তু।

বি। “শঙ্কর শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল।
বিমুখ হৈয়া হাসে দেবতা সকল ॥”

ছাড়িয়া দিয়া “অঙ্গদ রায়বার” ধর ;—

“শ্রীরাম বলেন শুন অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া আইস গালী ॥”

একি সামান্য নীচত্ব! ইহাকেই বলে ক্ষতাঙ্গ লবণাক্ত করা!

“বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভৎসিতে যায় বালীর নন্দন ॥”

যে বালীকে রামচন্দ্র চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অন্যায় রূপে বধ করেন! যাক ;—পুত্র পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত রাবণ বলিতেছেন ;——

“বাটা ভরি পান দিব আড়নে আড়ন।
যেই জন মারিবেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥”—হাঁস কেন?

নি। আমার সেই “ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি” মনে হ’ল!

বি। অঙ্গদ রাবণের সম্মুখে উপস্থিত ; আর অমনি,——

“শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে।”

একবার ঐ “বাঙ্গালা সাহিত্য”খানি লইয়া আইস দেখি।—এই দেখ লেখক, এই “অঙ্গদ রায়বারেও তিনি (কীর্ত্তিবাস) সামান্য পরিহাস রসিকতা করেন নাই।” বলিতেছেন ; এবং রাবণের প্রত্যুত্তরে, অঙ্গদের,—

"নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পনখার নাক কাণটি কেমনে দিব জোড়া॥"

এই উক্তিও প্রশংসাছলে উদ্ধৃত করিয়াছেন!

নি। তাইত দেখিতেছি!

বি। অঙ্গদ যে পরিহাস পটু, তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু যদি সময় অসময় ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পটুতার প্রশংসা করিতে হয়, তবে আমি ঐ প্রশংসা স্বীকার করি না।—তুমি অন্যায় করিয়া যাহার গাত্র ক্ষত করিয়াছ, সেই ক্ষত স্থানই পুনরায় মনের হর্ষে অপর দ্বারা লবণাক্ত করিতেছ! ইহা যে কি প্রকার প্রশংসনীয় ও পটু পরিহাস তাহা দেখি না! অথবা বোধ করি তাহাই ঠিক কথা; কারণ অনেক বালক বালিকা; যুবা বৃদ্ধ এবং যুবতী বৃদ্ধাকে এই "অঙ্গদ রায়বার" অনর্গল মুখস্থ বলিতে দেখিয়াছি। যাক, পরে ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে রাম লক্ষণ নাগপাশে বদ্ধ হন; দেখ একবার ইন্দ্রজিতের পরাক্রম!—সীতার বিলাপে, ইতর স্ত্রীলোকের মত হাঁউমাউচাঁউ ভিন্ন আর কিছুই নাই!—এখন একবার কুম্ভকর্ণের ব্যাপার ধর; কুম্ভকর্ণ বহু কাল কঠোর তপস্যা করিলে, দেবতাগণ ভীত হইয়া তাঁহাদের অন্যায় পরামর্শে, তাহাকে,—

"চিরকাল নিদ্রা যাই, ব্রহ্মার নিকট।"

বর প্রার্থনায়, ছয় মাসের জন্য তাহা মঞ্জুর হয়!—হাসিলে যে?

নি। সবই যেন সৃষ্টিছাড়া! বর চাহাও যেমন, বরদানও তেমনি!

বি। ছয় মাস নিদ্রা শুনিয়াই যখন হাঁসিলে, তখন ঐ প্রকারের দুই একটি ব্যাপার বলিতে হইল,—ইউরোপে একজন ৪০ বৎসর ও সাত জন যোগী ১৫৫ বৎসর ঘুমাইয়াছিলেন!

নি। সত্য নাকি? তবে বটে।

বি। এই সুযোগে তবে "বর" সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া লই;— সগর "বহুপুত্র" চাহিয়া ৬০ হাজার পুত্র পান! কুম্ভকর্ণ "চিরকাল নিদ্রা" চাহিয়া ৬ মাস নিদ্রা পান!—এখন এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেকে যাহা চান, ঠিক তাহা পান না।

নি। তাহাত সত্যই, তাহা বুঝিলাম।

বি। ধর যে আমি বর চাহি, তুমি বর দাও; আমার অভিলাষ পূর্ণ করার নাম তোমার "বরদান", তোমার অভিলাষ পূর্ণ করার নাম "আশীর্ব্বাদ"; সুতরাং সগর রাজার ও কুম্ভকর্ণের মধ্যে কাহাকেই ঠিক "বরদান" হয় তাই?

নি। উহাই বুঝি বর ও আশীর্ব্বাদের মানে!—আচ্ছা অগাধ ঘুমানর কথা ত হইল; আবার লক্ষ্মণ যে চৌদ্দ বৎসর ঘুমান নাই। উল্‌-টাইলেও যাহা পাল্‌টাইলেও তাহাই।

বি। যাক;—মন্দোদরী ইন্দ্রজিৎকে দ্বিতীয় বার যুদ্ধযাত্রা নিষেধ করিলে, ইন্দ্রজীতের প্রবোধ শুন,——

"স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে যত দেবগণ।
পরদার নাহিকরে কোন মহাজন॥"

উত্তরে মন্দোদরী পুনরায় প্রবোধ দিতেছেন;——

"নয় হাজার নারী তব পরমা সুন্দরী॥" ইত্যাদি

নি। ছি! ছি! ছি! কেবল অশ্লীলতা!

বি। ইন্দ্রজিৎ দ্বিতীয়বারও রাম লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়া নিজের ক্ষমতা দেখান; পরে বিভীষণ পুত্র তরণীসেন যুদ্ধে আইসেন, তরণী রাবণকে যথার্থ কথাই বলেন;———

"কুলক্ষয় করিবার মুলাধার পিতা।"

তরণী যুদ্ধে আইসেন, এখন একটি রহস্য শুন;—ধার্ম্মিক বিভীষণের নিকট রামচন্দ্র তরণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে,——

"বিভীষণ বলে শুন রাজীব লোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃপুত্র পরিচয় জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি॥"

বিভীষণ বুদ্ধির সাগর ও ধর্ম্মের পর্ব্বত হউন ক্ষতি নাই, কিন্তু "ভ্রাতৃপুত্র" ইত্যাদি বলিবার উদ্দেশ্য কি? পুত্র জীবিত থাকিলে যে মন্দোদরী সহ রাজ্য লাভ নিষ্কণ্টক হয় না? মাতৃসমা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদারা

ত পাইব! রাজ্য ত পাইব! পুত্র যখন হইয়াছে, তখন পুন্নামক নরক হইতেও ত মুক্তিলাভ করিয়াছি! এখন পুত্র আর কিসের জন্য?

নি। ধিক কুলাঙ্গারকে! কালসাপ আর কি!

বি। পরে বীরবাহুর যুদ্ধে আগমন; প্রতাপ দেখিয়াই রামের দাঁত-কপাটি লাগিবার উপক্রম; শশব্যস্তে মিত্র বিভীষণকে সুধান, "বন্ধো এ কে?" "মিত্র বলিলেন ও বীরবাহু; ব্রহ্মার বরে কেবলমাত্র নারায়ণের হস্তেই নিহত হইবে; ধর্ম্মাবতার আপনিই যে মনুষ্য মূর্ত্তিতে নারায়ণ! আর আমি রহিয়াছি, ভয় কি?" রাম আহ্লাদে আটখানি! বীরবাহু রামের স্তব যুড়িলে,—

"ত্যজিলেন অস্ত্র রাম দয়ার সাগর।"

স্তাবকের স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন, তা "দয়ার সাগর" বৈ কি!

নি। তাহা হইলে ত সকলেই দয়ার সাগর!

বি। পুনরায়,—"বীরবাহু কৈল যদি দুরক্ষর বাণি।
ক্রোধিত হইল রাম জলন্ত আগুনি॥
সত্ত্বগুণ তমোগুণ বড়ই বিষম।
ক্রোধিত হইলে রাম কালান্তক যম॥"

এবার দয়ার সাগরে বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত হইল!

নি। তাই ত! হাঁসিও আসে রাগও হয়।

বি। এখন দেখ, যুদ্ধ হইতেছে বীরবাহু ও রামের সঙ্গে; লক্ষ্মণ মধ্য হইতে আসিয়া রামের সহায়তা করিলেন;—

"বীরবাহুর বাণ ফুটে লক্ষ্মণের বুকে।
ঘুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে॥"

লক্ষ্মণ চেতন হন; পুনরায় বীরবাহু যেই জাঠা মারিলেন, অমনি আবার শ্রীরাম সহায় দেখিয়া, বীরবাহু বলিলেন;—

"সাক্ষী হও জাম্বুবান খুড়া বিভীষণ।
সাক্ষী হও কপিবৃন্দ পবন নন্দন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধে আছে পণ।
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে মারে সেই জন॥

একের সঙ্গেতে যুদ্ধে অন্যে দেয় হানা।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাকে নাহি বলে বীরপণা ॥"

ধর্ম্মাবতার অপেক্ষা রাক্ষসের ধর্ম্মজ্ঞান দেখ।—কিন্তু বীরবাহু, তুমি যে সাক্ষী করিলে নির্ব্বোধের মত! তুমি কি জান না? যে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা ও শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল! উত্তরে,—

"শ্রীরাম বলেন শুন রাবণ নন্দন।
লক্ষণ আমাতে ভিন্ন বলে কোন জন ॥"

তাহা ত বটেই হে দয়াময়!—হাঁসিও না।

নি। খুব লোক যা হোক! লজ্জাও করে না।

বি। আবার দেখ; রাম ও বীরবাহুর যুদ্ধ হইতেছে, লক্ষণ বোধ করি জাঠা খাইয়া জীর্ণ করিতেছেন, পরম বন্ধু সুগ্রীব রামের সহায়তায় উপস্থিত। বীরবাহু রামকে বলেন;—

"তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি দুই জনা।
বানর আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা ॥"

ভাবিয়াছিলাম রামের লজ্জা এক তিলও নাই; এখন কিন্তু বীরবাহুর বাক্যে একটু মুচ্‌কে হেঁসে বলিলেন;—

"বনেতে লক্ষণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী।
সূর্পনখা রাঁড়ী গেল বর বাঞ্ছা করি ॥
সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষণ।
বিধবার ধর্ম্ম ভাল করিল পালন ॥
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা।
চৌদ্দ হাজার রাণী তার বিভা কৈল ক'টা ॥"

দেখ একবার কি কথার কি উত্তর।—বলি লক্ষণ যে নাক কাণ কাটিল, তুমি গুণনিধি বুঝি তাহার কিছুই জান না?

নি। আর বরবাঞ্ছা করিলেই বুঝি নাক কানই কাটিতে হয়।

বি। ভস্মলোচন বধেরও মুল কারণ কুলসর্প বিভীষণ; যাক;— যে গুণ থাকিলে দেবতা বা অবতার হয়, তাহার তিলার্দ্ধও ত কৃত্তিবাস রামচন্দ্রে দেখাইলেন না; যে গুণ থাকিলে ইতর সাধারণ লোক হয়,

তাহাই ত প্রচুর রূপেই দেখাইলেন। রামচন্দ্রের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার দৌড় একবার দেখ; ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতা বধ করেন, হনুমান তাহা দেখেন, এবং তাহা,—

"শুনিয়া ত রঘুনাথ হইল মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি যোগায় ত্বরিত॥"

নি। শুনিয়াই দাঁত লাগিয়াছে বোধ করি; তাই!

বি। "স্ত্রীশোকে প্রভু কেন হয়েছ কাতর।
মহাজন সম্বরে সে বিপদ সাগর॥
জীয়ে কিনা জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন নহে ব্যবহার॥"

লক্ষ্মণ প্রবোধ দিলে, রাম উত্তর করেন;—

"স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি।
স্ত্রীলোক এড়ান যেই সেই তত্ত্বজ্ঞানী॥
রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইয়া নারী।
সে সব পাসরি নারী পাসরিতে নারি।
কাননে চলিয়া যেত জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার॥"

অহহ! সহস্র চক্ষু হইলেই ভাল হইত?—যা হোক।

নি। রাম স্ত্রৈণের এক শেষ; যেমন বাপ তেমনি ছেলে।

বি। এখন একবার মেঘনাদ বধ বৃত্তান্তে আইস; ভীরু রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া "উপযুক্ত ব্যাধ" বিভীষণ বলিলেন;

"মেঘনাদ বধিবার সন্ধি আমি জানি।
লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি॥
লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়া বধিব ইন্দ্রজিৎ॥"

ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিতেছেন, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র; লক্ষ্মণ বিভীষণ দেব সাহায্যে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রজিতের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তথায় উপস্থিত! চোর বিভীষণ তাঁহার মাস্তুতো ভাই চোর লক্ষ্মণকে বলেন;—

"যজ্ঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পেলে বর।
আছুক অন্যের কাজ জিনে পুরন্দর॥
রয়েছে আশ্রয় করি বটবৃক্ষ তলা।
যজ্ঞসহ উহারে মারহ এই বেলা॥"

তখন খুল্লতাত বিভীষণকে দেখিয়া মেঘনাদ বলিলেন ;—

"এক বীর্য্যে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্ব লোক বলে॥
পিতার সমান তুমি পিতৃ সহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর॥
জ্ঞাতি বন্ধু ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব করিয়াছ ক্ষান্ত নাহি মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে॥"

উত্তরে,—"বিভীষণ বলে বেটা বলিস্ বিপরীত।
ভাল মতে জানে সবে আমার চরিত॥"
"পরদ্রব্য না লই না করি পরদার॥"——

নি। পরদার দূরে থাক, মন্দোদরী যে মায়ের মত!

বি। আরও শুন ;—"চৌদ্দ হাজার দেব কন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥"

'দেব কন্যা' ত ভারি সুলভ দেখিতেছি!—

"অগ্নির নিকটে বর পাবে নাকো আর।
অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস বার বার॥"

নীচাত্মা বিভীষণ মাতৃসমা মন্দোদরী সহ রাজত্ব পাইবেন, সুতরাং—

"এ বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই।"

যুদ্ধ আরম্ভ হইল; বানর কটক সহ সশস্ত্র লক্ষ্মণ বিভীষণ একদিকে, একাকী নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ একদিকে! যুদ্ধসমতা দেখ!——

"মেঘনাদ অতঃপর লঙ্কায় যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥

বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবে কোথা।
এখনি লক্ষণ তোর কাটিবেন মাথা ॥"

বটেই ত!—"উড়ে যায় পাখী, তার পাখা গুণ তুমি।"

নি। বালী বধ অপেক্ষাও অন্যায় যুদ্ধ! ছি! ছি! ছি!

বি। মেঘনাদ লক্ষণকে প্রহার করিলে,—

"লক্ষণ অশক্ত হইল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলেন পুরন্দর কি হ'বে উপায়!"

দেবগণের ত মস্তক ঘুরিয়া গেল!—এতক্ষণে বুঝিলাম রামচন্দ্র দেবতা কেন; এত সেনা, এত যোদ্ধা, বিভীষণ সহায়, দেবগণের পৃষ্ঠপোষকতা, এবং পদে পদে অন্যায়াচরণ দ্বারা মেঘনাদ বধ হইল! দেবতা ভিন্ন আর এমন কার্য্য কার! এখন সকলেই- বাঁচিলেন। বিভীষণের ত মহা আনন্দ। তিনি রাজমহিষী পাইবেন।

নি। ধার্ম্মিক খুড়া বিভীষণ একবার কাঁদিলেনও না।

বি। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুজনিত ক্রন্দন, যে ধর্ম্মাত্মার হৃদয় দুর্ব্বলতা প্রকাশক। ধার্ম্মিক বিভীষণের যে হৃদয় দৃঢ়তা বিলক্ষণ। আত্মজ তরণীসেন বিনাশেই যখন হৃদয় দৃঢ়তার প্রচুরতা দেখাইয়াছেন, তখন ভ্রাতুষ্পুত্র বধ আর কোথায় লাগে। ধর্ম্মাত্মা কাঁদিবেন রাম লক্ষণের মস্তকের একগাছি কেশ উৎপাটিত হইলে। রাম প্রসাদাৎ তিনি রাজমহিষী সহ স্বর্ণলঙ্কা পাইবেন, তা আত্মজ ও ভ্রাতুষ্পুত্র কোন কীটস্য কীট। তাই বিভীষণ বলিতেছেন;——

"ইন্দ্রজিতের মরণে, হরষিত দেবগণে;
বাল বৃদ্ধ সবে আনন্দিত;
কহেন লক্ষণ-প্রতি, করিলে হে অব্যাহতি,
ত্রিভুবনের ঘুচাইলে ভীত।"

আমরি মরি! এহিলে যে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিতে হইত।—বিভীষণের তিনটি ভুবন কি জান?—মাতৃসমা মন্দোদরী একটি, রাজত্ব একটি, আর স্বয়ং একটি;—এই তিনটি ভুবনের ভয় গেল।—হাঁসিলে যে?

নি। তাই বটে।—দেবতাদেরও কি এক তিলও—

বি। এখন,—"শুনিয়া সংগ্রাম জয়, শ্রীরাম আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা।
সাগর তরিনু হেলে, আর কি গোষ্কুর জলে,
রাবণ মারিলে পাব সীতা॥"

তাহা ত বটেই হে দয়াময়।—"চোরের মন বোঁচকার দিকে" কিনা।

"নল নীল বালীসুত, সকলে আনন্দ যুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি॥"

আহ্লাদের বিষয়, তাই বানর নাচ আরম্ভ হইল।—হাঁসিও না;—

"বৈরী কুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণগ্রাম॥"

খুব বাহাদুর তুমি। বানর নাচে দেবতারাও যোগ দিলেন,—

নি। ছেলে বেলার সেই হেঁয়ালিটি,—"গুণ গুণ বলে, গুণের নাই লেশ।"

বি। ইন্দ্রজিৎ মহা অন্যায় সমরে নিহত। বীরের ইহা অসহ্য, তাই,

"সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ।
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ বধ করো না হে নারী॥"

অবতার ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণ, যদি হৃদয় থাকে, মস্তিষ্ক থাকে, তবে অবতার কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাশা কর্ণ ছেদনের সহিত, মন্দোদরীর কার্য্য তুলনা কর।—তোমার চক্ষু ছল;———

নি। ইহা খুব সরস কথা; মন্দোদরীই বেশ.—

"ছি ছি মহারাজ বধ করো না হে নারী॥"

নি। রাবণ নিরস্ত হইলে,—

"রাবণে দেখিয়া সীতা ফিরাইল আঁখি।
রাবণ বলে সীতা আমায় দিলেক কটাক্ষি॥"

ধন্য কীর্ত্তিবাস, অশ্লীলতা অস্থি মজ্জাগত। তাই এমন সময়েও,—

নি। ময়লা যায় ধুলে, আর স্বভাব যায় মলে।

বি। এ যুদ্ধের পরও কবির কবিত্ব বলে,———

"পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণ রাজা করিতে সমর॥

—হাঁস কেন? রাবণের শক্তিশেলে লক্ষণ পড়িলে, রাম,—

"মারিব রাবণে আজি কার বাপে রাখে॥"

আস্ফালন করেন; যাহাই হউক, কত কাণ্ড করিয়া পুনরায় চৌর্য্য বৃত্তিদ্বারা, মৃত্যুশর বাণ আনাইয়া হিন্দুধর্ম্মাবতার ত রাবণ বধ এবং রাক্ষসকুল ধ্বংশ করেন। এখন তাঁর বুকে একবার হাত পড়িল! কুঁদের মুখে ত বেঁক থাকেনা! মনের অগোচর ত পাপ নাই! বুকে হাত দিয়া রাম বলিলেন;—

"সুবর্ণের বিনিময়ে মাণিক দিলাম ডালি।
হে রাবণ,—তোমাবধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥"

এখন অনর্থকই হউক, আর যাহাই হউক, এতদিন পরেও যে রামচন্দ্র তুমি ঐ কথাটি বলিলে, তাহাতে তোমাকে ভাল বলিতে হইবে! কিন্তু যদি তোমার মধ্যে কোনই মনুষ্যত্ব থাকে, ভাবিয়া দেখ ইহার পূর্ব্বেই তুমি অন্ততঃ তিনবারও রঘুকুলে অনৈক্য কালি ঢালিয়াছে;—

"অপরাধ বিনা কার না লইও প্রাণ।"

এই পিতৃবাক্য অবহেলন করিয়া, স্থর্পনখাকে অপমানিত করিয়া, এবং বালিবধ করিয়া!

নি। তাহাতে কি আর কোনই সন্দেহ আছে!

বি। এইবার হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইবার জন্য যে একটিমাত্র লম্ফ প্রদান করেন, সেই লম্ফটির কথা একবার ধর; সেই একটি লম্ফের মধ্যেই যোজন শরীর ধারিণী গন্ধকালি কুম্ভিরিণীর এবং রাবণ মাতুল কালনেমীর বিনাশ, এবং সেই ভুমিষ্ঠ সময়ের অভ্যাস বশবর্ত্তী হইয়া,—

"ধাপটিয়া সূর্য্যকে পুরিল কক্ষতালি,"

গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সাধিত হয়! অত হাঁসিও না! এ সকলই কবিত্ব!

নি। বলি তুমি কি করিয়া না হাঁসিয়া বলিতেছ!

বি। তবে একটি ছোট খাট গল্প বলি শুন;—কথকতা শুনিয়াছ কি? উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথকতা শুন নাই কি?

নি। ছেলেবেলায় দুই একবার শুনিয়াছি বৈ কি!

বি। দেখিয়াছ তবে, যে সেই কথকতা বৈকালে আরম্ভ হইয়া থাকে; কোন স্থানে পথিপার্শ্বে রামায়ণ হইতেছে; যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন ঘটনাক্রমে হনুমানের ঐ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন ব্যাপারই হইতেছিল। পথিপার্শ্বে লোকে লোকারণ্য, তাহাই দেখিয়া কোন ব্যক্তি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তথায় উপস্থিত। হনুমান ত "জয় রাম" বলিয়া একটি লম্ফ প্রদান করুন; সেই লোকটির নিকট একটি টাকা এবং এক আনা পয়সা ছিল; সে কথকের নিকট গিয়া, সেই টাকাটি ও পয়সা কয়টি বেদীর উপর ফেলিয়া দিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে বলিল,—"ঠাকুর থাম; আর বলিতে হইবেনা,—যথেষ্ট বলিয়াছ, বিদ্যাও দেখাইয়াছেন ভাল, লম্ফেরও দৌড় দেখাইলে খুব! মহাশয় আমি ত গাঁজা খাই গাঁজা খোরের দলও আমাদের অনেক"—ছি! অত হাঁসি কি ভাল!

নি। গল্পটি ত বেশ দেখছি।

বি। "আমরাও অনেক গল্প জানি, অনেক গল্প করি, কিন্তু এমন গল্প ত আমরা জন্মে ও কখন শুনি নাই! ঠাকুর আর একটা টান টানিয়া আইস ত! তোমার লম্ফের আরও কত দৌড় আছে, দেখা যাক।" ঠাকুরটি আর নাই! লোকে অবাক!—তোমার যে হাঁসি আর থামে না দেখছি!

নি। আসল গাঁজাখুরে গল্পই বটে! ভারি হাঁসির কথা।

বি। হাঁসির কথাও বটে, ঘৃণার কথাও বটে! এই স্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক; এই "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে, "বিভীষণের উপদেশে ছলনা পূর্ব্বক মন্দোদরীর নিকট হইতে হনুমান কর্ত্তৃক মৃত্যুশর আনয়ন ও সেই শরদ্বারা রাবণ বধ (কৃর্ত্তিবাস) বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাল্মীকি রামায়ণে এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।" তিনি আরও বলেন যে, "মহীরাবণ ও অহীরাবণ বৃত্তান্ত, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন সময়ে হনুমানের সূর্য্যনিয়ন,

ইত্যাদি কৃর্ত্তিবাস লিখিত ভূরি ভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী।"

নি। সত্য নাকি! তবে লোকে এই কৃর্ত্তিবাস রচিত——

বি। কিন্তু ও সকল কথায় এখন আর কাজ নাই। রাবণের কথাটি আর একবার ধরিব; চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা আনীত মৃত্যুশর, রাম রাবণের প্রতি লক্ষ্য করিলে রাবণ কিছুই আশ্চর্য্য বা দুঃখিত না হইয়া কেবলমাত্র,—

"চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এইবার বাহিরিবে প্রাণ॥"

দেখ একবার রাবণের মনের দৃঢ়তা! রাবণ জানেন যে, কালসর্প বিভীষণ যখন রামের সহায়, তখন আর কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! সমস্ত রামায়ণে কবিত্ব শক্তি দেখাইবার, এই এক মহৎ সুযোগ; কবি তাহা পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য ও বিষাক্ত অত্যুক্তিতেই ব্যস্ত!

নি। তাহাত বটেই!

বি। আবার রাবণের সদাশয়তা ও মাহাত্ম্য দেখ; মৃত্যু শয্যাতেও সেই কাপুরুষ ও অধার্ম্মিক শত্রুকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে ব্যাস্ত!

নি। এইটি বড়ই উত্তম কথা বলিয়াছ কিন্তু!

বি। কিন্তু কবি এ প্রকার রাবণের মুখ হইতে এ প্রকার সময়ে কি প্রকার রাজনীতি বহির্গত করাইতেছেন দেখ;—রাজনীতির সংখ্যাও আবার দুইটি মাত্র!—

(১) "করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা মনে হবে,
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে।"

রাবণ ইহা তিনবার ঠেকিয়া শিখিয়াছেন; যথা;—

(ক) "পূরাব নরক কুণ্ড নিত্যকরি মনে,
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে।"

(খ) "করিবে এমন পথ সবে যেন উঠে,
পৃথিবী অবধি স্বর্গ করে দিব পৈঠে॥"

(গ) "স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আমার করতল,
সিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ সমুদ্রের জল;

"ক্ষীরোদ সমুদ্র আনি রাখিব এ স্থানে,
এই কথা চিরদিন রহিল মনে মনে।"

এই তিনটি অতি অস্বাভাবিক, কিন্তু অতি মহদুদ্দেশ্য প্রকাশক কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াও আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা বশতঃ রাবণ করিতে পারেন নাই। তাই ঐ একটি নীতি উপদেশ দেন; আর একটি—

(২) "শীঘ্র কৈলে পাপ কর্ম্ম যে হয় দুর্গতি,
বিস্তর করিয়া কহে সেই রাজনীতি।"

সীতাহরণ করিয়া এই শিক্ষা পান; রাবণও আর কিছু বলিবার পাইলেন না, শ্রীরামও আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবার দেখিলেন না! রাবণ ও রাম কি প্রকার রাজা দেখ;———

"রাবণ প্রবীণ রাজা ব্যাখ্যা করে সবে।"
আর—"সংসারের যত নীতি রামের গোচর।"

এ প্রকার রাবণ বক্তা ও এই প্রকার রাম শ্রোতা! তবে সংসারের যত নীতি তাহা রামের জানা আছে; সেই নীতি গুলি অবশ্য কুটিল ও কুনীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

নি। হাঁ রাবণ যাহা বলিলেন, তাহা বড়ই মোটামুটি বলিলেন।

বি। মোটামুটিও নহে ও কিছুই নহে, রাজনীতিই নয়। এখন "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক বলিতেছেন যে, "মৃত্যু শয্যায় শয়ান রাবণের রাম সমীপে রাজনীতি উপদেশ, মূল বাল্মীকি রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী।" যাক:—ও কথা ছাড়িয়া দাও, এ প্রকার মৃত রাবণের উপর একবার রাম-সৈন্যের ব্যবহার দেখ;————

"রথ খানা কাড়ি লয় বীর হনুমান,
অঙ্গদ লইল গদা দিয়া এক টান;
কর্ণের কুণ্ডল লইল নীল মহামতি,
হস্তের বলয় লয় নল সেনাপতি।" ইত্যাদি।

অধর্ম্মাচরণ ষোল কলা পূর্ণ হওয়া চাই কিনা!

নি। "বানরের গলায় মুক্তার হার" বুঝিবা ইহা হইতেই হইয়া থাকিবে।

বি। না, তাহা নয়, কি হইতে উক্ত বাক্য প্রচলিত হইয়াছে, সে কথা এখন থাক। যাক;—এখন বিভীষণের রোদন বাহির হইল।——

"ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ অহংকারে,
সেই অহংকারে ভাই রাম না চিনিলে!
বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ;
না শুনিয়া মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান।"

রোদন দেখিলে একবার! রোদনেও গ্লানি!—রামকে তুমিই চিনিয়াছ!

নি। তাহা ত দেখছি; ছি!

বি। ইংরেজী ভাষায় "কুম্ভির রোদন" বলিয়া একটি বাক্য আছে; তাহার অর্থ এই যে পরমাহ্লাদে শীকারটি সেবা করিয়া, কুম্ভির রাজ রোদন করেন ও বলেন "হায়! কি পাপই করিলাম! কি অন্যায়ই করিলাম!—প্রাণীহিংসা করিলাম!"

নি। কুম্ভীর ত দেখছি তবে খুব পণ্ডিত। বিভীষণেরও ঠিক তাই।

বি। "বিভীষণ বলে রাম যুক্তি বল সার,
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তোমারি অধিকার।"

কেমন যুক্তি দেখিয়াছ।—মৎলববাজ কিনা!—যাহাই হউক এতক্ষণ পরেও যে বিভীষণের মুখ দিয়া প্রকারান্তরেও একটু সত্য কথা বাহির হইল, সেও ভাল!

নি। তাই ত!—আচ্ছা যুক্তি বটে!

বি। যুক্তিটির মধ্যে যে আবার কত চুক্তি তাহা দেখিবে কি?——

কুজনে কুজনে মিলে কুকাজের তরে,
নুণ খেয়ে লও, গুণ গেতে হবে পরে;
মার অরি পার যদি কেবল কৌশলে,
চতুরেরি জয়, যুদ্ধে চতুর সকলে।

নি। ঠিক কথা; তাই বটে। কেবল জুয়াচুরি!

বি। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের কোন ইংরেজ জীবনচরিত লেখক বলেন যে, যুদ্ধে মহম্মদ প্রতারণা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং বলিতেন যে, যুদ্ধ প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে! ইহা অতি সরল ও

সত্য বাক্য!—যুদ্ধের মূল অন্যায়াচরণে, যুদ্ধকার্য্য অন্যায়াচরণে, যুদ্ধের শেষ অন্যায়াচরণে! যুদ্ধ প্রকাণ্ড অসভ্যতা সূচক!

নি। ইহা ত খুবই অন্যায় কাজ!

বি। মন্দোদরী পতিখেদে কাঁদিতে কাঁদিতে রামের নিকট উপস্থিত, আর;——

"সীতা জ্ঞান করি রাম রাণী মন্দোদরী।
জন্ম এয়ো বলি তায় আশীর্ব্বাদ করি॥"

বাহবা কি বাহবা!—বলিহারি তোমারি চরিত্র চমৎকারী!

নি। ছি! ছি! ছি! একেবারে কাণ্ড জ্ঞান শূন্য!

বি। বিভীষণের অভিষেকে রাম বলিতেছেন;——

"এক ধার রহিল আমারি সুধিবার।
বিভীষণে দিলাম লঙ্কার অধিকার॥
চারি যুগে রহিবে আমার এ সুখ্যাতি।
বিভীষণে করি আমি লঙ্কা অধিপতি॥

নীচাশয়তার দৌড় দেখ! পুনরায় বিভীষণকে বলেন;——

"মন্দোদরী দিব তোমা মম অঙ্গীকার।
রাজস্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার॥"

সেই জন্য বালী বধ করিয়া তারা সুগ্রীবকে দাও বটে! বানরের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া;——

"——বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

—অথবা তাহাই বা কেন? বালীর মৃত্যুর পর তারা সুগ্রীবের মহিষী হইলে, হনূমানই ত বলিয়াছিল;—

"জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ রমণী রাজার বিবাহিতা,
শাস্ত্রমতে জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা;
ইতর পুরুষ পিতা, পুত্র হেন গণি,
অপরঞ্চ পরদারা যেমন জননী।"

নি। রাম চেয়ে যে রামদাস ভাল দেখছি!

বি। যখন যেমন, তখন তেমন; যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যে যেমন, তার কাছে তেমন; ইহাই রামচন্দ্রের যুক্তি; রামচন্দ্র সময় সেবক ও স্বার্থান্ধ; যেন তেন প্রকারেন কার্য্য উদ্ধার করাই তাঁহার যুক্তিবল! —রাম অপেক্ষা রামদাস হনুমানের বুদ্ধিভাল বলিতে হইবে।

নি। তা ত ভালই; বাঁদুরে বুদ্ধি রামের! তাহা না হইলে, সীতা তাঁহার সম্মুখে আসিলেন, আর রাম বলিলেন,——

"তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে,
যথা তথা যাও তুমি থাক কি কারণে।
এই দেখ সুগ্রীব বানর অধিপতি,
ইহার নিকটে যাও, যদি লয় মতি;
লঙ্কার ভূষণ এই রাজা বিভীষণ
ইহার নিকট থাক যদি লয় মন;
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই দেশে আছে,
ইচ্ছা হয়, থাক গিয়া তাহাদের কাছে।" ইত্যাদি

—তবে আর সীতার জন্য এত কাণ্ডকারখানাই বা কেন?

বি। বেশ কথা বলিয়াছ; ওকি জান;—"যে বেড়ায় বনে বনে, সে কি নারীর মর্ম্ম জানে?" ঠিক তাই।—এই "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক যিনি অরণ্যকাণ্ডে রামের,

"সীতা-ধ্যান, সীতা-জ্ঞান, সীতা-চিন্তামনি।"

এই উক্তিতে, "সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয়" পাইয়াছেন, তাঁহাকে সুধাই, এবার তিনি রামের ঐ উক্তিতে কিসের "পরিচয়" পাইলেন!

নি। এবার নিশ্চয় হৃদয় হীনতারই পরিচয় পাইলেন!

বি। আবার যেই সীতা অগ্নি প্রবেশ করেন, অমনি;—

"দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল,
ভূমে গড়াগড়ি রাম হইয়া বিকল।
কি করি লক্ষণ ভাই, সীতা কি হইল,
সাগর তরিয়া তরি তীরেতে ডুবিল?"

একটি কুঁয়ে পড়েন মাটি, একটি কুঁয়ে বসেন উঠি!

নি। ঠিক তাই বটে! বলিতেও ছাড়েন না, কাঁদিতেও ছাড়েন নাই।

বি। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বানরগণের কলাবড়া, তালবড়া প্রভৃতি ভোজনের ত "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে সুধাই, আহারান্তে, বানর গণ যে;—

"দেবকন্যা * * নিদ্রা যায় সুখে,
সুখে রাত্রি বঞ্চে সবে আপন কৌতুকে।"

ইহা, ধর্ম্ম গ্রন্থে, কোন্ ধর্ম্মের আদেশ? বা কোন্ কর্ম্মের নিষেধ?

নি। ছি! ছি! ছি! কেবল কথায় কথায়;—

বি। আবার রাম বাড়ী আসিতেছেন, হনুমান এ শুভ সংবাদ লইয়া ভরতকে দেন! ভরত হনুমানকে,—

"রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, যাহার বাখান,
এমন এগার শত কন্যা দিল দান।"

—এবার কিন্তু দেবকন্যা নহে! বোধ করি কুলিন কন্যা!

নি। অত্যন্ত জঘন্য! ছি! ছি! ওকথা ছাড়িয়া দাও!

বি। তবে অমনি বেশ জানিয়া রাখ, যে চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে; জঘন্যতা ও অশ্লীলতা! সময়, অসময়; সুবিধা, অসুবিধা; যথা তথা, অশ্লীলতা! আবার অশ্লীলতা দেখাইবারই জন্য, সুযোগ করিয়া লওয়া হইয়াছে!—এখন উত্তরাকাণ্ডে চল।

নি। তাই ত দেখিতেছি! কেবল অকথা কুকথা, কেবল মন্দ কায মন্দ বিষয়! একটি স্থানও ভাল দেখিলাম না।

বি। এই কাণ্ডের সমস্ত ছাড়িয়া কেবলমাত্র প্রথম ও শেষের বিষয় দুইটিই ধর; অগস্ত্য মুনিকে রাম বলিতেছেন;—

"রাবণ কুম্ভকর্ণ আমি করেছি নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজীতে বধিছে লক্ষ্মণ॥"

শুনিয়া "মুনি বলে শুন রাম নিবেদি চরণে।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥"

শুনিয়া;—"রাম কন কি কহিলে মুনি মহাশয়।
কর রাবণ ছাড়িয়া ইন্দ্রজীতের বাখান॥"

আত্ম প্রশংসামত্ত রাম লক্ষণের প্রশংসা ভাল বাসিবেন কেন ?

নি। পড়িবার সময় উহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

বি। শেষে লক্ষণ বর্জ্জন দ্বারা রাম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করেন। ঐ যে কথায় বলে, "বাপ্‌কি বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া; কুচ না হয়, থোড়া থোড়া!" এটা যেন উত্তরাধিকারী স্বত্ব!

নি। তাই ত দেখিতেছি! বাপের মুখ উজ্জ্বল করা চাই ত।

এখন দুই চারিটি কথা।

বি। এখন একবার প্রত্যেক কাণ্ডের চুম্বক করিলেই দেখিবে যে, এই রামায়ণে অধর্ম্মায়নই স্তরে স্তরে সংগঠিত হইয়াছে।—আদিকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, দশরথ এক দিকে "সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ" করিয়া ;—

"রাত্রি দিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে।"

এবং পরে অন্ধক মুনির একমাত্র পুত্রকে বধ ও নীচমনা দাসী করতলস্থ নীচ স্ত্রীর অযথা বর দানে অঙ্গীকার করেন এবং অপরদিকে বার বৎসরের শিশু রামচন্দ্র তিন কোটি রাক্ষস বিনাশ করেন।—অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, এক দিকে রামচন্দ্র পিতা কর্ত্তৃক,——

"অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।"

উপদিষ্ট হন, এবং অপর দিকে দশরথ নীচ স্ত্রীর নিকট অযথা অঙ্গীকার অযথা পালন করিয়া, রাম লক্ষণ ও সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন, এবং কৈকেয়ীর প্রতি;——

"আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে।"

এই অতি নিদারুণ ও অন্যায় বাক্য প্রয়োগ করেন।—অরণ্যকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, একদিকে পিতৃ বাক্য প্রতিপালনার্থ বনবাসী রামচন্দ্র, পিতার সেই——

"অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।"

উপদেশ পদাঘাত করিয়া, প্রকাণ্ড অন্যায়াচরণে লক্ষণ দ্বারা সূর্পনখার

নাশা কর্ণ ছেদন করাইয়া রাবণের শত্রু হন, এবং রাবণ সীতাহরণ করিলে যেমন ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া ;——

"বিশ্ব পুড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।"

অপর দিকে তোমার সেই,—

রাজার কুমারী আর রাজার বহুয়ারী,
যাহার আচার আচরিবে অন্য নারী।"

সীতা দেবী প্রকৃত মর্ম্মাঘাত করিয়া লক্ষণকে বলেন,—

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন,
আমার প্রতি লক্ষণ তোমার বুঝি মন।"—

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, একদিকে রামচন্দ্র সম্পূর্ণ দোষী ও প্রকাণ্ড কাপুরুষ, সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করেন ও অপর দিকে,

অপরাধ বিনে কার না লইও প্রাণ।"

এই পিতৃ উপদেশ পুনরায় অবহেলা করিয়া, মহাপরাক্রমশালী ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বালীকে,—

"আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপন।"—

সুন্দরাকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, একদিকে কুলাঙ্গার বিভীষণ, কুলপ্রদীপ পুত্র বীর ভ্রাতা, গুণবতী সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া রামের নিকট বন্ধু প্রয়াসী হইয়া আগমন করেন ও অপর দিগে কুলাঙ্গার রাম সেই কুলাঙ্গার বিভীষণের সহিত আত্মীয়তা করেন!—লঙ্কাকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, একদিকে সেই,

"কুলক্ষয় করিবার মুলাধার পিতা"

ঘরশত্রু বিভীষণ, রাম লক্ষণ প্রভৃতিকে কত প্রকারে কত মিছা অন্যায় শলা পরামর্শ দেন এবং অপর দিকে নানাপ্রকার প্রতারণা, কৌশল ও চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা পিতার সেই,—

"অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।"

উপদেশ পদে পদে দলিত করিয়া যথার্থ পরাক্রমশালী ও যথার্থ রণ-পণ্ডিত মেঘনাদ ও রাবণ সহ রাক্ষস কুল ধ্বংশ করিয়া রামচন্দ্র ধর্ম্মের পরাজয় ও অধর্ম্মের জয় স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন

করেন!—এবং উত্তরাকাণ্ডে দেখিয়াছ যে, রামচন্দ্র একদিকে লক্ষ্মণ বর্জ্জনে,—

"বাপ্‌কি বেটা সিপাহি কো ঘোড়া
কুছ না হয় ত থোড়া থোড়া।"

সপ্রমাণ করেন এবং অপর দিকে সীতার পাতাল প্রবেশ দ্বারা বহ্বাড়ম্বরে বা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখাইয়া রাম বলিতে বাধ্য হন যে;—

"সুবর্ণের বিনিময়ে মাণিক্য দিলাম ডালি,"

হে রাবণ. "তোমা বধে রঘুকূলে ঢালিলাম কালী।"

—অথবা একটী কথায়, এই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণে হাঁড়ি শুদ্ধ অলবণই দেখিলাম! !

নি। তুমি যাহা বলিলে, তাহার একটিও ত মিছা দেখি না। সবই ত যথার্থ বোধ হয়।

বি। এখন এই সপ্তকাণ্ড কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ পড়িলে কি উপদেশ পাওয়া যায়, আর তুমিই বা কি উপদেশ পাইয়াছ, বল?

নি। উটি আমি একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছি;—না ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে অনেক বিপদে পড়িতে হয়।

বি। বেশ কথা বলিয়াছ; আমার মতে রামায়ণ পাঠে অন্ততঃ তিন চারি প্রকার উপদেশ পাওয়া যায় যথা;—

(১) "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" অর্থাৎ ঐ তুমি যাহা বলিলে. অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে বিপদে পড়িতে হয়;—এটি সদুপদেশ।

(২) দুর্জ্জয় ব্যক্তিকে জয় করিতে হইলে যত উপায় থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, বা ভাগ করিয়া জয় করাই একটি অতি প্রধান উপায়;—ইহাতে সাংসারিক বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা থাকিলেও ইহা প্রশংসনীয় নহে; দূষনীয়।

(৩) চুরি, চতুরতা ও প্রতারণা প্রভৃতি অন্যায়াচরণ দ্বারাও সংসারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ বাল্যকালে যাহা শুনিয়াছিলাম;—

"চার বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা"—রামায়ণে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে;—এটি অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়।

নি। কিন্তু—"যদি পড়লেন ধরা, তবেই যে হাতে দড়া।"

বি। রামচন্দ্রের চৌর্য্যবৃত্তি ত ধরা পড়ে নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভক্ত ও রামচন্দ্র বিষয়ে অন্ধ ব্যক্তিরা, যাহাদের সংখ্যাই প্রায় ষোল আনা, তাঁহারা ত রামচন্দ্রের দোষ দেখিতে পান না। রামলক্ষণ ধর্ম্মবতার! বিভীষণ বৈষ্ণব চূড়ামণি! সুগ্রীব, রাবণ প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ পাপ! সূর্পনখা ব্যভিচারিণী! বালী বধে দোষ থাকিলেও তাহা ন ধর্ত্তব্য! জাতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত প্রকার আমোদ জনক কার্য্য আছে যাত্রাই বল, পাঁচালিই বল, আর কথকতাই বল, প্রত্যেক কার্য্যেই ঐ একই প্রকার ভাব! ঐ কীর্ত্তিবাসী ভাব!

নি। তাহা সত্য! ঐ রকমই বটে!

বি। যাক;—আমি যখন কলেজে পড়িতাম; তখন আমাদের সহপাঠীর মধ্যে একজন বেশ রসিক উপস্থিত বক্তা ছিলেন; একদিন একটী বালক কি কথায়, তাঁহাকে বলেন,—"বাহবা বিবেচনা!" অমনি তিনি—"ভাই, এক কল্‌সী দুধের মধ্যে, ফেল্লে একটু চোনা!" বলিয়া উত্তর করিলেন!

নি। তিনি ত তবে বেশ রসিক ছিলেন!

বি। [illegible]ই রামায়ণ পাঠে ঐ প্রকারই আর একটি উপদেশ পাওয়া যায়;—(৪) অনেক সৎব্যক্তির মধ্যে, একজন মাত্র অসৎ ব্যক্তি থাকিলেও কখন কখন বিপদ স্থির নিশ্চয়!—দশরথের বৃহৎ পরিবার, মধ্যে এক কৈকেয়ীই অসৎ, সেই জন্যই এত বিপদ! রাবণের অসংখ্য পরিবার মধ্যেও একমাত্র বিভীষণই অসৎ, সেই জন্যই এত বিপদ।

নি। ঠিক কথা বটে! তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই!

বি। দেখ নির্ম্মলে, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাশব রিপু পরতন্ত্র হইয়া, পরার্থ বিষয়ে অন্ধ ও স্বার্থ বিষয়ে স্থিরদৃষ্টি হওয়া, যৎপরোনাস্তি দোষের; বৃহৎ স্বার্থপরতাই সমস্ত বিপদের মূল!—দশরথ এবং কৈকেয়ীর স্বার্থ; রাম ও সীতার স্বার্থ; সুগ্রীব ও বিভীষণের স্বার্থ দেখ।

নি। তাই ত! স্বার্থপরতা চেয়ে আর বড় দোষ নাই।

বি। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য যতই কেন দুঃখ ও কষ্ট এবং বিপদ ঘটুক না, সমস্তই অম্লান বদনে সহ্য করাও অবশ্য কর্ত্তব্য ;—ইহাই রামায়ণের একমাত্র উচ্চ ও পবিত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে আমার বক্তব্য আছে ; যুবরাজ রামচন্দ্র কাল রাজা হইবেন, সুতরাং রামচন্দ্র সাবালক ; এ প্রকার সাবালক পুত্রের, পিতৃআজ্ঞার উপর কি প্রকার ও কতখানি মতামত থাকা প্রার্থনীয়, এ প্রশ্ন এখন ছাড়িয়া দিয়া, পিতৃ আজ্ঞার উচ্চতা ও পবিত্রতা দেখ, আর দেখ পুত্র পিতৃ আজ্ঞা কি পরিমাণে পালন করিলেন ;—বেশ মন দিয়া শুন।

নি। বল, আমি খুব মন দিয়াই শুনিতেছি।

বি। পিতৃ আজ্ঞা ধরিতে হইলেই যতগুলি পিতৃ আজ্ঞা আছে, তাহার মধ্যে যতগুলি আমার ইচ্ছা ধরিতে পারি ; দুইটি পিতৃ আজ্ঞাই ধরা যাউক ;—

(১) "অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ।"

(২) রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস।

পুত্র রাজা হইবেন, তাই প্রথমটি ; স্ত্রীকে বর দিয়াছেন, তাই দ্বিতীয়টি ; দ্বিতীয়টি প্রকৃত পুত্রের প্রতি নহে, পুত্রকে বনবাসী করিবার জন্যই নহে, কেবলমাত্র স্ত্রীর বাধ্য বাধকতারই বশীভূত হইয়া ; প্রথমটি প্রকৃত পুত্রেরই প্রতি, পুত্রকে প্রকৃত কার্য্য করাইবার জন্য এবং কাহারই কোনই বাধ্য-বাধকতার বশীভূত না হইয়া ; প্রথমটি নিজের সরল ও প্রকৃত জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, দ্বিতীয়টি অপরের ক্রূর ও অপ্রকৃত জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, প্রথমটিতে পিতার যে পরিমানে পূর্ণ ইচ্ছা, বৃহৎ বিজ্ঞতা ও প্রকৃত আনন্দ আছে' দ্বিতীয়টিতে পিতার সেই পরিমাণে পূর্ণ অনিচ্ছা, বৃহৎ অজ্ঞতা, ও প্রকৃত মর্ম্ম জ্বালাতনই আছে ; দ্বিতীয়টি প্রকৃত পিতৃ আজ্ঞা অপেক্ষা উচ্চতরই হউক, আর নীচতরই হউক, প্রকৃত পিতৃ আজ্ঞা নহে ; প্রথমটি প্রকৃত পিতৃ আজ্ঞা। দ্বিতীয় পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন যে পরিমাণে অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রথম পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন নিশ্চয়ই তদপেক্ষা

অধিক পরিমাণে অবশ্য কর্ত্তব্য! দ্বিতীয় পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে, প্রথম পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় নাই;—অপ্রতিপালিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিপরীত রূপেই প্রতিপালিত হইয়াছে, যাহা করিতে নিষেধ, তাহাই ঠিক পদে পদে করিয়াছেন; সুতরাং দ্বিতীয় পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে তুমি যত খানি প্রশংসা করিবে, প্রথম পিতৃ আজ্ঞা লংঘনে,—অথবা লংঘনাপেক্ষা অধিক, ঠিক বৈপরিত্য সাধনে, আমি তদপেক্ষা অধিক নিন্দা করিব।

নি। ইহা ত বেশ কথাই বলিয়াছ; একটি করিলেন, আর একটি ঠিক উল্‌টা করিলেন,—ইহাতে খুব বেশী দোষ বৈকি!

বি। আবারও কাহার কাহার মতে, বহুবিবাহের দোষ ও বিপদ দেখানই রামায়ণের এক মুখ্য উদ্দেশ্য। বহু-বিবাহ যে দোষ ও বিপদ সংকুল, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু এই রামায়ণে নিশ্চয়ই তাহা দেখান হয় নাই;—দশরথের "সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ," তাহার মধ্যে কেবল মাত্র কৈকেয়ী ছাড়া, অবশিষ্ট ৭৪৯ স্ত্রীর জন্য, দশরথের কোনই বিপদ ঘটে নাই; ৭৪৯ বিবাহ বহু বিবাহ; বোধকরি কৈকেয়ী ব্যতীত আর দশ গুণ বিবাহ হইলেও, দশরথের বিপদ ঘটিত না; কিন্তু যদি তিনি এক বিবাহই করিতেন, একা এই কৈকেয়ীকেই বিবাহ করিতেন, বোধ করি তাঁহার বিপদ ধ্রুব নিশ্চয়।

নি। আর তাহাই বা কেন? রাবণের ত ১৪ হাজার বিবাহ?

বি। উত্তম কথা বলিয়াছ, কৈ রাক্ষস রাবণের ত কোনই বিপদ ঘটে নাই?—যাক, দেখিয়াছ যে, এই কীর্ত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই, হয় প্রকাণ্ড অস্বাভাবিক বর্ণনা, না হয় কুসংস্কার; হয় জাজ্বল্যমান অশ্লীলতা, না হয় বৃহৎ অধর্ম্মাচরণই বর্ণিত হইয়াছে; এখন জিজ্ঞাস্য যে, উপদেশ পাইবার জন্য কয়জন উহা পড়েন; কয়জনই বা উপদেশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত? কয়জন কি উপদেশ, কতটুকু পান! যাহা ক্ষুদ্র সদুপদেশ তাহা স্বল্প এবং অন্তর্নিহিত! যাহা প্রকাণ্ড অসদুপদেশ, তাহাই প্রচুর এবং ভাষমান!—তাহা অন্ধেও দেখিতে পায়, বধিরেও শুনিতে পায়, উন্মত্ত ব্যক্তিও বুঝিতে পারে।

নি। আচ্ছা, তাহা ত সব যেন বুঝিলাম, কিন্তু সংস্কৃতে বাল্মীকির যে রামায়ণ আছে, কীর্ত্তিবাস ত তাহারই অনুবাদ করেন ?

বি। তবে দেখ, এই রামায়ণেই লেখা রহিয়াছে, যে, ইহা "মহামুনি বাল্মীকি কৃত সংস্কৃত তদ্ভাষা ৺কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত কর্তৃক পয়ারাদিছন্দে বিরচিত।" তাহাতেও আবার এই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, অমুক তর্ক বাচস্পতি, বা অমুক ন্যায়বাগীশ বা তর্কলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণ দ্বারা সংশোধিত। সুতরাং ইহা যে, বাল্মীকি সংস্কৃত রামায়ণেরই অনুবাদ, তাহাতে সন্দেহই বা করি কেমন করিয়া ?

নি। আমিও ত সেই জন্যই শুধাইলাম।

বি। কিন্তু এপ্রকার প্রমাণ সত্বেও উহা অবিশ্বাস করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, কীর্ত্তিবাস একজন কথক ছিলেন, কথকেরা নানা প্রকার স্বকপোলকল্পিত রঙ্গরস দিয়া কথকতা করিয়া থাকেন, কীর্ত্তিবাসও তাহাই লিখিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি নিজে কথক ছিলেন না, সংস্কৃততেও খুব অজ্ঞই ছিলেন, কিন্তু অপরের কথকতা শুনিয়া লিখিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডে এবং অন্যান্য স্থানেও,—

"কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত গাইল কৌতুকে।"

লিখিয়াছেন। কিন্তু এই "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের সংস্কৃত কোনই রামায়ণের সহিত আদ্যোপান্ত মিল নাই, এখন যতগুলি বাঙ্গালা কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ চলিত আছে, তাহার মধ্যেও প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্পূর্ণ মিল নাই এবং তাহার কোনই খানির কীর্ত্তিবাসী প্রকৃত রামায়ণের সহিতও আবার সম্পূর্ণ মিল নাই।

নি। তাহা হইলে ত বাল্মীকি রামায়ণ ভাল হইতে পারে ?

বি। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের ত কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে এই কীর্ত্তিবাসী বিরচিত রামায়ণের;—যাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ঘরে পঠিত হইয়া থাকে, যাহার কুসংস্কারাবলি, অশ্লীলতা ও অধর্ম্মাচরণ আমাদের জাতীর মজ্জাগত, যাহা প্রত্যেক মাতা পিতা ও পাড়া প্রতি-

বেশীগণের, উত্তরাধিকারী সত্বরূপে মজ্জাগত ; কথা হইতেছে সেই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের ;—দেখ নির্ম্মলে, এই রামায়ণ মূলক জাতীয় কুশিক্ষা আমাদের জাতীয় অবনতির একটি অতি প্রধান কারণ ; জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে মূল সংস্কার চাই ;—তোমাকে সুশিক্ষিতা হইতে হবে, আমাকে সুশিক্ষিত হইতে হইবে, প্রতিবেশীমণ্ডলীকে সুশিক্ষিত হইতে হইবে; নহিলে উন্নতি হইবে না, উন্নতি হইতেই পারে না।—যদি বাল্মীকি রামায়ণ ভালই হয়, যদি তাহাতে রাম প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের চরিত্র ও কার্য্যাবলি নিষ্কলঙ্ক থাকে, ও তাঁহা যদি আমাদের সুশিক্ষার আদর্শ হইতে পারে ; তবে এই দণ্ডেই এই নীচ ও জঘন্য কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ বিধ্বস্ত হউক, এই দণ্ডেই সেই বাল্মীকি রামায়ণ প্রকৃত অনুবাদিত হউক এই দণ্ডেই একটা বৃহৎ আন্দোলন হউক ; উপকার ও অপকার বুঝিয়া এই দণ্ডেই কর্ত্তব্য বিষয়ে লোকের মনোযোগ আকর্ষিত হউক। পুনরায় বলি, কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের বিপরীত হইলে ;—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁওয়া থাকে বাজে নাক একটি দিন,
তেম্‌নি বাল্মীকির কাজে, কীর্ত্তিবাস "একটিন্‌ !"

—একথা বলা যাইতে পারে !—হাঁসিলে যে ?

নি। এতও জান ! কথাটি কিন্তু মনে করিয়াছ ভাল।

বি। আমার শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী ত কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা অতি সংক্ষেপেই বলিলাম ; দেখিলে যে রামায়ণের বিষয় গুলি সহজ নহে, অতিশয় কঠিন ; কীর্ত্তিবাস সেই কঠিন বিষয়-গুলিকে, কঠিন জ্ঞান করিয়া যে সহজ ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা নহে ; কঠিনকে না বুঝিয়া সহজ জ্ঞান করিয়াই, জলবত্তরলং করিয়া সহজ ভাষায় লিখিয়াছেন ; সুতরাং এই রামায়ণের অপকারিতা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু এই সুপণ্ডিত ও সুঅধ্যাপক "বাঙ্গালী সাহিত্য" লেখকের মতে, কীর্ত্তিবাস "রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুলনীতি গর্ভ প্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই"— "সন্দেহ"—কি ?' আমি ইহা ত বুঝিলামই না, উহার ঠিক বিপরীতই বুঝিলাম !

নি। তা তিনিইবা কোন একটি নীতি তুলিয়াছেন।

বি। সকলই রুচির কার্য্য! যে "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক, প্রকৃত সাহসী এবং স্বাধীন লেখক হইয়াই মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধেই;— "অক্ষয় বাবু সকল পুস্তকেই 'পরম কারুণিক,' 'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল জিনিস বটেন, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তালটি পড়িলেই ঈশ্বর ঢুপ করিলেন, পাতাটি নড়িলেই—ঈশ্বর হাই তুলিলেন, পাখিটি উড়িলেই—ঈশ্বর ফুড়ুৎ করিলেন"—লিখিতে পারেন; যিনি, ভারতচন্দ্রের স্বল্প চন্দন বহুল বিষ্ঠা মিশ্রিত উপাদেয় বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গকবিকুলতিলক মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যাহার মত দ্বিতীয় গ্রন্থ সমস্ত বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে নাই সেই অসাধরণ পুস্তক বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষকে কটাক্ষ করিয়া "ছুচ্‌ছুন্দরী বধ কাব্য" তুলিয়া মাইকেলকে অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ করিতে প্রয়াসী; যিনি "বাঙ্গালা সাহিত্য" লিখিতে বসিয়া তোমাদিগকে বলেন যে;—"যদি কেবল দন্তের মধ্যেস্থ রেখা গুলিতে মিশির ছোপ দিতে দেওয়া যায় তাহাতে মুখখানি বড় মন্দ দেখায় না;— পাঠক গণ! নিজ নিজ অন্তঃপুরে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।"— হাঁসিও না; তাঁহার সাহস ও স্বাধীন চিন্তাকে আমি অন্তরের সহিত প্রশংসা করি; কিন্তু তিনি যে, কেবলমাত্র অশ্লীলতা ও বালক সুলভ হাস্যাস্পদ বিষয়পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই দোষ দেখিলেন না, তাহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়!

নি। তাহা সত্য! কৃত্তিবাসকে তাঁহার ছাড়া, ভাল হয় নাই।

বি। আর এক বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মের কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিনা; তিনিও এক খানি "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন যে, "রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের মুদি বকালি পর্য্যন্ত সকলে উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে; আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজি গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞান

শূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি (হইতে?) রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদ পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।"

নি। সত্য! মন্দ নয় তবে দেখিতেছি!

বি। এই লেখকের সম্বন্ধে গুটিকতঃ কথা বলিতে বাধ্য;—"রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দেশের মুদি বকালি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকে," সত্য কথা; "আমাদের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজী গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞান শূন্য পশু নহে," ইহা মিথ্যা কথা অপেক্ষা ঘৃণার্হ; কারণ "জাহাজী গোরারা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য পশু" ইহা মিথ্যা কথা, "আমাদের দেশের ইতর লোকেরা পশু নহে," ইহাও মিথ্যা কথা; জাহাজী গোরার মধ্যে যে অনেকে ভাল মানুষ তাহা আমি জানি, তাহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ দেবভাবাপন্ন তাহা ও সত্য,এ সম্বন্ধে এক জনের দেব ভাবাপন্ন কার্য্য বলিলেই যথেষ্ট;—এক জাহাজী গোরা কোন কারণে কারারুদ্ধ হয়; কারামুক্ত হইয়া জাহাজে চাপিয়া দেশে যাইতেছে, এক ব্যাধ বিক্রয়ার্থে কতকগুলি পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া সেই জাহাজেই লইয়া যাইতেছে; সেই "জাহাজী গোরা" সেই সমস্ত পক্ষী গুলি ক্রয় করিয়া, একটি একটি করিয়া ছাড়িয়া দিল;—

নি। ভারি সরস কথাটি বলিয়াছ, ওটি "সখা"তে পড়িয়াছি।

বি। অনেক ইংরাজি পুস্তকেও এই বিষরটি লেখা আছে,—রামায়ণও মহাভারত আমাদের দেশে ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে," "ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা (আমারা এবং আমাদের ইতর লোকেরা) বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া আইসে।" ইহা মিথ্যা না হইলেও হাস্যোদ্দীপক সিদ্ধান্ত! আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু বাল্যকাল হইতেই দেখিতেছি; পুত্তলিকা পূজা ও বাল্যবিবাহ বাল্যকাল হইতেই দেখিতেছি; কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে হস্তদ্বারা আহার এবং কমোডের

পরিবর্ত্তে খোলা স্থান ব্যবহারও বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি; শিক্ষার দৌড় দাতাকর্ণ পঠন এবং চানক্য শ্লোক আওড়ান ইহাও বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি; বাল্যকাল হইতেই, কেলুয়া ভূলুয়া এবং ভিস্তিওয়ালার সং দেখিয়া বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়া আসিতেছি; বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া আসিতেছি; আরও কত বিষয় বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি; সুতরাং তাহারাও প্রত্যেকে, "আমাদের দেশে ধর্ম্মনীতি রক্ষা" করিবার প্রধান কারণ!—হাঁসিও না।

নি। তাহা কাযেই! বুঝেছি, আর কাজ নাই।

বি। সিদ্ধান্তের এই প্রকার চমৎকারিত্ব দেখিয়াই বোধ করি এক প্রকৃত প্রতিভা-সম্পন্ন কবি, এই সিদ্ধান্ত কাঁরককে বলিয়াছেন যে;—

"বেকন পড়িয়া করেন বেদের সিদ্ধান্ত।"

আমি মুক্তকণ্ঠে ও তার স্বরে বলি যে উক্ত "মুদি বকালিরা" দ্রব্য, ওজন ও কম দিতে পারিলে আর ছাড়ে না; এবং নানা প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবার মানসেই, নানা প্রকার পাপাচরণ সংগৃহীত অর্থ দ্বারা বারোয়ারি পূজা করিতেও ছাড়ে না। ইহা জাজ্বল্যমান দেখিয়াও যে, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন যে আমাদিগের দেশে মুদি বকালি পর্য্যন্ত সকলে উৎসাহের সহিত রামায়ণ পাঠ করিয়া থাকে।—রামায়ণ আমাদিগের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে।" ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও লজ্জার বিষয় আর হইতে পারে না! বোধ করি এ প্রকার লোকও শীঘ্র জন্মিতে পারেন, যিনি বলিবেন যে, বেশ্যারা পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকে, কৃষ্ণলীলা আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকে, কৃষ্ণলীলা "আমাদের দেশের ধর্ম্মনীতি" রক্ষা করিয়াছে!" অথবা ডাকাইতরা" পর্য্যন্ত কালীপূজা না করিয়া ডাঁকাইতি করিতে বাহির হয় না, কালীপূজা "আমাদের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে।"—হাঁসিও না, ইহা বড়ই কষ্টের কথা।

নি। কষ্টের কথা সত্য, কিন্তু হাঁসিও থামাইতে পারিতেছি না যে!

বি। "কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাব

বাইবেল, সংবাদ পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।”—মনের মত কথা কেহ বলিলে, সে কথার দোহাই দিয়া, সেই মনের মত লোকের নিকট প্রিয় হওয়া অপেক্ষা সহজ ব্যাপার আর নাই!—ঠিক এই কৌশল অবলম্বন করিয়াই আজকাল এক সম্প্রদায় হিন্দু ধর্ম্মকে জাগ্রত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!

বি। “বাঙ্গালা সাহিত্য” লেখক ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আরও একটি কথা সুধাইয়া বিদায় লই—কীর্ত্তিবাস যে, রাম রাবণের যুদ্ধ, যাহা অতুলনীয়, সুতরাং যাহা কেবলমাত্র রাম রাবণেরই যুদ্ধের মত, তাহা অন্য যুদ্ধে পরিণত করিয়াছেন; তাহার কি? বীররসের যে লেশ মাত্রও নাই, সেটা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?

নি। ঠিক কথাটি বলিয়াছ কিন্তু। যুদ্ধের বর্ণনাই নাই!

বি। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের মহৎ অপকারিতা দেখিলে, এখন তাঁহার আরও একটি গুরুতর অপরাধের কথা বলি; বেশ মন দিয়া শুন;—একটি ভাল দ্রব্য দিব বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হই ও সেইটি না দিই, তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ হয়; কিন্তু যদি সেই ভাল দ্রব্যটির পরিবর্ত্তে ঠিক তাহার বিপরীত দ্রব্যটি দিই, তবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও প্রতারণা—এই দুই, অপরাধ হয়। কেমন?

নি। তাহা ত সত্য কথাই!

বি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অর্থ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও প্রতারণা অপরাধ, রাজদ্বারে, ধর্ম্মালয়ে ধর্ম্মাবতার কর্ত্তৃক বিচারিত হইলেও; নীতি বলিয়া যে একটি উচ্চতম, গুরুতম ও মহত্তম পদার্থ আছে; সেই নীতি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও প্রতারণা অপরাধ, ধর্ম্মাবতার কর্ত্তৃক ধর্ম্মালয়ে বিচারিত হইতে দেখি না!

নি। ইহা ত খুব আশ্চর্য্য! কীর্ত্তিবাসের ওরকম আছে নাকি?

বি। আমার মতে তাহা আছে; কীর্ত্তিবাস লিখিতেছেন,—

“রামং লক্ষ্মণ অনুজং রঘুবরং সীতাপতি সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্র প্রিয়ং ধার্ম্মিকং॥

রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ তনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল তিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

"লক্ষণ অনুজং" হইতে রাবণারিং" পর্য্যন্ত, ১৮টি বিশেষণ বা গুণ সংযুক্ত রামকে বন্দনা করি। শ্রীরাম চন্দ্রের ঐ ১৮টি গুণ দেখাইতে কীর্ত্তিবাস প্রতিশ্রুত। শ্রীরামচন্দ্র কি প্রকার গুণগ্রাম ভূষিত, পাঠক পাঠিকারা পাছে তাহা ভুলিয়া যান, তাই যেন কীর্ত্তিবাস প্রত্যেক কাণ্ডেরই উপরে তাহা লিখিতেছেন।

নি। বেশ কথা; তাহা ত লেখা আছে সত্য।

বি। ঐ ১৮টি গুণের মধ্যে, "করুণাময়ং" গুণনিধিং" ধার্ম্মিকং," এবং "সত্যসন্ধং," এই ৪টি, কার্য্য বা আচরণ ঘটিত সুতরাং মুখ্যগুণ; অবশিষ্ট ১৪টি, জন্ম বা অবস্থা ঘটিত সুতরাং গৌণ বা দৈবায়ত্ত গুণ; এই দৈবায়ত্ত গুণ মুখ্য গুণের উপর নির্ভর করে; মুখ্য গুণ থাকিলে গৌণ গুণ থাকিবে, মুখ্য গুণ না থাকিলে গৌণ গুণ থাকিতে পারে না; সুতরাং গৌণ গুণ ছাড়িয়া দিয়া মুখ্য গুণ ধর; বুঝিতে পারিতেছ?

নি। রাম যদি তাঁহার কাজের জন্য "গুণনিধি" হন তাহা হইলেই তিনি "রঘুকুলতিলক," নহিলে তাহা নহেন; এইত?

বি। বেশ বুঝিয়াছ; ঠিক তাহাই;—তবে এখন তুমিই বল দেখি, কীর্ত্তিবাসের রামচন্দ্র, করুণাময়, গুণনিধি, ধার্ম্মিক এবং সত্যসন্ধ, এই চতুষ্টয় গুণভূষিত কি না? অথবা ঐ চারিটির কোনটিই বা কোনটির কোনই অংশ কীর্ত্তিবাসের রামচন্দ্রে দেখিলে কি না?—অথবা রামচন্দ্রের পিতৃবাক্য প্রতিপালন বনগমনরূপ বৃহৎ স্বার্থত্যাগই যদি ধর, তাহা স্বেচ্ছা প্রনোদিত শাক্যমুনির স্বার্থত্যাগ অপেক্ষাও অন্ততঃ লঘুতর কিনা? রামচন্দ্রের অন্য গুণ যদি দেখিয়া থাক, তাহা তোমার আমার না থাকিলেও, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে আছে কি না? আর তাঁহার দোষ তোমার আমার মধ্যে থাকিলেও, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে নাই, একথা সত্য কি না?—তাই বলি, গরল দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অমৃত দিলেই বা কি প্রকার প্রতারণা হয়? অমৃত দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া গরল দিলেই

বা কি প্রকার প্রতারণা হয়?—এই বিবেচনায় বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষাও কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ জঘন্যতর ও নিন্দনীয়।

নি। যথার্থ কথাইত! বেশ বুঝিয়াছি।

বি। "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন যে, "তাঁহার (কৃর্ত্তিবাসের) গ্রন্থের সহিত বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণের অনেক অনৈক্য অথচ তিনি যে, বাল্মীকিকে অবলম্বন না করিয়া অন্য কোন রামায়ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় না; যেহেতু তিনি কথায় কথায় বাল্মীকিরই বন্দনা করিয়াছেন। ......বাল্মীকির মত লিখিতে আরম্ভ করিলাম, বলিয়া কবি যে স্থলে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি বাল্মীকির মত কিছুমাত্র না লিখিয়া অন্য রূপ লিখিয়াছেন।" "কৃর্ত্তিবাস, বাল্মীকির মত বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন—

"রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥" ইত্যাদি।

বোধ হয় (? নিশ্চয়ই) তাঁহারই এইরূপ লেখাতে দেশমধ্যে, "রাম না হতে রামায়ণ" এই কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাল্মীকি, স্বরচিত গ্রন্থের কোন স্থলে এমন কথা লিখেন নাই; বরং মূল রামায়ণে এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে রামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তির পর কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন।" আর সেই পূর্ব্বে একবার যাহা বলিয়াছি, সাহিত্য লেখক মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে, "হনুমান দ্বারা মৃত্যুশর আনয়ন ও তদ্দ্বারা রাবণ বধ বৃত্তান্তও, বাল্মীকি রামায়ণে কিছুই মাত্র নাই।" এবং "এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রজীত বধের পর মহীরাবণ ও অহিরাবণ বৃত্তান্ত, গন্ধমাদন আনয়ন সময়ে হনূমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজনীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূমি লিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের অগ্রজত্ব, ইত্যাদি কৃর্ত্তিবাস লিখিত ভূরিভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী।" অর্থাৎ যাহা স্বকপোল কল্পিত মিথ্যা গল্পমাত্র, তাহাই বাল্মীকীর বর্ণিত প্রকৃত বিষয় ও ঘটনা বলিয়া চালাইয়াছেন!

রামায়ণে যাহা দেখাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, কৃত্তিবাস তাহত দেখানই নাই, বরং কতকগুলি নিরবচ্ছিন্ন গাঁজাখুরে মিথ্যা গল্পকে প্রকৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কৃত্তিবাস প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অশ্লীলতা পরিপূর্ণ বিষয় বর্ণনায় ব্যস্ত! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কি "বাঙ্গালা সাহিত্য" লেখক, কি "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা"কারক, কি AR CY DAE in his "Literature of Bengal", কেহই এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের নৈতিক বিষয় সম্বন্ধে একটি মাত্রও কথা না বলিয়া, কেবলমাত্র ইহার ভাষায় ও বর্ণনার বাহাদুরী লইয়াই ব্যস্ত! যে গ্রন্থ "আমাদের দেশে ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে" বলিয়া প্রশংসিত, তাহার কি কেবল ভাষা দেখাই কর্ত্তব্য, বিষয় ও প্রণালী দেখা অকর্ত্তব্য! "ধর্ম্মনীতি রক্ষা, কি ভাষায় হয়, না বিষয়ে হয়? কথায় হয়, না কার্য্যে হয়? একটী "দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা"—,বাক্যটি বেশ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিও,—একটি "দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা", কি অক্ষর বিশেষের, বা শব্দ বিশেষের সমন্বয় বিশেষ মাত্র?

নি। তাইত!—হাঁ তাহা এক রকম বুঝিয়াছি।

বি। কিন্তু কীর্ত্তিবাস যে সময়ের লেখক, সেই সময়ের দুই চারি কথা বলাও কর্ত্তব্য; চৈতন্য এবং তাঁহার সময় সম্বন্ধে, তোমাকে অনেক কথা বলিয়াছি; কি মহাঘোর পৈশাচিক সময়ে চৈতন্য আবির্ভূত হন, তাহা অনেক বুঝিয়াছ; চৈতন্যের পরই কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ। সময়-ধর্ম্ম গ্রন্থকর্ত্তা স্বজন করে, সাময়িক গ্রন্থ পড়িলে, সাময়িক ধর্ম্ম জানা যায়।—কয়েক শতাব্দী ব্যাপক, অনুদার মুসলমান রাজত্বের উৎপীড়নে ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে, বাঙ্গালী জাতি পরাধীন ও পৌত্তলিকতার দাস হইয়া, যখন মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপস্থিত হয়; সেই সময়ে চৈতন্য প্রমুখ এক সম্প্রদায়, দেশের নানাপ্রকার কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা মূলক সঙ্কুচিত শাক্ত ধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া, এক অতি উদার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলে; অন্য এক সম্প্রদায় ঐ শ্লথমূল শাক্তধর্ম্মকে দৃঢ়মূল করিতে প্রয়াস পান; কীর্ত্তিবাস এই শেষোক্তি সম্প্রদায়ের অগ্রবর্ত্তী। পরাধীনতা ও

অজ্ঞানতামূলক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, আধিভৌতিক পৌত্তলিকতাকেই, জীবনের ও পৃথিবীর সার পদার্থ মনে করে; তাই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াই শাক্তধর্ম্মমূলক বঙ্গবাসীর বিশেষ মনমুগ্ধকর হইয়াছিল। কিন্তু আমরা কি এখনও চারিশত বৎসর পরেও সেই কীর্ত্তিবাসী সময়েই বাস করিতেছি! কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, কীর্ত্তিবাসী সময়োপযোগী ছিল বলিয়াই কি, উহা এখনও এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়োপযোগী?—যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।—অশ্লীলতামূলক মজা ও সহজ পাঠ প্রিয় বাঙ্গালীর শিক্ষা, বিদ্যাসুন্দর ও কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ পাঠেই সহজে বোঝা যায়।

নি। তোমার কথাগুলি আমার বেশ মনে লাগিতেছে।

বি। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কীর্ত্তিবাস সম্বন্ধে এক প্রকার ত বলিলাম; কিন্তু এখনও একটি অতি কঠিন সমালোচ্য বিষয় আছে; তাহা ছাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধ করি; দশরথের "বরদান" বা "সত্যপালন" অথবা "প্রতিজ্ঞা রক্ষা" সম্বন্ধে এইবার বলিব;—খুব মন দিয়া শুন।

নি। আমিও ঐ কথাটি সুধাইব মনে করিয়া আছি; তুমিই যখন তুলিলে, ভালই হইল; বল ত শুনি।

বি। দশরথের "সত্যপালন" সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে, অপর একটি সমতুল্য বিষয় বলি;—গুরুত্ব ও উপকারিতানুযায়ী "পঞ্চবেদ" নাম দিয়া যে মহাভারতকে আমরা বেদের সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া থাকি অথবা অন্তঃসার সম্বন্ধে চতুর্ব্বেদাপেক্ষা গুরুতর জ্ঞানে, যাহার নাম "মহাভারত" এবং যাহা সম্বন্ধে, "ভারত ছাড়া কথা নাই" এই বাক্য ব্যবহার করি; সেই মহাভারতীয় যে উপদেশ এবং কার্য্য লইয়া, সম্প্রতি আমাদের দুই অতি প্রধান লেখকের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলাফলের উপর দশরথের "সত্যপালন" সম্বন্ধে বক্তব্য ব্যাপার অনেক নির্ভর করে। লেখক দ্বয়ের মধ্যে উভয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে প্রকার শিক্ষিত, দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞান বিষয়েও সেই প্রকার

বিজ্ঞ; প্রভেদ এই যে, একজন বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ, একজন যুবা ও ভাবুক।

নি। মনে হইয়াছে, গাণ্ডীব ও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ত?

বি। হাঁ, তোমার মনে আছে দেখিতেছি, তবে আর বিশেষ করিয়া সে কথা না বলিয়া, মোটামুটিই বলা যাউক;—জান তবে যে, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা "গাণ্ডীব নিন্দুককে তিনি বিনাশ করিবেন"। যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবকে নিন্দা করিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বিনাশ করিতে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণাবতার অর্জ্জুনকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতে বিরত করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশ লইয়া পূর্ব্বোক্ত লেখক দ্বয়ের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল তাহা এই দুইটি;—(১) লোক হিতার্থে মিথ্যা কহা বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করাই কর্ত্তব্য; এবং (২) যে খানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানে মিথ্যা কহাই কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ লেখকের মতে এই উপদেশ দুইটি কোনই আপত্তিজনক নহে প্রশংসনীয়; যুবা ও ভাবুক লেখকের মতে উহা বিশেষ আপত্তিজনক এবং নিন্দনীয়।

নি! সত্য কখনই মিথ্যা হয় না; মিথ্যাও কখন সত্য হয় না।

বি। সে কথা সত্য; এখন "প্রতিজ্ঞা" ও "প্রতিজ্ঞা পালন" ধর; প্রথমতঃ দেখ প্রত্যেক উপকার সমান নহে; ২য়তঃ, উপকারক ও উপকৃত ব্যক্তি, উভয়ের প্রত্যেকেরই অবস্থা ও উদ্দেশ্য সমান নহে। প্রত্যুপকার অবশ্য কর্ত্তব্য;—উপকারীর অপকার অবশ্য পরিত্যজ্য; নিস্বার্থ উপকার যেমন মহৎ, স্বার্থ উপকার তেমনি নীচ;—বেশ মন দিয়া শুন; আমার মাথার এই স্থানটি চুলকাইয়া উঠিল, তোমাকে তাহা বলিলাম; তুমি দেখিলে যে এক গাছি পাকাচুল, অমনি পট্ করিয়া সে গাছটি তুলিয়া দিলে, আমার ভারি আরাম হইল; তাই তোমাকে বলিলাম;—"প্রাণাধিকে, তুমি আমার যে উপকার করিলে;—

নি। উহাতে উপকার আবার কি করা হইল? আর যদিইবা,—

বি। আচ্ছা, তবে না হয় ধর যে, আমি মৃত্যু শয্যায়,—

নি। ছি! তুমি ওকথা ভিন্ন কি আর কথা জান না?

বি। একটা কথার কথা বৈ ত নয়; অচ্ছা যাক্;—তোমারই শুশ্রূষা গুণে বাঁচিয়া উঠিলাম এবং বলিলাম,—"প্রিয়ে, প্রাণাধিকে, তুমি যাহা চাহ তাহাই,—

নি। তুমি ওকথা বলিতে পার; কিন্তু তোমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি বলিয়া এবং তুমি দিতে চাহ বলিয়া যদি আমি কিছু লই, তবে আমার মত নীচ;—

বি। তোমার কথা এখন ধর্ত্তব্য নহে, আমার কথাই ধর্ত্তব্য; আমি বলিতে পারি এবং বলিলাম যে "তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।" তুমি বলিলে "তবে ঐ আকাশের সূর্য্যটাকে দাও," "আলিপুরের বাগানের সেই সিংহটাকে দাও;" না হয় "ঐ যে একটি লোক পথ দিয়া যাইতেছে, উহার দুই গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুইটা চড় মারিয়া আইস;" ইত্যাদি :—"যাহা চাহ তাহাই দিব" বলিয়াছি বলিয়াই, তোমার ঐ প্রার্থনার একটিও পূরণ করিতে আমি বাধ্য নহি।

নি। তাহা ত সত্য কথাই; পাগলের মত যাহা চাহিব তাহাই কি তোমাকে দিতে হইবে নাকি!

বি। দশরথ "ব্রণব্যাধি" হইতে নিস্কৃতি পাইয়া কৈকেয়ীকে এমন কথাও বলেন নাই যে, "তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।" দশরথ বলিয়াছেন মাত্র যে;—

"বরমাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার॥"

আর না হয়, "আমার প্রাণটাও দিতে পারি।"—এখন কৈকেয়ী কুঁজীর পরামর্শানুসারে, তৎক্ষণাৎ "বরগ্রহণ" না করিয়া সময় বিশেষে বরদ্বয় প্রার্থনা করিয়া, যখন দেখিল যে, রাম কাল রাজা হইবেন, আজ তাহার অধিবেশ, এমন সময়ে;—

"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে;"

বলিয়া, অমানুষোচিত, অবক্তব্য ও অশ্রাব্য সেই নিষ্ঠুর শ্রেষ্ঠ বরদ্বয় প্রার্থনা করিল!—ইতর সাধারণ স্বামী ও স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া দিয়া, পিতাপুত্র ও রাজা প্রজা সম্বন্ধে যে দিক দিয়াই ধর, দেখিবে যে দশরথের

সত্যপালন অযথারূপেই সাধিত হইয়াছে। সত্যপালন নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য; কিন্তু যে সত্যপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, সে কি ঐ সত্য প্রতিপালন? সত্যপালন না করিয়া সত্যভঙ্গ করিলে মিথ্যা কথা কহা হয়, কিন্তু সে কি ঐ সত্যভঙ্গ?—যে সত্যভঙ্গে নিজের কৌশল প্রতারণা ও অপরের অপকার, ইহার কোন একটি, বা দুইটি বা তিনটিই ঘটে, তাহা মিথ্যাসম এবং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য; যে সত্য ভঙ্গে নিজের কৌশল প্রতারণা ও অপরের অপকার না থাকিলেও, আত্মগ্লানি ও অনুতাপ কর্ত্তব্য, সে সত্যভঙ্গও পরিত্যজ্য; যে সত্যরক্ষায় অপরের প্রকাণ্ড স্বার্থমূলক কৌশল ও প্রতারণা থাকে, সে সত্যরক্ষায় আত্মগ্লানি ও অনুতাপ না থাকিলেও, বিশেষ বিবেচনার বিষয়;—উমিচাঁদ কৌশল খেলিলেন দেখিয়া ক্লাইবও কৌশল অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, নিশ্চয়ই সদা অবলম্বনীয় নহে; কিন্তু সরল ও ক্রুর ব্যক্তি দ্বয়ের মধ্যে সত্যরক্ষা ও সত্যভঙ্গ যে বিশেষ বিবেচনার বিষয় তাহাই বলি।

নি। তাইত!—আর দশরথ যেন অন্য কোনই অন্যায় কাজ করেন নাই।

বি। ওটি যুক্তি নহে; আমি যদি লক্ষ্য কার্য্যে দোষী হই, তাই বলিয়া যে আরও একটি দোষ জনক কার্য্য করিব, ইহা যুক্তি নহে। "বোঝার উপর শাক আটি" সর্ব্বদা খাটে না। যাক;—"যাহা চাহ, তাহাই দিব" এই কথা উঠিলেই, বলীরাজ সমীপে বামনাবতার কর্ত্তৃক ত্রিপাদ ভূমি দান নামক অলীক হাস্যোদ্দীপক পৌরাণিক গল্পচ্ছটা মনে পড়ে!

নি। ঠিক কথা বলিয়াছ;—আর উপবাসের পর মুনি আসিয়া কর্ণের নিকট পারণার্থে খাদ্য দ্রব্য চাহিলে, কর্ণ বলিলেন অপনার যাহা অভিলাষ তাহাই খাওয়াইব; উপবাসী ব্রাহ্মণ মুনি তাহা সত্য করাইয়া লইয়া বলেন, তবে তোমার একমাত্র ছেলেটিকে, তোমরা দুই মাতা পিতা সহাস্যবদনে করাত দিয়া চিরিয়া, তাহার মাংসের ঝোল ও মুণ্ডটির অম্বল রাঁধিয়া খাওয়াও!——

"কাতরে কাটিয়া দিলে মাংস নাহি খাব।
নরকস্থ হবে তুমি ঘরে ফিরে যাব॥"

বি। তুমিও বেশ কথাটি বলিয়াছ।—দেখ নির্ম্মলে, ধার্ম্মিক ও দার্শনিক লোক দ্বারা পৃথিবীর যত মহৎ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তত আর কাহারই দ্বারাই হয় না; ধার্ম্মিক ব্যক্তির একটি মাত্র বাক্য তোমার কোটী কোটী কামানকে উড়াইয়া দিতে পারে; ধার্ম্মিক ব্যক্তির একটি মাত্র উপদেশ, Loop holes সৃষ্টিকারক তোমার কোটি কোটি Penal Codes কে পরাস্ত করে। আমাদের এই ভারত ভূমি ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শন শাস্ত্রের গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু যখন দেখি ধর্ম্মগ্রন্থে একদিকে সত্যপালন সম্বন্ধে নানাপ্রকার অমানুষোচিত দুরূহ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও, অপর দিকে আবার নানাপ্রকার মানুষোচিত সামান্য কার্য্যে মিথ্যা কথা বলিতে উপদেশ দেয়, যথা স্ত্রীর নিকট ও উপহাসে মিথ্যা কথায় দোষ নাই; তখন ধর্ম্মগ্রন্থ অনুশাসনানুযায়ী কার্য্য করা প্রকৃতই বুদ্ধি ও বিবেচনা সাপেক্ষ; ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা আছে তাহাই অকাট্য অভ্রান্ত ও শিরোধার্য্য, একথা বলা নিশ্চয় উচিৎ নহে। আরও একথা;—যাহা আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করি, তাহা অত্যন্ত কল্পনাপূর্ণ; কিন্তু যে কল্পনা কার্য্য সাধন পক্ষে অসম্ভব, তাহার মধ্যেও কতকগুলি প্রকৃত পবিত্র বিষয়; লাট নাম ধারি টমসন্ সাহেবের কথা দূরে থাক, স্বয়ং ভারতেশ্বরী অগ্রাহ্য করিলেও, তাহা পবিত্র; কিন্তু কতকগুলি আবার হয়, স্বপ্নবৎ অপদার্থ; না হয় ছায়া অপেক্ষা অপদার্থ; অথবা অপকারক। আবার যাহার কল্পনা বা বাক্য অধিক, কার্য্য কম, তাহাকেই লোকে "ফাজিল" বলে। সংসারে কার্য্যমূলক বাক্যের যে প্রকার জয়, বাক্যমূলক বাক্যের সে প্রকার জয় নহে; চিত্রস্থ ছবির ন্যায় মুখস্থ বা ঠোঁঠস্থ বাক্য কখন কখন মনোহর হইলেও নির্জীব।

নি। তাহা এক রকম বুঝিয়াছি।

বি। ধর্ম্মের একটি প্রধান মূল "সত্য কহ।"; "সত্য কহ।" কি? না—

"যথার্থ কথনং যচ্চ সর্ব্বলোক সুখপ্রদং।

তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়ম সত্যং তদ্বিপর্য্যয়ং।"

যে যথার্থ বাক্য সর্ব্বলোক সুখপ্রদ, তাহাই সত্য কথা। কিন্তু এমন কোনই বিষয় নাই, যাহা "সর্ব্বলোক সুখপ্রদ," বিশেষ, সত্য কথন "সর্ব্ব

লোক সুখপ্রদ" নহেই ; বরং মিথ্যা কথন "সর্ব্বলোক সুখপ্রদ" তথাপি সত্য কথন "সর্ব্বলোক সুখপ্রদ" নহে। তাই বলিয়া কি সত্য কথন অন্যায় মিথ্যা কথনই ন্যায় !"—সর্ব্বলোক সুখপ্রদ" এই বিশেষণের সার্থকতা কি ?—আবারও দেখ ;—

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ এস ধর্ম্মঃ সনাতন ॥"

"সত্য বলিবে" ;—ইহা সদাই স্বীকার্য্য ;—"প্রিয় বলিবে";—ইহা সদা স্বীকার্য্য নহে, কারণ সত্যের বিপরীত মিথ্যা কথাই অনেক সময়ে প্রিয় হইয়া থাকে ; "অপ্রিয় সত্য বলিবে না" ,—ইহাও সদা স্বীকার্য্য নহে কারণ সত্য বলিতে হইলেই, অনেক সময়ে অপ্রিয়ই বলিতে হয় ; "মিথ্যা প্রিয়ও বলিবে না" ;—ইহাও সদা স্বীকার্য্য ;—তবেই শ্লোকটির ভাব এই দাঁড়াইল যে ;—যেখানে সত্য কথা বলিলে প্রিয় হওয়া যায়, সেখানে সত্য কথা বলিও ; যেখানে যে মিথ্যা কথা বলিলে প্রিয় হওয়া যায়, সেখানে সেই মিথ্যা কথা বলিও ;—যেখানে যে সত্য বলিলে অপ্রিয় হওয়া যায়, সেখানে সে সত্য বলিও না ; যেখানে যে মিথ্যা বলিলে অপ্রিয় হইতে হয়, সেখানে সে মিথ্যা কথা বলিও না ; অর্থাৎ লোক প্রিয় হওয়াই চাই, তাহা সত্য কথা দ্বারাই হউক, আর মিথ্যা কথা দ্বারাই হউক; উদ্দেশ্য প্রিয় হওয়া, উপায় সত্যও মিথ্যা কথা ; দুইই !!!

নি। তাহাইত লোকে করিয়াও থাকে ; তবে ধর্ম্মগ্রন্থের দরকার।

বি। যদি বল, উক্ত শ্লোকের ওঅর্থ নহে, উহার অর্থ এই যে, এপ্রকার বাক্য বলিবে যাহা সত্য ও প্রিয়, তাহা হইলে অনেক সময়েই হয় মুখবন্ধ করিয়াই থাকিতে হয়, নাহয় তৈল ও জল মিশ্রন নামক অসম্ভব কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়! যাক আর একটি কথা অমনি বলিয়া আজ শেষ করা যাক ;—ঐ পুস্তকখানি আন ;—এই দেখ ;—"গৃহাস্থ-শ্রমের মূল ভিত্তি ইন্দ্রিয় সংযমন", "পবিত্র পরোপকার ব্রত পালন করি-বার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য,.. ...জগতে মনুষ্য বল, পশুবল,পক্ষীবল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য;হিন্দু-পুরুষ হিন্দু-রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।" হিন্দুর বিবাহ কেবলমাত্র স্বামীও

স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ নহে,"যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর তত গুলি সম্বন্ধ বা ততগুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ, "the slave empress of a whole family"। ইহা সত্য হইলে, দশরথ, রাম লক্ষণ প্রভৃতি পুরুষ বর্গের পক্ষে "হিন্দুস্বামী"; কৈকেয়ী ও সীতা প্রভৃতি স্ত্রীবর্গের পক্ষে "হিন্দুপত্নী" এবং সকলেরই পক্ষে "হিন্দু" নামের অধিকার প্রাপ্তি পক্ষে বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

নি। কথা গুলি মনে করিয়া পড়িলে ত মন্দ নয়!

বি। "দোষমেব সমাধত্তে সগুণে বিগুণো জনঃ
ফলপুষ্প সমাকীর্ণ পুরীষমীহতে বিটঃ

ইহাই বল, আর যাহাই বল; কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ এবং কীর্ত্তিবাস সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা বলিলাম, তাহা যদি অতি মহৎ এবং পরিবর্জনীয় হয়, তবে;—

"Why hesitate? ye are full bearded men
With God-implanted will, and courage if
Ye dare but show it. Never yet was will
But found some way or means to work it out,
Nor e'er did Fortune frown on him who dared.
Shall we in presence of this grievous wrong,
In this supremest moment of all time,
Stand trembling, cowering, when with one bold stroke
These groaning millions might be ever free?
And that one stroke so just, so greatly good,
So level with the happiness of man,
That all the angels will applaud the deed"

CONFESSIONS AND REFLECTIONS.

—— o ——
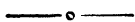
"Life to be worthy of a rational being, must be always in progression; we must always purpose to do more or better than in time past. The mind is enlarged and elevated by mere purposes, though they end as they began, by airy contemplation. We compare and judge, though we do not practise."

"There is something noble in publishing truth, though it condemns one's self."

———

নি। আজ তোমার পুরান চিঠি পড়িতে পড়িতে একটি বেশ কথা মনে পড়েছে।

বি। কি কথা?

নি। তুমি যখন কলিকাতায় ছিলে, তখন একদিন অভিনয় দেখিতে যাও; অভিনয় দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া যাইবার সময়, একটি কি অতি শোচনীয় ব্যাপার ঘটে; বাড়ী আসিলে আমাকে তাহা বলিবে লিখিয়াছিলে।—সে ব্যাপারটি কি? মনে আছে—কি?

বি। তাহা ভুলিবার নহে, বেশ মনে আছে, বলি শুন;—রাত্রি ৮ আটটার সময় আহারাদি করিয়া অপর বাসার দুই জন বন্ধু ও আমি অভিনয় দেখিতে যাই; রাত্রি ১ টার পর অভিনয় শেষ হইলে, স্বনামখ্যাত মেছোবাজার নামে, কলিকাতার এক অতি কুপ্রসিদ্ধ পথ দিয়া যখন বাসায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন সেই পথে সেই শোচনীয় ব্যাপার ঘটে।—

নি। সেখানে বুঝি কেবল মাছই বিক্রয় হয়!

বি। না, সে মেছোবাজারের ও অর্থ মোটেই নয়!—উহার অর্থ অদ্ভুৎ! আমাদের এখানে যেমন দুই একস্থানেই বেশ্যাদিগের বাসস্থান আছে, কলিকাতায় সে প্রকার নহে; কলিকাতায় অলি গলি বেশ্যা; পর্ণকুটীর হইতে ত্রিতল প্রাসাদ পর্য্যন্ত বেশ্যালয়; হাতে মোটা মোটা অনন্ত ও বালা এবং কর্ণে মাকুড়ি শ্রেণীভূষিতা যৌবনাতীতা বেশ্যারা গদিতে চাউল দাউল প্রভৃতি ঝাড়িতেছে; আবার ফ্যাসান প্রাণা পরিচ্ছদ ভূষিতা যৌবনাবতীর্ণা বেশ্যারা, জুড়ি ও ফিটন হাঁকাইয়া বেড়াইতেছে। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান বেশ্যা; মেম বেশ্যা; জিউ বেশ্যা!—তিলে তৈল আছে, ইহার অর্থ যে প্রকার বাঙ্গালা ব্যাকরণে পড়িয়াছ, তিলের সর্ব্ব-স্থানে অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে; কলিকাতায় বেশ্যা আছে;—ইহার অর্থও সেই প্রকার কলিকাতা ব্যাপিয়া, অর্থাৎ কলিকাতার সর্ব্ব-স্থানেই বেশ্যা আছে!

নি। বটে! কলিকাতায় মেম বেশ্যা আছে!

বি। তাহাও আবার দুই একটি নহে!—কামাতুরা বা অর্থ লুব্ধা ব্যভিচারিণী হৃদয়, অবারিত প্রেমাস্পদ! যাক;—ঐ মেছোবাজার বেশ্যালয়ের জন্য এক অতি কুপ্রসিদ্ধ স্থান। মেছোবাজার বলিয়াছি একটি খুব বড় সদর রাস্তার নাম; তাহার অলি গলি, নীচে উপরে; সম্মুখে পশ্চাতে; বামে দক্ষিণে;—অর্থাৎ যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই বেশ্যা; কেবল বেশ্যা!

নি। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি সেখানে কেবল খুব মাছই বিক্রয় হয়!—আচ্ছা কলিকাতায় তবে কত বেশ্যা আন্দাজ?

বি। কলিকাতার লোকসংখ্যা যদি ৬ লক্ষ হয়, তাহার মধ্যে বোধ করি এক লক্ষ লোক কার্য্যোপলক্ষে সমাগত সুতরাং নলিনীদলগত জলবদ-স্থির; বাকী ৫ লক্ষের মধ্যে আড়াই লক্ষ ধর স্ত্রীলোক; উহার অর্দ্ধেক বোধ করি ব্যাভিচারিণী!—অর্থাৎ আমাদের এস্থানের লোক সংখ্যা যদি কুড়ি হাজার হয়, তবে এই সমস্ত লোকের অন্ততঃ ৬ গুণ বেশ্যা কলিকাতায় থাকিবার সম্ভব!

নি। এই এত বেশ্যা কলিকাতায়!—অবাক হলেম যে!

বি। সেই জন্য একটি বেশ কথাও চলিত আছে ;—

"মাটি বেটী মিথ্যাকথা ; তিন লয়ে কলিকাতা।"

কলিকাতার তিনটি বিষয়েরই প্রধান্য ;—মাটি অর্থাৎ ভূমির মূল্য অত্যন্ত অধিক ; বেটি অর্থাৎ বেশ্যার সংখ্যা যৎপরোনাস্তি ; এবং মিথ্যাকথা অর্থাৎ প্রতারণার কার্য্য অসাধারণ !

নি। কলিকাতা এমন জায়গা !—ছি !—ওত ভাল নয় তবে !

বি। তুমি বুঝি মনে করিতেছ, কেবল তোমার কলিকাতাতেই ঐরূপ! পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নগরেই ঐ তিনটির প্রাধান্যই অধিক ! সভ্যতা ও বেশ্যা, বস্তু ও তাহার ছায়ার ন্যায় চির সহচর ;—যেখানে সভ্যতা সেইখানেই বেশ্যা ; যেখানে বেশ্যা, সেইখানেই সভ্যতা ; যেখানে যে পরিমাণে সভ্যতা, সেখানে সেই পরিমাণে বেশ্যা ; যেখানে যত বেশ্যা, সেখানে তত সভ্যতা —

নি। সে কি ! তবে আর সভ্যতা ভাল কিসে ?

বি। প্রায় প্রত্যেক বিষয়েরই মত, সভ্যতারও দুইটি দিক আছে ; যাহা বলিলাম তাহা হইল একটি দিক মাত্র ; আর একটী ভাল দিকও আছে ; দেখ ;—জল জীবন ধারণের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক বলিয়াই জলের একটি নাম "জীবন।" কিন্তু যে জল জীবন ধারক, তাহা স্বাভাবিক বা অকৃত্রিম, যেমন নদীর ও বৃষ্টির জল ; কিন্তু যে জল অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম অর্থাৎ যাহা পূতিগন্ধ বিশিষ্ট ও বিষাক্ত, তাহা জীবন হারক। অকৃত্রিম জলের ন্যায় অকৃত্রিম সভ্যতাই আবশ্যক ও উপকারক ; এবং কৃত্রিম জলের ন্যায় কৃত্রিম সভ্যতাই অনাবশ্যক ও অপকারক।—সুরা-সহচরী বেশ্যা যে সভ্যতার সহচরী, তাহা পূতিগন্ধযুক্ত কৃত্রিম জলের ন্যায় কৃত্রিম সভ্যতা ;—তাহাকে অসভ্য সভ্যতাও বলিতে পার।

নি। একথা মন্দ নয় ;—আচ্ছা তাহা হইলে যে অসভ্যদিগের মধ্যে মদ বা বেশ্যা নাই, তাহারা সভ্য অসভ্য হইতে পারে ?

বি। আমার মতে তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে। তবে এই অসভ্য সভ্য ও সভ্য অসভ্যের মধ্যে আরও পার্থক্য দেখাই ; কথা সংক্ষেপ করিবার জন্য অসভ্য সভ্যকে সভ্য এবং সভ্য অসভ্যকে অসভ্যই বলা

থাক ;— সভ্যেরা অমিতব্যয়ী, অসভ্যেরা মিতব্যয়ী : সভ্যেরা অলস, অসভ্যেরা পরিশ্রমী ; অসভ্যেরা খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে, সভ্যেরা তাহা আহার করেন ; অসভ্যের অভাবে পৃথিবী মৃতা, সভ্যের অভাবে পৃথিবী জীবিতা ; অসভ্যের জন্যই পৃথিবীর নাম বসুন্ধরা, সভ্যের জন্য পৃথিবীর নাম বসুনহরা হওয়া উচিৎ ; অসভ্যেরা সবল, সভ্যেরা দুর্ব্বল ; অসভ্যেরা সরল, সভ্যেরা ক্রূর ; অসভ্যদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে প্রকার পরস্পর বিশ্বাস, সভ্যদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সেই প্রকার অবিশ্বাস অসভ্যেরা কার্য্যসর্ব্বস্ব, সভ্যেরা বচন সর্ব্বস্ব ; অসভ্যেরা বক্তৃতা করেনা, ঋণ শোধ করে, সভ্যেরা বক্তৃতা করেন, ঋণ শোধ করেন না ; অসভ্যদের অভাব অতি অল্প, সভ্যদের অভাব অতি অধিক ; অসভ্যেরা অভাব সত্বেও সুখী, সভ্যেরা অভাব অসত্বেও দুঃখী ;—অসভ্যেরা কাহারও নিকট কোন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য লইলা কার্য্যশেষে, তাহা অতি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ফিরাইয়া দেয়, সভ্যেরা এরূপ স্থলে সেই দ্রব্যটি ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া যান, মনে করিয়া দিলেও চক্ষু রাঙ্গাইয়া থাকেন ; অসভ্যেরা যাহা তাহারা তাহাই ; সভ্যেরা যাহা তাঁহারা তাহাই নহেন ;—ময়ুর পুচ্ছধারী বাহ্যিক ;—

নি। তবে ওরকম সভ্যতা অপেক্ষা অসভ্যতাই ভাল।

বি। এই সভ্যেরা আবার একদিকে অযথা ক্ষমতা লুব্ধ হইয়া, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের প্রাণরক্ষার্থে সংগৃহীত অর্থে ; প্রাণনাশক বারুদ গোলা কামান বন্দুক দ্বারা রাজ্য বিস্তার করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ভান করিয়া থাকেন ; অপর দিকে বেশ্যা ও সুরাসক্তির প্রশ্রয় ও উত্তেজনা দ্বারা মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও চরিত্র হীন করিয়া রাজ্য শাসন করেন ! ফলতঃ এক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন যে,—"মনুষ্যেরা বর্ত্তুমধ্যস্থ সর্পগুলীর ন্যায়, পরস্পরকে দংশন করিয়াই কাল যাপন করিয়া থাকে" তাহা এই সভ্যদের পক্ষেই প্রশস্ত !

নি। তাহাই ঠিক কথা সত্য।

বি। কিন্তু যাঁহারা অকৃত্রিম অর্থাৎ প্রকৃত সভ্য, তাঁহারা একদিকে বহুল পরিমাণে দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া অপর দিকে বহুল পরিমাণে গুণ

উপার্জ্জন পূর্ব্বক, উচ্চাশয় ও নিঃস্বার্থ হইয়া মনুষ্যের পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হন; অপরাপর মনুষ্যকেও সেই পূর্ণতার দিকেই লইয়া যাইবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াও কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চিন্তা ও কার্য্য, অসীম ও বিস্তৃত এবং তাহা ব্যক্তি, সমাজ বা দেশভুক্ত না হইয়া; সমস্ত ব্যক্তি, সমস্ত সমাজ ও সমস্ত দেশ ব্যাপকই হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের চিন্তা ও চিন্তা প্রসূত কার্য্য, তাঁহাদের জীবনের সহিত শেষ হয় না;—দেখ আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি!

নি। তাহা হইলই বা, ইহাও ত অতি উত্তম কথা হইতেছে।

বি। যাক্;—আমরা ত দুই জন বন্ধু ও আমি তিনজনে অভিনয় দেখিয়া সেই মেছোবাজার দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছি; তখন বলিয়াছি রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। সেই রাস্তার দুইধারেই দ্বিতল ত্রিতল কেবলই বেশ্যালয়; প্রত্যেক বাড়ীর বারান্দাই সেই রাস্তার দিকে; সেই রাত্রে সেই বারান্দায় তখনও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি বেশ্যা বসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি যে শীতকাল এবং উত্তুরে বাতাসের প্রভাবও বিলক্ষণ!

নি। শীতকালেও অত রাত্রে বারান্দায় বসিয়া!

বি। আরও এক কথা;—রাস্তাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, সুতরাং রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ বারান্দাতেই উত্তুরে বাতাসের প্রভাব জাজ্বল্যমান অনুভূত হইতেছিল! গায়ে শীত বস্ত্রও দেখিলাম না, একটি জামা কি একখান মোটা চাদর কিছুই নাই! গ্যাসের আলোক আছে জান? সেই গ্যাসালোকে দিব্য দেখিতে পাইলাম যে গায়ে কেবলমাত্র একখানি পাতলা কাপড় বাতাসে ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে! এখন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের নিতান্ত ইচ্ছা যে সেই রাত্রিটুকু কোন বেশ্যালয়ে অতিবাহন করেন; অপর বন্ধুটি নিমরাজি হইলেন, এবং আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেও সম্মতি লক্ষণ মৌনভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম, ইহার প্রধান কারণ যে সেই রাত্রিতে তখন আমি একাকী বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারিতাম না; কারণ তখন আমি কলিকাতার কোনই অংশ, বিশেষতঃ ঐ অংশের কোন

স্থানই জানিতাম না, অথবা ফিরিয়া যাইতে পারিলেও বিশেষ কষ্ট পাইতাম। যাহাই হউক তিনজনেই ত এক বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। সেই গৃহে এক বৃদ্ধা, একটি চাকরানী, ও দুইটি বেশ্যা;—একটি যুবতী অপরা কিঞ্চিদধিক বয়স্কা। ভুলিওনা যে শীতকাল, রাত্রি ১' টা; দারুণ উত্তরে বাতাস অথচ অনাবৃত শরীরা!

নি। আহা তাহাদের ত ভারি কষ্ট! আচ্ছা তোমরা যখন সেখানে গেলে, তখন তোমাদের মনে কি রকম ভাব হইয়াছিল?

বি। বন্ধুদ্বয়ের মনে কি প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল বলিতে পারি না; আমার কথা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া এক দিকে যেমন কষ্ট বোধ করিতেছিলাম, অপরদিকে লজ্জাও ভয় যেন অজ্ঞাতসারে আসিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল! কেন,জানিনা; বুকে হাত দিয়া দেখিয়াছিলাম, বুক দুর দুর করিতেছিল এবং বেশ বুঝিয়াছিলাম মুখও কথঞ্চিৎ শুখাইয়া গিয়াছিল। অন্য ভাবের মধ্যে, বেশ্যাদের প্রকৃত অবস্থা এবং তথায় যাঁহারা যান তাঁহাদেরই বা কি প্রকার অবস্থা হয় ইহা জানিবার ইচ্ছাও অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল।

নি। আহা! তাহাদের এত কষ্ট!—আচ্ছা তার পর।

বি। বেশ্যা দুইটির মধ্যে অল্পবয়স্কাটিকে বন্ধুদ্বয় লইয়া একটি কুঠরির মধ্যে গেলেন এবং আমাকে বলিলেন—

নি। আর কখন তাঁহাদিগের সহিত বেশ্যালয় গিয়াছিলে?

বি। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে কোনই বেশ্যালয়েই যাই নাই; কিন্তু পরে আরও একবার এক স্বতন্ত্র বন্ধুগণের সহিত গিয়াছিলাম; কিন্তু উপস্থিত বন্ধুগণের সহিত বেশ্যালয়ে যাওয়া সেই প্রথম এবং সেই শেষ।—অবশ্য বেশ্যাদিগের এবং বেশ্যাসক্তদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

নি। তাহা হইলেত তোমাকে বেশ্যালয়ে লইয়া যাওয়া তাঁহাদের উচিৎ হয় নাই বোধ করি।

বি। যাক;—বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে টাকা কড়ি কি ছিল তাহা জানিতাম না; ফলে তাঁহারা বেশ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব, শিক্ষিত ওধনী;, কিন্তু আমার

নিকট কিছুই ছিল না; বাসা হইতে চারি আনা লইয়া বাহির হই; তাহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে অভিনয় দেখিতেই খরচ হইয়াছিল। তাঁহারা তিন জনে একঘরে; আমরা দুইজনে একঘরে; মধ্যের দুয়ার খোলাই থাকিল; দুই ঘরেই অবশ্য আলোকও থাকিল। আমার কাছের বেশ্যাটি আমার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলে;—

নি। আচ্ছা অপরিচিতা স্ত্রী ও অপরিচিত পুরুষের মধ্যে প্রথমে কেমন করিয়া কথা হইতে লাগিল!

বি। আমারও ঠিক তোমারই মত প্রথমে ঐপ্রকার কৌতুহল ছিল; কিন্তু দেখিলাম ব্যাপার তত কঠিন নহে;সহজ; একদিকে দেখিলাম অপরিচিত পুরুষের সহিত বেশ্যারা এপ্রকার কথা কহিতে পারে যে, হঠাৎ বোধহয় যেন উভয়েই বেশ পরিচিত! আর সমভিব্যাহারী বন্ধুদ্বয়কেও দেখিলাম যে অপরিচিত হইলেও সেই বেশ্যাদিগের সহিত কথা বার্ত্তা আলাপ করিতে বেশ নিপুণ! বোধ করি বন্ধুদ্বয়ের কোনই অসুবিধা হয় নাই, যে অসুবিধা সে কেবল আমারই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, আমার বেশ্যাটি দেখিলাম বেশ গোছাইয়া কথা কহিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল; ক্রমশঃ বেশ কথা বার্ত্তা চলিল!

নি। কথা কহিতে তোমার লজ্জা করিয়াছিল?

বি। কেবল লজ্জা 'ত নয়, লজ্জা কষ্ট ও ভয় তিনই মিলিত হইয়াছিল, সেই জন্যই ত আমি অনেক ক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম, অনেক ক্ষণ পরে তবে আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল।

নি। আচ্ছা তার পর?

বি। তার পর আমরা কথা বার্ত্তা কহিতেছি; এমন সময়ে বন্ধুদ্বয় হঠাৎ আমাদিগকে ডাকিলেন; আমরা তাঁহাদের ঘরে গেলাম; গিয়া দেখি, একটি বোতল মদ ও কতক গুলি খাদ্য সামগ্রী!

নি। শুনিয়াছি যে রাত্রি নয়টার পর আর মদ বিক্রয় হয় না! তখন মদ আনিল কোথা হইতে? ঘরেছিল বোধকরি!

বি। রাত্রি ৯ টার পর মদ বিক্রয় বন্ধ হয়, ইহা যেমন সত্য তেমনি মিথ্যা! সত্য, কারণ উহা আইনে লেখা আছে; মিথ্যা কারণ, আইন

করা মাত্রই সার ! বিক্রয় হয়, আর রাত্রি ৯ টার পরই বোধ করি বেশী বিক্রয়ই হয় ! আমাদের মদ শুনিলাম এক পাহাড়া ওয়ালাই আনিয়া দেয় !

নি। বাহা ! ইহাত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা !

বি। আশ্চর্য্য বোধ করিলে ত ! তবে আরও আশ্চর্য্যতর আশ্চয্য দেখ;—"রাত্রি ৯ টার পর মদ বিক্রয় নিষেধ" ইহাই আইন; "রাত্রি ৯ টার পর মদ বিক্রয় ধরিতে পারিলে জরিমানা হইবে" ইহাও আইন। এখন উহা ধরিবার ভার কাহাদের উপর জান ? পাহাড়া-ওয়ালাদের উপর ? যে পাহাড়াওয়ালা আমাদের মদ কিনিয়া আনে, সেই পাহাড়াওয়ালাদেরই উপরে !

নি। তবে তাহারা ধরেনা কেন ?

বি। তাহারা যে ধরে না, তাহা ত নহে ! বাস্তবিকই ধরে, তবে যে ধরে সে ছাড়িয়া দিবার জন্যই ধরে। পয়সার জন্য ধরে; পয়সা পাইল ছাড়িয়া দিল; ধরাও হইল ! পয়সাও হইল !---কথায় বলে জান ত ? রাক্ষস অপেক্ষা খাক্কসের শক্তি অধিক ! এখনকার সভ্যতার আইন অপেক্ষা পয়সার ক্ষমতা অধিক ! পয়সার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ! "কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে" ; তা মিলুক আর নাই মিলুক, ফলে মেলা উচিৎ বটে ; কিন্তু এখন কড়িতে সকলই মিলে ;—মান সম্ভ্রম মিলে, শিক্ষা উন্নতি মিলে, রাজত্ব মিলে, রাজা ও রাণী মিলে, রাজা ও রাণীর প্রাণ মিলে ;—যাহা চিন্তায় ও স্বপ্নে মিলেনা, তাহা মিলে,—পয়সায় ধর্ম্ম ও পুণ্য মিলে, অধর্ম্ম ও পাপ মুছিয়া যায় ; পয়সায় যাহা হয় না, তাহা কিছুতেই হয় না ; অন্য কিছুতেই যাহা হয় না, তাহা পয়সায় হয় ; সুতরাং এ কথাও বলিতে পারি যে ;—

> "মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
> ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তা চ নালিঙ্গতে,
> অর্থ প্রার্থন শঙ্কয়া ন কুরুতে কব্দতেপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
> তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব চ সখে ! হ্যর্থস্য সর্ব্বে বশাঃ।"

শ্লোক রচয়িতাও অর্থের আধুনিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ;—অর্থ এখন Almighty dollar !

নি। তাহা ত সত্যই বটে!

বি। আমাদের শাস্ত্রে বলে যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়; এখন চক্ষে দেখা যাইতেছে যেখানে অর্থ সেই খানেই জয়! অর্থ, দোষরাশি নাশী; অনর্থ বা দারিদ্র্য, গুণরাশি নাশী। যাক;—তার পর আমরা ৫ জনেই ত একস্থানে বসিলাম; বন্ধুদ্বয়ও নবীনা বেশ্যা সাধ্যানুসারে পান করিলেন; বর্ষীয়সী বেশ্যা ও আমি উপরুদ্ধ হইলেও ঘটনা বা ভাগ্যক্রমে অব্যাহতি পাইলাম; আমরা দুই জনে ক্রমশঃ আমাদের ঘরে আসিলে, আমাদের কথাবর্ত্তা চলিতে লাগিল; কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম বর্ষীয়সী যাহা যাহা বলিল তাহা যেমন সরল তেমনি আন্তরিক। এখন,—

নি। বলি, বর্ষীয়সী বেশ্যাটি মদ খাইল না!

বি। না; জানিলাম মদ খাইলেই তাহার বোমি হয়।

নি। তুমি তাহাকে কি সুধাইলে?

বি। তাহাদের বেশ্যাবৃত্তির কারণ ও কতদিন তাহারা বেশ্যা হইয়াছে, তাহাই সুধাইলাম;—বেশ্যা দুইটি দুই ভগিনী এবং কুলীন কন্যা, কুলীন কন্যাদের দুর্ভাগ্যের কথা যে সে কত বলিল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব; রাসবিহারী বাবু অপেক্ষা তাহার নিকট অধিক শিখিলাম;— তাহাদের বাড়ী...., পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দুই ভগিনীরই একজনের সহিত বিবাহ হয়, বিবাহের রাত্রির পর হইতেই স্বামীর সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ; দুই বৎসর হইল, একজনের প্রলোভনে ভুলিয়া উভয়েই গৃহের বাহির হইয়া ছয়মাস শ্রীরামপুরে ছিল; তাহার পর একদিন সেই লোকটি হঠাৎ কোথায় চলিয়া যায়, আর আইসে নাই! এক বৃদ্ধা তখন তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া আইসে, এখন তাহাদের এই দুর্দ্দশা! প্রত্যেক রাত্রে অর্থোপার্জ্জন হয় না! অনেক রাত্রি, কি শীতে কি বর্ষায় এই প্রকার বারান্দায় বসিয়া থাকিতে হয়! অর্থোপার্জ্জনের জন্য অর্থাৎ পেটের দায়ে মূঢ়তা বশতঃ তাহাদিগকে যে এখন কত লোকের কত প্রকার নীচত্ব স্বীকার করিতে হয়, অশ্রাব্য ও হৃদয় বিদারক হইলেও সেই সকল নীচ কার্য্য সে সঙ্কুচিত ভাবেই অনেক বলিল; সে যখন ঐ সকল কথা বলিতেছিল, নির্ম্মলে, তখন তাহার চক্ষে ক্রমাগত বারিধারা বহিতেছিল!

নি। আহা! কাঁদিবারই ত কথা; এমন কষ্ট! মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট! যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছে, তখন আন্তরিকই বলিয়াছে।

বি। কত কথা হইল তাহা আর কি বলিব; সে মনে করিল তাহার যেন আরও দুই একটি বলিবার মুখ বেশী হইলে ভাল হয়; আমিও ভাবিলাম আমারও যেন দুই একটি কর্ণ বেশী হউক! পরিশেষে বলিল যে যদি কোন গৃহস্থবাড়ীতে দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে সেই দণ্ডেই আহ্লাদের সহিত বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়া দেয়! তাহার প্রকৃত কষ্ট ও সহায়হীন অবস্থা সে নিশ্চয়ই এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

নি। উঃ! তাহার যে কি কষ্ট, তাহার কতকাংশ মাত্র আমি অনুমান করিতেছি! আচ্ছা, তোমরা কি সেই স্থানে সমস্ত রাত্রিই কাটাইলে?

বি। হাঁ; সমস্ত রাত্রিই তথায় কাটাইয়াছিলাম; প্রাতঃকালে আমরা যখন বাহির হই, তখন বন্ধুদ্বয় তাহাদিগকে একটি টাকা দিলেন; আমিও তাঁহাদের নিকট কিছু চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাদের কাছে আর কিছুই ছিল না; মোট চারি টাকা ছিল, তাহার মধ্যে তিন টাকা মদে ও খাদ্য সামগ্রীতে যায়, একটি মাত্র টাকা ছিল, সেইটিই দিলেন; বেশ্যা দুইটি সমস্ত রাত্রির মধ্যে উভয়ে একটি মাত্র টাকা পাইয়াই সন্তুষ্টা হইয়াছিল! আমরা বাসায় ত চলিয়া গেলাম; কিন্তু সেই বর্ষিয়সী বেশ্যাটি আমাকে এপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে, পর রাত্রিতেই যেন আমি নিশ্চয়ই তাহার নিকট পুনরায় যাই; কারণ, তাহার কি বিশেষ কথা বলিবার ছিল।

নি। তুমি তাহার পর গিয়াছিলে?

বি। অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া গিয়াছিলাম; গিয়া দেখি, ভগিনী দুইটিও দুইটি নবীন বয়সের ছোকরা বাবু একটি ঘরে বসিয়া কি সব কথাবার্ত্তা কহিতেছিল; আমি যাইবামাত্র ছোট ভগিনী বাবুদ্বয়কে লইয়া একটি ঘরে গেল; আমি ও সেই বড় ভগিনী কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। বুঝিয়াছ যে তাহারা দুইটিই ভগিনী? বৃদ্ধা কেহই নহে, সে বাড়ীওয়ালী, ঐ

বৃদ্ধা তাহাদিগকে শ্রীরামপুর হইতে লইয়া আইসে : ছোট ভগিনীর নাম কাদম্বিনী, বড়টির নাম সুলোচনা। আমরা,—

নি। সুলোচনা দেখিতে কি রকম ?

বি। তাহার বর্ণ শ্যাম, চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল, দেখিলেই বেশ বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয়! কথা বার্ত্তায় চমৎকার ভদ্রতা, নম্রতা ও সরলতা ; সম্ভ্রান্ত বংশে যে জন্ম তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না একে সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, তাহাতে আবার যৎপরোনাস্তি ভদ্রতা ও সরলতা; এপ্রকার মহিলা পিতার দরিদ্রতা বশতঃ বিবাহের পর স্বামী বিচ্ছেদ সহ্য করিয়া পাপী যুবকের প্রলোভনে ভুলিয়া, বিপদ সাগরে পতিত হইয়া মনুষ্যপূর্ণ এই বৃহৎ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসহায়া হইয়া, উদারান্নের জন্য নানাপ্রকার অমানুষোচিত কষ্ট ও নীচত্ব সহ্য করিয়া, যে কি প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আর তোমাকে বলিয়া বুঝাইতে পারি না! তাহার সরল মর্ম্মভেদী কথাবার্ত্তার সহিত নয়নের বারিধারা ও দীর্ঘনিশ্বাস মিলিত হইয়া, তাহার মানসিক কষ্ট বুঝাইতে লাগিল ! লাবণ্যময়ী শীর্ণাকৃতিতে তাহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট জাজ্বল্যমান ; আমি চিত্রকর হইলে, নির্ম্মলে, সুলোচনার সেই চিত্র তোমার সম্মুখে ধরিতাম !—তোমার চক্ষু যে ছলছল করিতেছে, নির্ম্মলে !

নি ! তোমার কথা শুনিয়া আমার কান্না আসিতেছে ! পেটের দায়ে অজ্ঞান লোকের এত কষ্ট !

বি। এই স্থানে তোমায় ও আমায় প্রভেদ দেখ ;—তুমি শুনিয়াই কাঁদিলে, আমি বলিতেছি, কাঁদিতেছি না ; তুমি শুনিয়াই কাঁদিলে, সুলোচনার সেই লাবণ্যময়ী জীর্ণাকৃতি আমার সমক্ষে যেন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, কাঁদিতেছি না ; কাঁদিলেই যে হৃদয়বান্ হওয়া যায়, আর না কাঁদিলেই যে হৃদয়হীন হইতে হয়, একথা ত বলিতেই ইচ্ছা হয় না ; তবে কি না ; তোমরাও কাঁদ আবার হাঁস ; আমরাও কাঁদি ও হাঁসি, তোমাদের ও আমাদের, সেই কান্না ও হাঁসির, পাত্রাপাত্র, সময় অসময় আছে কি না তাহাই ভাবি ! ক্রন্দন দুর্ব্বল হৃদয়ের চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু যিনি কাঁদেন তিনিই কি দুর্ব্বল হৃদয়ের লোক ! শুনিয়াছি মহাত্মা

যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার জীবনের মধ্যে একবারও না হাঁসিয়া, বিষণ্নবদনেই কাল কাটাইয়াছিলেন। হাঁসি লঘুচেতার চিহ্ন হইতে পারে; কিন্তু ঐ দেখ মহাত্মা রামমোহন রায়ের চিত্র দেখ, কেমন সহাস্য বদন। রাজা রাম মোহন রায় কি লঘুচেতা ছিলেন! স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা, পুরুষ সুশিক্ষিতা; স্ত্রীলোক দুর্ব্বল হৃদয়া ও লঘুচেতা, পুরুষ বলিষ্ঠ হৃদয় ও গুরুচেতা; স্ত্রীলোক শাসিত হইবারই জন্য, পুরুষ শাসন করিবারই জন্য; সেইজন্য ঐ কথাগুলি একবার সুধাইলাম, আরও একবার সুধাই;—

নি। তুমি এখন ওসকল কথা ছাড়, সুলোচনার কথা বল।

বি। কিন্তু ছাড়িতে যে ইচ্ছা হয়না নির্ম্মলে; তবে যে ছাড়িলাম সে কেবল প্রকৃত হৃদয়বান ও চিত্তবান বলিয়া!—সুলোচনার সহিত সে রাত্রে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। সেই কথা বার্ত্তার মধ্যে তিনটি বিষয়ই প্রধান;—না বুঝিয়া মূঢ়তাবশতঃ পাপকর্ম্মে আশক্তা হইয়াছিল,—তাহা বেশ বুঝিয়াছে; এবং তজ্জন্য হৃদয়ের গূঢ়তম স্থান হইতে অনুতাপ করে, এবং কনিষ্ঠা সহোদরাকেও তাহা বুঝাইয়া থাকে, কেবলমাত্র উদরান্নের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নীচ কর্ম্ম স্বীকার করে; এবং পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী দাসীপনা স্বীকার করিতেই এখন আন্তরিক ইচ্ছুক; এই তিনটি বিষয়ই সকল কথার সার;—অবশ্য মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্রন্দন আগা গোড়া। দুই দিন মাত্র আলাপেই সে আমার নাম ধাম ও অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিল ও বলিল, যে এখন কোন গৃহস্থ মুসলমানের বাড়ীতেও দাসী থাকিতে পারে।—তুমি গান গাইতে ও শুনিতে বড়ই ভাল বাস; সুলোচনাও দেখিলাম বেশ গান গাইতে পারে। রাত্রি ৯টার পর যখন বাসায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, তখন সে স্বেচ্ছায় একটি গান গাইল; গানটির সমস্ত মনে নাই, বাসায় গিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় হারাইয়া গিয়াছে বোধ করি; এই টুকু কেবল মনে আছে;—

"ছাড়িয়া যাইবে সখে, মোরা বড় অভাগিনী ;
আমরা অতি পাপিনী, পতি বিনে বিরহিনী,
কল্লে পথের কাঙ্গালিনী, কান্ত,—গুণমনি ॥"

নি! বেশ গানটীত।—আর মনে নাই?—সুলোচনা এখনও আছে?

বি। বোধ করি সে এখনও আছে; তুমি যদি বল, আর সে যদি থাকে; তাহা হইলে, তাহাকে আমাদের বাটীতে আনিয়া রাখি,—সুলোচনা ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহার দুঃখ ও কষ্ট বর্ণনাতীত!—তোমার মত কি?

নি। তাহাকে বাড়ীতে রাখিবে, তাহাও কি আমায় সুধাইতে হয়! এই দণ্ডেই যদি আনিতে পার, আমি তাহাকে লই;—আচ্ছা, তখন তাহার বয়স কত ছিল।

বি। বোধ করি, তখন তাহার বয়স ২১।২২ বৎসর ছিল; সুতরাং এখন বয়স ২৩।২৪ বৎসরের হইবে।

নি। কিন্তু দিদির কি মত হইবে? তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, তিনি যে ব্রাহ্মণ কন্যাকে চাকরাণী রাখিবেন, এমন ত মনে লাগে না।

বি। আমিও তাহাই ভাবিতেছি! কিন্তু এক কর্ম্ম করিলে হয় না কি? তাহাকে পাচিকা রাখিলেই ত ভাল হইতে পারে!

নি। সেই ভাল। তাহার রীতি নীতি দেখিয়া ত, তাহাকে বেশ্যা বলিয়া বোধ হইবে না!

বি। নির্ম্মলে! সুলোচনা যেমন সুধিরা, তেমন লজ্জাবতী; সে মদ খায় না বলিলেই হয়, এবং মদ না খাওয়াই তাহার একান্ত ইচ্ছা ও সেই জন্যই বোধকরি বেশ্যা বৃত্তি দ্বারাও তাহার উদরান্নও হয় না! আর তুমি যে প্রকার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাস, সেও সেই প্রকার; তাহার রীতি নীতি, হাব ভাব দেখিয়া, সে যে বেশ্যা নহে, যথার্থই ভদ্র মহিলা, তাহা স্পষ্টই বুঝিবে।

নি। কিন্তু পরে যদি ঘটনাক্রমে প্রকাশ হয় যে সে ব্রাহ্মণ কন্যা সত্য, কিন্তু বেশ্যা! তাহা হইলে দিদি যে বড়ই বিরক্ত,—

বি। যাহাতে তাহা প্রকাশ না হয়, তদ্বিষয়ে আমরা ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবই এবং তাহাকেও বিশেষ সাবধান করিয়া দিব। ধর যদিইবা কোন ক্রমে তাহা প্রকাশ পায়, তাহা যে শীঘ্র হইবে না এ কথা বলা যাইতে পারে; যদিইবা ২।৪ বৎসর পরেই প্রকাশ হয়, তখন সকলেরই তাহার উপর দয়া ও মমতা জন্মিবারই ত বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ২।৪ বৎসর যদি একটি কুকুর বিড়াল কাছে থাকে, তাহাকেও যে শীঘ্র কোনই কারণে ত্যাগ করা যায় না! আর যদিই বা দিদি প্রকৃত বিরক্তাই হন, তাঁহাকে আমরা ত সাধ্যানুসারে বুঝাইব! বুঝাইয়াও যদি তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে না পারা যায়, আমরা ত বুঝিব যে তাঁহার বিরক্তি প্রকৃত কারণ শূণ্য! তাঁহার বিরক্তির সহিত একটি মহিলার দারুণ কষ্ট মোচনও ত আমরা তুলনা করিব! যদি বল আমাদিগকেও নানালোকের নানা প্রকার যন্ত্রনাও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে, সে যন্ত্রনা ও গঞ্জনা কাল্পনিক মাত্র, অথবা তাহা ত আমাদের সহ্য করাই কর্ত্তব্য! তাহা আমাদের গাত্রের ভূষণ মনে করিতে হইবে! যন্ত্রনা সহ্য করিয়া অপরের যন্ত্রনা মোচন করাই ত জীবনের এক অতি প্রধান কার্য্য। অপরের যন্ত্রনা দেখিয়া যদি তাহা দূর নাকর বা দূর করিতে কায়মনো-বাক্যে চেষ্টা না কর, তবে জীবন ধারণের আবশ্যকতাই বা কোথায়! আমরা যদি অপরের অকারণ ও সামান্য বাক্য যন্ত্রনা সহ্য করিতেই না পারি, তবে আর আমাদের সহিষ্ণুতা কোথায়! মনুষ্যত্বই বা কোথায়? অপরের যন্ত্রনা, যাহা কেবল বাক্য যন্ত্রনা নহে, যাহা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা, যাহা যন্ত্রনার যন্ত্রনা! তাহা চক্ষের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়া, কি আমরা চক্ষু মুদিয়া সুখে কালহরণ করিব! তবে সে চক্ষুরই বা কার্য্য কোথায়! দারুণ মর্ম্মজ্বালায় জ্বালাতন হইয়া ঠিক আমাদেরই মত হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিশিষ্ট একটি প্রাণী চীৎকার করি-তেছে, আর আমরা নিজ কর্ণে অঙ্গুলিও হৃদয়ে কপাট দিয়া থাকিব!—অহো ধিক নির্ম্মলে! "অত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" ছাড়িয়া দাও, আত্মবৎ মানবেষু ছাড়িয়া দাও, আত্মবৎ ও ছাড়িয়া দাও, গৃহান্তরালবাসীদের প্রতি একটু সহানুভূতিও দেখাইতে পারা যায় না!—বিশ্ববিদ্যালয়, যদি

তুমি এই শিক্ষাই দিতে না পারিলে, তবে তুমি এই দণ্ডেই অগ্নিসাৎ হইয়া যাও!—অর্য্যভূমি, যদি জননী ঐ শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করাইতে না পারিলে, তবে তুমি অতল সমুদ্রে নিমগ্না হও! গর্ভধারিণী মাতৃগণ! যদি তোমরা প্রকৃত সন্তান গঠন করিতে না পার, আমাদের মত কুলঙ্গারগণকে গর্ভে ধারণ করিয়া অনর্থক গর্ভ যন্ত্রনা আর ভোগ করিও না!—

নি। সুলোচনাকে পাচিকা রাখাই কর্ত্তব্য, তাহার সংবাদ লও।

বি। বড়ই সুখী হইলাম নির্ম্মলে!—তবে তোমাকে আরও একটি বেশ্যার কথা বলি;—কলিকাতায় থাকিবার কালীন, বেহারি বাবু একদিন আমাকে ও অপর এক বাবুকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান; তাঁহার এক বন্ধুর বৈটকখানায় আমাদের বাসা হইয়াছিল: বৈটকখানার সম্মুখেই পুষ্করিণী, বৈঠকখানার সন্মুখের ঘাটটি বাঁধান। ২৫।২৬ বর্ষীয়া এক রমণী একটি ১০।১১ বৎসরের বালক সঙ্গে লইয়া সেই পুষ্করিণীর সেই বাঁধান ঘাটে জল লইতে নামিলে, বন্ধু আমাদিগকে ঐ রমণী ও বালককে দেখিয়া রাখিতে বলিলেন; রমণী বালকসহ জল লইয়া চলিয়া গেলে বন্ধু তাহার যে পরিচয় দিলেন, তাহা এই;—মহিলা কায়স্থবংসজাতা তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী এক "শিক্ষিত" যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স ১৩বৎসর; বিবাহের পর দুই বৎসর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রণয় ছিল; ১৫ বৎসর বয়সের সময় রমণীর একটি পুত্র হয়, ঐ বালকই সেই পুত্র; রমণীর বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে; স্বামী একদিন স্ত্রীকে সমভিব্যহারে লইয়া কলিকাতার যাদু ঘর দেখাইতে লইয়া যান; যাদুঘর কতক দেখাইয়া শেষ করিয়া, ক্ষণেক এদিক ওদিক বেড়াইয়া, সন্ধ্যার সময়ে, একটি বন্ধুর বাড়ী বলিয়া স্ত্রীকে পুত্রসহ এক বেশ্যালয়ে রাখিয়া চলিয়া যান, আর ফিরেনাই! পরে.—

নি। সে কি!

বি। রমণী অনন্যোপায় হইয়া বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা অগত্যাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন! পরে অনেক অনুসন্ধানের পর সেই বন্ধু

রমণীকে তাঁহার পুত্রগহ লইয়া আসিয়া বাড়ীর নিকটই এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন ; বন্ধু নিজেই তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করেন ; নিজেই তাহাঁদের খরচ পত্র যোগাইয়া থাকেন।—বন্ধু জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে ব্রাহ্ম।

নি। ধন্য সেই ব্রাহ্ম বন্ধুকে কিন্তু এই নিষ্ঠুর স্ত্রী পুত্র ঘাতককে যে কি বলিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; আচ্ছা স্বামীর বুঝি আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই ?

বি। শুনিয়াছিলাম যে তিনি কোন বেশ্যাশক্ত হইয়া সেই বেশ্যালয়েই থাকেন ; কোন একটি আফিসে ৪০, টাকা বেতনে চাকরী করেন! দেখ দেখি নির্ম্মলে, শাসিত হইবার পাত্রই বা কে ? দুর্ব্বল হৃদয় অথবা হৃদয়-হীনই বা কে ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বামীর নিষ্ঠুর ও অসদাচরণই অর্থাৎ অমানুষোচিত পশু ব্যবহারই আমাদের দেশে অনেক রমণীর বেশ্যা-বৃত্তির এক অতি প্রধান কারণ।—যখন বেশ্যার কথাই উঠিল, তখন আরও এক রাত্রির কথা বলি ;—কলিকাতায় থাকিবার সময়েই গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আলাপ হয়, ২ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ঐ বিষময় গ্রন্থের তিন বার মুদ্রাঙ্কন হয় ; প্রত্যেকবারে অন্ততঃ বোধ করি দুই হাজার করিয়া ছাপান হয়।

নি। বইখানী বিষয়ই বটে! সেই সময়ে বুঝি তিনি তোমাকে ঐ বইখানী দেন ?

বি। আবার পুস্তকখানীর দাম দেখিয়াছ একটাকা ; কিন্তু ঐ আকারের "বোধোদয়" ও "বস্তুবিচার" এর মূল্য আট আনা! কাগজ ছাপান ও অন্যান্য খরচ ধরিলে উহার প্রত্যেক খানির দাম বোধ করি চারি আনার বেশী হইবে না ; তা বিষ মূল্যবানই বটে! কোন কোন মদের বোতলেরও শুনিয়াছি ৫ পাঁচ টাকা দাম।—প্রায় দেখা যায় যে, সহজে উপার্জ্জিত অর্থ সহজেই অপব্যয়িত হইয়া যায়, অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থও অসৎ ব্যাপারেই নষ্ট হইয়া থাকে ;—একদিন রাত্রে গ্রন্থকর্ত্তা, আমাকে লইয়া ৪ জন বন্ধুসহ এক বেশ্যালয়ে যান, সেই রাত্রে সেই বেশ্যালয়েই তাঁহার ৩৭ টাকার শ্রাদ্ধ দেখি!

নি। আচ্ছা বেশ্যা ছিল কজন ?

বি। দুইজন মাত্র।

নি। এক রাত্রে ৭ জনে ৩৭৲ টাকা খরচ !—ভারি আশ্চর্য্যত !

বি। আশ্চর্য্যের কথা বলিয়াইত মনে করিয়া বলিতেছি ; এখন এক-বার উহার হিসাব শুন ;—২॥০টাকা বোতলের ১০ বোতল ব্রাণ্ডি ২৫৲ টাকার ; বিলাতিপানি ৩৲ টাকার ; জলখাবার ২৲ টাকার ; বেশ্যাদ্বয়কে ৫৲টাকা এবং চাকরানিকে পুরস্কার ২৲টাকা।

নি। নারিকেলের তেল রাখি যে বোতলে ; তাহাই ব্রাণ্ডির বোতল ত ? তার ১০ বোতল মদ উঠিল কি করিয়া !

বি। আশ্চর্য্যের মূলই ঐ ১০ বোতল ব্রাণ্ডি !—প্রথম প্রথম দুইতিন বোতল আসিল, তাহার প্রত্যেকটি হইতে গড়ে বড়জোর সিকি আন্দাজ খরচ হইল ; প্রথম প্রথম পাঁচ সাতবার খুব ঘন ঘন মদ চালাইয়া বাবুদি-গকে বেশ তৈয়ার করিয়া, "বাবুর আচ্ছা বড়নজর," "এমন নাহলে কি বাবু" ইত্যাদি বাবু কাবু কারক বিষ্ঠাকুম্ভপয়োমুখ বনেদি বেশ্যা-কার্য্যসাধক বচন যুড়িয়া, বার আনা মদ সহ বোতলগুলি আত্মসাৎ করিল ! উন্মত্ত বাবুরা,—

"বরিশে গিঁথেছি মাছ, আর কোথা যায়,"

অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, স্বল্পব্রাণ্ডি মিশ্রিত ব্রাণ্ডি বর্ণ জলপূর্ণ বোতল আমদানি হইতে লাগিল এবং কলেরপানি বিলাতি,—

নি। এই এখন বুঝেছি !

বি। আর সেই পুরস্কৃত চাকরানি, বেশ্যাদ্বয়ের গর্ব্ভধারিনী !—

নি। তাহারা তবে দেখছি পিশাচিনী !

বি। তাঁহারা যাহাই হউক, শিক্ষিত বাবুরা কি ?

নি। আচ্ছা বাবুদের বিবাহ হইয়াছিল ?

বি। প্রত্যেকেই বিবাহিত, গ্রন্থকর্ত্তা তৃতীয়বার বিবাহিত !—চুপ করিয়া রহিলে যে?—চরিত্রচিত্র নিপুণ নাটককার লিখিয়াছেন যে, "সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হইলে বিড়ম্বনার জন্ম হয়।" ইহা খুব যথার্থ-বাক্য, কিন্তু বোধ করি এই বাক্য আরও দুই প্রকারে বলা যাইতে পারে ;

যথা ;—সভ্যতার সহিত অসভ্যতার, অথবা বিদ্যাপ্রভাবের সহিত বিদ্যাভাবের, উদ্বাহ হইলেও বিড়ম্বনার জন্ম হইয়া থাকে। এখন এই ঊনবিংশতি শতাব্দির শেষ ভাগে, আমরা যে বহুল পরিমাণে উক্ত বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা দেখ ;—সভ্যতা বলিলেই মোটামুটি এই বুঝিতে হয় যে, সভ্যদের চিন্তায় ও কার্য্যে, বিদ্যা বুদ্ধি, সহৃদয়তা ও নিঃস্বার্থতা থাকিবে ; আচার ব্যবহার, নম্রতা ও সৌজন্য থাকিবে ; এবং পরিচ্ছদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকিবে ;—বিদ্যা বলিলে ইংরেজি Knowledge ও Wisdom বুঝিলে চলিতে পারে ; বিদ্যাভাব বলিলে, অজ্ঞানতা অথবা ইংরেজি Ignorance. যাহা Curse of God বলিয়া অভিহিত, তাহাই বোঝায়। এখন দেখ আমাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সাধারণত অবস্থা বা শিক্ষা কিপ্রকার ; ইহা দেখিতে হইলে সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষগণকে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাক ; বিশ্ববিদ্যালয়ের M. A. B. A., B. L., L. A. ও Entrance পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ, তাঁহারাই শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ; তাঁহাদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার গড়পরতা করিলে, বোধ করি B. A. এর নীচে ও L. A. এর উপরি এই প্রকার একটি স্থান হইতে পারে ; আর তাঁহাদিগের স্ত্রীবৃন্দের বিদ্যা ও সভ্যতার গড়পরতা ধরিলে বোধ করি, তাহা Entrance এর কোনই কাছে ঘেঁসিতে পারার কথা দূরে থাক, তাহা বড় জোর "বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয়ভাগ," বা "বোধোদয়" পাঠের সমান হয় ; এখন এই প্রকার শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ যে গড়ে কি প্রকার ফল হয়, তাহা একবার অনুভব করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর ;—

নি। বেশ কথা বলিয়াছ।

বি। কোন M. A. B. L. সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর, রাত্রে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নিকট গেলেন, সহধর্ম্মিনী অলংকারের ফর্দ্দ খুলিয়া বসিলেন! কোন M. A. ছাত্র পড়াইয়া বাড়ী আসিলেন, গৃহিনী জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া "বঙ্গবাসী"র অপাঠ্য অংশ বিবৃত করিতে লাগিলেন! কোন গৃহিনী বা তাঁহার নব বর্ষীয়া বালিকার বিবাহের কথা তুলিলেন! কেহ বা তেত্রিশ কোটি দেবতার কোনটির পূজার ব্যবস্থা

সুধাইলেন! কোন হাকিম আমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও উপরিওয়ালা সাহেবের বিষ নয়নে পড়িয়া দারুন চিন্তা গ্রস্ত হইয়া বাড়ী আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী হয় ত প্রতিবেশীগণের কুৎসার গেজেট খুলিয়া বসিলেন! কোন রাজনৈতিক পুরুষ রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়া বাড়ী আসিলেন তাঁহার স্ত্রী হয় ত পুত্র বধুর সহিত কলহেই বিব্রত! কোন সমাজ সংস্কারক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বাড়ী আসিয়া দেখেন, তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্রের বিবাহের বন্দোবস্ত প্রস্তুত!—

নি। তাহা ঠিক কথাই বটে! আরও দেখ—বাবু কেমন গান গাহিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রী যদি একটু গান করিতে পারিতেন, কেমন হইত?

বি। উত্তম কথা তুলিয়াছ;—পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বড়ই আবশ্যক ও উপকারী; গীত বাদ্য, উক্ত বিশ্রামের এক অতি উৎকৃষ্ট উপায়। তুমি যেমন গান ভাল বাস, ও গান শিখিতে তোমার যে প্রকার ইচ্ছা আমার যদি তাহার কতকাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমরা উভয়েই যে কেবল সুখী হইতে পারিতাম, তাহা নহে; পরিবারস্থ সকলে ও প্রতিবেশীগণের মধ্যেও অনেকে সুখী হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। কোন সুশিক্ষিত স্বামী দারুন মানসিক পরিশ্রম করিয়া বাড়ী আসিলেন তখন যদি তাঁহার স্ত্রী দুই একটি নির্দোষ সংগীত শুনাইতে পারেন, বা কোনও প্রকার বাদ্য বাজাইতে পারেন, ভাবিয়া দেখ দেখি তাহা কি সুখের, ও শ্রম দূরী করনের তাহা কেমন সদুপায়! সংগীত ও বাদ্য প্রিয়তা মনুষ্যের স্বাভাবিক; আমি দেখিয়াছি যে অনেক গীতবাদ্যপ্রিয় যুবা পুরুষ, স্বীয় গৃহে উহার অভাব ও অসুবিধা অনুভব করিয়া বেশ্যাসক্ত হইয়া থাকেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আমাদের স্ত্রী ও কণ্যাগণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণেও গীত বাদ্য শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলেও বেশ্যাসক্তি অনেক কমিয়া যায়; স্বীয়গৃহে নির্দোষ আমোদের অভাবেই, অনেকে বেশ্যাগৃহে দোষ সংযুক্ত আমোদে আসক্ত হইয়া পড়েন।—সেই শিক্ষা সেই স্ত্রীপুরুষ ও সেই পরিবারই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, যে শিক্ষা, যে স্ত্রীপুরুষ ও যে পরিবার মধ্যে, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার সৎ বাসনাও

মনুষ্যের স্বাভাবিক; আমি দেখিয়াছি যে অনেক গীতবাদ্যপ্রিয় যুবাপুরুষ, স্বীয় গৃহে উহার অভাব অনুভব করিয়া বেশ্যাসক্ত হইয়া থাকেন; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আমাদের স্ত্রী ও কন্যাগণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণেও গীতবাদ্য শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলেও বেশ্যাসক্তি অনেক কমিয়া যায়; স্বীয়গৃহে নির্দ্দোষ আমোদের অভাবেই, অনেকে বেশ্যাগৃহে দোষসংযুক্ত আমোদে আসক্ত হইয়া পড়েন। সেই শিক্ষা, সেই স্ত্রীপুরুষ ও সেই পরিবারই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, যে শিক্ষা, যে স্ত্রীপুরুষ ও যে পরিবার মধ্যে, মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকার সৎ বাসনা ও সংগুণ সাধ্যানুসারে পরিণতি প্রাপ্তি পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে।

নি। তাহা ত সত্যই বটে।—সে দিন পড়িতেছিলাম যে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র স্থাপিত Band of Hope দ্বারা মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি অনেক কমিয়া যায়।

বি। তাহা অতি সত্যকথা; কিন্তু কেশবসিংহের সহিত কেশবপত্নী যদি কেশবসিংহিনী হইয়া উক্ত সদ্ব্যাপারে যোগ দিতে পারিতেন, তাহা হইলেই বা কি প্রকার মহৎ উপকার হইত! যাক আর একটি বিড়ম্বনার কথা বলি:—অশিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষা শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক কম; সেই জন্য শিক্ষিতব্যক্তিরা অনেক সময়ে শিক্ষিতের অভাবে অশিক্ষিতের সহিতই মিলিত হইতে বাধ্য হন; এপ্রকার অবস্থায় যখন অনেক শিক্ষিতের শক্তি, অশিক্ষিতের শক্তির নিকট পরাজিত হয়, তখন সেই শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গদোষে দূষিত হইয়াই, অনেক সময়ে বেশ্যাসক্ত ও মদ্যপানাসক্ত হইয়া পড়েন! ইহার দৃষ্টান্ত সকলেরই নিকট বিদিত। শিক্ষিত ব্যক্তিই কখন কখন অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন সত্য; কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিও অনেক সময়ে শিক্ষিতকে, অশিক্ষিত অবস্থায় নামাইয়াদেন,—ইহাও বেশ্যাসক্তি ও পানাসক্তির এক প্রধান কারণ।

নি। তাহাও সত্য বটে; কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর মনের মত হইতে পারেন, তাহা হইলে স্বামীর বেশ্যাসক্ত হইবার খুবই কম সম্ভব। আমি

যদি তোমার কেবল আমোদের জিনিসই হই, তাহা হইলে, তুমি যে আমোদ ভাল বাস, তাহাই করা আমার কর্ত্তব্য।

বি। তোমাকেই যে কেবল আমার মনের মত হইতে হইবে, তাহাও নয়, আমাকেও তোমার মনের মত হইতে হইবে; আমি যে আমোদ চাই, তাহাই যে তোমাকে দিতে হইবে, তাহাও নয়; আমার দোষযুক্ত আমোদকে তোমায় ত্যাগ করাইতে হইবে; আমার নির্দ্দোষ আমোদকেই তোমার উত্তেজিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই তুমি আমার সহধর্ম্মিনী।

নি। তাহাই বটে;—আমি কিন্তু ঐ ভাবেই বলিয়াছিলাম।

বি। এই স্থানে তোমাকে একটি ঘাত প্রতিঘাতের কথা বলি:—প্রতিঘাৎ যে ঘাতের গুরুত্বানুযায়ীই হয়, তাহাই দেখাই;—আজ কাল এক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ দেখাইতেছেন, যে হিন্দু বিবাহের ন্যায় বিবাহ পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যেই নাই; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিবাহ কল্পনাতীত; হিন্দুর বিবাহই বিবাহের প্রকৃত সাদর্শ; কারণ এই বিবাহ আধ্যাত্মিক ভাবের চরম দৃষ্টান্ত; হিন্দু বিবাহ অবিচ্ছিন্নরূপে দুই অতি পবিত্র ভাবের সংমিশ্রন; "জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নি শিখাতে মিশিয়া যায়; হিন্দু পুরুষ তেমনি হিন্দু স্ত্রীতে এবং হিন্দু স্ত্রী তেমনি হিন্দু পুরুষে মিশিয়া যায়;"—আবার, হিন্দু বিবাহ কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ নয়, সমস্ত পরিবারের সহিত হিন্দু স্ত্রীর সম্বন্ধ; ইত্যাদি;—ইহা যদি প্রকৃত সত্যই হয়, তবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবেই, যে এই অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ভাব, এখন অতি অধম পাশবিক কার্য্যে পরিণত হইয়াছে! অর্থাৎ ভাবরূপ ঘাতের ঠিক উপযুক্ত কার্য্যরূপ প্রতিঘাতই উৎপন্ন হইয়াছে! এই কথা এক দিন কোন অসৎ স্বামীকে বলিলে তিনি যে লজ্জাজনক উত্তর দেন; তাহা তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; উত্তরটি এই যে "স্ত্রীর বিবাহ যদি কেবলমাত্র স্বামীর সহিতই না হইয়া আমাদের বৃহৎ পরিবারের সহিতই সম্বন্ধ হয়, তবে একা স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে স্ত্রীর ক্ষতি কি হইল? স্বামীর

মৃত্যুতেও যখন শুনিতে পাই, হিন্দু স্ত্রী বিধবা হয় না, তখন হিন্দু স্ত্রীকে আর পায় কে!"

নি। তিনি ত বেশ লোক দেখছি!

বি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, আদর্শের অর্থ তুমি যাহাই কর না কেন; যখন সেই আদর্শের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যা করা যে প্রকার সহজ, ও সেই ভাবানুযায়ী কার্য্য করা সেই প্রকার কঠিন; অর্থাৎ যখন সেই ভাব ও ভাবানুযায়ী কার্য্যের ব্যবধান, আলোকান্ধকারের ব্যবধান দেখি, তখন সেই ভাবকে সেই কার্য্যের আদর্শ বলা, বাক্যব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্কট জননী কর্কটকে তিরস্কার করিতেছে;—"ছি! বৎস্য, তুমি বক্রগমন কর কেন? ঠিক সোজা গমন করিতে জাননা কি?" বৎস্য উত্তর দিতেছে;—"তবে মা সোজা গমন কাহাকে বলে, তুমি চলিয়া দেখাও।"—

নি। বেশ কথা বলিয়াছ; মুখে বলা এক, কাজ করা এক।

বি। কিন্তু এমনও অনেক সময়ে দেখা যায়, যে এপ্রকার অনেক আদর্শ আছে ও হইতে পারে, যে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারিলেও সেই আদর্শকে খাট করা কর্ত্তব্য নহে; যেমন;—মনুষ্যমাত্রকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিবে, সদা সত্য কথা কহিবে, ইত্যাদি।—কিন্তু কর্ণের ন্যায় দাতা হইবে, বা দশরথের ন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে,—

নি। তাহাই বটে,—উহাতে কি আর সন্দেহ আছে!

বি। যাক;—যুবক স্বামীরা যে কখন কখন যুবতী স্ত্রীগণের নিকট হইতে, মনোমত নির্দোষ আমোদ লাভের জন্য বেশ্যা ও সুরাসক্ত হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু ধন্য আমাদের স্ত্রীবৃন্দকে, ধন্য তাঁহাদের সহিষ্ণুতাকে, যে স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী দলিতা হইলেও, তাঁহারা প্রায়ই স্বামী পরিত্যাগ করেন না! অসৎ-পথাবলম্বী স্বামী অপেক্ষা, অসৎ পথাবলম্বিনী স্ত্রীর সংখ্যা নিশ্চয়ই কম। শুনিতে পাই যে, "চক্ষুদান" প্রহসনে যথার্থ ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে; ভরসা করি উহা যেন সত্য ঘটনারই বিবরণ হয়।

নি। কিন্তু তাহাতে বোধ করি একটি কথা আছে, পুরুষেরা যেমন

স্বাধীন, আমরা তেমনি পরাধীন; আমি দেখিয়াছি, যে স্ত্রী. শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী দ্বারা অনেক রকমে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াও স্বামীগৃহে থাকে, তাহার এক প্রধান কারণ পরাধীনতা; স্বামী প্রভৃতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই বলিয়া; যেখানে কোনও রকম উপায় আছে, সেই স্থানে অন্ততঃ ঘরে ঘরেও অনেক রকম অন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে; স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিয়া, কিম্বা অসতী হওয়া মহাপাপ বলিয়া যে জ্ঞান জন্মান, তাহা বোধ করি বর্ষিয়সীগণের মধ্যেই হইয়া থাকে; যুবতীগণের মধ্যে সে জ্ঞান প্রকৃত খুব কম।

বি। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে স্ত্রী-উৎপীড়ক স্বামীগণও নিশ্চয়ই স্বাধীনতার উপযুক্ত পাত্র নহেন, তাঁহারা পরাধীনতারই উপযুক্ত পাত্র; কারণ স্বাধীনতা বুঝাইলে তাহাতে যে দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্ব অভাবে স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারীতায় পরিণত হয়; যথেচ্ছাচারীতা স্বাধীনতা নহেই, বরং তাহা পরাধীনতা অপেক্ষাও দোষ সঙ্কুল এবং অনিষ্ট জনক। যাঁহারা স্বাধীন তার দায়িত্ব বুঝেন না, অথবা বুঝিয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অপারক, উপযুক্ত শাসনে রাখিবার জন্য, তাঁহাদিগকেই পরাধীন থাকিতে হয়; পরাধীন রাখিয়া শাসন করা দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে; প্রথমতঃ স্বাধীনতার অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকে স্বাধীনতার দায়ীত্ব ও কার্য্য ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করাইবার উদ্দেশ্যেও তাহাদিগকে পরাধীন রাখিয়া শাসন করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার দায়ীত্ব ও কার্য্য কোনই প্রকারে হৃদয়ঙ্গম না করাইবার উদ্দেশ্যেই, সেই সকল ব্যক্তিগণকে পরাধীন রাখিয়া শাসন করিতে হয়; প্রথমটির উদ্দেশ্য পরাধীনকে স্বাধীন করা অর্থাৎ অনুপযুক্তকে ক্রমশঃ উপযুক্ত করা; দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য পরাধীনকে আরও পরাধীন করা, অর্থাৎ অনুপযুক্তকে কেবলই অনুপযুক্ত করা; প্রথমটি যেমন উচ্চ, দ্বিতীয়টি তেমনি নীচ; যাঁহারা প্রথম উদ্দেশ্যে শাসন করেন, তাঁহাদের এই ধারণা যে জাতি বিভাগ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নহে, মনুষ্য কর্ত্তৃক; এবং প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই, কি স্ত্রী কি পুরুষ, উপযুক্ত রূপে শাসিত ও শিক্ষিত হইলেই স্বাধীনতার উপযুক্ত

পাত্র হইতে পারে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক গুণই পাইতে পারে এবং কোন্ ব্যক্তির কি প্রকার গুণ, কখন কি প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; যাঁহারা দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে শাসন করেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে জাতি বিভাগ ঈশ্বর কর্ত্তৃক, মনুষ্য কর্ত্তৃক নহে; এবং দ্বিজ জাতি ভিন্ন অপর কোনই জাতির কোনই ব্যক্তিই কোনই প্রকারেই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না; কারণ ঈশ্বর এক এক জাতীকে এবং সেই জাতীয় স্ত্রীপুরুষকেও এক এক প্রকার গুণ ভূষিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না; এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই আমাদের হিন্দুধর্ম্ম শাসনের বীজমন্ত্র! এই বীজ মন্ত্রমূলক হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুত্তোলন করিবার জন্য একটি নির্লজ্জ সম্প্রদায় আজ কাল আবির্ভূত হইয়াছেন।—নদীর স্বাভাবিক স্রোতকে বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইলেও, যখন একবার এদেশে উচ্চ উদার ইউরোপীয় জ্ঞান বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, তখন নীচ অনুদার মন্ত্রমূলক উক্ত ধর্ম্মের পুনরুত্থান কিছুতেই সম্ভব নহে। হিন্দু ধর্ম্মে অনেক রত্ন আছে তাহা যে প্রকার অবশ্য স্বীকার্য্য, উহাতে যে অনেক ভস্ম এবং inconsistencies আছে তাহাও সেই প্রকার অবশ্য স্বীকার্য্য।—যাক্ এই বার অভিনয় ধরা যাক।

নি। অভিনয় ত কখন দেখি নাই, বিষয়টি কেবল পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি মাত্র; অভিনয় কি, বল ত শুনি।

বি। অবশ্য অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া না বলিলেও এখন চলিবে; অভিনয় ব্যাপারটি এই:—নাটকে যিনি যে কর্ম্ম করেন, বা যিনি যাহার সহিত যে প্রকার কথা বার্ত্তা ও পরামর্শ প্রভৃতি করেন, পড়িয়াছ; অভিনয়ে অপর লোকে সেই সেই ব্যক্তি সাজিয়া, সেই সেই প্রকার কার্য্য এবং কথাবার্ত্তা ও পরামর্শাদি করেন; নাটকে যে প্রকার স্থানে যে প্রকার ঘটনা ঘটে, পড়িয়াছ, অভিনয়ে চিত্রপটে সেই প্রকার স্থলে সেই প্রকার ঘটনা দেখান হয়, সুতরাং নাটক পড়িয়া যাহা যাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়, অভিনয়ে তাহাই দেখিয়া ও শুনিয়া অনেকটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং নাটকের

পাঠ ও অনুমান: অভিনয়ের শ্রবণ ও দর্শন, এই কতকটা যাত্রার মত আর কি।

নি। তাহা কতক কতক জানিতাম বটে; আচ্ছা অভিনয়ে কি স্ত্রীলোক থাকে, না যাত্রার মত পুরুষেই স্ত্রীলোক সাজিয়া থাকে?

বি। যেখানে স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, সেখানে অবশ্য স্ত্রীলোক, থাকে, যেখানে স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না, সেখানে অগত্যাই পুরুষেই স্ত্রীলোক সাজিতে বাধ্য হন; সুতরাং সুবিধা অসুবিধানুসারে অভিনয়ে দুইই থাকে।

নি। অভিনয়ের উপকারিতা কতক কতক পড়িয়াছি ও বুঝিয়াছি; কিন্তু পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিলেত ভাল হয়না? কারণ পুরুষের কার্য্য যেমন স্ত্রীলোকের দ্বারা ভাল হয় না, সেই রকম স্ত্রীলোকের কার্য্যও ত পুরুষের দ্বারা ভাল না হইবারই কথা?

বি। তাহা ত যথার্থ কথাই বটে! একেইত দেখ, তোমার কার্য্য তুমিই করিলে যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তোমার কার্য্য অন্য স্ত্রীলোক করিলেও তত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতেই পারে না। সেই জন্যইত কথায় বলে

"যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে".—

নি। তাহা ত সত্যই!

বি। আবারও দেখ;—এই দণ্ডে ধর, তুমি একটি সং কি অসৎ কর্ম্ম করিলে, এবং তাহার এক প্রকার ফলও পাইলে; এই সময়ে তোমার মনে যে প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, তোমার যে প্রকার আকৃতি ও ভঙ্গি হয়, তোমার মানসিক ও বাহ্যিক ভাব যে প্রকার হয়, অর্থাৎ তুমি যে প্রকার লোক থাক; অথবা এই দণ্ডে তুমি যাহার সহিত যে ভাবে ও ভঙ্গিমায় যে প্রকার কথাবার্ত্তা বা পরামর্শাদি কর, অর্থাৎ তুমি যে প্রকার লোক থাক, পরক্ষণেই নানা কারণ বশতঃ তুমি কখনই ঠিক সেই প্রকার মনোভাব ও শারীরিক ভঙ্গিমার লোক থাকিতে পার না; এই ক্ষণেই তুমি যাহা পরক্ষণেই তুমি ঠিক তাহা নও,—৫।৭ দিন পরে আরও তাহা থাকিবে না,—মাসান্তরে বা, বৎসরান্তরে তুমি আরও তাহা থাকিবে না; তখন তুমি অন্য লোক হইবে! সময়ের সহিত তুমিই যখন পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য, তখন অপর স্ত্রীলোক বা পুরুষ, যিনি তোমা

হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ;—এই দণ্ডেই বিভিন্ন,—চিরকালই বিভিন্ন ;—অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়াই তিনি, তুমি নহ, তুমি তিনি নহেন! তখন অপর লোক দ্বারা কোন সময়েই তোমার মত মনের ভাবও বাহ্যিক ভঙ্গিমার সহিত, তোমার কোনই কার্য্য করিতে পারেন না।

নি। তাহা ত বটেই!

বি। আরও দেখ; কোন ঘটনাক্রমে তুমি, হয় গোপনে, না হয় কোন কোন ব্যক্তির সাক্ষাতে, কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটি কার্য্য করিলে; অভিনয়ে ঠিক সেই ঘটনা নাই, তুমি নাই, সেই গোপন নাই সেই সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ নাই, সেই ব্যক্তির সঙ্গ নাই; এখন তোমার সেই কার্য্যটি কেমন করিয়া হইতে পারে! যদি—বাবুর "ভারতবর্ষের ইতিহাস" পড়িলে,—বাবুর "ভারতবর্ষের ইতিহাস" পড়ার ফল হয়, তথাপি তোমার কোনই কার্য্য অপর কোনই ব্যক্তিদ্বারা কখনই হইতে পারে না। তবেই দেখিলে, যে প্রধানতঃ এই তিনটি স্বাভাবিক সুতরাং অপরিবর্জ্জনীয় কারণ বশতঃ, নাটকের কোনই ব্যক্তির কোনই কার্য্য কখনই অপর কোনই ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না! তবে হাঁ, কেবলমাত্র স্থূল স্থূল বিষয়ই হইতে পারে, স্থূলই বোঝা যায় এবং নাটক পাঠ অপেক্ষা অভিনয় দর্শন দ্বারা যদিও অনেক সময়ে অনেক বিষয় অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, তথাপি অনেক সময়ে এপ্রকারও দেখা যায়, যে নাটক পাঠ করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারা যায়, অভিনয় দর্শন দ্বারা ততটুকুও বুঝিতে পারা যায় না; ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে অভিনয় করা কি প্রকার কঠিন বিষয়! অনুকরণ যাহা অভিনয়ের এক অতি প্রধান অঙ্গ, তাহা ঠিক ঠাক কার্য্যে পরিণত করা এক প্রকার অসম্ভব।

নি। তাহা ত সত্যই! ঠিক অনুকরণ করা কি যায়!

বি। অনুকরণটি যদিও বা ঠিক ঠাকও হয়; তাহাও বোধ করি আবার লোক রঞ্জক হয় না; গল্পে আছে যে কোন সময়ে কতকগুলি লোকের ইচ্ছা হইল যে, যে কোনব্যক্তি কোন জীব জন্তুর ভাষার ঠিক অনুকরণ করিতে পারিবে, তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে; শূকর শব্দানু-

করণ স্থির হইলে, একদিন প্রকাশ্য সভায় তাহার পরীক্ষা হয়; পুরস্কার প্রয়াসীরা একে একে অনুকরণ করিলে একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুকারক স্থির হইয়া তাহার পুরস্কারের বন্দোবস্ত স্থির হইতেছে, এমন সময়ে একজন পরিত্যক্ত অনুকারক তাহার অনুকরনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ আপত্তি করিলে, পুনরায় উক্ত দুই ব্যক্তিরই অনুকরণ সকলেই শুনিলেন; তথাপি আপত্তিকারীর শ্রেষ্ঠতা অগ্রাহ্য হইলে; তখন আপত্তিকারী বলিল; "ধন্য আপনাদের বিবেচনা ও বিচার শক্তি! আমি আপনাদের চক্ষে ধুলি দিয়া কৌশলক্রমে খোদ শূকরের শব্দ শোনাইয়াও পুরস্কার পাইলাম না!" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ কাপড় মধ্য হইতে সেই শূকর বাহির করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করিল! সকলেই অবাক!

নি। বেশ ত দেখিতেছি! আসলকে নকল হটাইয়া দিল!

বি। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে অনুকরণ যে ঠিক ঠাকই করিতে হইবে, তাহা সদা স্বীকার্য্য নহে; অনুকরণ লোক রঞ্জক হওয়া চাই।

নি। তাহা সত্য; আবার ধর, আমি এখনি যাহা ভাবি বা করি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলেও ঠিক সেই রকম হয় কি?

বি। তাহা ত যথার্থই বটে! কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি সেইটুকু অভিনয়ের দোষ, কি নাটকের দোষ?

নি। অবশ্য তাহা অভিনয়ের দোষ নহে, নাটকেরই দোষ।

বি। তবেই বুঝিলে যে, নাটক লেখাই বা আবার কি প্রকার কঠিন বিষয়! এই যে এখন এত নাটকের ছড়াছড়ি, প্রতিদিন অহোরাত্রি নাটক মুদ্রিত হইতেছে, তাহার মধ্যে নাটক কয় খানি! এক সুরসিক ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে:—

"আধুনিক নাটক: না মিষ্ট, না টক!"

কিন্তু নাটক লেখার কথা ছাড়; এখন বুঝিলে যে প্রথমতঃ নাটক লেখাই অতি কঠিন, ২য়তঃ অভিনয় করাও অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

নি। বেশ কথাটি ত!—

"আধুনিক নাটক; না মিষ্ট, না টক!"

আচ্ছা, ও সকল ত একরকম বুঝিলাম, কিন্তু অভিনয়ে স্ত্রীলোক পাওয়া যায় কেমন করিয়া ? গৃহস্থ স্ত্রীলোক ত হইতেই পারে না, তবে কি বেশ্যা লইয়াই অভিনয় করা হয় ?

বি। বেশ্যা লইয়াই বৈ কি ! অনেকে বলেন যে বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিলে, অভিনয়ের নৈতিক উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়, কারণ অন্তঃপুররুদ্ধা স্ত্রীলোকের স্বভাব ও কার্য্য প্রকাশ্য বেশ্যা দ্বারা, সতীর সতীত্ব, অসতী বেশ্যা দ্বারা ; পবিত্র প্রণয় অপবিত্র বেশ্যা দ্বারা দেখান হয়। একথা নিতান্ত অন্যায়ও নহে।

নি। আমিও ত তাই বলি।

বি। কিন্তু যখন স্ত্রীলোকের কার্য্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারাই অপেক্ষাকৃত ভালরূপ দেখান যাইবারই কথা ; এবং আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানুসারে যখন গার্হস্থ্য স্ত্রীলোকের দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা অসম্ভব, তখন বেশ্যা ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই ! বেশ্যারা প্রথমতঃ রীতিমত শিক্ষা না পাইয়া ত আর রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয় না, বেশ্যারা বেশ্যা হইলেও ত গার্হস্থ্য স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার করিতে পারে ; সুতরাং দর্শকবৃন্দেরা ত মনে করিলেই বেশ্যার বেশ্যাত্ব ভুলিয়া যাইতে পারেন।

নি। তাহা ত সত্য, কিন্তু দর্শকদের মন কলুষিত হইবারই সম্ভব, অর্থাৎ উহা যে একটি মহা কুযোগ !

বি। তাহা স্বীকার করি, কিন্তু সে দোষ দর্শকগণেরই হওয়া উচিত অভিনয়ের হওয়া উচিত নহে। অবশ্য অভিনয় যে একটি মহৎ কুযোগ সৃজন করিয়া দেয় তাহা সত্য, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকাতেই ঐ কুযোগ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটিবে ! যখন উহা অপরিহার্য্য তখন দর্শকগণের বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। কোন অশিক্ষিত বন্ধুর সহিত এবিষয় লইয়া একদিন আলোচনা হইলে, তিনি "গু দেখিলেই গুখেকো গোরুর মুখ চুলকাইয়া উঠে।" এই ইতর বাক্য দ্বারা আমার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পান ; কথাটি ইতর হইলেও সত্য এবং বেশ ভাব প্রকাশক বটে, কিন্তু দেখ দেখি ঐ বাক্য দ্বারা দর্শক বৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের মন বিকৃত

হয়, তাঁহাদিগকে এবং বেশ্যাদিগকে উভয়কেই দূষিত করা হইল কি না?

নি। তাহা হইল বৈ কি।

বি। তবেই দেখ, সেই সকল দর্শকগণ শিক্ষিত পদবাচ্য হইলেও প্রকৃত অশিক্ষিত। সুতরাং রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারীগণকে আমরা একথা বলিতে পারি যে, কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জন করা কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ উপভোগ করানই, রঙ্গভূমির উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নহে. প্রকৃত অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকেও সাধ্যানুসারে রঙ্গভূমিতে যাইতে দেওয়া উচিৎ নহে; বেশ্যারা যতদিন বেশ্যাত্ব ভুলিয়া গৃহস্থ স্ত্রীলোকের মত আচার ব্যবহার প্রকৃতরূপে শিখিতে না পারে, ততদিন তাহাদিগকে লইয়া অভিনয় করাও উচিৎ নহে;—সংক্ষেপতঃ রঙ্গভূমি সংক্রান্ত লোকদিগকে বলিতে পারি যে, যদি ঐ তিনটি কার্য্য তাঁহাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য হয়; তবে হয় তাঁহারা ঐ কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি কার্য্যে পরিণত করুন, আর যদি চেষ্টা করিয়াও উহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারেন, তবে রঙ্গভূমি উঠাইয়া দিন। উহার স্থিতি যে প্রকার অপকারক উহার অনুপস্থিতি সে প্রকার অপকারক নহে।

নি। ইহা ত বেশ কথা! যে সকল বেশ্যারা অভিনয় করে তাহাদিগকেও ভাল হইতে হইবে, যাঁহারা দেখেন তাঁহাদিগকেও ভাল হইতে হইবে।

বি। উহা আবার বেশ্যা অপেক্ষা, দর্শকদিগেরই বিশেষ বিবেচনার বিষয়; কারণ বেশ্যারা অশিক্ষিত, দর্শকরা শিক্ষিত;—আরও একটি কথা আছে;, আমরা অনেক সময়েই উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া থাকি!

নি। কৈ, কেমন করিয়া?

বি। সতীর সতীত্ব, অসতী বেশ্যা দ্বারা অযথা রূপেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি দুই চারিটি যথার্থ কথাই বলিয়াছি; কিন্তু দেখ দেখি নির্ম্মলে, যদি সাবিত্রীর চরিত্র বেশ্যাদ্বারা প্রদর্শিত হওয়াতে অযথা কার্য্য করা হয়; তবে সত্যবামের চরিত্র বেশ্যা ও সুরাসক্ত সুতরাং

চরিত্রহীন পুরুষ দ্বারা প্রদর্শিত হইলেও কি অযথা কার্য করা হয় না? যদি পিঞ্জরাবরুদ্ধা স্ত্রীলোকের কার্য্য প্রকাশ্য বেশ্যা দ্বারা দেখাইলে অযৌক্তিক কার্য্য করা হয়, তবে শিক্ষিত ব্যক্তির কার্য্য অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা দেখাইলেও নিশ্চয়ই অযৌক্তিক কার্য্য করা হয়। যদি পুত্রকন্যা প্রভৃতি পরিবৃতা গৃহিণীর কার্য্য,—

নি। বেশ কথা বলিয়াছ, তাহা ত সত্য কথাই। বলি যে সকল পুরুষেরা অভিনয় করেন, তাঁহারা কি সচ্চরিত্র নহেন? আমি ভাবিতাম;—

বি। খুব বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা শুনিয়াছি, এবং আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, স্বল্পসংখ্যক সচ্চরিত্র হইলেও অধিকাংশই অসচ্চরিত্র। সুতরাং অভিনয় কার্য্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দলই দোষ সংযুক্ত; কিন্তু অবস্থা গতিকে সেই দোষ একেবারে নির্মূল করা অসম্ভব হইলেও, তাহা উভয়েরই সাধ্যানুসারে কমাইতে চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

নি। আচ্ছা, সাহেবদের কি বেশ্যা লইয়া অভিনয় হয়?

বি। শুনিতে পাই যে, গৃহস্থ স্ত্রীলোক অথবা বেশ্যা লইয়াই সাহেবদের অভিনয় হয়; সাহেবদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা, স্বামী ও স্ত্রীর এবং স্ত্রীলোক ও পুরুষের সম্বন্ধ, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ সাহেবদের যে প্রকার স্বাধীনতা, মেমদেরও প্রায় সেই প্রকারই স্বাধীনতা থাকে;—ইহা তুমি অবশ্য অনেকটা জান। আরও একটা কথা আছে, মেমদের সতীত্ব হইতে তোমাদের সতীত্ব অনেকটা স্বতন্ত্র। তোমাদের এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে যে ভাবে সতী বলি, মেমদের সে প্রকার ভাবের সতী হইতেই পারে না। আবার মেমদের একশতের মধ্যে একটিকে যে ভাবে সতী বলি, তোমাদের মধ্যে সে প্রকার সতী হইতেই পারে না।

নি। সে কি রকম? একটু বুঝাইয়া বল দেখি।

বি। তোমাদের যেই বিবাহ হইল, যখন বা [illegible] তোমাদের [illegible]

১১ কি ১২ বৎসর, তার পর হইতেই তোমরা, স্বামী এবং স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ ভিন্ন আর কাহারই সম্মুখে মুখ দেখাইতে নিষিদ্ধা; মেমরা কখনই কোথায়ও কাহারই নিকট মুখ দেখাইতে নিষিদ্ধা নহে। আমি এ প্রকারও শুনিয়াছি, যে পুত্রবধূ কখন কখন শাশুড়ী বা অন্য কাহারই সহিত ঝগড়া করিয়া মুখ খুলিয়া শ্বশুরের সাক্ষাতেও বাহির হইয়া অন্য কোন স্থানে গেলেও, শ্বশুর "কে না কে" যাইতেছে বলিয়া স্থির হইয়া থাকেন!—

নি। সে বড় কিন্তু মিছা কথা নয়!

বি। ইহাতে যে প্রকার স্বাতন্ত্র্য দেখিলে, তোমাদের এবং মেমদের কথাবার্ত্তায়ও আবার সেই প্রকার স্বাতন্ত্র্য; আবার আমোদ আহ্লাদ সম্বন্ধে সেই স্বাতন্ত্র্য, আরও অধিক;—মেমগণ সকলেরই সাক্ষাতে গীত বাদ্য এবং নৃত্য পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তোমরা ঐ সকল আমোদ আহ্লাদ স্বামীর নিকট পর্য্যন্তও করিতে পার না! আজ কাল যদিও কোন ললনা, ঐ সকল আমোদ আহ্লাদের অতি যৎসামান্য অংশও কেবলমাত্র স্বামীর নিকটই করিতে সাহস করেন, তিনি "অতি বেহায়া" হন! অথবা "লেখা পড়া শিখে গোল্লায়" যান!—অর্থাৎ তোমাদের যেমন আঁটাআঁটি ও বাঁধাবাঁধি, মেমদের তেমনি অল্লাআল্লি ও খোলা-খুলি! তোমাদের সমাজ যাহা নিষেধ করিতেছে, অসভ্যতা বলিতেছে, মেমদের সমাজে তাহা যে কেবল সম্মতি দিতেছে তাহা নহে, তাহা প্রকৃত সভ্যতা বলিতেছে! এ প্রকার অবস্থায় সতীত্ব জ্ঞান,—

নি। তাহা ত বুঝিলাম; তবে কাহাদের সতীত্ব ভাল!

বি। ইহার উত্তর দিতে হইলে অন্ততঃ দুইটি Principles, ও সেই Principles অনুযায়ী কার্য্য বিবেচনা করিতে হইবে;—আমাদের দেশে স্ত্রীলোক ও শূদ্র, জ্ঞানের অধিকারী নহে, সাহেবদের দেশে প্রত্যেক নর নারীরই জ্ঞানের অধিকার সমান; কাযেই তোমরা অজ্ঞানান্ধকারে যেমন সমাচ্ছন্না, মেমরা জ্ঞানালোকে তেমনি বিভাষিতা; আমাদের দেশে জ্ঞানহীনতাই সুশাসন, সাহেবদের দেশে জ্ঞানবত্তাই সুশাসন; কার্য্যে তোমাদের মধ্যে মূর্খতা-স্রোত যেমন প্রবল, মেমদের মধ্যে জ্ঞান-

স্রোত তেমনি প্রবল ; তোমরা যেমন পরাধীনতার উপাসক, মেমরা তেমনি স্বাধীনতার উপাসক ;—তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, তোমাকে আরও একটি কথা বলিতে পারি :—সুরাসক্তি অনর্থকরী, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই ; এখন, মনুষ্যের সমস্ত weaknes বিবেচনা করিয়াই, কোন পিতা তাঁহার পুত্রকে সুরার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে দেন না, পুত্র সুরাসক্ত হইল না ; কোন পিতা সেই অতি প্রকাণ্ড Risk জানিয়াও তাঁহার পুত্রকে সুরাসক্ত দলে মিশিতে নিষেধও করিলেন না, সুরাপান করিতেও আপত্তি করিলে না ; পুত্র দেখিয়া ও অনুভব করিয়া এবং বুঝিয়া সুরাপান হইতে বিরত হইলেন।—ঐ দুই পুত্রের মধ্যে কে মহত্তর ?

নি। শেষেরটিই মহত্তর : সে লোভে পড়িয়াও ছাড়িল :—

বি। আচ্ছা, আবারও ধর :—ইহা পাপ, উহা পুণ্য : এ কাজ করিও না, পরকালে কষ্ট পাইবে, শাস্তি পাইবে ; ঐ কাজ কর, পরকালে সুখে থাকিবে, পুরষ্কৃত হইবে ;—ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার শিক্ষা না পাইয়াই একজন সেই সেই পাপ কর্ম্ম করিল না ও সেই সেই পুণ্য কর্ম্মই করিল ; আর একজন লেখা পড়া শিখিল, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ-কর্ত্তার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ পড়িল, নানা প্রকার লোকের সহিত মিশিল, জ্ঞান উপার্জ্জন করিল, গুণী হইল, হিতাহিত বুঝিল, এবং পাপকর্ম্ম না করিয়া পুণ্যকর্ম্মই করিল।—এই দুই জনের মধ্যেই বা কে মহত্তর ?

নি। আমি ত বলি, এই শেষের লোকটিই মহত্তর।

বি। তবেই দেখ, তোমার সেই প্রশ্নের উত্তরও হইয়া গেল ; উক্ত দুই উদাহরণের মধ্যেই প্রথমটি হিন্দু শিক্ষা প্রকাশক এবং দ্বিতীয়টি ইংরেজী শিক্ষা প্রকাশক ; অবশ্য কোনই শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না, কোনই শিক্ষা সর্ব্ব উদ্দেশ্য সাধকও হইতে পারে না ; দোষ গুণ সংযুক্ত মনুষ্যের সকল বিষয়ই দোষ গুণ সংযুক্ত ; কিন্তু যদি কোনও বিষয়ে 'কার্য্যাপেক্ষা উদ্দেশ্য ধরা ন্যায়সঙ্গত হয়, Consequence অপেক্ষা Conscience উচ্চতর হয়, তবে নিশ্চয়ই যে সেই পুরাতন হিন্দু শিক্ষা প্রণালী অপেক্ষা, এই আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা প্রণালী ন্যায়-

সঙ্গত ও উচ্চতর, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা, ও সেই দৃঢ় ধারণা তোমার নিকট প্রকাশ করাও আমার একটি অতি মহৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নি। বেশ কথা বলিয়াছ, আমি উহা এক রকম বুঝিয়াছি।

বি। তবে;—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী তারা ও মন্দোদরী এই "পঞ্চ কন্যা"—"কন্যা" শব্দটির অর্থ ভুলিও না,—প্রাতঃস্মরণীয়া "সতী" হইলে, প্রত্যেক সমাজে, প্রত্যেক সময়েই, উক্ত প্রকার "প্রাতঃ স্মরণীয়া" গণের যে কেবল কোনই অভাব হয় না, তাহা নয়, উহা অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের প্রাতস্মরণীয়াও মিলে! তবে,—

নি। ভারি সরস কথা এইবার বলিয়াছ কিন্তু; আমি বলি,—

বি। যখন সতীর কথাই উঠিল, তখন আমি আরও একটী কথা বলি,—যেমন স্বামী ও স্ত্রী, এই দুইটী আপেক্ষিক শব্দ (Relative terms) অর্থাৎ স্বামী না থাকিলে স্ত্রী, ও স্ত্রী না থাকিলে স্বামী হইতে পারে না; সেই প্রকার সতী ও সৎ এই দুইটীও আপেক্ষিক শব্দ; অর্থাৎ সৎ না থাকিলে সতী, সতী না থাকিলে সৎ হইতে পারে না; সৎ থাকিলেই সতী, সতী থাকিলেই সৎ হইতে পারে; আমি সৎ ও তুমি সতী হইলেই, আমি সৎ ও তুমি সতী; আমি অসৎ ও তুমি সতী হইলে, তুমি যে কেবল সতী হইলে তাহা নহে, তুমি সতীর উপরে উঠিলে; তুমি অসতী আমি সৎ হইলেও, আমি সতের উপরে উঠিলাম।

নি। খুব সরস কথা বলিতেছ।

বি। সেই প্রকার অবিবাহিত পুরুষ সৎ ও অবিবাহিতা রমণী সতী হইলেও, সেই পুরুষ সতের ও সেই রমণী সতীর উপরে না উঠিলেও, সৎ ও সতী হইতে স্বতন্ত্র; কারণ সৎ ও সতীর পক্ষে বিবাহ একটী অত্যাবশ্যকীয়, সুতরাং অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়।

নি। কথাগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্ট লাগিতেছে।

বি। আর ওকথায় কাজ নাই, অভিনয়ই আবার ধরা যাক; দেখ,—

নি। আচ্ছা আমাদের দেশে পূর্ব্বেও অভিনয় ছিল; তা তখনও কি বেশ্যা দ্বারা অভিনয় হইত?

বি। হাঁ, তখনও নিশ্চয়ই বেশ্যাদ্বারা অভিনয় হইত; সংস্কৃত নাটকে "প্রস্তাবনা" বলিয়া একটী পরিচ্ছেদ থাকে, সেই প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটক মাত্রেই থাকা চাই ও সেই প্রস্তাবনায় "নটী" বলিয়া কোন স্ত্রীলোকের অভিনয় করা চাই। আসামে ও উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্ববাঙ্গালারও কোন কোন স্থানে, যেখানে এখনও সেই অসভ্য সভ্যতালোক এত প্রবেশ করে নাই এবং যেখানে এখনও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি অপেক্ষাকৃত অনেক বজায় রহিয়াছে, সেই আসাম, উড়িষ্যা ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় এখনও বেশ্যাদিগকে "নটী" বলিয়া থাকে। হয় নাটকের নটী হইতেই বেশ্যাদিগের নটী নাম হইয়াছে, না হয় বেশ্যা নটী হইতেই নাটকের নটী হইয়াছে। আবার "নাটক" কথাটিই বোধ করি "নট" ও "নটী" হইতেই হইয়া থাকিবে।

নি। তাহাও ত বটে!—আচ্ছা নাটক লেখা আগে, কি বেশ্যা আগে?

বি। যদি হিন্দুশাস্ত্রের স্বর্গ সত্য হয়, যদি স্বর্গ পৃথিবীর পূর্ব্বেও ছিল, একথা মানিতে হয়, যদি হিন্দুধর্ম্মের দেবগণকে মানিতে হয়, তবে পৃথিবীর পূর্ব্বেও সেই দেবালয় স্বর্গেই বেশ্যা ছিল, অপ্সরী ও কিন্নরীগণ স্বর্গবেশ্যা। আবার দেবরাজ সহস্রচক্ষুর নন্দনকানন যাহা ইদানীন্তন ধনীসন্তানগণের বাগান বাড়ী বা প্রমোদকানন, সেই নন্দনকাননই দেবগণের বেশ্যা লইয়া আমোদ প্রমোদের স্থান ছিল।

নি। তবে ত বটে! আচ্ছা,—

বি। বেশ্যা দ্বারা যে কেবল নাটকই অভিনীত হইত, তাহা নহে; সমাজে বেশ্যার বেশ মান সম্ভ্রম ছিল; বেশ্যা "অভুজিষ্যা" অর্থাৎ অনন্যভোগা ছিল; বেশ্যাবিবাহ সমাজে চলিত ছিল; চতুর্ব্বেদ-পারদর্শী, অশুদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণও বেশ্যা বিবাহ করিত ও সেই বিবাহিতা বেশ্যা "বণিতা" ও "কলত্র" প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দে পরিচিতা হইয়া, স্বামীকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণী হইতেন। মৃচ্ছকটিক নাটকে এসকল অতি স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে!

নি। সত্য নাকি! ইহা ত ভারি আশ্চর্য্যের কথা।

বি। অদ্যাবধি এই একটী কথাও চলিত রহিয়াছে যে, বেশ্যা দর্শনে পুণ্য ও স্পর্শে পাপ জন্মে! অদ্যাবধি শুনিতেও পাই যে, বেশ্যালয়ের মৃত্তিকা না হইলে তোমার হিন্দুদেবদেবীর প্রতিমার চক্ষু চান্‌কান হয় না! সেই হিন্দুসমাজের সেই বেশ্যার আজ কি দুর্দ্দশা! সেই হিন্দুসমাজের সেই বেশ্যা আজ কি না পিশাচিনী! আজ তাহারা কি না সমাজের উৎপাত ও উন্নতির কণ্টক স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

নি। ভারি দুঃখের বিষয়!

বি। অষ্টম নবম বর্ষীয়া বালিকা কন্যা বিধবা হইল, জন্মদাতা পিতা তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিলেন; আর নিজে ভগ্নদন্ত পলিতকেশ হইলেও বিবাহ করিবেন! ষোড়শী বিধবা গর্ভবতী হইল, পিতা তাহাকে গয়া বৃন্দাবনে ভাসাইয়া দিলেন!—ঘোর নরকের বিষ্ঠা মাখিয়া পুত্র পিতার নিকট উপস্থিত, পিতা অম্লান বদনে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিবেন! ইহাই হিন্দুধর্ম্ম, ইহাই হিন্দুসমাজ! কৈ এমন কথা ত কোনই হিন্দুধার্ম্মিক বলে না, যে, যে পুরুষ নিজস্ত্রী ভিন্ন অপর কোনই স্ত্রীলোককে মজাইবে, তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে! কৈ এমন কথাও ত কোনই হিন্দু পণ্ডিত বলে না যে, যে বিগতপত্নীক পুনরায় বিবাহ করিবে, সে "একঘরে" হইবে! পতির মৃত্যুতে বালিকা বিধবা হয় না। পত্নীর মৃত্যুতে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধও বিপত্নীক হয়। এই দুই অতি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যে হিন্দুসমাজ ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া শুনে, সে সমাজের যে কি অবস্থা, তাহা চিন্তা ও কল্পনা শক্তিও বুঝিতে পারে না। ইহাতেও যে বেশ্যা ও লম্পটগণ প্রশ্রয় পায় না, ইহা বলা অতি বড় বাতুলের কার্য্য!

নি। তাহা সত্য, যত দোষ আমাদেরই ঘাড়ে চাপে, আর পুরুষদের সব দোষই উড়িয়া যায়! এটা খুবই অন্যায়।

বি। যতদিন তোমরা নিজের ক্ষমতা ও অধিকার বুঝিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে না পারিবে, ততদিন এই পক্ষপাতিতা ও ঐ পক্ষ-

পারিতামূলক, তোমাদের ও আমাদের অর্থাৎ সমাজের ঘোর দুর্দশাও ঘুচিবে না। সমাজের কল্যাণার্থে, তোমাদের কার্য্য যতদিন তোমরা না করিবে, ততদিন হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত চাণক্যগণ, তোমাদিগকে,—

"স্বভাব এব নারীণাং নারাণামিহ দূষণং॥"

বলিতেও ছাড়িবেন না!—হায়, নির্ম্মলে, পুরুষদিগকে দূষিত করাই নারীগণের স্বভাব! আমি স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছি ও স্বকর্ণে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ঠিক উহার বিপরীত অর্থাৎ নারীগণকে দূষিত করাই পুরুষের স্বভাব। যে কয়েকটি বড় বড় ঘরের বড় বড় ব্যাপার দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি. তাহাতেও বুঝিয়াছি যে, যেখানে রমণীগণের প্রতি যত আঁটাআঁটি, সেই স্থানেই "নদীমিবান্তঃ সলিলাং" পাপস্রোত ততই প্রবল! এবং,—

"ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্‌।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েৎ বুধঃ।"

এই চাণক্য বাক্য ও ততই অগ্রাহ্য!—যে সকল নীচ শ্রেণীর দরিদ্রগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সমান স্বাধীনতা দেখি, যাহাদের মোটে অন্তঃপুরই নাই, সেই শ্রেণীর স্ত্রীগণের মধ্যে যত সতীত্ব, তত সতীত্ব তোমার ধনীগণের অন্তঃপুরে নাই! কুলকামিনীগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অনেকেই বোধ করি নিজ নিজ প্রতিবেসিনী গৃহে, গোবরেও অনেক পদ্মফুল ফুটিতে দেখিয়াছেন এবং আতর গোলাপেও,—

নি। তাইত!—বলি সেবার ঐ ধোপাদের বৌ লইয়া যে,—

বি। যাক, আর ওকথায় এখন কাজ নাই; নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথা বলিয়াই আজ শেষ করা যাউক;—আমোদ ও সঙ্গীত প্রিয়তা মনুষ্যের স্বভাব; প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক ব্যক্তিই, প্রত্যেক সময়েই, কোন না কোন প্রকারে ঐ স্বভাব দেখাইয়া থাকে, অভিনয় ও নাটকের এক অতি প্রধান উদ্দেশ্য, লোক জনকে শিক্ষামূলক নির্দ্দোষ ও পবিত্র আমোদ উপভোগ করান; এই জন্য উহা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন ও নির্দ্দোষ এবং পবিত্র বিষয়; উহার প্রাচীনতা এবং পবিত্রতা দেখাইবার জন্যই, আমাদের দেশের কাল্পনিক

অভ্যাসানুসারে উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত, এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ উহা যে প্রাচীন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ বাল্মীকির সমসাময়িক ভরতমুনিই সর্ব্ব প্রথম নাটক প্রণেতা।

নি। তবে উহা অনেক দিনেরই বটে।

বি। আবার ইহাও এক প্রকার স্থির যে পড়িবার জন্য নাটক লিখিত হয় নাই, অভিনয়ের জন্যই প্রায় উহা লিখিত হইয়াছে; আবার অভিনয়ের জন্য নাটক লিখিত হইলেও, অভিনয়ের প্রচলন আমাদের দেশে ছিল না, অভিনয় কদাচিৎ মাত্রই হইত, সেই জন্য সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অতি অল্প; এবং সেই জন্যই যখন অষ্টবিংশতি ভাষাজ্ঞ মহাত্মা (Sir William Jones) শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এদেশের নাটক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন; তখন কোনই বঙ্গীয় পণ্ডিত শুনিতে পাই, তাঁহাকে নাটকের বিবরণ ভালরূপে জ্ঞাত করাইতে পারে নাই!—প্রহসন লইয়া ভাল সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা পড়িয়াছি, দশ বার খানির অধিক নহে।

নি। সত্য!—এখন ত নাটকের খুবই ছড়াছড়ি।

নি। এখন অভিনয়েরও প্রচলন খুব বেশি।—নাটকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য থাকে বলিয়া, উহা দৃশ্য কাব্যের মধ্যে প্রধান। নাটকের নায়ক ও নায়িকা খুব উচ্চদরের হওয়া চাই এবং আদিরস, ও বীর রস বর্ণনা করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহার অভিনয় বড় জোর তিন ঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হওয়া উচিৎ। নাটকাভিনয়কে পূর্ব্বে "যাত্রা"ও বলিত, তাহা উত্তরচরিতেই প্রমাণিত হয়; ফলে "যাত্রা" ও এক প্রকার অভিনয় বটে, তবে বিশেষ এই যে, নাটকাভিনয়ে পটক্ষেপাদি আছে, যাত্রায় তাহা নাই।

নি। কিন্তু যাত্রা ত এখন খুব অনেকক্ষণ ধরিয়াই হয়।

বি। আমার বিবেচনায় তাহা অন্যায় বলিয়াই বেশ বোধ হয়। কারণ তাহাতে দর্শকগণের বিরক্তি জনক হইবারই কথা। যাত্রার কথায় আমি আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; যাত্রা আজি কালি প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত

হইয়া থাকে। ইহা যে কেবল নানা প্রকার অসুবিধা জনক ও অস্বাস্থ্যকর তাহা নহে; দৃশ্যসৌষ্ঠব, যাহা অভিনয়ের একটী নিতান্ত আবশ্যকীয় গুণ, তাহার বিশেষ বিঘ্নজনক, কারণ সাজ্জিত ব্যক্তির মুখের অন্যান্য যে সকল সামান্য সামান্য খুঁৎ থাকে, তাহা দিনমানে কিছুতেই লুকান যায় না; বিশেষ যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সাজ সাজেন, তখন তাঁহার দাড়ি গোঁপের চিহ্ন একবার ধরা পড়িলেই, কেবল যে হাস্য সম্বরণ করাই কঠিন হয়, তাহা নহে; মনের সমস্ত সঞ্চিত ভাবকে একবারে মাটি করিয়া ফেলে। তখন কোনই কল্পনার সাহায্যে আর তাহাকে স্ত্রীলোক ধারণা করিতে পারা যায় না।

নি। এটী ঠিক কথা, আমার মনের কথাটি টানিয়া বলিয়াছি।

বি। অনুকরণ-পটুতা, স্ফূর্তি-মাধুর্য্য, পরিহাস ও দৃশ্য-সৌষ্ঠব, এই কয়টি অভিনয়ে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে প্রকৃত মূর্ত্তির ভাব মনে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার একটি নকল দেখিতে পাইলে বড়ই আহ্লাদ জন্মে, সুতরাং অনুকরণ দ্বারা মনঃপ্রাস্থ সমস্ত ভাব ভঙ্গীকে টানিয়া আনিয়া উপরে দেখাইতে হয়; অভিনেতার পক্ষে এইটিই অতি কঠিন ব্যাপার;—মনে কষ্ট নাই, তথাপি তাহা অনুকরণ দ্বারা দেখাইতে হইবে; কিন্তু পেটে হাসি, মুখে কান্না দেখাইলেই সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়; অথবা মনে সুখ নাই, তথাপি তাহা অনুকরণ দ্বারা জাজ্জ্বল্যমান দেখাইতে হইবে; দেঁতোর হাসি হাসিলে চলিবে না। আমাদের অভিনয়ে দুই একজন ছাড়া অভিনেতাগণের মধ্যে এই গুণের অত্যন্ত অভাব। কোনই একটি বিষয়ের ঠিক ঠাক অনুকরণ হইতে পারে না; হয় তদপেক্ষা কিছু কম, না হয় তদপেক্ষা কিছু বেশিই অনুকরণ হয়; যখন অনুকরণদ্বারা শ্রোতা ও দর্শকগণের মনস্তুষ্টিই, অভিনয়ের এক অতি প্রধান উদ্দেশ্য, তখন তাহারই প্রতি নজর করিয়া এপ্রকার রসান দিয়া অনুকরণ করিতে হইবে, যে রসানের দোষাবহ আধিক্য শ্রোতা ও দর্শকগণ ধরিতে পারিবেন না; আবার এ প্রকার হাতে রাখিয়াও অনুকরণ করিতে হইবে, যে হাতেরাখার দোষাবহ হ্রাসতাও শ্রোতা ও দর্শকগণ বুঝিতে পারিবেন না। যখন মাতালের অনুকরণ করিতে হইবে, তখন সেই উন্মত্ত ব্যক্তি

পাকা মাতাল, কি পাতি মাতাল, তাঁহার সামজিক ও তৎসাময়িক অবস্থাই বা কি, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যক। আবার,—

নি। তাহা ত সত্যই; আর সেই জন্যই অনুকরণ সহজ নয়।

বি। আবার শ্রুতিমাধুর্য্য যত কম হয়, অভিনয়ও ততই বিরক্তি জনক ও বিড়ম্বনাসূচক হয়; আদিরসের সময় কেবলমাত্র নীচত্ব ও ছ্যাবলান দেখান, "হৃদয়বল্লভ" বা "জীবিতনাথ" প্রভৃতি বাক্যের ভূয়োভূয়ঃ উচ্চারণ, কেবলই কথায় কথায় ধপাস ধপাস পতন, অথবা অশিক্ষিতের মুখে ভবভূতি বাক্য বিন্যাসের ন্যায় লম্বা চওড়া সমাসচ্ছটা আওড়ান, কিম্বা "ছোট মুখে বড় বড় কথা" ইত্যাদি অস্বাভাবিক কার্য্য যে কেবল মাত্র কুৎসিৎ ও জঘন্য তাহা নহে, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করাও বড়ই কঠিন। আবার বীর রসের সময়, বহ্বারম্ভে নাস্তি ক্রিয়া অজায়ুদ্ধের ন্যায় কেবলমাত্র ঘন ঘন হুঙ্কার ও চীৎকার, শরতের মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় কেবলমাত্র বাচালতা, অথবা দাবা খেলার কিস্তি-মাতের মত বীরত্ব দেখান, যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বনা প্রকাশক এবং হাস্যোদ্দীপক। সময় ও অবস্থোচিত সীমাবদ্ধতা শ্রুতি-মাধুর্য্যে নিতান্ত আবশ্যক; প্রত্যেক কার্য্যেই চরিত্র বজায় রাখিতে হইবে। আবার যে প্রকার অভিনয়ে শ্রোতা ও দর্শকগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়া তাঁহাদিগের চিন্তা শক্তিকে বিশেষ উত্তেজিত করা হয়, সেই প্রকার অভিনয়ের Unbroken continuation কষ্ট জনকতা, প্রার্থনীয় নহে, সেই জন্য সেই সকল গুরুতর বিষয়ের ক্রমাগততা উপযুক্ত সময়ে ভাঙ্গিয়া আমোদকর লঘুতর বিষয়ের অবতারণা নিতান্ত আবশ্যক; প্রধানতঃ সেই জন্যই পরিহাসের প্রয়োজন। এই পরিহাস, সময় ও অবস্থানুযায়ী নির্দ্দোষ আমোদজনক ও শিক্ষাজনক হওয়া চাই; কেবলমাত্র Refreshment নবীনত্ব, ও Variety প্রকারত্বের খাতিরেই যেন কেবলমাত্র নূতনত্বে ও প্রকারত্বেই পর্য্যবসিত না হয়; তাহাতেও উদ্দেশ্যের ক্রমাগততা Continuity of purpose এর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া consistent সঙ্গত করা চাই।

নি। ইহাতেও অনুকরণ ভাল করিয়া চাই দেখিতেছি।

বি। তাহা যথার্থ, কিন্তু দৃশ্য সৌষ্ঠবে অনুকরণের তত আবশ্যক করে

না, দর্শকগণের দর্শন শক্তির আকর্ষণ ও উত্তেজন দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করাই ইহার সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য ; অভিনেতা যে লোকের কার্য্য ও চরিত্র অভিনয় করিবেন তাঁহার যে কেবল শারীরিক গঠন বয়স ও পরিচ্ছদ সজ্জাই ঠিক তদুপযোগী হওয়া চাই, তাহা নহে, তাঁহার হাব ভাব ও লাবণ্যদ্বারা ও সেই উপযোগীতা দেখাইতে হইবে ; এক কথায় তাহার আকৃতি, বয়স ও সজ্জা প্রত্যেকটিই, অভিনীত ব্যক্তির সময় ও অবস্থোচিত উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; নাটকাভিনয়ে চিত্রপটাদি ব্যাপারও এই দৃশ্য সৌষ্ঠবের মধ্যে, সুতরাং চিত্র পটাদিও উপযুক্ত রূপে চিত্রিত ও অবস্থা প্রকাশক হওয়া চাই।

নি। বেশ বুঝিয়াছি, এত গুলি হইলে তবে ভাল অভিনয় হয়।

বি। নাটকাভিনয়নই বল আর যাত্রাভিনয়ই বল, কেবলমাত্র আমোদ উপভোগ করানই, কাহারই প্রধান উদ্দেশ্য নহে, তাহা হইতেও পারে না, অথবা কেবলমাত্র আমোদ উপভোগ করান উদ্দেশ্য হইলেও, তাহা যে নিতান্ত অযৌক্তিক ও অকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে কোনই তর্কের আবশ্যক করে না। শ্রোতা ও দর্শকগণ নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবেন সত্য, কিন্তু সেই আমোদ শিক্ষামূলক ও সময়োপযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ; যাহা পড়িয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারা না যায়, তাহা শুনিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় ; আবার শোনা অপেক্ষা দেখিয়াই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোঝা যায় ; শিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ প্রকার, দর্শনজনিত শিক্ষা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তন্নিম্নে শ্রবণ জনিত শিক্ষা এবং সর্ব্ব নিম্নে পঠন জনিত শিক্ষা ; নাটকাভিনয়ে ও যাত্রাভিনয়ে দর্শন ও শ্রবণ উভয় জনিত শিক্ষাই সম্পাদিত হয়, সেইজন্যই ঐ সকল অভিনয়ের আবশ্যকতা অধিক। আবার যাহা বলিয়াছি, ঐ সকল শিক্ষা সময়োপযোগী হওয়া চাই। এখন জিজ্ঞাস্য, নাটকাভিনয় ও যাত্রাভিনয় এখন যে প্রকার রূপে সাধিত হইতেছে, তাহা দ্বারা কোন্ শিক্ষা কতখানি কত লোকে পাইয়া থাকেন। কোন্ সময়োপযোগী শিক্ষাই বা কি উপায়ে কাহাদের জন্য কতখানি সাধিত হইয়া থাকে?—সেই যে মান্ধাতার আমল হইতে সেই এক ঘেয়ে মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা-

ব্যঞ্জক বিষয় ক্রমাগত অভিনীত হইতেছে, জিজ্ঞাসা করি, তাহা দ্বারা কোন্ লোকের কতখানি শিক্ষার বৃদ্ধি হইয়াছে? সেই দক্ষ যজ্ঞ ও সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যে, মাসের পর মাস অভিনীত হইতেছে, তাহার দ্বারা কোন্ শিক্ষার কতখানি উন্নতি হইতেছে? ঐ সকল দ্বারা কোন্ সাময়িক শিক্ষাই বা কতটুকু দেওয়া হইতেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা কোন্ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, কোন্ ব্যক্তিই বা কোন্ শিক্ষা হজম করিয়াছেন, বা হজম করিতে সমর্থ হইতেছেন? তাহাতে ধর্ম্মের রঙ্গ ফলান আছে সত্য, কিন্তু সেই ধর্ম্মের সেই রঙ্গে, কি কোনই কার্য্যকরী শিক্ষা হইতেছে?

নি। আমি অনেক যাত্রা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ক্ষণেক আমোদ ছাড়া যে তাহাতে কোনই স্থায়ী শিক্ষা হয়, এ বিশ্বাস আমার নাই; অথচ খরচও নিতান্ত কম নয়। আর থিয়েটার একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম, তাহা মোটেই ভাল লাগে নাই।

বি। শুনিয়াছি যখন "নীলদর্পণ" সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়, ও গর্ভবতী ক্ষেত্রমণি, যখন সেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পিশাচ দ্বারা অবক্তব্য, ও অশ্রোতব্যরূপে লাঞ্ছিত হইতেছিল, তখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলী এ প্রকার উত্তেজিত হইয়া "Kill him." "kill him on the spot" "মার মার" ইত্যাকার শব্দে সেই রঙ্গভূমি কম্পিত করিয়াছিল, যে অনেকক্ষণের জন্য অভিনয় বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ কি?—"নীলদর্পণ" যৎপরোনাস্তি খটমট রূপে লিখিত হইয়াও উহা কেবলমাত্র সময়োচিত শিক্ষা, সময়োচিত রূপে শিক্ষা দিয়াছিল বলিয়া। রঙ্গভূমির ও অভিনয়ের যে ক্ষমতা, তাহা এক এই "নীলদর্পণ"ই দেখাইয়াছে।

নি। ঠিক কথা;—আহা নবীন বাবু যদি উপস্থিত না হইতেন!—

বি। এখন কেবলমাত্র কৃষ্ণলীলা অথবা পৌরাণিক অন্যান্য বিষয় অভিনীত হইবার সময় নহে, অভিনয়ের মহীয়সী শক্তি, ও অলৌকিক কার্য্য; বাল্যবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি মূলক সামাজিক বিষয়, Election ও Legislative Council ইত্যাদি মূলক রাজনৈতিক বিষয়, ওয়াশিংটন ও গ্যারিবল্ডী মূলক স্বদেশানুরক্তি ব্যঞ্জক বিষয়, লুথর ও

পার্কার মূলক ধর্ম্মবিষয়ক বিষয়ই, এখন প্রকৃত সময়োপযোগী শিক্ষামূলক বিষয়ক এবং উহাই এখন অভিনয়ের সেই মহীয়সী-শক্তির সেই অলৌকিক কার্য্যের প্রকৃত বিষয়! সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের এক অতি প্রশস্ত উপায়ই এই অভিনয়। কিন্তু হায়! আমরা এখনও যেন প্রকাণ্ড হস্তী-মূখের মত কার্য্য ও ব্যবহার করিতেছি। অভিনয়ের মহীয়সী শক্তি জানিয়াও তাহা সঙ্কুচিত ও অপব্যবহৃত করিতেছি! জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের পথকে এখনও নিরবচ্ছিন্ন আমোদের দিকেই ফিরাইতেছি! ও তাহাকে অর্থোপার্জ্জনেরই এক অতি প্রধান কার্য্যে পরিণত করিতেছি'—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে ;
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে ;
হয় তাহে তনু মন ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো, (ভারত-ভূমি) বিভু স্থানে এই মাগ ;
সুরসে প্রবৃত্ত হৌক, তব তনয় নিচয়॥"

—*—

PRINTED BY B. C. SARKAR,
INDIA PRESS. 100 BOWBAZAR STREET, CALCUTTA.